গীতা প্রকাশিত হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

বঙ্গানুবাদ সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর
তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ
ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত 'সরলার্থ প্রবোধিনী' ব্যাখ্যা
(অন্বয়) সম্বলিত ও তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিত-তত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নামে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্তভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধিপূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবেধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ।৶৹ আনা, মোট ৩৷৷৶৹ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

আমরা আজ প্রফুল্লান্তঃকরণে জানাইতেছি যে, জগদম্বার কৃপায় নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়াও যথা সময়ে সম্পূর্ণ গীতা প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, গীতামৃত-পিপাসু হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। ফাল্গুন ও চৈত্র।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৩ নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

১৩০০ সনের বেদব্যাস পত্রের সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা
অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৮।১৭।৩৯।
অতিথি পূজা। ...	... ...	২৬।
অবশ্য দ্রষ্টব্য। ...	... ...	৩২।৬৪।৮০।১২৮
আয়ুর্ব্বেদ।	„ ঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬।৩৪।৮২।
আহার নিয়ম। ...	... ...	১৫।
আশা। ...	... ...	২৮।
আমার কৃষ্ণ। ...	„ শশধর তর্কচূড়ামণি	৫৩।৮।১২০।১৪৯।
আদর্শ সংস্কার।	„ ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক	৫৬।
আজ না কা'ল ...	„ কশ্চিদার্য্যতনয়	৯৪।১২৩।
আমাদের চাই কি?	শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ...	১৭৭
উন্নতি চিন্তা	„ ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ	১৪২।
উপায় আছে।	„ কামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী	১৪৬।
এ কি ভারত না শ্মশান? ...	... ...	১৮২
কর্ম্ম কাণ্ডাদি বিভাগ। ...	...	১৯।
কর্ম্ম।	„ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৪৪।
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন ...	... ...	১৮৭
জগদম্বা স্তোত্র। ...	...	৮১।
তত্ত্বমসি।	„ কামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী	৫০।৯৫।
তারাষ্টক।	...	১০৯।
দেবভাষা ও ভূদেব সেবা।	" শরাদিন্দু মিত্র	২০।
দক্ষিণা মূর্ত্তি স্তোত্র।	...	৪৯।
ধর্ম্ম মণ্ডলীর শাখা সভা সমূহের প্রতি কয়েকটী	" শশধর তর্ক চূড়ামণি	৬৯।
পরামর্শ ...	...	১০৮।
ধর্ম্ম মণ্ডলী ...	...	১৫৮।
ধর্ম্ম মণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম	...	১৫৮
ধর্ম্ম মণ্ডলীর প্রতিনিধি ব্যবস্থা		১৬০।
ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতাগণের নাম ও ধামাদি	...	১৮৫
ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি ব্যবস্থা	...	১৮৬
ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তি-ব্যবস্থা	...	১৮৭
নিরাস হইও না		৬২।
পরকাল তত্ত্ব।	„ শশধর তর্ক চূড়ামণি	১২৪।১৫২।
বিবিধ।		
বিবেকীর চিন্তা।	„ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৫৪।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ...	... ...	১৬৩
ব্রাহ্মণ-রক্ষা	...	১৭৩

ব্রাহ্মণ-রক্ষার আবশ্যকতা — শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ... ১৮১
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৮৪
বিজ্ঞাপন ১৮৮
মনোজয় ১৬৫
মুকুন্দ স্তোত্র। ” ১।
মা না, মেয়ে। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ৩৬।
মনের বিষাদ। „ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ৯৭।
মনুষ্য জাতির উৎপত্তি বিবরণ। „ কাম্যাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০।
মরণ। „ ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ ১২৭।১৩০।
মাতৃতত্ত্ব। „ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ১৩২।
রাজকর্ম্ম। ... ... ১০০।১১৩।১১৪
শ্রী লক্ষ্মী-স্তোত্রং ১৬১
শ্রীকৃষ্ণাষ্টক স্তোত্র। ... ... ৯৭।
শ্রীশিবস্তোত্র। ... ... ৩৩।
শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব। ... ... ৬৫।
শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র। „ শশধর তর্কচূড়ামণি ৮৮।
শৌচাচার ১২৯ ১৬২
স্মৃতির প্রমাণ্য। „ কামিনীমোহন শাস্ত্রিস্মৃতী ১৫৬।
সমালোচনা। ৩১।
সংসারে পরীক্ষা। „ ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ ৬৬।৮০।১৬০।
সত্যাবলম্বন। ৭৮।
স্বভাব। ৮৪।
সত্যের জয়। „ ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ ১০৫।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

মুকুন্দস্তোত্রং।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাখ্যং
কুন্দেন্দুহংসদশনং শিশুগোপবেষম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণ-বন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥১॥
শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
শক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিতং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ!॥২॥
জয়তু জয়তু দেবোদেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণোবৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো-
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশোমুকুন্দঃ॥৩॥
মুকুন্দ! মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকং তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥৪॥
শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজমধুনো মহদদ্ভুতম্।
তৎপায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ॥৫॥
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনেনাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥৬॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহু মতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥৭॥
দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো-
নরকে বা নরকান্তক! প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥৮॥
সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত! রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণরমণামৃতেন তুল্যম্॥৯॥
মা ভৈর্ম্মন্দ মনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ন তু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরোদাসস্য কিং ন ক্ষমঃ॥১০॥
ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাষভারাবৃতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতোনরাণাম্॥১১॥
রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্॥১২॥
অপরাধসহস্রসঙ্কুলং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে!
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎকুভার্য্যো-
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎকদাচি-
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥ ১৪ ॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎসকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥১৫॥
যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি
তৎসর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্
ত্বমেব মধুসূদন ! ॥ ১৬ ॥
ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যবশ্যম্ ॥১৭॥
তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্ !
পাদাম্ভোজে বরদ ! ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥ ১৮ ॥
পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘুস্তেজো-
নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টা যত্র স নারকী বিজয়তে শ্রীপাদধূলীকণঃ ॥১৯॥
আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহং
মেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥২১॥
আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম !
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো
জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥ ২১ ॥
ক্ষীরসাগরতরঙ্গসীকরা-
সারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে
মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা
মুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

স্মৃতির প্রামাণ্য।

বেদ অপৌরুষেয়, ভ্রমপ্রমাদান্বিত পুরষ-কৃতগ্রন্থবৎ উহাতে কোন দোষাবেশ নাই। বেদ নিত্য, শিষ্ট-জন-জুষ্ট, সর্ব্ববিদ্যার নিদান। অদৃষ্টতত্ত্ব সমূহ বেদমূলক বা বেদানুগত হইলেই আর্য্য-জনপ্রতিপালনীয় হইয়া থাকে। কারণ শুষ্ক-যুক্তি অর্থাৎ নির্মূল তর্কে কোন অদৃষ্টতত্ত্ব স্থির হইতে পারে না, কেবল তর্কশাণিত-তত্ত্বের স্থিরতা নাই। তর্ক-যুক্তি দ্বারা এখন যাহা স্থির হইবে, অন্য বুদ্ধিমান্ বুদ্ধি প্রাখর্য্যে তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া তত্ত্বান্তর স্থাপন করিতে পারেন, এজন্য কোন অভ্রান্ত বাক্যে নির্ভর করিতে হইবে। সেই অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বেদ ভিন্ন ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। যদি চ অনার্য্যগণও এক এক খানি গ্রন্থ সহ ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পৌরুষেয়,—আধুনিক, অতএব ভ্রম-প্রমাদ-সঙ্কুল। বেদের সহিত তাহাদের তুলনা করিতে গেলেই যেন বেদের মান্য ন্যূন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানার্থ শ্রুতিই এক মাত্র মনুষ্যের শরণ। কিন্তু শ্রৌত তাৎপর্য্য-পরিগ্রহার্থ ও অধিকারানুরূপ অনুষ্ঠেয় সাধনের নিমিত্ত শ্রুত্যর্থ স্মরণ পূর্ব্বক বহু-বিধ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থ স্মরণ পূর্ব্বক যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাদের সাধারণ নাম স্মৃতি। অতএব স্মৃতির শাসন গুলি বেদানুমত বলিয়া, বেদ-বিধায়ক-বচনবৎ মান্য ও উপাদেয়।

সাধারণতঃ স্মৃতি-গ্রন্থ বহুবিধ। মন্বাদি প্রণীত সংহিতা, সাঙ্খ্যাদি দর্শন, ভারতাদি ইতিহাস, পুরাণ ও উপপুরাণ, তন্ত্র ও আগম প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ স্মৃতি পদবাচ্য। সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে শ্রুতি ব্যতীত যাবতীয় শাস্ত্রের সাধারণ নাম স্মৃতি। স্মৃতিকার মনু বেদার্থ-স্মরণ পূর্ব্বক স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদ অপৌরুষেয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণও বেদের স্মারক, কিন্তু কারক নহেন। "বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।"

"শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোহস্য ন কারকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেবাদি ঋষিগণ সকলেই বেদের স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বকল্পানুরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার উহারাই স্মৃতির প্রণেতা ও প্রচারক। প্রখ্যাত-স্মৃতি-প্রণেতৃগণ সকলেই বেদজ্ঞ, সুতরাং শ্রৌতার্থই স্মৃতিতে প্রচার করিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে, অথচ স্মৃতিগুলি তত্ত্বনিরূপণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্মে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। মুক্তি লাভের জন্য কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম্ম, কেহ ষোড়শ পদার্থতত্ত্ব বোধ, কেহ ধর্ম্ম, কেহ বা প্রকৃতি পুরুষ বিবে-

কের উপন্যাস করিয়াছেন। আবার জগতের উপাদান কারণ সাধনে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাণু, কেহ বা প্রকৃতির উপদেশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন অপৌরুষেয় বেদার্থ বিজ্ঞান ব্যতীত পরম পুরুষার্থ সংসাধিত হয় না। আবার কোন কোন ভাবুক প্রবর বলিতেছেন, এখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত, এখন বেদে কিছু হইবে না হরিনাম সার কর। অপর কেহ বলিতেছেন তাহাও নহে, আগম তন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেই হইবে না। আগম শিববক্ত্র হইতে বিনির্গত। উহাই কলি রোগের মহৌষধ। এরূপ বাদ বিবাদে মনে সতই বিচিকিৎসার আবির্ভাব হয়। সামাজিকগণ কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন? যাহারা স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞ, আত্মবান্ তাঁহারা সুপথে সুপদে অবস্থান করিবেন কিন্তু পরতন্ত্রপ্রজ্ঞগণ কদাপি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রাচার্য্য ব্যতীত তাদৃশ জনগণের গত্যন্তর নাই। যদি স্বাতন্ত্র্যে প্রবৃত্ত হন তবে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার ঘটিবে। অধুনা অনেক লোকের মনে এরূপ বিচিকিৎসা উপস্থিত হইয়া অকর্ম্মা করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু শাস্ত্রে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য ও সমাধান আছে।

যে, যে পথে বিচরণ করুক না কেন বেদানুমত না হইলে তাহা শিষ্ট গ্রাহ্য হয় না। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অল্পমেধা লোকের উদ্ধরণ জন্য বেদতরুর শাখাভেদে ভিন্ন করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। এই জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস আখ্যায় অভি-হিত; বেদব্যাস ভগবদবতারে অবতীর্ণ। সুতরাং তিনিই প্রকৃত পথ দর্শী। ভগবান মনু বেদার্থ স্মরণে সর্ব্বমান্য ও পূজ্য। ব্যাস ও জৈমিনি শ্রুতির মীমাংসক; মীমাংসা শাস্ত্র ব্যতীত শ্রৌত-তাৎ-পর্য্য বিনির্ণয়ে সামর্থ্য জন্মিতে পারে না। অতএব মনু, ব্যাস ও জৈমিনির অনুসরণ করিতে হইবে এবং তদনুকূল যথাসম্ভব অন্যান্য স্মৃতিও গ্রাহ্য। এতদ্ব্যতীত স্মৃতির বেদ বিরুদ্ধাংশ হেয়, এবং অনুমোদিতাংশ গ্রাহ্য।

মনুর সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।" মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঔষধ।

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোংঽশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশোন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

এই শাস্ত্রোক্তিরদ্বারা সুস্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যাস ও জৈমিনি বেদসাগরের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহা-দিগের মধ্যে কোনও মত বিরুদ্ধ কথা নাই। কণাদ ও গোতম উভয়েই পরমাণুবাদী, পরমাণু নিত্য, উহাই জগতের উপাদান, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। পরমাণু ও ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা বেদ বিরুদ্ধ, সুতরাং উহাদের তদংশ পরিত্যাজ্য। কণাদ ও গোতম ঋষি হইলেও, বেদ তত্ত্বজ্ঞ হইলে ও তাঁহাদের সেই মত গ্রাহ্য নহে। কারণ তাহা বেদ বিরুদ্ধ। যদি বেদ বিরুদ্ধ না হইত, তবে ঐ মত কোন বেদে আছে এরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইত। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঐ পরমাণু বাদ যে, বেদে নাই তাহা কি দিয়া জানিলে? ব্যাসদেব স্বীয় বেদান্ত দর্শনে উহার বিরুদ্ধত্ব প্রতি-পাদন করিয়াছেন। দ্বৈতভক্ত কোন বিচক্ষণ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, ব্যাসের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য স্বমত সংস্থাপনার্থ অভিপ্রেতার্থের বিস্তার করিয়াছেন। আমরা বলি এরূপ বলা অকর্ত্তব্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্য, সাম্প্রদায়িক, তাঁহার মত গুরুর অনুমোদিত। তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক ভাষ্যের কারিকায় যে বেদান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহার বিস্তার করিয়া-ছেন। সুতরাং শাঙ্কর মত সাম্প্রদায়িক। শঙ্করের স্বকপোল-কল্পিত নহে। যাঁহারা উহা জানেন না, রীতিমত বেদান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারাই এরূপ বলেন। তর্কতঃ যদিও শঙ্করের ভাষ্যে নূতন মত স্বীকার করা যায়, তথাপি এই বলা যাইতে পারে যে, পরমাণু বাদ বৈদিক নহে। ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা গোতমের বিরুদ্ধে ব্যাসদেব যে, অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইতিহাসে গোতমের অক্ষপাদ আখ্যা হওয়ার বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই উহা জানা যায় এবং ব্যাসসূত্রে স্পষ্টতঃ গোতম, কনাদ ও কপিলের মত খণ্ডন আছে, অতএব পরমাণু বাদ অবৈদিক ও শিষ্টের অগ্রাহ্য। এরূপ কপিল ও পতঞ্জলির প্রকৃতি-কারণ বাদও অবৈদিক। মনু ও ব্যাস প্রভৃতির অত্যাজ্য। এখন আর একটী আপত্তির উপন্যাস হইতে পারে, কপিল শ্রৌত-ঋষি। শ্রুতিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" শ্রুতিঃ। অতএব কাপিল স্মৃতি প্রামাণিক। বিশেষতঃ কপিল সিদ্ধ, সুতরাং অপ্রতিহত জ্ঞান। অতএব কাপিল-স্মৃতি বৈদিক। আচার্য্যগণ কপিলের প্রধান বাদকে অবৈদিক বলিয়া-ছেন। বিচার করিলেও এই দেখা যায় যে, একমাত্র শ্রুতিই অতীন্দ্রিয়ার্থের জ্ঞান সাধক। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বেদ ভিন্ন, ধর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। যুক্তি তর্কের বা কল্প-নার তথায় প্রসর নাই। কপিলাদি ঋষি সিদ্ধ সুতরাং অপ্রতি-হত জ্ঞান, অতএব বেদ নিরপেক্ষ হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ। ধর্ম্মানু-ষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদ জ্ঞান,

পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধিলাভ হইবে। সুতরাং পরবর্ত্তী সিদ্ধ-পুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা করা অন্যায্য। আবার দেখ সিদ্ধ পুরুষও অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও বহু। অতএব সিদ্ধ মহাত্মগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ-বাদিনী হইলে শ্রুতির আশ্রয় ব্যতীত বিরোধ-ভঞ্জন বা অর্থ নির্ণয় হইবে না। যাহাদের জ্ঞান পরায়ত্ত—আচার্য্য ও শাস্ত্রের অধীন তাঁহাদের বল পূর্ব্বক স্মৃতিবিশেষের পক্ষপাতী হওয়া একান্ত অন্যায্য। পক্ষপাতী হইলে তত্ত্ব ব্যবস্থা হইবে না। যে হেতু মানুষের বুদ্ধি বিচিত্র, সকলে সমান বুঝে না, সকলের মনের গতিও তুল্য নহে, অতএব স্মৃতির মধ্যে প্রৌঢ়বাদ থাকার অসম্ভব কি? এই প্রৌঢ়বাদেই কোন কোন স্মৃতিতে বেদ বিরুদ্ধ বর্ণনা আছে। অতএব স্মৃতিতে বিরোধ দেখিলে কোন্ স্মৃতি, শ্রুত্যনুসারিণী, তাহা আলোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সৎপথ গামিনী করা কর্ত্তব্য! এই জন্য জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শনের প্রমাণ বিচারে নিম্ন লিখিত সূত্রে অবতারণা করিয়াছেন "বিরোধে ত্বনপেক্ষংস্যাদসতি হ্যনুমানম্।" যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ সে স্থলে স্মৃতির প্রামান্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য। অর্থাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ না হইলেই অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে।

কপিল শ্রৌত বটে, যেহেতু শ্রুতি কপিলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রুতি দেখিয়া কপিল মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ কপিল শব্দ সামান্য বাচী। অনেক কপিলের মধ্যে কোন্ কপিল শ্রৌত আর কোন্ কপিল সাঙ্খ্য করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা কি? শ্রুতি কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্মৃতি, সগর সন্তান নাশক, বাসুদেব নামক অন্য কপিলের স্মরণ করিয়াছেন।

"ন শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্ব্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" শাঙ্করভাষ্যম্। "তস্মাৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌত ইতি। বাচস্পতিমিশ্রঃ।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে সুস্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, শ্রৌত কপিল ও সাঙ্খ্য প্রণেতা কপিল এক নহে, যাঁহারা একরূপ নাম দেখিয়া এক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সাঙ্খ্যকার কপিল ভেদ জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, উহা অবৈদিক অতএব প্রমাণ নহে। আবার দেখ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে মনূক্তি সংসার ব্যাধির মহৌষধ। ঐ মনু সার্ব্বাত্ম্য জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। এই সার্ব্বাত্ম্য জ্ঞানের প্রশংসা দ্বারা কপিল মতের নিন্দাই করা হইয়াছে, কোনরূপেই বলিতে পারিবে না যে শ্রৌত মনু ও স্মৃতিকার মনু, কপিলবৎ বিভিন্ন। মনুর সঙ্খ্যা চতুর্দ্দশ হইলেও স্বয়ম্ভু মনুই সংহিতাকার। অন্য মনু কিছু বলেন নাই। অতএব "মনুর্ব্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্"। অন্য মনূক্তি ছিল এরূপ কোন প্রমাণ নাই। স্বয়ম্ভু মনু বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্তভূতে ও সমস্তভূত আপনাতে সন্দর্শন করেন, সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। আরো দেখ কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার করেন, কিন্তু ভারতে একাত্মবাদ নির্নীত হইয়াছে এবং সাঙ্খ্যপাতঞ্জলের নানাত্ম বাদের উল্লেখ পূর্ব্বক পরিহার করা হইয়াছে।

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ তাহো এক এব তু"। এইরূপ আক্ষেপের উত্থাপন করিয়া—

"বহবঃ পুরুষাঃ রাজন্! সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাম্" এইরূপে পর-পক্ষের মত উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্"

এইরূপ উপক্রমে নিম্ন লিখিত উপসংহার করিয়াছেন,—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহি সংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেন চিৎ ক্বচিৎ॥"

অনন্ত সংসারে আত্মা এক ব্যতীত দ্বিতীয় নহেন, সুতরাং তোমার আমার আত্মাও ভিন্ন নন, এই আত্মাই সমস্ত ক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ, ইহাঁকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

"বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা সুখম্॥"

ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক, ইনি এক অদ্বিতীয়, স্বাধীন প্রকাশ স্বেচ্ছা বিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান। মহাভারতের এই উপসংহৃত বাক্যে একাত্মবাদ নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং নানাত্মবাদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে ও একাত্মবাদই স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে,—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

যিনি নিখিল সংসারে একমাত্র আত্মারই অস্তিত্ব দেখিতে পান, সেই একাত্ম দর্শীর শোক বা মোহ হইতে পারে না। সাঙ্খ্যের নানাত্মবাদ ও প্রধানবাদ বেদ বিরুদ্ধ এবং বেদানুমোদিত স্মৃতি বিরুদ্ধ। যদি কপিলকে অপ্রতিহত-জ্ঞান স্থির করিয়া তাঁহার

প্রধান বাদ গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে অপ্রতিহত-জ্ঞান মনুর একাত্মবাদ পরিহার করিতে হয়। মানবস্মৃতি পরিহার পূর্ব্বক কাপিল স্মৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্র নাই, বরং মনুরই প্রাধান্য এবং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতির পরিহারেরই বিধান আছে।

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

অতএব সাঙ্খ্য পাতঞ্জলের প্রধান-বাদ ও গোতমের পরমাণুবাদ বেদ-বিরুদ্ধ ও শিষ্টের অগ্রাহ্য। ইহা ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন। পাতঞ্জলের যোগ-স্মৃতি বৈদিক, সুতরাং গ্রাহ্য।

অনেকে যেমন সামান্য কপিল শব্দ শ্রবণ মাত্রই শ্রৌত-কপিল বলিয়া ভ্রমে পতিত হন, তেমন অনেকে সাঙ্খ্য শব্দ শ্রবণে কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য, এবং তন্ত্র শব্দ শ্রবণ মাত্রই শিবপ্রোক্ত আগম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাও ভ্রম। কাপিল মতে তত্ত্ব-সঙ্খ্যা (মহত্তত্ত্বাদিতত্ত্ব) আছে বলিয়া উহাকে সাঙ্খ্য বলে। তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ববোধকে সাঙ্খ্যজ্ঞান বলে।

"সম্যগ্‌বুদ্ধিঃ বৈদিকী তয়া বর্ত্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ। বাচস্পতি মিশ্রঃ ইত্যাদি। এইরূপ তন্ত্র ও বহুবিধ শাস্ত্রের নাম। এমন কি কপিলের সাঙ্খ্য দর্শনকেও তন্ত্র বলে। শিবপ্রোক্ত গ্রন্থই তন্ত্র ইত্যাকার ভ্রম অনভিজ্ঞ লোকে করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রদর্শীর কর্ত্তব্য নহে; তবে অনেকে বাল্য-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অসমর্থ হন। বাল্যসংস্কার বশে অনেক সময় প্রকৃত কার্য্যে ভ্রান্ত হইয়া বিষম কুসংস্কার প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বা দিক্ দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তৃত্বের ভান করিয়া থাকেন এবং না জানিয়াই একটা বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও উপযুক্ত গুরূপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রতাৎপর্য্য বিভাসিত হয় না। কতকগুলি কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধুনা শাস্ত্র বিশেষের উপদেশ লাভ করিয়াই বুদ্ধিবলে শাস্ত্রান্তরের একটা অর্থ সমাহিত করিয়া অনেকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার ভান করেন, তাহাও সঙ্গত নহে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, অপৌরুষেয় বেদ ও বেদানুসারী স্মৃতিরই প্রামাণ্য। কেবল তর্কবলে যুক্তি-জালে অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপিত হইবার নহে। যে শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধি মাত্রের সাহায্যে কোন তর্কের অবতারণা করে, সে সকল তর্কে স্থির থাকিবার সম্ভব নাই। কারণ কল্পনার কোন নিয়ামক নাই। নিয়ামক না থাকাতে যে, যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণ কল্পনা করে। কোন নিরঙ্কুশ তার্কিক অতি যত্নে একটী তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য তর্ককুশল তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আবার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ তার্কিক সেই তর্কেরও ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক নূতন তত্ত্ব স্থির করেন। মানব বুদ্ধি বিচিত্র; অতএব নিরঙ্কুশ তর্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। মানব-বুদ্ধি অনবস্থিত, সুতরাং তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত। এই সকল বিচারে এই স্থির হইতেছে যে, নিরঙ্কুশ-তর্ক-নির্ণীত বিষয় অবিশ্বাস্য। যদি কেহ বলেন "কপিল সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং কপিলের তর্ক প্রতিষ্ঠিত।" ইহা বলিলে তর্কে উহাও অন্যরূপ হইয়া পড়ে। কপিল সর্ব্বজ্ঞ; গোতম যে সর্ব্বজ্ঞ নয়, তাহা কে বলিবে? কপিল, গোতম, কণাদ ইহাঁরা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেরই মাহাত্ম্য সুপ্রসিদ্ধ; অথচ কপিলের মতে কণাদ ও গোতমের আপত্তি, আবার কণাদ ও গোতমের মতে কপিলের আপত্তি। এই জন্য তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠিত নহে এবং সকলই প্রামাণ্য, ইহাও বলা যাইতে পারে না; কাজেই তত্তৎ স্থলে বুদ্ধি-প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আবার যদি কেহ বলেন, "আমরা এমন একটী তর্ক স্থির করিব, যাহার অপ্রতিষ্ঠা দোষ নাই।" এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, একটী তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই। একটী না একটী তর্ক অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে। অবস্থিত একটী তর্কদ্বারা অন্য তর্কের অবশ্যস্থিরতা হইবে। অতএব তদ্দ্বারা কপিল-স্মৃতির প্রধানবাদ বা কণাদাদির পরমাত্মবাদ স্থির করিব। তর্কদ্বারা তর্ক প্রতিষ্ঠা একরূপ অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার চলিতে পারে না। প্রত্যেক লোক ভাবী সুখলাভ ও দুঃখ পরিহারের জন্য সতত প্রয়াসী। সেই প্রয়াস তর্কমূলক। যেমন লোক সকল বর্ত্তমান ভোজনে ক্ষুধার নিবৃত্তি দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভোজনের আয়োজন করে; এই আয়োজন চেষ্টা তর্কমূলক। তর্কের যাথার্থ্য না-থাকিলে এতদিনে ব্যবহার যাত্রা উচ্ছিন্ন হইত। এই সকল বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপণে নিরঙ্কুশ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। অদৃষ্ট তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও দুরবগাহ। তাহার রূপ না থাকায় তাহা প্রত্যক্ষের অবিষয় এবং লিঙ্গাভাবে অনুমানেরও অবিষয়, সুতরাং তর্কের প্রাপ্তি নাই। বেদানুগত তর্কে তত্ত্ব স্থির যাহা হইবে, তাহার প্রতিষ্ঠা আছে; এজন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

যাঁহারা ধর্ম্ম শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান (তর্ক) বিবিধ শাস্ত্র অবগত হইবেন। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষি-জুষ্ট ধর্ম্ম বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত হন।

এরূপ বিচার দ্বারা পূর্ব্বে যে সকল আপত্তির উপন্যাস করা গিয়াছিল সে সকলেরই সমাধান হইতে পারে। বেদ ও বেদানুমোদিত মন্বাদি স্মৃতিরই প্রামাণ্য। যাঁহারা বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের সেই কথায় কখনই শিষ্ট জন কর্ণপাত করিবেন না। যাহারা বেদে কিছু নাই বা বেদদ্বারা কলিকালে কিছু হইবে না এরূপ বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যে উপাসক যে সাধনায় প্রবৃত্ত হউক, সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার অধিকাংশই বৈদিক অনুষ্ঠান, অল্পাংশ স্মার্ত্তানুষ্ঠানের সংযোগ; অথচ মুখে প্রকাশ, বেদে কিছু হইবে না; সুতরাং বেদমূলক স্মৃতিও অগ্রাহ্য। শাস্ত্রে যাহাকে পাষণ্ড বলে—পামর বলিয়া ঘৃণাকরে—ঐরূপ পরমাত্মবাদী পরমেশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ, এরূপ বাদিগণ "অর্দ্ধ বৈ[illegible] সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কিন্তু তাঁহারা বেদের প্রা[illegible]

করেন। আর যাঁহারা বেদকেই ফুৎকারে উপেক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সংজ্ঞা পাঠকবর্গ স্থির করিবেন।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

আয়ুর্ব্বেদ।

পরমায়ুঃ।

দেহীগণ যত কাল বাঁচিয়া থাকে, অনেকে স্থূলকথায় সেই সময়কেই আয়ুঃ বা পরমায়ুঃ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া স্থির হইয়াছে যে, আয়ুঃ পদার্থের মুখ্য অর্থ সময় নহে, কিন্তু ইহা অন্য কোন বস্তু। তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

দেহ ও চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও জীবাত্মা; এই চারি প্রকার পদার্থের পরস্পরের অনির্ব্বচনীয় সংযোগ বিশেষের নামই আয়ুঃ। (ক) ইহারই নামান্তর জীবিত ও ধারী। (খ)

আয়ুর প্রকারভেদ।

মনুষ্য মাত্রেরই বাঁচিবার ইচ্ছা এবং মরিবার ভয় এতই প্রবল যে, জীবন অপেক্ষা হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই, সাধারণের এইরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধানে প্রতীত হয়, লোকের জীবন বা আয়ুঃ, অবস্থা বিশেষে উক্ত চারিপ্রকার, সামগ্রীর যথাযোগ্য সংযোগের নামই জীবন (গ) বিনাশের নামই মৃত্যু। আর শিথিলতার নাম আয়ুর হ্রাস এবং দৃঢ়তার নাম আয়ুর বৃদ্ধি। লোকের জীবন বা আয়ুর অবস্থা ভেদে তাহার নিজের সুখকর ও দুঃখ জনক এবং নিজের ও অপর সাধারণের হিতকর ও অহিত জনক হইয়া থাকে। (ঘ)

যে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ রোগ নাই;—দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনাবস্থা ঘটিয়াছে; বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও পরাক্রম অক্ষীণ ও ব্যাঘাত শূন্য? ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্র ও লোকাচার বিজ্ঞান যথা সম্ভব সংগৃহীত হইয়াছে; চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দিগের ন্যূনতা বা বিনাশ হয় নাই, তৎ সংক্রান্ত ভোগ শক্তির হ্রাস হয় নাই; বহু পরিমিত ধনাদি সম্পত্তি এবং মনোহর নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে; যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতেই সফলতা লাভ হয়, এবং সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আছে; সেই ব্যক্তির তাদৃশ আয়ুঃ তাঁহার সুখজনক, আর ইহার বিপরীত হইলেই দুঃখ জনক হয়।

যে ব্যক্তি সকলের হিতৈষী; পরের সম্পত্তি অপহরণ করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই; যিনি সত্যবাদী ও কাহ ইন্দ্রিয় সকলকে অসদনুষ্ঠান হইতে নিবারণপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছেন; সকল কার্য্যই বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোনও বিষয়ে মত্ত নহেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে এই ভাবে সেবা করেন যে, ইহাদিগের একের দ্বারা অন্যের ব্যাঘাত হয় না; পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সম্মান করিয়া থাকেন; ঈশ্বর-জ্ঞান এবং শাস্ত্রাদি বিজ্ঞান চর্চ্চাতে যত্নবান্ আছেন; জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের আনুগত্য করিয়া থাকেন; বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, মদ ও আত্মাভিমানাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে উত্তমরূপে আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন; সর্ব্বদা অপর সাধারণকে জ্ঞান, ধনসম্পত্তি ও নানাবিধ সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তপস্যাদি সৎকার্য্যকে নিত্যকর্ম্ম স্বরূপ করিয়াছেন; যথাসম্ভব ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর আছেন; স্থূলতঃ যিনি ইহকাল পরকাল লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যাঁহার স্মরণ-শক্তি অব্যাহত আছে, তাদৃশ ব্যক্তির জীবনই তাঁহার নিজের (উন্নতি সাধক বলিয়া) এবং অপর সাধারণের বা জগতের উপকারক বলিয়া) হিতকর। ইহার অন্যথা হইলেই অহিতকর। (ঙ)

(ক) "শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতং।
* * * * * * পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥"
(আয়ুর্ব্বেদ, চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়।)

(খ) প্রাণ সকলকে সজীব রাখিতেছে; অর্থাৎ দেহমধ্যে ধারণ করিতেছে; এই অর্থে জীব্ ধাতুর পর বর্ত্তমান কালে, কর্ত্তৃবাচ্যে "ত"—প্রত্যয় করিয়া জীবিত শব্দ জন্মিয়াছে।—"জীবয়তি প্রাণান্ ধারয়তি"—টীকাকারের লিখিত ব্যুৎপত্তি।

দেহকে ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ পচিয়া যাইতে দেয় না। এই অর্থে ধৃ ধাতুর পর বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃবাচ্যে, "ণিন্" প্রত্যয় করিয়া ধারিন্ শব্দ জন্মিয়াছে।—"ধারয়তি দেহং পূতিতাং গন্তুং ন দদাতি" টীকাকারের লিখিত ব্যুৎপত্তি।

(গ) আয়ুঃ থাকিলে বাঁচে, আর না থাকিলে মরে এবং আয়ুঃ থাকিলে মরিবে না ও না থাকিলে বাঁচিবে না। এই সকল কথা প্রচলিত থাকাতে অনেকের এরূপ বোধ হইতে পারে যে, জীবনের নাম আয়ুঃ নহে; জীবনের কারণ স্বরূপ পরমায়ুঃ একটী পৃথক্ পদার্থ। কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অথবা বিবিধ অত্যাচার দ্বারা লোকের উল্লিখিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা, এই চারিটী পদার্থের যথাযোগ্য সংযোগের এমনই ব্যতিক্রম হইয়া যায় যে, তাহা আর সুধরাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্তই ঐ সংযোগের বিনাশরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সুতরাং আয়ুকে বাঁচিয়া থাকিবার কারণ না বলিয়া, আয়ু থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, আর না থাকার নামই মৃত্যু, এইরূপ বলা উচিত।

(ঘ) "হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুঃ।
(চরকসূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

তত্র শারীরমানসরোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমন্নাগত বলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞানবিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্টবিচরণাৎ সুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখম্ অতো বিপর্য্যয়েণ।"
(আয়ুর্ব্বেদ চরকসংহিতা, সূত্রস্থান ৩০ অধ্যায়)

(ঙ) "হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং, পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ নাম পরস্য পরীক্ষাকারিণঃ অপ্রমত্তস্য, ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপ-

আয়ুর পরিমাণ।

মনুষ্য কত কাল বাঁচিয়া থাকিবে? অর্থাৎ তাহার আয়ুর কোন নিয়ত পরিমাণ আছে কিনা? এবিষয়ে শাস্ত্র সকলে মতভেদ আছে। কোন কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কালেই লোক মরিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখনই তাহার আয়ুঃশেষ না হইলে মরে না। (চ)

কোন কোন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যের আয়ুঃ, ব্যক্তি বিশেষে একশত ও এক শত কুড়ী বৎসর নিয়ত অছে। শারীরিক অত্যাচার জন্য গুরুতর পীড়া অথবা বজ্রপাতাদি আকস্মিক ঘটনা না হইলে লোক সকল সেই নির্দ্দিষ্ট কালই বাঁচিয়া থাকিবে। সুতরাং এই মতে জনসাধারণের পক্ষে আয়ুর দুইটী স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (ছ) কিন্তু জীবনতত্ত্ব নির্ণয় করাই যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। আয়ুর্ব্বেদের মত বা সিদ্ধান্ত এই,—

সকল মনুষ্যের আয়ুঃ বা জীবনের স্থায়িত্ব কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালব্যাপী হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে,—

১। আয়ুর পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্ট ও নিয়ত থাকিত, তবে ত্রিকালজ্ঞ, পরমজ্ঞানী মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বর্দ্ধনার্থ নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও মন্ত্র প্রয়োগ এবং নানাবিধ ওষধি ও মণি সকল ধারণ করিতেন না। কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহার বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত। (জ) (১)

২। মনুষ্যদিগের আয়ুর একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নিয়ত পরিমাণ স্বীকার্য্য হইলে, প্রবল ঝড়, প্রচণ্ড অগ্নি, সুগভীর জল, ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তু, বন্দুকের গুলি বা শাণিত তরবারিতে ভয়ের বিষয় কি? কারণ, আয়ুঃ থাকিলে মৃত্যুর ত সম্ভাবনা নাই। (ঝ)

৩। তবে প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে অস্বাভাবিক ও অনভ্যস্ত অকাল মৃত্যুর ভয় কোথা হইতে আসিল? (ঞ)

৪। ঈশ্বর বাক্য স্বরূপ সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রসায়ন তন্ত্রে যে মানবের আয়ুর্বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ উপায় লিখিত আছে, তাহার ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আয়ুঃ কতবৎসর ব্যাপী, তাহা যদি নির্দ্দিষ্টই আছে, তবে চিকিৎসারূপ চেষ্টা দ্বারা সেই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অন্যথা (বৃদ্ধি) হইবার সম্ভাবনা কি? [ট]

৫। আয়ুর নিয়ত পরিমাণ সত্য হইলে, ইন্দ্রদেব কাহারও প্রতি বজ্র পাত করিতেন না; (আয়ুঃ থাকিলে মরিবে কেন?) অশ্বিনীকুমার কাহারও চিকিৎসা করিতেন না এবং মহর্ষিগণও তপস্যাদ্বারা দীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইতেন না। কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বাড়িবে কেন? [ঠ]

৬। যদি আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনাই না থাকিত, তবে যাঁহাদিগের কোন জ্ঞাতব্যই অজ্ঞাত নাই, এতাদৃশ মহর্ষিগণ আয়ুর বর্দ্ধনার্থ ও হ্রাস নিবারণার্থ বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান যে কেবল আপনারা করিতেন না, এরূপ নহে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জনসাধারণকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানও করিতেন না। [ড]

৭। তাহা হইলে, সচরাচর এরূপ প্রত্যক্ষও হইতনা যে, যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা লোকের আয়ুর বৃদ্ধি হয়; কিন্তু যজ্ঞাদি না করিলে তাহা হয় না। বালকের জন্মগ্রহণের পরেই স্বাস্থ্যরক্ষা ও আয়ুরবৃদ্ধি হইবার প্রক্রিয়া করিলে, তাহার জীবন দীর্ঘ,

---

হতম্ উপসেবমানস্য, পূজার্হসম্পূজকস্য, জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য, বৃদ্ধোপসেবিনঃ,সুনিয়তরাগরোষের্ষ্যামদমানবেগস্য, সততং বিবিধপ্রদানপরস্য, তপোজ্ঞানপ্রণামনিত্যস্য অধ্যাত্মবিদঃ তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাবেক্ষমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতম্ অতোবিপর্য্যয়েণ।"
(চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়)

(চ) "নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ নাস্তি মৃত্যুরকালজঃ।
যো যস্মিন্ ম্রিয়তে কালে মৃত্যুকালঃ স তস্য হি॥"
ব্যাসভট্টারকেণাপি উক্তম্—
"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
প্রাপ্তকালস্য কৌন্তেয় বজ্রাস্তে তৃণান্যপি॥"
(সুশ্রুত টীকাকার, ডল্লণাচার্য্যধৃত।)

(ছ) ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত আছে, তদনুসারে, জ্যোতির্ব্বিদেরা লোকের জন্ম-কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

(জ) "যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাৎ আয়ুষ্কামাণাং ন মন্ত্রৌষধি-মণি-মঙ্গল-বল্যুপহার-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাত-গমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযুজ্যেরন্।"
(চরকসংহিতা, বিমানস্থান, ৩য় অঃ)

(১) বিষয় বোধের সুবিধার জন্য এস্থলে, সংস্কৃত প্রমাণ গুলির অবিকল অনুবাদ না করিয়া, অতি প্রয়োজনীয় অংশ গুলিরই তাৎপর্য্যার্থের অনুবাদ হইল। তৎপর অন্যত্রও এইরূপ হইবে।

[ঝ] "ন উদ্‌ভ্রান্ত-চণ্ড-চপল-গো-গজোষ্ট্র-খর-তুরগ-মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ। ন প্রপাত-গিরিবিষম-দুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোদ্‌ভ্রান্ত-চণ্ড-চপল-লোভ-মোহাকুলমতয়ো ন অরয়ো, ন প্রবৃদ্ধোহগ্নির্ন চ বিবিধবিধাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ। ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্রকোপ-ইত্যেবমাদয়ো ভাবা ন অভাবকরাঃ স্যুঃ। আয়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ।" (চরক বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[ঞ] "নচ, অনভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকালম্ অকাল মরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাম্।" (চরক বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[ট] "ব্যর্থাশ্চারম্ভকথা-প্রয়োগ-বুদ্ধয়ঃ স্যুর্মহর্ষিণাং রসায়ণাধিকারে।" (চরক, বিমান স্থান, ৩য় অধ্যায়।)

[ঠ] "নাপি ইন্দ্রো নিয়তায়ুষং শক্রং বজ্রেণাভিহন্যাৎ। ন অশ্বিনৌ আর্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং। ন ঋষয়ো যথেষ্টম্ আয়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ।" (চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

[ড] "নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সম্বরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুঃ উপদিশেয়ুঃ আচরেয়ুর্ব্বা।" (চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

নতুবা অল্প হয়। বিষপান করিলে, আয়ুর হ্রাস হয়; কিন্তু না করিলে, হ্রাস হয় না। [ড]

সকল মনুষ্যের আয়ু, একটী নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী বলিয়া কল্পনা করিলে যে সকল অকাট্য দোষ হয়, তাহার উল্লেখ করা হইল। অতএব, তদ্‌বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশ আছে। এই নিয়মানুসারে মনুষ্য মাত্রের জীবন যে, একদা বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বিনাশরূপ মৃত্যু সকল মনুষ্যের পক্ষে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুঃ ভিন্ন ভিন্ন কাল ব্যাপী হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আয়ুঃ বা জীবনের অস্তিত্ব ও বিনাশ এবং আধিক্য ও অল্পতা বিষয়ে স্থূলতঃ দুইটী কারণ থাকে। যথা, দৈব ও পুরুষকার। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মে যে সকল সৎ ও অসৎ কার্য্য করিয়াছে, এস্থলে তজ্জনিত শুভ বা অশুভ অদৃষ্টের নাম "দৈব" আর এ জন্মে যে সকল সৎ বা অসৎ কার্য্য করে, তাহাকে 'পুরুষকার' কহে। [ণ]

অবশ্যই বলিতে হইবে যে, চুরী করিবার কালে, যে সকল সাক্ষী ছিল, তাহাদিগের বাক্যরূপ প্রমাণটী রাজ পুরুষের দ্বারা লিখিত হইয়া রহিয়াছিল। সেই প্রমাণ বশতঃ আইন অনুসারে তাহার দণ্ড হইতেছে। এস্থলে এজন্মে ঐ লিখিত প্রমাণটী দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায়। এই নিমিত্ত উহার নাম দৃষ্টহেতু বা দৃষ্ট প্রমাণ। আর তৎসংক্রান্ত ঈশ্বরের গোচরটী অদৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু রাজ-শাসনকালে, ঐ অদৃষ্ট প্রমাণের আবশ্যকতা হয় না।

আবার যদি ঐ চৌর্য্য-ক্রিয়াটির সাক্ষী না থাকিত, তবে এ জন্মে চৌর ব্যক্তির দৃষ্ট প্রমাণ অভাবে, কোন দণ্ডই হইত না। কিন্তু জন্মান্তর হইবার কালে, ঐ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে, ঐ চৌর্য্যকারী আত্মার দণ্ড হইত, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

লোকদিগের পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার উভয়ই প্রবল হইলে, দীর্ঘ ও সুখকর আয়ুঃ হইয়া থাকে। উহারা মধ্যম হইলে, মধ্যম পরিমাণে ও মধ্যম সুখকর। আর উহারা উভয়েই হীন হইলে অল্প পরিমাণ ও দুঃখ জনক আয়ুঃ হইয়া থাকে।[ত][২]

উদাহরণদ্বারা, ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে এতাদৃশ প্রবল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন যে, তজ্জন্য এজন্মে তাঁহার নানাবিধ সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, তিনি যদি এজন্মেও সুস্থতা রক্ষা আয়ুঃ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা বিচিকিৎসা সকল সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তবে তাঁহার অতি দীর্ঘ ও সুখজনক আয়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কালীন মহর্ষিগণ এতাদৃশ কারণেই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; আয়ুর্ব্বেদে তাহার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার উভয়ই মধ্যম রূপ, অথবা দৈব প্রবল, কিন্তু পুরুষকার মধ্যম; অথবা দৈব মধ্যম কিন্তু পুরুষকার প্রবল হয়। তাঁহার আয়ুঃ দীর্ঘায়ুঃ অপেক্ষা অল্প ও সুখদুঃখ মিশ্রিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আয়ুর উদাহরণ পৃথিবীতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার, উভয়ই হীন অথবা দৈব মধ্যবিধ, কিন্তু পুরুষকার অতি হীন; অথবা দৈব অতি হীন, কিন্তু পুরুষকার মধ্যবিধ; তাদৃশ ব্যক্তির হীন ও দুঃখপূর্ণ আয়ুঃ হইয়া থাকে। এরূপ আয়ুর উদাহরণ পৃথিবীতে অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

চতুর্থতঃ। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর প্রতিকূল হইলে, নিম্নলিখিত রূপে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। যথা—

১। যে ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দৈব অতি প্রবল ও হিতজনক। কিন্তু ঐহিক পুরুষকার অপ্রবল ও অহিত জনক, তাহার সুখকর দীর্ঘজীবন, অথবা অতি দুঃখজনক অত্যল্প আয়ুঃ ইহার কোন একটী না হইয়া, এই উভয়ের মিলিত ফল স্বরূপে, সুখদুঃখ মিশ্রিত, হীন আয়ুঃ অথবা মধ্যম আয়ুঃ হইয়া থাকে। ইহ জন্মে অতি পাপাচারী দুরাত্মা ব্যক্তিও এই কারণে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন ভোগ করে।

২। যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ দৈব অনিষ্টজনক, কিন্তু নিতান্ত হীন; আর ঐহিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুরুষকার অতি প্রবল ও হিতজনক, সে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত মধ্যম বা কিছু দীর্ঘ ও সুখ দুঃখ মিশ্রিত আয়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য অংশও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

এ স্থলে একটী অতি মহতী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে,—দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের বল যদি জমাখরচের ন্যায় কাটিয়া যাইবার পর অবশিষ্ট অংশই ফল প্রদান করে, তাহা হইলে, শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। যথা,—

[ঢ] "ইদঞ্চ অস্মাকং প্রত্যক্ষং যথা পুরুষসহস্রাণাম্ উত্থায়োত্থায় আহবং অকুর্ব্বতাম্‌কুর্ব্বতাঞ্চ ন তুল্যায়ুষ্টম্। তথা জাতমাত্রাণাং প্রতিকারাৎ অপ্রতিকারাচ্চ, বিষাবিষপ্রাণিনাঞ্চাপি অতুল্যায়ুষ্টম্।"

(চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

[ত] "দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকং।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অ,)

[ঢ] "বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমং॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তিঃ দীর্ঘস্য সসুখস্য চ॥
নিয়তস্যায়ুসো হেতুর্ব্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্॥"

(চরক, বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[২] প্রবলতা, মধ্যতা ও হীনতা ইহাদিগের ও অসংখ্য অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে। তদনুসারে, দীর্ঘ, মধ্য ও হীণ আয়ু ও বহুভাগে পরিণত হইবে।

"মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥"

অর্থ—জন্মান্তরীণ কর্ম্মের শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতেই হইবে। শতকোটি কল্প (*) পরিমিত বৎসর গত হইলেও ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না। কিন্তু এস্থলে যদি পুরুষকার দ্বারা দৈবের শক্তি কিয়দংশে কাটিয়া যাওয়া স্বীকার করা হয়, তবে অদৃষ্টের সকল ফলভোগ হইল কৈ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,—উপরি লিখিত বিধানকে সাধারণ বিধান বলিতে হইবে। অন্যান্য বিশেষ বিধান ব্যতিরিক্ত স্থলে, ঐ বিধানের অধিকার গণণীয়।

অতএব ঐ বিধানের প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপের খণ্ডন করা না হয়, এবং উপযুক্ত পুরুষকার দ্বারা অশুভ ফলের বাধা না দেওয়া হয়, আর যথোপযুক্ত শুভফলের ভোগ যদি না হইয়া থাকে, তবে কোন শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যে বিফল অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। শতকোটি কল্পকালের পরেও সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহান্ সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্র এই—

১। "দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥"

(আয়ুর্ব্বেদ চরক সংহিতা, বিমান স্থান। ৩ অধ্যায়)

অর্থ—দুর্ব্বল দৈব, বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবল পুরুষকার দ্বারা অপহত অর্থাৎ বিফলীকৃত হয়। আর দুর্ব্বল পুরুষকার প্রবল দৈব দ্বারা বিফলীকৃত হইয়া থাকে।

২। বেদাঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও জন্মান্তরীণ পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পোষকতা দৃষ্ট হয়। যথা,—

"কষ্টাভীষ্টে তুল্যসঙ্খ্যে নরাণাং।
স্যাতাং নাশঃ ফলয়োস্তত্র বাচ্যঃ॥
বাচ্যাপত্তির্যাতিরিক্তা তয়োঃ স্যাৎ।
সর্ব্বত্রৈবং কল্পনৈব প্রদিষ্টা॥"

(জ্যোতিস তত্ত্ব)

অর্থ—মনুষ্যদিগের জন্ম কোষ্ঠীতে শুভ ও অশুভ গ্রহের ফল সমান দৃষ্ট হইলে সে দুই ফলই কাটিয়া যাইবে। আর উহাদিগের মধ্যে কোনও ফল অধিক হইলে, সেই অতিরিক্ত ফলেরই ভোগ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এই কল্পনা অনুকরণীয়া।

এ স্থলে যদিও দৈবের সহিত পুরুষকারের সম্বন্ধ কথিত হয় নাই, তথাপি দৈব দ্বারা দৈবের খণ্ডন বর্ণিত হওয়াতে "মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি সাধারণ বিধানের সঙ্কোচ হইতেছে; তাহার সন্দেহ নাই।

৩। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রেও দৈব অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য বিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পোষকতা আছে। যথা,—

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহুতর পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি।"

যে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়।" যদি ভোগ ব্যতিরেকে পাপের ক্ষয় হইবে না, এরূপ হইত, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত না।

এস্থলে যদি এরূপ ভাবা যায় যে, প্রায়শ্চিত্ত করিবার কালে যে শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ক্ষতি হয়, তাহাই পাপের ফলভোগ স্বরূপ। তাহা হইলেও স্বীকার্য্য হইতেছে যে, যাদৃশ পাপের ফলে, কুষ্ঠরোগ ভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল, প্রায়শ্চিত্ত কালে অন্যবিধ শারীরিক ক্লেশ এবং অর্থ ক্ষতিরূপ নূতনবিধ অশুভ ফল, তাদৃশ পাপের ফলরূপে গণ্য হইল। অতএব যে কার্য্যের যে ফলটী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অন্যথা হইয়া থাকে।

৪। ইতিহাস শাস্ত্রে প্রস্তাবিত দৈব ও পুরুষকার এই দ্বিবিধ পদার্থের পরস্পরের বল অনুসারে খণ্ডনের বিষয় লিখিত আছে। যথা,—

তপোজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ নামক পুরাতন ইতিহাসে কহিয়াছেন যে—

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুং।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড)

অর্থ—যে ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবের বাধা দিতে পারে, সে বিপদ্‌গ্রস্ত ও অবসন্ন হয় না।

সর্ব্ববেদবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস, মহাভারত ইতিহাসে প্রতিকূল দৈব দ্বারা দৈব ও প্রতিকূল পুরুষকার দ্বারা পুরুকার ও প্রতিকূল দৈব দ্বারা পুরুষকার বাধা পাইবার স্পষ্ট উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৬ অধ্যায়)
শান্তিপর্ব্ব ১২০।৯৪৩ অধ্যায়।
শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(*) ৩৬৫ দিনে মানবের ১ বৎসর। সেইরূপ চারিপদ্ম, বত্রিশকোটী বৎসরে ব্রহ্মার একদিন হয়। ঐ এক দিনকে এক "কল্প" কহে। এক কল্পে চারি হাজার যুগ।

(বিষ্ণুসংহিতা এবং মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অধ্যায়)

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

(প্রতি দেহে পিতৃ মাতৃ শক্তির অবস্থা)

গত শ্রাবণ ভাদ্র মাসের বেদব্যাসে "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?" এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়। কিন্তু আমার প্রধান ইচ্ছা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারি নাই। মায়ের ইচ্ছানুযায়ী নানাবিধ দৈব দুর্ব্বিপাকের প্রতিকূলতাই ইহার হেতু। এখন সপ্তম মাস অন্তে আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতকাল পরে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বৎসরে সেই পূর্ব্ব প্রবন্ধের উত্থাপন করা সঙ্গত নহে; এত দিন হয়ত সে সকল কথা অনেকের স্মরণও নাই। বেদব্যাসের সেবকগণের মধ্যেও অনেকের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। পূর্ব্ব গ্রাহকের মধ্যে অনেকে এবার বেদব্যাস না লইতেও পারেন। আবার নূতন করিয়াও

অনেকে লইবেন। তাঁহাদের সকলের পক্ষেই এ প্রসঙ্গটির আদ্যোপান্ত জানা হইল না। ইত্যাদি নানাবিধ অসঙ্গতি দেখিয়াও প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ আমি ইহাকে অতীব গুরুতর এবং অবশ্য বিজ্ঞেয় একটি অসাধারণ বিষয় বলিয়া মনে করি। আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপাশঙ্কাও আছে। তাই সেই গত বৎসরের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ বলিয়া বিষয়টি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

উল্লিখিত প্রসঙ্গে গত শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছিল। (১) ভাবগর্ভ চিন্তাই জগন্মায়ের প্রকৃত উপাসনা এবং তাহাই প্রকৃত কল্যাণ প্রদ। ভাব শূন্য চিন্তা তাহার উপাসনা নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা কৃতার্থতা হইতে পারে না। (২) দয়া স্নেহাদি সহচর গুণের সহিত মাতৃশক্তির মানস প্রত্যক্ষ করার নাম ভাবগর্ভ চিন্তা। (৩) মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তির স্বরূপ, অবস্থা, বিশেষ ক্রিয়া, ও ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাদি প্রভেদ। (৪) প্রসবোন্মুখ যাবৎ উদ্ভিজ্জ, তদীয় পুষ্প, এবং কীট পতঙ্গাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবৎ শ্রীপুরুষের প্রজনন কালে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তির বিশেষ রূপ আবির্ভাব হয়। (৪) সন্তানোৎপত্তিকাল ব্যতীত অন্য সময়েও প্রতি স্ত্রীদেহে মাতৃত্ব শক্তি আর প্রতি পুংদেহে পিতৃত্বশক্তি আবির্ভূত আছে। কিন্তু তাহা ঐ কালের তুলনায় সূক্ষ্মতর। (৬) স্ত্রীদেহের ন্যায় পুংদেহেও মাতৃত্ব শক্তির আবির্ভাব আছে, আবার স্ত্রীদেহেও পুংদেহের ন্যায় পিতৃত্ব শক্তির আবির্ভাব আছে, ইহাও একটু ইঙ্গিত হইয়াছিল। এবার এই বিষয়টিরই একটু বিস্তার মতে চিন্তা করা যাইবে।

প্রতি স্ত্রীদেহে যে পিতৃশক্তি বা পুংস্বশক্তির অস্তিত্ব আছে, তাহা স্ত্রীত্ব শক্তির তুল্য নহে। আবার প্রতি পুংদেহে অবস্থিত মাতৃশক্তি বা স্ত্রীত্ব শক্তিও পুংস্বশক্তির মত নহে। উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, ও সমাবৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীদেহের পুংশক্তি স্ত্রীত্ব শক্তি অপেক্ষায় অতি ক্ষীণ, এবং স্ত্রীত্ব শক্তির দ্বারা অভিভূত। এজন্য উহা স্ত্রীত্ব শক্তিতে সমাবৃত হইয়া তাহার অন্তরালে প্রকাশিত হয়। এইরূপ, পুংদেহের স্ত্রীত্বও পুংশক্তি অপেক্ষায় ক্ষীণ এবং তদ্দ্বারা অভিভূত। এজন্য উহা পুংস্ত্ব শক্তির সমান নহে, এবং পুংস্ত্ব শক্তিতে সমাবৃত হইয়া তাহার অন্তরালে অন্তরালে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীদেহে স্ত্রীত্বশক্তিই অতি প্রবলা, সুতরাং পুংশক্তিকে নীচে মগ্ন করিয়া স্ত্রীদেহের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আবার বাহিরেও ছুটিয়া যাইতেছে। পুংশক্তি তাহার অন্তরে থাকিয়া যেন ফল্গুনদীর জলের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। আবার পুংদেহেরও স্ত্রীত্বশক্তি সেইরূপ। উহাও পুংশক্তির নীচে পড়িয়া ফল্গুজলের মত প্রবাহিত হইতেছে। আর পুংশক্তি অতি প্রবলভাবে বিকশিত হইয়া দেহের উপরে উদ্ভাসিত হইতেছে। বাহিরেও পূরিত হইতেছে। এজন্যই স্ত্রীত্বশক্তি থাকিলেও উহা পুংদেহ বলিয়াই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণেও পুংশক্তিরই বিকাশ স্থান বলিয়া উত্থাপিত হয়। আবার স্ত্রীদেহও পুংশক্তির সত্বেই স্ত্রীদেহ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্থানেও স্ত্রীশক্তির বিকাশ ভূমিরূপেই উপস্থিত হয়।

এই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব আমাদের প্রত্যেক দেহকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়া আছে। স্ত্রীত্ব শক্তি বাম ভাগে প্রতিষ্ঠিতা। আর পুংশক্তি দক্ষিণ ভাগে। এই বিভাগের সীমাস্থান দেহের উর্দ্ধাধঃক্রমে সম্পাতিত মধ্যরেখা। নাসিকার উপরে ঠিক মধ্য ভাগে সূত্রপাত করিয়া সরলভাবে উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র, অধে গুহ্য স্থান পর্য্যন্ত বিসর্পিত করিলে যে রেখা পাত হয়। আবার পশ্চাদ্ভাগেও ঐ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য প্রদেশ দিয়া শিখাস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা পাত হয়, তাহাই দেহের বাম দক্ষিণের মধ্যস্থ সীমা। এই রেখার বামভাগই স্ত্রীত্বের অধিকৃত, আর দক্ষিণভাগ পুংশক্তির অধিকৃত। এতদ্দ্বারা এই হইল যে, আমাদের একটি নয়ন, একটি ভ্রূ, একটি নাসিকা, একটি কর্ণ, অর্দ্ধভাগ রসনা, একখানি হস্ত, একখানি পদ ইহারা পুংশক্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। আবার অপরভাগের অপর একএকটি নয়নাদি স্ত্রীত্ব শক্তির অধীন হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। কেবল ইহা নহে, দেহের দক্ষিণ ভাগে যতগুলি যন্ত্র আছে, সমস্তই পুংশক্তির অধীন। আর বামভাগের যন্ত্রগুলি সমস্তই স্ত্রীত্ব শক্তির অধীনতায় অবস্থিতি করিতেছে। দক্ষিণভাগের সমস্ত গুলি শিরা, সমস্তগুলি ধমনী, সমস্তগুলি নাড়ী, সমস্তগুলি স্নায়ু, সকলগুলি অস্থি, সকলগুলি পেশী, এবং ফুসফুস্ যকৃৎ ইত্যাদি সমস্তই পুংশক্তির অধিকৃত ভূমি। ইহারা সকলেই পুংশক্তির অধীন হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করিতেছে। আবার বামভাগের সমস্তগুলি শিরা, ধমনী, নাড়ী, স্নায়ু, অস্থি, পেশী এবং ফুস্ফুস্ ও প্লীহাদি যাবৎ যন্ত্র সমষ্টিই স্ত্রীত্ব শক্তির অধিকৃত স্থান। ইহারাও সকলেই স্ত্রীত্ব শক্তির অধীন হইয়া আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, যে সকল যন্ত্র দুই দুইটি করিরা নাই, যেমন মস্তিষ্ক, রসনা, কপাল কশেরুকা, গ্রীবাস্থি, তদন্তর্ব্বর্ত্তী একীকৃত স্নায়ু সমষ্টি, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র ও স্নায়ু উপস্থাদি যন্ত্র ইহারা সকলেই একএকটি করিয়া হইলেও মধ্যস্থানে ঠিক একএকটি রেখার দ্বারা দুই দুই ভাগে বিভক্ত। মস্তিষ্কটি ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য উহার দক্ষিণ ভাগে যতগুলি যন্ত্র আছে, বামভাগেও ঠিক তত গুলি যন্ত্রই আছে। এইরূপ কপালাস্থিগুলিও দক্ষিণ বামে সমান সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ওষ্ঠ ও অধরও মধ্যস্থানে রেখার দ্বারা সমান ভাগে বিভক্ত। দন্তপঙক্তিও দক্ষিণ বামে সমান সংখ্যায় সমান ভাগে বিভক্ত। জিহ্বাও সমান দুই ভাগে বিভক্ত। এইরূপ হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পায়ু উপস্থ, এবং কৃকাটিকাদি সমস্তই এক একটি রেখার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া দক্ষিণ বামে সমান দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদেরও দক্ষিণ ভাগ পিতৃত্ব শক্তির অধীন আর বামভাগ মাতৃত্ব শক্তির।

এই যাবৎ শরীরের যাবৎ যন্ত্র সমূহের, স্ত্রীপুরুষ শক্তির অধীনতা কিসের দ্বারা? নিজ নিজে অধিষ্ঠিত শক্তির দ্বারা। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহারাই

মাতৃত্ব আর পিতৃত্ব শক্তির অধীন। পিতৃত্ব মাতৃত্বের দ্বারা অণুপ্রবিষ্ট হইয়াই তাহারা অস্তিত্বলাভ করে, পিতৃত্ব মাতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং তদ্দ্বারাই নিজ নিজ স্থানেতে নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করে। দক্ষিণদিকের সমস্ত গুলি শক্তি পিতৃশক্তির অণুপ্রবেশে অস্তিত্ব লাভ করিয়া, তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারই প্রভুত্বে দক্ষিণ দিকের যাবৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। আবার বাম ভাগের যাবৎ শক্তিগুলি মাতৃশক্তির অণুপ্রবেশে আত্মলাভ করিয়া তাহারই প্রভুত্বে পরিচালনায় বাম দিকের যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। এজন্য দেহীর যন্ত্রের ন্যায় তাহাদের প্রত্যেক শক্তিগুলিও দুই দুইটি করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেই বামভাগে একটি আবার দক্ষিণভাগে একটি এই রূপে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের দক্ষিণ নয়নের মধ্যে একটি দর্শনশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, আবার বাম নয়নে অপর আর একটির ক্রিয়া হইতেছে। এইরূপ একটি শ্রবণশক্তি দক্ষিণ কর্ণে অবস্থিত, আর একটি বামকর্ণে অবস্থিত। একটি ঘ্রাণশক্তি দক্ষিণ নাসিকায় অধিষ্ঠিত, আর একটি বাম নাসিকায়, রসগ্রহণশক্তির একটি জিহ্বার দক্ষিণভাগে, আর একটি বামভাগে অবস্থিতি করিতেছে। একটি স্পর্শন শক্তি দেহের দক্ষিণাঙ্গ অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, আর একটি বামাঙ্গ অধিকার করিয়া। এই শক্তিগুলির নামই জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইরূপ, একটি গমন শক্তি আমাদের দক্ষিণপাদ অধিকার করিয়া অবস্থিত, আর একটি বামপাদ অধিকার করিয়া। একটি গ্রহণ শক্তি দক্ষিণ বাহু অধিকার করিয়া অবস্থিত, আর একটি বাম বাহু অধিকার করিয়া। একটি বাক্ শক্তি বাক্য যন্ত্রের দক্ষিণভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত,আর একটি বামভাগ অধিকার করিয়া। উপস্থ এবং মলমূত্র রেচনের যন্ত্রের মধ্যে যে যে শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহাও দুই দুইটি করিয়া, উহারা দক্ষিণার্দ্ধভাগ আর বামার্দ্ধভাগে অবস্থিতি করিতেছে। এই শক্তিগুলির নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইরূপ একটি চিন্তা শক্তি, একটি অভিমান শক্তি,একটি ঈর্ষ্যাশক্তি,একটি হিংসাশক্তি, একটি দয়াশক্তি,একটি বিবেকশক্তি, আমাদের মস্তিষ্কের দক্ষিণভাগ অধিকার করিয়া আবার অপর আর এক একটি বামভাগ অধিকার করিয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করে। অন্যান্য ভালমন্দ শক্তিরও এইরূপই নিয়ম। প্রাণাদি শক্তিরও এইরূপই নিয়ম। যেমন, একটি প্রাণশক্তি আমাদের দক্ষিণ ফুস্ফুস অধিকার করিয়া ক্রিয়া করিতেছে, আবার আর একটি বামভাগের ফুস্ফুস অধিকার করিয়া ক্রিয়া করিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ আমাদের আত্মার মধ্যে যে কোন রূপ শক্তি আছে, তাহার প্রত্যেকেই দুই দুইটি করিয়া অবস্থিত, এবং একটি দেহের দক্ষিণভাগে ক্রিয়া করে, আর একটি বামভাগে। তন্মধ্যে, দক্ষিণভাগে যাহারা ক্রিয়া করে, তাহারা পুংশক্তির অধীন। আর বামভাগের ক্রিয়া শীল শক্তিগুলি স্ত্রীত্ব শক্তির অধীন।

উক্ত অধীনতাটি পরিচালক পরিচাল্যের মত নহে। উহারা প্রভুর অধীন ভৃত্য বা সারথির অধীন রথের মত অধীন নহে। কিন্তু মূল অস্তিত্বাংশেই অধীন। মৃত্তিকার অধীন ঘটের ন্যায়, তন্তুর অধীন বস্ত্রের ন্যায় অধীন। মৃত্তিকা আর তন্তুর সত্তা হইতে যেমন ঘট এবং বস্ত্রের সত্তার বিকাশ। মৃত্তিকা তন্তুর সত্তা না থাকিলে যেমন ঘট আর বস্ত্রের সত্তা থাকিতে পারে না, মৃত্তিকা আর তন্তু যেমন ঘট আর বস্ত্রের অবয়ব, উহাদিগকে বাদ দিলে যেমন ঘট আর বস্ত্র অদৃশ্য হইয়া যায়, মৃত্তিকা আর তন্তুরই যেমন একটু প্রকার ভেদে ঘট আর বস্ত্রাবস্থা উপনীত হয়, এজন্য উহারা মৃত্তিকা আর তন্তু হইতে কোন অংশেই বিভিন্ন পদার্থ নহে। এজন্য ঘট মৃত্তিকার অধীন, আর বস্ত্র তন্তুর অধীন বলিয়া ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত শক্তিগুলিও ঠিক এইরূপেই স্ত্রীশক্তি আর পুংশক্তির অধীন। স্ত্রীশক্তি বা মাতৃশক্তির সত্তা হইতে দেহের বামভাগে বিরাজিত শক্তিগুলির সত্তা বিকসিত হইয়াছে, মাতৃত্ব শক্তির সত্তা না থাকিলে উহাদের সত্তা থাকিতে পারে না। মাতৃত্ব শক্তিই উহাদের মূল উপাদান। মাতৃত্ব শক্তি বাদদিলে উহাদিগকে দেখা যায় না। মাতৃত্বশক্তিই একটু রূপান্তরিত হইয়া নয়নেন্দ্রিয় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য মাতৃত্ব শক্তি হইতে উহারা কোন মতেই বিভিন্ন বস্তু নহে। এজন্যই উহারা স্ত্রী শক্তির অধীন। আবার দক্ষিণ ভাগের শক্তিগুলিও ঠিক এই রূপেই সেই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। মাতৃ শক্তি আর পিতৃ শক্তিই আমাদের বামদক্ষিণে আবির্ভূত হইয়া নানা শাখায় নানা রূপে নানাশক্তি আকারে পরিণাম গ্রহণে দেহের যাবৎ ক্রিয়া সাধন করিতেছে।

এই বহু মূল্য সিদ্ধান্তটি যে শাস্ত্র-রত্ন হইতে নিষ্কৃষ্ট হইয়াছে, তাহা এই,—

মেঢ্রাদধোগুদান্দর্দ্ধং কন্দমূলং খগাণ্ডবৎ।
তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ॥
যথাশ্বত্থদলে নাড্যঃ, পরাস্তত্র চতুর্দ্দশ॥
তাসু তিস্রঃ প্রধানাঃস্যুঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু সম্মতাঃ।
বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিণী॥
শক্তিরূপা হি সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষে তু পিঙ্গলানাম্নী পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥
* * * * (রুদ্র যামল)।

ভাবার্থ,—প্রতিদেহেরই গুহ্যদেশের উপরে এবং উপস্থের নিম্নে এইরূপ স্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে পক্ষীর ডিম্বের মত বৃত্তাভাস একটি পদার্থ আছে। উহা হইতে, পদ্মাদিকন্দের মূলের মত অনেক গুলি নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে, এনিমিত্ত উহার নাম কন্দ বা কন্দমূল।

ঐ কন্দমূল হইতে, আত্মার যাবৎ শক্তির ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী (স্নায়ু) প্রসৃত হইয়াছে। পরন্তু ঐখান হইতে প্রথমেই যে অতগুলি নাড়ী বিভক্তরূপে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা নহে। উহা হইতে সর্ব্বপ্রধান কেবল তিনটি মাত্র নাড়ী বাহির হইয়াছে। তৎপরে তাহারা আবার আপেক্ষিক প্রধান প্রধান চতুর্দ্দশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পরে তাহাদের গাত্র হইতে আবার অবশিষ্ট সপ্তদসোন দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী নির্গত হইয়াছে। ইহারাও অপেক্ষাকৃত প্রধান। পরে ইহাদের গাত্র হইতে যে সকল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম নাড়ী শ্রেণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী (তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ঃ

স্থতাঃ উহারা দেহের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত পেশী, অস্থি ও মস্তিষ্ক মজ্জাদি যাবৎ অবয়বের, যাবৎ যন্ত্রের অন্তর বাহিরে অনুবিদ্ধ হইয়া দেহটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সূত্রের দ্বারা যেমন কন্থা কিম্বা রসবহা নাড়ীর দ্বারা যেমন অশত্থ পত্র, এই দেহগুলি ও সেইরূপ কোটি কোটি নাড়ী দ্বারা অনুস্যূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই ত হইল নাড়ীর বিস্তারের নিয়ম।

এখন জানা গেল যে, এক মতে অর্থাৎ পরম্পরারূপে দ্বিসপ্ততি সহস্র অথবা সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ীই সেই পূর্ব্বোক্ত কন্দ মূল হইতে প্রসৃত হইয়াছে। আবার আর এক মতে কেবল তিনটী মাত্র নাড়ী। তাহার একটির নাম পিঙ্গলা, একটির নাম ইড়া আর একটির নাম সুষুম্না। পিঙ্গলা নাড়ী আমাদের কন্দ মূলের দক্ষিণভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এবং মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া, তাহারই অবলম্বনে বরাবর ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইয়া গলাস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মস্তিস্কে মিলিত হইয়াছে। ইড়া নাড়ী কন্দমূলের বামভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এবং মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব দিয়া তাহারই আলম্বনে বরাবর ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইয়া গলাস্থির বাম পার্শ্ব দিয়া মস্তিস্কে মিলিত হইয়াছে। আর সুষুম্না নাড়ী ঐ কন্দমূলের মধ্যভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া বরাবর উৎপ্রসৃত হইয়া মস্তিস্কে মিশিয়া গিয়াছে (ক)। তন্মধ্যে পিঙ্গলা নাড়ী পুংরূপা অর্থাৎ পুং শক্তি বা পিতৃত্ব শক্তির বিকাশের স্থান। উহারই মধ্যে পিতৃশক্তি বিরাজিত হইয়া পিতৃশক্তির অনুগত যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, এনিমিত্ত উহাকে সূর্য্যরূপা অর্থাৎ সৌরশক্তিসম্পন্না বলা যাইতে পারে। কারণ সৌরশক্তি সেই পিতৃত্ব শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আর ঐ যেইড়া নাড়ী বুঝিয়াছ,ইনি স্ত্রীরূপা অর্থাৎ স্ত্রীত্ব শক্তি বা মাতৃত্বশক্তির লীলাখেলার স্থান। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া মাতৃ শক্তি বিরাজ করিতেছেন এবং অনুগত যাবৎ ক্রিয়া সাধন করিতেছেন। এজন্য ইহাকে চন্দ্ররূপা নাড়ী অর্থাৎ চান্দ্রী শক্তির প্রকাশিনী নাড়ী বলিয়া ব্যবহার করা যায়। কারণ চান্দ্রমসী শক্তি সেই মাতৃ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। তৎপর ঐ যে মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্না নাড়ীর পরিচয় পাইয়াছ। উহাতে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি সমান ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং উহা না স্ত্রী না পুরুষ এজন্য ক্লীবনামে অভিহিত হয়। এবং চন্দ্র সূর্য্য আর সঙঘর্ষণ জাত বহ্নি রূপা নাড়ী বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সুষুম্নার বাম দেশে স্ত্রীত্বশক্তি দক্ষিণ দেশে পুংশক্তি অথবা চন্দ্র আর সূর্য্যের শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। আর তাহার সীমা স্থানে ক্লৈব্য, অথবা বহ্নি বিরাজ করিতেছে ইহাই ঐ উল্লিখিত শ্লোক কএকটির তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ।

এখন জানা গেল যে আমাদের দেহের দক্ষিণ ভাগে যেসকল নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে তৎসমস্তই সেই পিতৃ শক্তির অবলম্বনে পিঙ্গলা নাড়ীর অনুগত, সুতরাং তাহাদের সমস্তের মধ্যেই পিতৃ শক্তির লীলা হইতেছে।

এবং ইহাও জানা গেল যে ঐ সকল দক্ষিণ বাহিনী নাড়ীই যখন আমাদের দক্ষিণ ভাগের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির প্রতিষ্ঠাভূমি অথবা পরিচালিকা, তখন দক্ষিণভাগের যাবৎ শক্তিই সেই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। দক্ষিণ ভাগের নয়নেন্দ্রিয় শক্তিটি পিতৃত্ব শক্তির অধীন, শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তিটিও পিতৃত্ব শক্তির অধীন এবং রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, গমনেন্দ্রিয়, গ্রহণেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবৎ শক্তিই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। আবার বামভাগে যেসমস্ত নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মাতৃশক্তির আলম্বনে সেই ইড়া নাড়ীর অনুগত। সুতরাং তাহাদের সমস্তের মধ্যেই কেবলমাত্র মাতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে। আর ইহাও জানা গেল যে ঐ সকল বামবাহিনী নাড়ীই যখন বামভাগস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির প্রতিষ্ঠাভূমি অথবা পরিচালিকা, তখন আমাদের বামভাগের যাবৎ শক্তিই সেই মাতৃ শক্তির অধীন। কি দর্শন শক্তি, স্পর্শন শক্তি, কি শ্রবণ শক্তি, কি ঘ্রাণ শক্তি, প্রাণ শক্তি সমস্তই মাতৃ শক্তির অধীন। এতদ্ব্যতীত আরো যে সকল শক্তি আছে সকলেই মাতৃশক্তির অধীন। এখন ফলায়াত সিদ্ধান্ত এই হইল যে, মাতৃ শক্তি আর পিতৃ শক্তিই আমাদের জীবাত্মার উপাদান। উহার দ্বারাই জাবাত্মা গঠিত হইয়াছে। উহা না থাকিলে আমাদের কোনরূপ শক্তি থাকিত না। ইন্দ্রিয় থাকিত না, প্রাণ থাকিত না, মন থাকিত না, বুদ্ধি থাকিত না, কিছুই থাকিত না। সুতরাং উহাদের সমষ্টিস্বরূপ জীবাত্মাও থাকিত না, পিতৃ মাতৃ শক্তি অছে বলিয়াই ইন্দ্রিয়াদি যাবৎ শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে যাওয়া যায় এবং তাহার সমষ্টিরূপ জীবাত্মা প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং, ঘটের কারণ কপালের ন্যায় অথবা বস্ত্রের কারণ তন্তুর ন্যায় পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব শক্তি আমাদের জীবাত্মার উপাদান কারণ। দুই খানি কপাল একত্র হইয়া যেমন একটি ঘটের উৎপাদন করে, অথবা একত্রিত অবস্থায় তাহারাই ঘটনামে অভিহিত হয়, কিম্বা বহু তন্তু একত্রিত হইয়া যেমন একখানি বস্ত্র উৎপাদন করে, অথবা তাহারাই বস্ত্রনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ সেই পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তি একত্রিত হইয়া জীবাত্মার উৎপাদন করে, অথবা সেই সম্মিলিত পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তিই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। তাহা হইলে আমাদের জীবাত্মা, একমতে এক হইয়া ও দুই। কারণ উহার উপাদান পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তি দুই। এইরূপ দ্বিতয়তা নিবন্ধনই জীবাত্মার দর্শন, স্পর্শন, ও শ্রবণাদি প্রত্যেক শক্তি দুই দুইটি করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

উক্ত পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব শক্তি পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ ও ভবাবিভব স্বভাব। উহারা পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণ বা আলিঙ্গন ব্যতীত থাকিতে পারে না। কেবল একএকটি করিয়া বিবিক্ত বা পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। তাহা হইলে উহাদের কাহারই অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতে পারেনা, অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। জড় পদার্থে প্রকাশিত অন্যান্য শক্তির ন্যায় পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণই উহাদের অস্তিত্বের জীবন বলিয়া অনুমান হয়। জড় পদার্থের শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায় যে পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করে। আবার একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া, তাহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন শক্তিই আত্ম লাভ কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। এই ঘটনায়, সর্ব্বদাই, শক্তিরাজ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিয়া আসিতেছে, জয় পরাজয় চলিয়া আসিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিয়া আসিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন,এক শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবতী থাকা। চুম্বক শক্তির পর্য্যালোচনায় মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বক শক্তি না থাকিত তাহা হইলে বিপ্রকর্ষক চুম্বক শক্তিও পৃথিবীতে লক্ষিত হইত না। আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও, বোধহয়, সমাকর্ষক চুম্বক শক্তির চিহ্নও পাওয়া যাইত না। এইরূপ সংযোজক তাড়িত শক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধহয় জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। শক্তি জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম থাকিবার কথা। স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব বা মাতৃত্ব আর পিতৃত্ব এক একটি শক্তিময় বস্তু। ইহা পূর্ব্বেই (সেই ভাদ্রমাসে) বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে অবশ্যই, উহা তাড়িৎ বা চুম্বকাদি শক্তির ন্যায় স্থূল জড় শক্তি নহে। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম বস্তু, এবং নিতান্ত অপ্রবেশক ব্যক্তির একবারেই অনভিজ্ঞেয় বিষয়। বাস্তবিক, ঐ তাড়িতাদি শক্তিও বোধ হয় সেই অনভিজ্ঞেয় স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তিরই স্থূলতম, ও জড়ীভূত রূপান্তর মাত্র হইবে। কেবল উহাও নহে, সংসারে যতপ্রকার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই বোধ হয় সেই অনির্ব্বচনীয় স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তির স্থূলতম ও জড়ীভূত রূপান্তর মাত্র হইবে। সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দুর্নির্ণয় দুইটিমাত্র শক্তিই পরস্পরের ভবাভিভব চেষ্টায় বা আত্ম লাভের চেষ্টায় পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানা স্থানে নানা ভাবে বিকসিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে এখানে নাকি, আমাদের জীবরাজ্যের স্ত্রীত্ব পুরুষত্বই বিতর্কিতব্য বিষয়, এ নিমিত্ত জড়রাজ্য উপেক্ষা করিয়া তাহারই বিস্তার করা যাইতেছে। উক্ত স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধ, অথচ উভয়ই উভয়ের জীবনরূপে অবস্থিতি করে। স্ত্রীত্ব শক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুংশক্তি আত্মলাভ করে, সমস্ত ক্রিয়া করিতেও সমর্থ হয়, আবার স্ত্রীত্ব শক্তিও পুংশক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করে, সমস্ত ক্রিয়া করিতেও সমর্থ হয়। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই স্ত্রী পুং শক্তির পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে, একবার এক সময়ে স্ত্রীত্ব শক্তিকে অভিভূত করিয়া পুং শক্তি উত্তেজিত হইতেছে, আবার এক সময়ে পুংশক্তিকে অভিভূত করিয়া স্ত্রীত্ব শক্তি জাগ্রত ও উত্তেজিত হইতেছে। এতদ্দ্বারাই পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই অবস্থার চিন্তা করিলে মনে হয় যেন স্ত্রীত্ব শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই পুং শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবতী থাকা, আবার পুং শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই যেন স্ত্রী শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবতী থাকা।

সর্ব্বশক্তির মূল উপাদান স্ত্রীপুং শক্তির মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইতেছে বলিয়া আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও সর্ব্বদা ঐ নিয়মের ক্রিয়া হইতেছে, স্ত্রী পুং শক্তি পরস্পরে বিরুদ্ধ বলিয়া তদধীন আমাদের দক্ষিণ দিকের দর্শন শক্তি ও বাম দিকের দর্শন শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং দক্ষিণ নয়ন শক্তি বাম নয়ণ শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করিতেছে, আবার বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাম নয়ন শক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ নয়ন শক্তি আত্মলাভ করিয়া দর্শন কার্য্যে সমর্থ হয়, আবার বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করিয়া দর্শন কার্য্যে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই বাম ও দক্ষিণ নয়নেন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, একবার এক সময়ে দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে পরিভূত করিয়া বাম নয়ন শক্তি উত্তেজিত হইয়া দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে, আবার এক সময়ে বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে অভিভূত করিয়া, উত্তেজিত হইয়া দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে। এইরূপে পরস্পরের ক্রিয়া রক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা মনে হয়, যেন দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই বাম নয়ন শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার অস্তিত্ববতী থাকা এবং বাম নয়ন শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই যেন দক্ষিণ নয়ন শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার অস্তিত্ববতী থাকা। অন্যান্য সমস্ত শক্তি সমূহের মধ্যেও এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। দুইটী শ্রবণ শক্তি, দুইটী ঘ্রাণ শক্তি, দুইটী রসনাশক্তি দুইটী স্পর্শন শক্তি, দুইটী গমন শক্তি ইত্যাদি যতগুলি শক্তির বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সকলেই ঐরূপ বাম দক্ষিণভেদে পরস্পরের

(ক) উক্ত সমস্ত নাড়ী শ্রেণীকে অনেক স্থানে মস্তিস্ক প্রসৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে উহাদিগকে কন্দ মূল প্রসৃত বলা হইল। এতদ্দ্বারা আপাততঃ, পরস্পরের বিরুদ্ধভাব প্রতীত হয়। কিন্তু একটু অভিনিবিষ্ট হইলে আর তাহা মনে হইবে না। নাড়ীসমূহের অবস্থান চিন্তা করিলে উহাদিগকে মস্তিস্ক প্রসৃত অবশ্যই বলিতে হইবে। আবার কন্দমূল প্রসৃত বলিলেও কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। তন্ত্রী সমূহকে যেমন বীণার মস্তকভাগ হইতে প্রসৃত বলিলে অসঙ্গত হয় না, আবার অন্যভাবে উহার মূল দেশ হইতে প্রসৃতও বলা যাইতে পারে। অথবা ধনুকের গুণ সমূকে যেমন, বক্তার ইচ্ছাধীন, উভয় কোটী প্রসৃত বলিয়াই ব্যবহার করা যায়। শরীরের নাড়ী সমূহও ঠিক সেইরূপ। শরীরের মেরুদণ্ডটিই একটি বীণা বা কোদণ্ড স্বরূপ। ইহার এক কোটিতে মস্তিস্ক, আর এক কোটীতে কন্দমূল অবস্থিতি করিতেছে। আর নাড়ী গুলি উহার তন্ত্রী অথবা গুণ স্থানীয়। উহারা মস্তিস্ক আর কন্দ এই উভয় কোটীতেই সমাবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং উহাদিগকে মস্তিস্ক প্রসৃত বলা যাইতে পারে, আবার কন্দমূল প্রসৃত বলিলেও অসঙ্গত উক্তি করা হয় না। বক্তার ইচ্ছা এবং প্রয়োজনানুসারে উভয় প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত। এজন্য কোন স্থানে কন্দমূল হইতে উহাদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে আবার কোনখানে মস্তিস্ক হইতে। অথচ উহার কোন মতই অসঙ্গত বা অপর মতের সুবিরুদ্ধ নহে।

বিরুদ্ধ। সকলেই ঐরূপ পরস্পরের জীবন রূপে অবস্থিতি করিতেছে; পরস্পরকে নির্ভর করিয়া, পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া আত্মলাভে, নিজ নিজ ক্রিয়া সাধনে সমর্থ হইতেছে। সকলের মধ্যেই সর্ব্বদা পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে।

এই নিয়মের আশ্রয়েই আমাদের জীবন দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং ইহা আমাদের জীবনের যষ্টি। ইহার বিশৃঙ্খলতা বা অন্যথা হইলেই জীবন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্যই পক্ষাঘাতাদি রোগে দেহের দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইলে, বামাঙ্গের ক্রিয়াশীল শক্তি গুলিও ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অন্তর্হিত হয়। এইরূপে, এই নিয়মে, পিতৃ-শক্তি আর মাতৃশক্তি আমাদের দেহের মধ্যে সর্ব্বদা লীলা খেলা করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ।

"ভূতানাংপ্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাবাহিতা দেবাঃ শশ্বদ্বিশ্বেষু পূজিতাঃ।
নচ বিপ্রাৎ পরো দেবো বিপ্ররূপী স্বয়ং হরিঃ॥"

কলির কলুষ-অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আজি মন্দ-ভাগ্য মানবজাতির অদৃষ্টাকাশ আচ্ছন্ন। ব্রহ্মণ্য-শক্তি-চন্দ্রমার জগৎস্নিগ্ধকর শীতরশ্মি আজি জগতের ভাগ্যে দুর্লভ। যদিও অন্ততঃ নক্ষত্র-জ্যোতিঃরূপে সে প্রতিভার কথঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু ভারত-সমাজের আধুনিক ধর্ম্মাচার-বিপ্লব রূপ ঘোর ঘনঘটার আবরণে বুঝি তাহাও আর থাকেনা। এক্ষণে উপায় কি? এই ঘোরান্ধকারে ঐহিক জ্ঞান-ধর্ম্ম, সংসার-শান্তি ও পারত্রিক স্বর্গাপবর্গ-লাভ-পন্থার পথিক আর্য্যসন্তান গণের গন্তব্য-পথ নির্ণয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যে অন্ধকারে ব্রহ্মণ্যশক্তিই অনন্য আলোক-প্রভা, যে পন্থায় ব্রহ্মণ্য-শক্তিই একমাত্র পথ-প্রদর্শিকা, যে সমাজে ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্পবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাতা, ক্ষীণ-ব্রহ্মণ্য-তেজের দুর্ব্বল সাহায্য লইয়া, সেই সমাজ, সেই কলি-কলুষ-তিমিরাচ্ছন্ন অবশ্য-গন্তব্য-সাধন-পথে কিরূপে অস্খলিত-পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইবে? এই মহাগুরুতম প্রশ্নের অভ্রান্ত সমাধানের উপরেই আজ সমগ্র ভারত-সমাজের অনিবার্য্য যুগ-প্রভাব-জনিত আসন্ন সর্ব্বনাশের যথা সম্ভব প্রতীকারোপায় নির্ভর করিতেছে। অধঃ-পতিত হীনভাগ্য হিন্দুজাতির বর্ত্তমান আশা-ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্বরূপ সেই অভ্রান্ত সমাধানটীর আবিষ্করণ ও তাহার কার্য্য-পরিণতি সম্পাদনার্থ যথাসম্ভব উপায়াবধারণ করাই এক্ষণে বিশেষ আবশ্যক।

আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বর্ণ-গুরুত্বের স্বতঃসিদ্ধ—স্বতঃপ্রমাণিত সত্য হিন্দু-জন-সাধারণ্যে বুঝাইবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার তত প্রয়োজনীয় নহে। যাহাদের জন্য প্রয়োজন, এ প্রবন্ধ তাহাদের জন্য নহে। ভগবৎ কৃপায় যে কোন হিন্দু-সন্তানের হৃদয়-ক্ষেত্রে একবিন্দু স্বধর্ম্মানুরাগসুধাও সিঞ্চিত হইয়াছে, তিনিই জানেন, মানেন ও অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারেন যে, সংসার-সাগরে ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজ-তরীর একমাত্র কর্ণধার; ব্রাহ্মণই বিরাট হিন্দুসমাজ-শরীরের মহা-মহিমান্বিত শীর্ষদেশ; ব্রহ্মণ্য তেজঃই হিন্দুসমাজের বন্ধন, রক্ষণ, পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের মজ্জাগত শক্তিস্বরূপ। হিন্দুর রত্ন-রচিত-সিংহাসনে ক্ষত্রিয় রাজা; কিন্তু হিন্দুর হৃদয়-সিংহাসনে ব্রাহ্মণই রাজা! রাজৈশ্বর্য্য, রাজবেশ ও রাজদণ্ড লইয়া ক্ষত্রিয়, হিন্দুর বাহ্যজগৎ শাসনে নিযুক্ত; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চতুর্ব্বর্ণেরই অন্তর্জগৎ-রাজ্যে সেই জটাবল্কলধারী, ফলমূলাহারী, বিজন বনান্তর বা গিরিকন্দরবিহারী, নিস্পৃহ—নিরীহ ব্রাহ্মণই চিরপূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর। একদিন সেইদিন ছিল। কালের কুটিলগতি'র বশে আজি আর সেদিন নাই। যেমন কেবলমাত্র মূল-যন্ত্রের (স্প্রীংএর) সম্প্রসারণ ও সঞ্চালন অব্যাহত থাকিলেই সমগ্র ঘটীযন্ত্রের সর্ব্বাবয়ব সচল ও সজীব থাকে, কিন্তু তদন্যথায় ঘটিকার অবস্থা কেবল আকৃতিমাত্রাত্মক হয়; তদ্রূপ আজ ব্রহ্মণ্য-শক্তিরূপ মূলযন্ত্র অচলপ্রায় হওয়ায়, হিন্দুসমাজ-যন্ত্রও নিশ্চল—বিকল হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পদাঙ্কের চির অনুসরণকারী হিন্দুসমাজ এই কলিযুগের প্রারম্ভেই সেই পদাঙ্কেরই অনুসরণ করিতে করিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধঃপাত-পাতালপুরীর অন্তিম সোপানে সমাগত প্রায়!

হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অবনতিতে হিন্দুর যথাসর্ব্বস্বধন এবং সাধারণতঃ মানবজাতির ভগবৎ-কৃপা-প্রদত্ত স্বর্গীয় উপহার-সম্পদ ধর্ম্মের অবনতি অনিবার্য্য; সুতরাং বুঝিয়া দেখিলে, ব্রাহ্মণের অবনতিতে সমগ্র মানবসমাজেরই আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ অবনতিই অবশ্যম্ভাবী। তবে কথা এই যে, ঊনবিংশশতাব্দীর এই ঐহিক বা জড়ীয় উন্নতি ও সভ্যতার সীমান্ত-শেখরারূঢ় কোন জাতিই হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মনাশেই 'সর্ব্বনাশ' বলিয়া জ্ঞান করেন না; কিন্তু ধর্ম্মই হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব—সারসর্ব্বস্ব ও জীবনসর্ব্বস্বধন! এই ধর্ম্মসাধনের অত্যুন্নতি-বিমানে আরোহণ করিয়াই ব্রাহ্মণ একদিন জগতের আদিগুরু—মানবজাতির আদি শিক্ষকরূপে অত্যুন্নত হইয়াছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণই তাঁহার চিরচরণাশ্রিত হিন্দুসমাজকে ঐহিক-পারত্রিক উভয়বিধ অভ্যুদয়ের চরম চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হায়! আজ তিনি নিজে কোথায় নামিয়াছেন? (!) আজ যেন তাঁহার সেই স্বর্গীয় নন্দনবন-বিহারী চরণ অতল রসাতল-তলে অবতীর্ণ প্রায়! সুতরাং সেই চরণের স্বতঃশরণাপন্ন হিন্দুসমাজের পুনরুন্নয়ন বা উদ্ধার স্বতএব-সুদূরপরাহত।

যদি এইরূপ মহার্হ গৌরব, সম্ভ্রম, শ্রেষ্ঠতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণকে এখন আর না দিতে চাও; যদি কলির অবনত ব্রাহ্মণকে পুরাকালীয় সেই উন্নততম সম্মান আর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মনে কর, তবে তুমি হিন্দু! তোমার সমাজের সুচির-পোষিত জীবন-যন্ত্রের অবস্থা একবার

ক্ষণকাল ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে পর্য্যালোচনা করিয়া বল দেখি, যে তোমার নিজত্ব বা হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া 'উন্নত' হইতে পার কিনা? অহো! হিন্দুসমাজ-যন্ত্রের চক্রে চক্রে তন্ত্রে তন্ত্রে যে এখনও ব্রহ্মণ্যশক্তির লীলা! হিন্দুসমাজ-দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর অণুতে পরমাণুতে যে এখনও ব্রহ্মতেজের খেলা! তোমার গুরু ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, পূজারী ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ, সামাজিক ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ। সংক্ষেপতঃ, হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার যা কিছু সামাজিক সুখ-শান্তি বা মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান, তাহার প্রত্যেকটীতেই ব্রহ্মণ্যশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব এখনও প্রদীপ্যমান। এসব কি বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিবে? পারিলেই কি তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতীয়তা ও হিন্দুসমাজ-সত্ত্বা রক্ষিত হইবে? তাহা হইলে হিন্দুত্বের সেই শ্মশান-ভস্মে আবার কোন্ অদ্ভুত জাতি সৃষ্ট হইবে? হিন্দুর সেই শব-স্তূপ হইতে কোন্ বিকট কবন্ধ-নিচয় নাজানি উত্থিত হইবে? সে "সোণার পাথরবাটী" বা "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" রূপী হিন্দুত্ব-শূন্য হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব প্রকৃত হিন্দুর কল্পনাতে উদিত হইলেও হৃদয় চমকিত হয়!

চতুরশীতি লক্ষ জন্ম-যন্ত্রণায় বিষম বিষণ্ণ ও অবসন্ন জীব দুর্লভ মানব-জন্মেই ভগবৎ-প্রেমামৃত-পানে সজীব হইবার অধিকারী। কিন্তু কে সেই গৌরবান্বিত অধিকারে সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হইয়া, অধস্তন অপর সাধারণ মানবমণ্ডলীর জন্য সেই অধিকার বিতরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? কে বা এই জন্মজন্মান্তরাবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ কর্ম্ম-পথ-পর্য্যটনে একান্ত পরিশ্রান্ত মানবকে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া সেই চিরবিশ্রাম-নিকেতনের অভিমুখে লইয়া গিয়াছেন? বলিতে কি, শাস্ত্ররূপী বিস্পষ্ট-অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারাই হউক, বা কথঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই হউক, এখনইবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে কর্ম্মভূমিতে ধর্ম্মপথ দেখাইতেছে? এই ঘোর তামস কলিযুগে এখনও যে কয়েকজন সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী, পরিব্রাজক—পরমহংসাদি মহাপুরুষ ভারতের বনে-বিজনে, কুটীরে-কন্দরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ত পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক! চিন্তাশীল ধীমান মাত্রেই বোধ করি এটুকু প্রণিধান করিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণের বংশ-বীজেই যেন কেমন একটু বিচিত্র বিশেষত্ব, কেমন একটু অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি-রহস্য নিহিত আছে! অধিক কি, সামান্য সংস্কৃত-বাক্যের উচ্চারণটীতে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে কিরূপ সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশিত হয়! আহা! এমন বিশিষ্ট-ভগবৎ-প্রসাদ-পালিত "ভূদেব" আখ্যায় অর্চ্চিত অত্যুন্নত ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হইয়াও যে মানব, যুগ-প্রভাব, কাল-মাহাত্ম্য, বিষয়-বিমোহ, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গাদির কুফলে স্বীয় জন্মান্তরীণ সুকৃতি-অর্জ্জিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির অবমাননা, অপব্যবহার ও অপচয় করেন, তাঁহার ন্যায় দীন-ভাগ্যহীন জগতে আর কে আছে? কলির ব্রাহ্মণের এই শোচনীয় আত্মহিতান্ধতা—এই লজ্জাজনক স্বশক্তি-সম্ভ্রম-বিমূঢ়তা অধুনা হিন্দুসমাজের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার যথাসম্ভব সংস্কার ও প্রতীকার-চেষ্টা হিন্দুমাত্রেরই সামাজিক কর্ত্তব্যকলাপের কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

যে অনন্ত অসংখ্যেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-গুণ-গৌরবের অতুল্য সম্পদে সম্বর্দ্ধিত ও গৌরবান্বিত হইয়া পৃথিবী-গ্রহ আজি সৌরজগতে স্পর্দ্ধা বিস্তার করিতেছে, সে সমস্তেরই বীজ একদিন ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে উপ্ত হইয়াছিল! যে ধর্ম্মধন অর্জ্জন বা সাধনের চরম ও পরম পুরস্কার অমূল্যধন ভগবচ্চরণ; যে ধনের প্রসাদে 'সে ধন' লাভ করিয়া মানব কৃতার্থ, চরিতার্থ, পরিতৃপ্ত ও অমৃত হয়; নগণ্য জীবন ধন্য হয়; দুর্লভ জন্ম সার্থক হয়; সেই মহামহিমাময় ধর্ম্মের আদি বীজ সেই বিশ্ববিদিত উর্ব্বর মস্তিষ্কেই অঙ্কুরিত! অধিক আর কি বলিব, 'কৃতজ্ঞতা' শব্দটী যদি মানব-অভিধানের প্রিয় শব্দ হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মানব জাতির মহা কৃতজ্ঞতা আকৃষ্ট রহিয়াছে! এ হেন ব্রাহ্মণ কুলের আজ জীবনে শবত্ব—বিদ্যমানতায় বিলোপ কোন্ পাষাণ-প্রাণে সহ্য হয়? আর যাহার (যে জাতীয়ের) সহ্য হয় হউক, তাহাও বরং কথঞ্চিৎ উপেক্ষণীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ-স্বপদাশ্রয়-পালিত হিন্দুসমাজের তাহা একান্ত অসহ্য না হইলে, সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়—সে সর্ব্বনাশ অপ্রতিবিধেয়। অতএব বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চরণে এই হীনভাগ্য হিন্দুজাতির এক্ষণে এই প্রধান প্রার্থনা, যেন হিন্দুসমাজের জীবন-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণত্বের পুনঃ-সঞ্জীবন সাধনে হিন্দুসমাজ তাঁহারই কৃপায় কায়মনোবাক্যে বদ্ধপরিকর হয় এবং তাঁহারই কৃপায় তৎসিদ্ধি লাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

আহারনিয়ম।

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশকীটসমন্বিতং।
শুক্তং পর্য্যুসিতোচ্ছিষ্টং শ্বপৃষ্টং পতিতেক্ষিতং॥
উদক্যা স্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পাদস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥

অনাদরপূর্ব্বক প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য, বৃথামাংস (অর্থাৎ যে মাংস দেবাদির উদ্দেশে প্রদত্ত না হয়) কেশকীটাদি সংযুক্ত, দ্রব্যান্তর সংযোগে অথবা কালান্তর বশতঃ যাহার স্বাভাবিক আস্বাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজঃস্বলা ও চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিস্পৃষ্ট এবং "কে খাবে" ইত্যাদি রূপ ঘোষণা দ্বারা প্রদত্ত অন্ন, পর্য্যায়ান্ন, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাকাদির উচ্ছিষ্ট ও জ্ঞানপূর্ব্বক পাদস্পৃষ্ট, এরূপ অন্ন পরিত্যজ্য অর্থাৎ অভোজ্য॥ যা-সং ১।১৬৬।১৬৭

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদ্দিখ্যং বাগ্‌যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ॥

এইরূপে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে; ভোজনকালে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে; খাদ্য বস্তুর প্রতি কোনরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিবে না। মহামৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্কেতাদি

না করিয়া প্রাণাগ্নি পঞ্চ বায়ুর পরিতোষের নিমিত্ত অগ্রে পঞ্চগ্রাস ভোজন করিবে॥

বি-পু ৩।১১।৮৬।

একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ॥

যদি অনেক ব্রাহ্মণ একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করেন, এবং যদি তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও পাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া যান, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই আর শেষ অন্ন ভোজন করিবেন না, অর্থাৎ সকলেই পাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবেন॥ পু-সং ১১৮।

পরিবেশনকারী চ ভোক্তারং স্পৃশতে যদি।
অভক্ষ্যঞ্চ তদন্নঞ্চ সর্ব্বেসামেব সম্মতং॥

যদি পরিবেশনকারী ভোক্তাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তদীয় অন্ন অভক্ষ্যরূপে সকলে নিরূপণ করিয়াছেন॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১২

উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ॥

দ্বিজাতিগণ নিত্য নিত্য আচমন করিয়া সমাহিত চিত্তে অন্ন ভোজন করিবেন এবং ভোজনান্তেও সম্যক্ রূপে হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া জলদ্বারা ছয়টী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মস্তকস্থিত চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা স্পর্শ করিবেন॥

ম-সং ২।৫৩।

ভবত্যেতৎ পরিণতৌ সমাপ্তব্যাহৃতং সুখং।
হস্তেন পরিমার্জ্যাথ কুর্য্যাত্তাম্বূলভক্ষণং॥

অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখানুভব হইয়া থাকে। ভোজনান্তে হস্তদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে॥ গ-পু ১।২০৫।১৫২।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ॥

কাহাকেও উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান করিবে না, দিবা ও সায়াহ্ন ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না, অতি ভোজনও করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও গমন করিবে না॥ ম-সং ২।৫৬।

দ্বিভোজনং ন কর্ত্তব্যং স্থিতে সূর্য্যে দ্বিজাতিভিঃ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥

সূর্য্যের স্থিতি কাল মধ্যে দ্বিভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে ব্রাহ্মণ এই নিয়মের অন্যথা করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং সে অন্তে নরকে গমন করে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৫৮।

নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাক এব চ।
অথবা পক্বপর্য্যন্তং উপস্ত্যজ্যং মনীষিভিঃ॥

মনুষ্যগণ নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করিবেন, অথবা পাক সমাপনের পরেই ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ৫৩।

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ বাশৌচে মৃতজাতয়োঃ।
স্পৃষ্টে চাশুচিনা সদ্যঃ পাকভাণ্ডং পরিত্যজেৎ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে, জনন ও মরণাশৌচে এবং অশুচিস্পর্শে মানব সদ্যঃ পাক-ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ৫৬।

বিবিধ।

নব্যভারত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সম্বাদ পত্রের উপরে মিউনিসিপাল লাইসেনস্ সম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ বেদব্যাসে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ আলোচনা হওয়া অতীব প্রয়োজন। সুতরাং ইহাতে প্রত্যেক পত্র পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সহানুভূতি দান করা কর্ত্তব্য।

নিবেদন।

বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখপত্র এবং ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃকই পরিচালিত। ধর্ম্মমণ্ডলী, বিজ্ঞ প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমূহের কর্ত্তৃত্বে পরিরক্ষিত; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবকের, বেদব্যাসের সম্পাদক বলিয়া, নাম প্রকাশ থাকা আমি উচিত মনে করি না। সে কারণ এবার হইতে সম্পাদক স্থানীয় আমার নাম উঠাইয়া লইলাম। নাম উঠিল বলিয়া বেদব্যাসের সেবার সহিত সম্পর্ক উঠিল না। সাধ্যানুসারে বেদব্যাসের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব ইহাই চিরবাসনা। জগদম্বা করুন এ বাসনা যেন আমার অবিচলিত থাকে। কি মধিকমিতি।

শ্রীভূধর শর্ম্মা (চট্টোপাধ্যায়ঃ)

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইলেন। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাঁকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাঁকী রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। মণিঅর্ডার-কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে, আমরা গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো-
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাজনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥১॥

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা॥
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোক্ষিবিষয়ঃ॥২॥

অসুনায়ভ্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৩॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌যো যময়তি মহীং বেদনধরা
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৪॥

মহেন্দ্রাদির্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো-
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিরৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোসৌ বিজয়িনঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৫॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশূতাং শূকরমুখাং
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্তুত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৬॥

নরাতঙ্কোত্তঙ্কশশরণশরণো ভ্রান্তিহরণো-
ঘনশ্যামো বামো ব্রজশিশুবয়ঃস্থোঽর্জ্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৭॥

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৮॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌমাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ॥
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাজহস্তঃ॥৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

(মাতৃ শক্তির উপলব্ধি)

প্রতিদেহের বামাঙ্গ ব্যাপীয়া মাতৃশক্তি বিরাজ করিতেছেন, দক্ষিণার্দ্ধে পিতৃশক্তি, একথা গত বারের বেদব্যাসে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এবারে, তৎপরবর্ত্তী নিবরণ, যথাশক্তি, নিবেদন করিতেছি।

দয়া স্নেহাদি সহচর গুণের সহিত মাতৃশক্তির উপলব্ধি করাই মায়ের ভাবগর্ভ উপাসনা, এবং সেই উপাসনাই আত্মার মঙ্গলপ্রদ ইহা প্রথমবারে লিখিত হইয়াছিল। গতবারে মাতৃশক্তিরও যথাশক্তি পরিচয় দিয়াছি। এখন ইহা জানা গেল যে, মায়ের ভাবগর্ভ উপাসনায় উক্তবিধ মাতৃশক্তির অনুভব করিতে হইবে। উক্ত অনুভব বহির্ম্ময়ের অনুভবের

নহে। বহির্বিষয়ের [illegible] বিষয় এবং মন এই উভয়ের [illegible] একটা [illegible] হইয়া থাকে, উহা তদ্রূপ নহে। উহা মানসিক প্রত্যক্ষ [illegible]া, ভক্তি ও কাম ক্রোধাদি বিবিধ প্রবৃত্তির উদয় হইলে তাহার [illegible]পলব্ধি করা যেমন মানসিক প্রত্যক্ষ, উহাও তেমন মানসিক প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইহাতে মনটীর বিষয় রূপে অর্থাৎ মাতৃত্ব শক্তি রূপে পরিণত হওয়া আবশ্যক। দয়া ক্রোধাদি সমস্ত প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে যেমন তাহাদের সহিত মনের বা জীবাত্মার কোন প্রকার প্রভেদ থাকে না, ভিন্নরূপে বিষয়-বিষয়ি সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু মন বা জীবাত্মা স্বয়ং তদাকারেই উপনীত হয়। ঐ সকল বৃত্তির অস্তিত্ব হইতে উহাদের অস্তিত্বের পার্থক্য থাকে না। মাতৃত্বশক্তির অনুভবেও ঠিক সেইরূপ হওয়া চাই, অর্থাৎ মন বা আত্মাটি যখন সেই মাতৃত্বশক্তিময় হইয়া যাইবে, উহাদের অস্তিত্ব যখন মাতৃত্বশক্তির অস্তিত্বে পরিণত হইল, মাতৃত্বশক্তি হইতে যখন উহাদের ভেদের গন্ধলেশও থাকিবে না, সর্ব্বথা এক হইয়া যাইবে, তখনই মাতৃত্বশক্তির আন্তরিক প্রত্যক্ষ হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে জানা গেল যে, মানসিক প্রত্যক্ষের সময়ে, এই দেহের মধ্যে, মাতৃশক্তির আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। নতুবা, আমাদের আত্মা কিম্বা মনের তন্ময় হইবার সম্ভাবনা নাই, উপলব্ধিও হইতে পারিবে না। ক্রোধ কামাদি প্রবৃত্তি যেমন উত্তেজিত হইলেই মনে মনে প্রত্যক্ষ গোচর হয়, মন বা আত্মাও তন্ময় হইতে পারে, কিন্তু উহা যখন না থাকে তখন কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। মাতৃত্বশক্তিও সেইরূপ। সুতরাং এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কিরূপে ঐ মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়। ফলতঃ এই জিজ্ঞাসার উত্তরের সঙ্গেই আমাদের সেই "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন" এই মূল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

মাতৃশক্তি আমাদের দয়া স্নেহাদির মত কোন বৃত্তি নহে, কিম্বা কোন জন্য ধর্ম্মও নহে। কিন্তু উহা নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বপরিব্যাপক, স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও জীবাত্মার মূল উপাদান বস্তু। মাতৃশক্তি হইতেই ইহারা গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আত্মলাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং উহার আবির্ভাব বা অন্তর্দ্ধান মন বা আত্মার অধীন নহে। মন ইচ্ছা করিয়া কোন ঘটনা হইতে উহার আবির্ভাব করিয়া লইতে পারে না। দয়া স্নেহাদি বৃত্তির মত স্ফুরণ করিয়া লইতে পারে না। আবার ইচ্ছা করিয়া বিসর্জ্জন বা অন্তর্দ্ধান করিতেও সমর্থ হয় না। মাতৃশক্তির আবির্ভাব হইলে তাহা আপনা হইতেই হয়, অন্তর্দ্ধান, হইলেও আপনা হইতেই হয়। অন্যের স্বাধীনতায় উহার কিছুই হইতে পারে না। তবে আর মন কি করিবেন, কেমন করিয়া তাহার আবির্ভাব করিবেন, কেমন করিয়া তাহা পাইবেন? তাঁহার ব্যগ্রতা ব্যাকুলতাতো কোনই আনুকূল্য করিবে না! দয়া ক্রোধাদি সদসৎ প্রবৃত্তি গুলি মন হইতেই উৎপন্ন হয়, মনই তাহাদের উপাদান কারণ, সুতরাং মন ব্যাকুল হইয়া ইচ্ছা করিলে তাহার সকলটিকে [illegible] করিলেও পারে আবার বিদায় দিলেও পারে। কিন্তু [illegible]য়ার দ্বারা মন নিজে গঠিত হইয়াছে, তাহার উদয় বা [illegible]দায় করিতে মনের সামর্থ্য কি? তবে মাতৃশক্তির সহচর সেই পূর্ব্বোল্লিখিত দয়া, স্নেহ, সরলতাদি যে সকল গুণ; স্রষ্টৃত্ব, পালয়িতৃত্ব, সংহর্ত্তৃতাদি যে সকল শক্তি, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইহাদের আগম নির্গম মনের অধীন বটে। ইহারা কতকগুলি মনের নিজস্তরে, আর কতক গুলি নীচের স্তরে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সাক্ষাৎ বা পরম্পর সম্পর্কে মন বা আত্মাই ইহাদের উপাদান কারণ। সুতরাং মন ইচ্ছা করিলে, মায়ের প্রতিমূর্ত্ত্যাদি হইতে উহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে, আবার অন্তর্হিত করিতেও অসমর্থ নহে। মন নিজ হইতে বা নয়নের সহায়তায়, ব্যগ্র হইয়া যদি একটি পুত্রবতী নারী অথবা মায়ের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই নিজ চেষ্টার দ্বারা উহা হইতে মাতৃশক্তির সহচর ঐ সকল গুণ ও শক্তি গুলির আবির্ভাব করিয়া লইতে পারে। আবার তাদৃশ চেষ্টা না করিলে আবির্ভাব না করিয়াও পারে। কিন্তু সেই সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ, ও সমস্ত ধর্ম্মের মূল উপাদান মাতৃত্ব শক্তিকেতো সেইরূপে আনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাতো কোনরূপেই মনের আয়ত্ত বস্তু নহে! সত্য বটে, মায়ের আকারের মধ্যে দয়া স্নেহাদি গুণের মত মাতৃশক্তিও আছে, প্রতিনারী দেহ কিম্বা মায়ের প্রতিমাদিতেও তাহা আছে; কিন্তু হইলে কি হয়, মাতৃশক্তিত দয়া স্নেহাদির মত কোন বৃত্তি পদার্থ নহে, সুতরাং নারীদেহাদির মুখমণ্ডলাদি হইতে, দয়া স্নেহাদির মত, উহা স্ফুটিত হয় না, সুতরাং মন তাহাকে ধরিতে পারে না। অতি ব্যগ্রতা সহকারে অভিনিবেশ করিলেও কেবল সেই দয়া স্নেহাদি গুল গুলিকেই উপলব্ধি করে, কিন্তু মাতৃশক্তি নহে। অতএব মাতৃশক্তির উপলব্ধি করা নিতান্তই অসম্ভাব্য হইল। এখন এমন কোন উপায়ই দৃষ্ট হইতেছে না, যাহাতে মাতৃশক্তিটি ধরা যাইতে পারে। অথচ এই ঘটনা না হইলেও মায়ের ভাবগর্ত্ত চিন্তা হইল না। তাহা না হইলেও মায়ের প্রকৃত উপাসনা হইল না। কেবল মায়ের কেন, বাবার উপাসনা হইবারও সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। কারণ, তাহাতেও সেই পিতৃশক্তির উপলব্ধির প্রয়োজন। নতুবা পিতার ভাবগর্ত্ত চিন্তা হইবে না। পিতৃশক্তিও উপাদানাদি বিষয়ে সর্ব্বথাই মাতৃশক্তির সদৃশ। সুতরাং তাহাকেও ধরিবার কোন উপায় নাই। মন একান্ত ব্যগ্র হইয়াও পিতৃশক্তির সহচর গুণ মাত্রই গ্রহণ করিতে পারে। তবেই দেখ কিরূপ বিপদ হইল! অনাদিকাল প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববেদ-প্রপূজিত, সেই বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, দধিচ্যাদির আলম্বিত, ব্রাহ্মণ জাতির মুখ্য আশ্রয় যষ্টি স্বরূপ শাক্ত শৈবের পন্থা একবারেই অবরুদ্ধ হইল! এখন বল দেখি কি করিবে? তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা স্বয়ং ইহার কোন উপায় বিধান করিতে পারিবে কি? যদি না পার, তবে শাস্ত্রের পদানত হইয়া তাঁহার অভয়প্রদ শুভ দৃষ্টির প্রতীক্ষা কর। যদি কৃপা করিয়া তিনি কিছু বলিয়া দেন তবে অবহিত ভাবে তাহা শ্রবণ কর। এই শুন, তিনি কি বলিতেছেন।—

"কালীভূত্বা যজেৎ কালীং শিবোভূত্বা যজেচ্ছিবম্"।

ইহার মোটামোটি অর্থ এই যে, আত্মা কালী হইতে পারিলে, তবে কালীর উপাসনা করিবে, আর শিব হইতে পারিলে তবে শিবের উপাসনা করিবে। মর্ম্মার্থ এই যে, মাতৃ শক্তির আবির্ভাব হইয়া মন ও জীবাত্মা যখন মাতৃত্বশক্তিময় হইয়া যায় তখনই মাতৃশক্তির উপলব্ধি হইবে, সুতরাং তখন মায়ের উপাসনা করিবে। আর পিতৃশক্তির আবির্ভাব হইয়া যখন মন ও জীবাত্মা পিতৃত্বশক্তিময় হয়, তখনই পিতৃশক্তির উপলব্ধি হইবে, সুতরাং তখন পিতার উপাসনা করিবে।

মাতৃপিতৃ শক্তির আবির্ভাব বলিলে উহার উত্তেজনা আর নিস্তেজনা অর্থ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উৎপত্তি আর বিনাশ নহে। কারণ উহা সদাতন বস্তু। উক্ত উত্তেজনা আর নিস্তেজনা অন্য কোন কারণাধীন নহে, উহা জগন্মাতা, আর জগৎপিতার স্বভাবের অধীন। উহাঁরা উভয়েই পরস্পর ভবাভিভব স্বভাব। সর্ব্বদাই এক জন আর একজনকে পরাভব করিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তদ্দ্বারা একবার একজনের উত্তেজনা হইতেছে আবার আর এক জনের উত্তেজনা হইতেছে। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তার রূপে দর্শিত হইয়াছে। এই স্বভাবজাত উত্তেজনা আর নিস্তেজনার পারম্পর্য্য অবস্থা নিতান্তই নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অর্থাৎ পিতৃ শক্তির বিকাশ বা উত্তেজনা হইলে, পরে আবার নিশ্চয়ই মাতৃশক্তির উত্তেজনা হইবে। এইরূপ অবধারিত পারম্পর্য্য আছে বলিয়াই সময়, দেশ, পাত্রও বস্তুর দ্বারা উহা ব্যবচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ এক নিমেষ কাল পর্য্যন্ত পিতৃ শক্তির উত্তেজনা হইলে ঠিক আর এক নিমেষ মাতৃ শক্তির উত্তেজনা হয়। এইরূপ এক দেশে পিতৃশক্তির উত্তেজনা হইলে অন্য দেশে মাতৃশক্তির উত্তেজনা হয়, এবং এক বস্তুতে পিতৃশক্তির উত্তেজনা হইলে অপর বস্তুতে মাতৃশক্তির উত্তেজনা হয়। এইরূপে চারি প্রকার ব্যবচ্ছেদ পরিগণিত হয়। তাহা হইলে জানা গেল, যে সময়ে, যে দেশে, যে পাত্রে, এবং যে বস্তুতে মাতৃশক্তির আবির্ভাব বা উত্তেজনা হয়, সেই পাত্র বা ব্যক্তি সেই বস্তুর সহায়তা লইয়া সেই স্থানে বসিলে ঠিক সেই সময়ে মাতৃশক্তির, উপলব্ধি করিতে পারিবে, আর যে সময়ে, যে দেশে, যে পাত্রে, যে বস্তুতে পিতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই পাত্র, সেই বস্তুর সহযোগে, সেই স্থানে বসিলে সেই সময়ে পিতৃশক্তির উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে কখনই মাতৃ শক্তি বা পিতৃ শক্তির উপলব্ধি হইতে পারিবে না। অতএব যদি শাক্ত হইতে চাও তবে কোন্ সময়ে, কোন্ দেশে, কোন্ পাত্রে, কোন বস্তুতে মাতৃ শক্তির উত্তেজনা হয়, তাহার অন্বেষণ কর। আর শৈব হইলে পিতৃ শক্তির ঐ সকল তত্ত্ব সন্ধান করিতে হইবে। নতুবা শাক্ত কিম্বা শৈব হওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য আমরা উক্ত চারি বিষয় লইয়াই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিব। প্রথমে, সময়ের বিষয় চিন্তা করা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

কর্ম্ম কাণ্ডাদি-বিভাগ।

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদোদ্বিধা মতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ॥

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানভেদে দুই প্রকার কাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মার কল্যাণার্থ যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম কাণ্ড শব্দের অর্থ। আর আত্মার কল্যাণার্থ যে জ্ঞান প্রকরণের উপদেশ আছে, তাহাই জ্ঞান কাণ্ড রূপে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানকাণ্ডও আবার দ্বিবিধ, কর্ম্ম মিশ্রিত জ্ঞান কাণ্ড, এবং শুদ্ধ জ্ঞান কাণ্ড। যে কাণ্ডেতে কর্ম্মের সম্মিশ্রণ আছে, অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের ও অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্মমিশ্রিত জ্ঞানকাণ্ড। যাহাতে কোনপ্রকার কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কি চিত্ত বিশুদ্ধির নিমিত্তও কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, যে জ্ঞান কর্ম্মাদি নিরপেক্ষে আত্ম কল্যাণে সমর্থ, তাহাই শুদ্ধ জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত। এস্থলে অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে, জ্ঞানকাণ্ডে আত্মকল্যাণ পক্ষে কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, কর্ম্মকাণ্ডীর কর্ম্মই এক মাত্র চিত্তশুদ্ধ্যাদি কল্যাণকর কার্য্যের সহায়, আর জ্ঞানকাণ্ডীর পক্ষে কর্ম্মাদি চিত্ত শুদ্ধ্যাদির সহায়তা করে না। উহা স্বয়ংই মানবকে উন্নীত করে।

এখানে যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাব করা হইল, উহারও অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও এখানে আমরা শাস্ত্র হইতেই দেখাইতেছি।

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ।
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং॥

শিবসংহিতা।

কর্ম্মকাণ্ড প্রথমতঃ দ্বিবিধ; নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড, এবং বিহিত কর্ম্ম কাণ্ড। যে কর্ম্ম করিলে পাপ সংস্পর্শ হয়, আত্মা মলিন হয় তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড, সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা মানব কেবলমাত্র দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। আর যাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, আত্মা পবিত্র হয়, চিত্তের মলিনতা কাটিয়া যায়, চিত্ত প্রশান্ত হয়, তাহাই বিহিত কর্ম্ম, সুতরাং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মনুষ্য পুণ্যভাগী হইয়া থাকেন। বিহিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানের তারতম্যে ফল তারতম্য হইয়া থাকে। বিহিত কর্ম্ম যদি ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক, ফলকামনা পুরঃসর অনুষ্ঠিত হয়, তবে তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ্যাদি হইতে পারে না, তাহার দ্বারা স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেননা কামনা বা বাসনাই চিত্তের মল, চিত্ত হইতে বাসনার উচ্ছেদ হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই তাহাতে আত্মানন্দের উপলব্ধি হইতে পারে। যেমন মলিন দর্পণে কদাচ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে না, কিন্তু ভস্মাদিদ্বারা উহা সুপরিষ্কৃত করিলে অনায়াসেই মুখপ্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হইতে পারে, তেমনি চিত্ত যতকাল বাসনাদ্বারা অধিবাসিত থাকিবে, ততকাল তাহাতে নির্ম্মল চিদানন্দের উদ্বোধ হইবে না। তাই

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ"। (পাতঞ্জল দর্শনি) সুতরাং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা বাসনার সঞ্চয় না হয়, তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। সকাম কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি ফললাভ হইলেও উহার দ্বারা চিত্তের আবিলতা বিদূরিত হয় না, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্ম আত্মজ্ঞানের উপযোগী নহে। একই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের তারতম্যে ভিন্নফলোৎপাদন করে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যময় কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা শাস্ত্র ও যুক্তির অকাট্য সিদ্ধান্ত, তাহা সকলেরই অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলেও ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব হইবে না। প্রত্যেক ক্রিয়া বিষয়ে অভিনিবেশই বাসনার মূলগ্রন্থি। অভিনিবেশ বিরহিত হইয়া যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার দ্বারা বাসনাগ্রন্থি বা সংস্কারাশয় সুদৃঢ় হয় না। যেমন আমরা এককালীন হট্টস্থ বহুলোকের দর্শনাদি করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে অমাদের অভিনিবেশ না থাকায় দর্শনাদির অনন্তর সেই সেই দর্শনাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয় না। অথবা যেমন মানব নিদ্রার প্রগাঢ়তাবস্থায় মশকাদি তাড়না করিয়া থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সেই ক্রিয়ার সংস্কার তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হয় না, উহা যেন মনকে স্পর্শই করে না। সুতরাং এতাদৃশ ক্রিয়াকে দেহের সংস্কার জনিত ক্রিয়াই বলা যায়। তেমনি অভিনিবেশ শূন্য হইয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিলেও তদ্দ্বারা মনের বাসনাগ্রন্থি সুদৃঢ় হয় না, সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়া চিত্তের মলিনতা সম্পাদিকা নহে, পরন্তু সেইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের বাসনাগ্রন্থি বিশ্লথ হইয়া যায়।

এই বিহিত কর্ম্ম ও আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা—

ত্রিবিধো বিধিকূটঃ স্যাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যেহকৃতে কিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং॥

বিহিত কর্ম্ম তিনপ্রকার, যথা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয়, যাহার অনুষ্ঠান করিলে কোন বিশেষ পুণ্যের সঞ্চয় হয় না, তাহার নাম নিত্য। যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনাদি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তই সন্ধ্যা বন্দনাদি কতকগুলি বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, উহার অভাবে ব্রাহ্মণত্বের উজ্জ্বলতা, ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিভা প্রদ্যোতিত থাকিতে পারে না ; সুতরাং সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্রাহ্মণের পুণ্যোৎপাদক নহে, নিজের অস্তিত্বের সহায়, অতএব উহার অনুষ্ঠানে পুণ্য কি হইবে। নিজে নিজের স্বরূপে থাকাকে আর পুণ্য বলা যায় না। যদি উহার অনুষ্ঠান না করা হয়, তবে ব্রাহ্মণত্বের ক্ষীণতা, ব্রাহ্মণ্য শক্তির হীন প্রভা হয়, সুতরাং নিজের অস্তিত্বের হানি হইল, অতএব ব্রাহ্মণ্যের হানিরূপই মহৎ পাপ স্পর্শ করিল। এই কারণে নিত্যের করণে ফলের অভাব ; এবং অকরণে পাপের প্রসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক। যেমন বিবাহাদিতে আভ্যুদয়িকাদি। আর কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম কাম্য, যেমন অগ্নিষ্টোম, সোমযাগাদি, ইহা স্বর্গাদি কামনা পূর্ব্বকই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কামনাই ইহার মূল। সুতরাং ইহাকে কাম্য কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা নানাবিধ ফল উৎপন্ন হয়। এই প্রকার সৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান জনিতই পুরুষের স্বর্গাদি হইয়া থাকে। আবার অসৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা নরকাদি ভোগ হইয়া থাকে, এবং ভোগাবসানে কর্ম্মানুরূপ নানাবিধ যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। এই প্রকারে একমাত্র কর্ম্মই জীবের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব প্রথমতঃ নিষিদ্ধকর্ম্মের বর্জ্জন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য বিধৌত করিয়া লইতে হইবে। পরে চিত্ত নির্ম্মল হইলে আত্মসমাধির দ্বারা মানব কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, এই নিমিত্তই বেদে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। যাবৎ চিত্ত সুপরিষ্কৃত না হয়, চিত্তের রজস্তমোমল নিঃশেষে বিদূরিত না হয়, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা অনুযায়ী হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

দেবভাষা ও ভূদেব-সেবা।

জন্মজন্মান্তর-পৌনঃপুন্যে ও সাধন-বলে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেই পূর্ণমনুষ্য সম্ভবে ; কিন্তু ভোগভূমি অন্যান্য বর্ষে তাহা অসম্ভব, এটী শাস্ত্র-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-সিদ্ধ, স্বতঃপ্রমাণিত সত্য ; সুতরাং ভারতীয় পূর্ণমনুষ্যের ভাষা "সংস্কৃত" ও পূর্ণতায় গৌরবান্বিত। ভারতজাত আর্য্যসন্তানই সাধন-বলে পূর্ণতালাভে সমর্থ হইলে, দেবভাষার যথার্থ সেবাধিকারী হইতে পারেন। এ জন্যই দেব-প্রসাদ-প্রণোদিত দেবভাষা আর্য্য-রসনা ও আর্য্য-লেখনী-যোগে সমগ্র মানব সমাজে অনন্তজ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারার্থে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পূর্ব্বকালে অপূর্ণ-প্রকৃতি স্ত্রীজাতি ও ইতর সাধারণ লোক প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত ; কিন্তু পূর্ণ-মানবই সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক ব্যবহারাধিকারীর আদর্শ ছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যটী প্রাচীন নাটকাদিতেও প্রমাণিত আছে। যাহা হউক, সে অধিকারের অবশ্য অনেক ব্যভিচার অপব্যবহার না ঘটিয়াছে, এমন নহে ; তবে কিনা যাহা লইয়া বিচার, সে আদর্শ ঠিকই ছিল। ক্রমে কালসহকারে যুগধর্ম্ম ফলে ভারতীয় মানব পূর্ণতা ভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকার ভ্রষ্টও হইয়া পড়িল। এখনত একেবারে বিচিত্র বৈপরীত্য। আজ কি না জর্ম্মনী আমেরিকা প্রভৃতি ভোগ-ভূমির অধিবাসীগণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক অনধিকারী হইয়াও মহা-মহিমাময়ী দেবভাষার সেবা করিতে ব্যগ্র, আর ভাগ্যহীন আমরা—ভোগ-ভূমির অপূর্ণ ম্লেচ্ছভাষার বিজাতীয় মাদকতায় মুগ্ধ ও মত্ত।

সংস্কৃত, দেব-সমাজের ভাষা বলিয়া ইহার নামান্তর "দেবভাষা" এ বিশ্বাস যখন হিন্দুর ছিল, তখন এই দেবভাষাকে দেবকৃপালব্ধ স্বর্গীয় উপহার জ্ঞানে প্রাচীন ভারতবাসী হিন্দু ইহার প্রকৃত গৌরব ও আদর এক দিন বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। বাস্তবিক এ ভাষার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। অপৌরুষেয় ভগদ্বাক্যাত্মক সাক্ষাৎ উদ্দীপ্ত সূর্য্যসদৃশ পতিতপাবন বেদ, এই ভাষাতেই স্বীয় স্বর্গীয় সত্তা ঘোষণা করিতেছেন। আর্য্যজাতির বেদানুগত অপর সমস্ত শাস্ত্রই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই ভাষার যে কেমন এক বিচিত্র বিশেষত্ব ও আধ্যাত্মিক গৌরব-রহস্য আছে, তাহা আমাদের ন্যায় প্রকৃত জনের প্রতীতির বিষয়ীভূত নহে। স্থূল দৃষ্টিতে তাহার যে কিঞ্চিৎ বাহ্য আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই আজ ম্লেচ্ছ যবন পর্য্যন্ত মুগ্ধ।

দেবগণের নিজ ভাষা বিধায়, দেবগণ এই ভাষাগ্রথিত মন্ত্রাহ্বানে আহূত ও আকৃষ্ট হইয়া সাধকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভাষার অলৌকিক প্রভাবে পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, ভূতাদি অপযোনি ও যক্ষ-রক্ষ কিন্নরাদি,—বলিতে কি, সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সমাকৃষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতে পারে। অতঃপর ভক্তির অধ্যাত্মতাড়িত-শক্তিসহযোগে অন্তঃসারবতী হইয়া, সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা স্বয়ং জগন্নাথকেও সমাকৃষ্ট করিতে পারে।

বাক্যের শাব্দিক সত্তা নিত্য পদার্থ নহে ; কারণ ব্যোমভূতোৎপন্ন শব্দ জড়েরই গুণ বিশেষ এবং উহা জড় ইন্দ্রিয়েরই বিষয় ; সুতরাং অনিত্য ; কিন্তু শব্দে অধ্যাত্মশক্তি সংযোগে যে নিত্যত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা ধারণ ও পোষণ করিতে এক মাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমর্থ। তাই মন্ত্রবলের অব্যাহত-সিদ্ধি আমাদের এতুর্দ্দিনেও ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। শ্রদ্ধাপূত ও বিশ্বাস-বলিষ্ঠ পিপাসু হৃদয়ে যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনি এখনও কৃতার্থ হইতে পারেন।

যাহারা সংস্কৃত ভাষাকে "ভাষা" মাত্র জ্ঞানে মন্ত্রাদির মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া, আপনাদের উপধর্ম্মাধীন উপসমাজের বিবাহাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন, তাঁহাদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে ; কিন্তু যাঁহারা পরমার্থতত্ত্বান্বেষী ও সাধন-রহস্যরসজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, এ ভাষা কি ঐন্দ্রজালিক কুহক ধারণ করে। আহা! এই যে সংসার-তারণ সর্ব্বার্থসাধন 'প্রণব,' এই যে সাধক-হৃদয়ের অমূল্য নিধি—মানবাত্মার অতুল্য সম্পদ, ইহা যদিও কোন পার্থিব ভাষার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু ইহা সংস্কৃতেরই ক্রোড়পালিত—সংস্কৃতেরই আদর-পালিত হইয়া সংস্কৃতেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ আবৃত্তি দ্বারা বাগিন্দ্রিয় পবিত্র ও পূর্ণ-শক্তি-সমন্বিত না হইলে ইহার সেই জগন্মোহন উচ্চারণই সম্ভবে না। *

বাগিন্দ্রিয়ের পূর্ণতাই, পশ্বাদি হইতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ঐন্দ্রিয়িক হেতু। সংস্কৃত ভাষাবৃত্তির সম্যক্ অধিকার ব্যতীত সে পূর্ণতাও সুসম্পন্ন হয় না। ইহা নিত্য-প্রমাণিত সত্য যে, আর্য্যজাতি ব্যতীত অপর কোন জাতিরই বাগিন্দ্রিয় শত চেষ্টাতেও সর্ব্ববিধ শব্দের উচ্চারণ-বৈচিত্রে কৃতকার্য্য হয় না। ইহার প্রকৃত রহস্য এই যে, শব্দ-শক্তির পূর্ণতাময়ী দেবভাষার পবিত্র আসন পাইবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় আর্য্য-রসনা স্বভাবতঃই এই বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

আজ মানব-উন্নতির সর্ব্ববিধ বিভাগের সর্ব্ববিধ শিক্ষা-সম্পদ সংস্কৃত-কল্পভাণ্ডারের লাভ করিয়া, এই দেবভাষার নিকটে সমস্ত জগৎ, সমগ্র মানবজাতি যে কতদূর ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ ইহার অন্তর্নিহিত অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সাধক সমাজের যে উপকার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শুদ্ধ তাহার বিষয় চিন্তা করিলেই চিত্ত বিস্ময়াভিভূত হয়। সংক্ষেপতঃ এই বলিতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষাই আদি ভাষা, পূর্ণভাষা, সর্ব্ব ভাষার মাতৃভাষা, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সর্ব্বার্থসাধিনী ও জগদুদ্ধারিণী। এ ভাষার যথার্থ মহিমা বর্ণন এ ভাষাতেও অসম্ভব। তথাপি তদাকাঙ্ক্ষা-চাপল্য-বশে একটী অযোগ্য ও ক্ষুদ্র স্তোত্র-হার এই খানেই দেবভাষার চরণে অর্পিত হইল।—

নমামি ত্বাং দেবভাষে চতুর্ব্বেদ-প্রসূতিকে!।
পদ্মযোনেরাস্য-পদ্মে নমামি মধুরূপিণীং॥
স্মৃতিতন্ত্রপুরাণানি সেতিহাসানি দর্শনং।
সাহিত্যং গণিতং শিল্পং সংগীতং জ্যোতিষং তথা॥
সর্ব্বাণ্যেতানি শাস্ত্রাণি রাজন্তে জগতীতলে।
তবৈব কৃপয়া মাতস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্ররূপিণী॥
পরাপরাচ দ্বে বিদ্যে ত্বমেব তদ্বিবোধিনী।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনে সহকারিণী॥
নিত্যং ব্যাকরণে দুর্গে রাজসে দেবি দুর্জ্জয়ে।
অলঙ্কারবিধানেন কবচেন সমাবৃতে॥
বাল্মীকি-ব্যাস-মাঘাদ্যাঃ কালিদাসশ্চ ভারবিঃ।
বহুসাধন-যুদ্ধেন জিত্বা ত্বাম্বশমানয়ন্॥
যদা ত্বম্পদ্যরূপাসি ছন্দোহস্বর-সুশোভিতে।
রস-মাধুর্য্য-রূপেণ ভূষণেশ্চ বিভূষিতে॥
তদ্রূপস্যোপভোগেন বিমুগ্ধা দেব-মানবাঃ।
দর্শনেনাপি ধন্যাঃ স্যুর্ম্লেচ্ছযবনদানবাঃ॥
ক্বচিদ্বা ত্বং নাট্যরূপা বাক্চাতুর্য্য-বিমোহিনী।
নমামি ত্বাং বর্ণরূপে বিচিত্রে বরবর্ণিনি॥
সর্ব্বভাষা-প্রসূতিস্ত্বং সর্ব্ববিদ্যা-বিকাসিনী।
সংসার-বিষবৃক্ষস্য সুধাফলস্বরূপিণী॥
বিষয়াতপতপ্তস্য সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী।
দীনানাং নিধিরূপা ত্বমবসাদপ্রসাদিনী॥
কাব্যানাং কল্পনাভূতে কবীনাং কণ্ঠমালিকে।
ভাবুকস্য ভাবনীয়ে মণ্ডিতে পণ্ডিত-প্রিয়ে॥
রসনা-বাসিনি! শান্তে ললিতে রস-রঞ্জিনি।
মনঃ-সরোবরে রম্যে হংসীব কলকূজিনি॥
আর্য্যবংশ-সুপুত্রস্য মানবস্য মনোরমে।
সাহিত্য-সরসীজস্য মধুপস্য মধূপমে॥

* এস্থলে পাঠকগণকে গত বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধের ১৫ পৃষ্ঠার পঞ্চম স্তম্ভটী একটু দেখিতে অনুরোধ করি।

গদ্যে পদ্যে তথা গীতে বাক্যে চ বহুরূপিণী।
শ্রুতেঃ কণ্ঠস্থ চিত্তস্থ প্রাণানাং পরিতোষিণী॥
সর্ব্বার্থসাধিকে সৌম্যে সর্ব্বতত্ত্বসমন্বিতে।
তবোপমা ভবারাধ্যে ত্বমেকা ভবমণ্ডলে॥
মূর্খোঽহং জ্ঞানহীনোঽহং ন কবির্ন চ ভাবুকঃ।
বচনাতীতমাহাত্ম্যং বচসা কিম্বদাম্যহং॥
প্রসীদ দেবি মে নিত্যং দেবানাং রসনাসনে।
ত্রিজগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে তে চাস্তু মে মতিঃ॥
গ্রসতীদং জগৎ সর্ব্বং ম্লেচ্ছভাষা দিনে দিনে।
তদ্‌গ্রাসাৎ ত্রাহি মাং তূর্ণং দেহি মে পদপল্লবং॥

মাতঃ দেবভাষে! তোমার কৃপায়, তোমার পূজা ভারত-ক্ষেত্রে পুনরারব্ধ হউক; হীনভাগ্য হিন্দু-সন্তান তোমারই প্রসাদে তোমার চরণ-সেবায় পুনঃ অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হউক।

দেবভাষার সেবাধিকার লাভ করিতে হইলে, আমাদের যে টুকু পুরুষকারের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার্থ প্রথমে প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতক্ষেত্রে এই সংস্কৃত ভাষার কি অবস্থা? তদুত্তরে বলিতে কি, সংস্কৃত বিদ্যার গন্ধমাত্র এখন পাওয়া যায়, পদাঙ্ক মাত্র দেখা যায়; কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যা কলি-ক্রোড়-লালিত অবিদ্যা-বিপ্লবে অন্তর্হিত প্রায়। প্রাচীন ভারতের তুলনায় এখন যাহা আছে, তাহা সংস্কৃত-বিদ্যার চিতা-ভস্ম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অনেক নব্য শিক্ষিত সভ্যত ইহাকে মৃতভাষা বলিয়া ইহার প্রেতকৃত্য করিতে প্রস্তুত। আবার তদপেক্ষা একটু দয়াশীল দল ইহাকে অতি বৃদ্ধ ভাষা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর দিতে ইচ্ছুক। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিভ্রাট্ বিকারেই হউক, আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যাচারে উপেক্ষা ও শৈথিল্য বশতঃই হউক, বা কলির কাল-মাহাত্ম্য-সুলভ-কুসংসর্গ ফলেই হউক, এই প্রতিকূল প্রবাহ আর কিছু দিন অব্যাহত থাকিলে, সংস্কৃতের এই জরাজীর্ণ ধ্বংসাবশেষটুকুর সত্তাও থাকিবে কি না সন্দেহ। তাহা হইলে আর্য্যজাতির অস্তিত্ব ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই লোপ হইবে; তদ্ভিন্ন মানবজাতি সাধারণেরও অপ্রতিবিধেয় গুরুতর ক্ষতি হইবে। ধর্ম্মসাধন, ভগবৎতত্ত্বলাভ প্রভৃতি আর কিছুর জন্য না হইলেও, অন্ততঃ অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সম্ভোগের অনুরোধে ও স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-সন্তান হইতে ভিন্নধর্ম্মি ও যথেচ্ছাচারী নাস্তিক পর্য্যন্ত সকলেরই তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট বোধ করা উচিত, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধুনা বিদেশীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় ভাবে ও বিদেশীয় প্রণালীতে যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহা ত বিড়ম্বনা মাত্র। তদ্দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যা-সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস অপুত্রক ধনীর পোষ্যপুত্রদ্বারা পিতৃ সম্বোধন শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া, নাম ও বিষয় রক্ষা ব্যবস্থা প্রায় তুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ শুক-শিক্ষাবৎ যে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তাহা তাঁহাদের অনেকেরই ব্যুৎপত্তিগত ও আভ্যন্তরিক সংস্কারের মজ্জাগত হয় না; উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাবে গণ্ডূষ জলে সফরী ক্রীড়াবৎ যা একটু থাকে মাত্র। ক্রমে সংসার-সংঘর্ষণে সেটুকুর অস্তিত্বও অন্তর্হিত হয়। যদিও নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে কেহ কথঞ্চিৎ রাখিতে পারেন, তিনিও সংস্কৃত বিদ্যা-তত্ত্বের কেবল সাহিত্যবলে চর্ব্বণ করিতেই ভালবাসেন; শাস্ত্র-সুধা-রসাস্বাদ প্রায় কাহারই ভাগ্যে ঘটে না।

তবে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? মানব জাতির এ পরম বন্ধুকে বাঁচাইবার উপায় কি? অধুনা ইহার যেরূপ মুমূর্ষু অবস্থা তাহাতে নিতান্তই ভীত ও হতাশাভিভূত হইতে হয়; কিন্তু "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ" এই নীতি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যথা সম্ভব চিকিৎসা প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুত তাহাতে মুখ্যকল্পেই একান্ত বাধ্য। সংস্কৃত বিদ্যা বিলোপে যে হিন্দুর জাতীয় অস্তিত্ব—জাতীয় বিশেষত্ব কথনই রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা অতি অর্ব্বাচীনে ও বুঝিতে অক্ষম নহে। গৌণকল্পে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্ব জাতীয়, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, (এমন কি) ধর্ম্ম-প্রয়োজনাভাব-মতবাদী ও নিরীশ্বরবাদীগণও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। অতএব চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার ব্যবস্থা এক্ষণে মানবসমাজের একটী বিশেষ বিচার্য্য বিষয়।

ভারতবর্ষই সংস্কৃত বিদ্যার উৎপত্তি, উন্নতি, শক্তি ও লীলা-বিস্তারের যথার্থ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইলে জর্ম্মণী বা আমেরিকার আধুনিক সংস্কৃত চর্চ্চার ছেলা খেলা ঠিক যেন সংস্কৃতের অপমৃত্যু ও অকাল মৃত্যু-উদ্ভূত প্রেতযোনির উৎপাত স্বরূপ হইবে। শতমোক্ষমূলর, সহস্র গোল্ডষ্টুকর সমবেত-শক্তিও সে উৎপাত নিবারণে সক্ষম হইবে না। অতএব ভারতেই ভারতীয় ভাবে ইহার স্থিতি ও পুনরুন্নতি বিধান একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে দেশের এই দুর্দ্দিনে সে সুদিনের শুভ সংযোগ আশা করা যায়?

অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে, অধুনা বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক সংস্কৃতাধ্যাপকগণকে বৃত্তিদান ও সংস্কৃত বিদ্যার্থীর উপাধি দান ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত-শিক্ষা, সভা-সংগঠন ও টোল চতুষ্পাটী প্রভৃতি স্থাপনাদির যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতেই হয় ত সে আশা পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু হায়! তাহাও কি সম্ভব? গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য মানিয়া লইয়া অবশ্য ধন্যবাদ করিতে হয়, কিন্তু যাহাদের জাতীয় সত্তার মূলে সংস্কৃত বিদ্যা নিবদ্ধ নাই, সে জাতীয় রাজার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূত এই সংস্কৃত সেবায় কি ভারতের প্রকৃতি-ক্রোড়পালিত সেই সংস্কৃত সজীব থাকিবে? তাহাতে কি তাহার সেই জীবন্ত তাড়িত-শক্তি-প্রতিভা, সেই অপার্থিব স্বাধীন উচ্ছাস প্রবাহ কি অব্যাহত রহিবে? সে আশা মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া, যদি কেহ তদর্থে ভারত সমাজের স্বাভাবিক অনুরাগ-সম্ভূত স্বতঃ-প্রবৃত্ত সেবা-বিধানের আবশ্যকতা অনুভব না করেন, তবে তিনি "ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু" হইলেও সংস্কৃত বিদ্যার স্বরূপতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আশা করি, চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এক্ষণে সমাজের স্বতঃ প্রবৃত্ত-সাহায্যে, সংস্কৃত বিদ্যার প্রাকৃতিক পরিচারক, স্বাধীন সেবক ও চির রক্ষক ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতকে সঞ্জীবিত না করিতে পারিলে আর সে উদ্দেশ্য কোন রূপেই সফল হইবার নহে।

অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার সংস্কৃত বিদ্যা, অনন্ত অতলস্পর্শ হিন্দুশাস্ত্র সিন্ধুরূপ বিরাট্ দেহ বিস্তার করিয়া জগতে বিরাজমান। আজীবন অনন্যচিত্ত, অনন্যচিন্ত ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া এ সিন্ধু মন্থন করিতে পারিলে, তবে ইহা হইতে অমৃত উত্তোলন ও রত্ন সঙ্কলন সম্ভব হয়। হায়! সতত সংসার সংগ্রামে সন্তাড়িত ও চঞ্চল মানবের সে অধিকার লাভের আশা কোথায়? হায়! সেই অধিকারে চির গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়েরই আজ সেই দশা! ইহাঁদেরই কথিত বাক্য "অন্নচিন্তা চমৎকারা" আজ ইহাঁদেরই অবস্থাতে সুপ্রমাণিত হইতেছে! দুর্ব্বহ সংসার ভারের নিদারুণ ও নিরন্তর নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অন্তরাত্মার জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। গৃহস্থ জীবনে ভরণ পোষণের অসদ্ভাবে আধ্যাত্মিক ভরণ-পোষণেরও শোচনীয় অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বিষয়-চিন্তা ভারাবসন্ন দুর্ব্বল মস্তকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আর কিরূপে মানব-জগতের সমবেত-স্বার্থপূর্ণ গুরুভার বহনে সক্ষম হইবেন? হায়! তাই বুঝি হিন্দুর জীবনস্বরূপিণী দেবভাষা আজ অনাথিনী কাঙ্গালিনীর বেশে ম্লান মুখে খ্রীষ্টিয়ান রাজার দ্বারে সাহায্য ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান! আজ ব্রাহ্মণ সংসার সেবায় বিপন্ন হইয়া দেবভাষার সেবায় অসমর্থ হইয়াছেন, তাই তাঁহার এই দশা!

অধ্যাত্ম সত্তায় ব্রাহ্মণ "ভূদেব" আখ্যায় বিখ্যাত হইলেও পাঞ্চভৌতিক সত্তায় মনুষ্যই বটেন, সুতরাং আহারাচ্ছাদন-পালিত উক্ত পাঞ্চভৌতিক সত্তার শক্তি রক্ষার্থ ব্রাহ্মণকেও অন্যান্য বর্ণের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত ও ভাবনাগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিশ্চিন্ত ও শান্ত না করিতে পারিলে, কদাচ উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে।

জয়পুরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে এখনও নাকি অষ্টাদশ সহস্র সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান! যুগযুগান্তরা-বচ্ছিন্ন এত বিপ্লব বিধ্বংসের পরেও এই আঠার হাজার গ্রন্থ নিহিত জ্ঞানরাশি ভগবৎ কৃপায় আজিও জগতের ভাগ্যে দুর্লভ নহে। নানাপ্রকার অত্যাচার, আর্য্য সমাজের অনাস্থা ও অকৃতজ্ঞতা অকাতরে উপেক্ষা করিয়া—বলিতে কি, একরূপ না খাইয়া, না পরিয়াও ভারতে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই হৃৎ-পিণ্ডের ন্যায় এই গ্রন্থরত্ন বা জ্ঞান-রত্নরাশি বুকে বুকে রাখিয়াই রক্ষা করিয়াছিলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া—জগৎসংসার গ্রাহ্য না করিয়া, বিপন্না বিহঙ্গিনীর ডিম্ব রক্ষার ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই অসাধারণ রক্ষা কার্য্যটী মানব সমাজের মহতী কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছে। অতএব শুদ্ধ এই কথাটা বুঝিয়া দেখিলেও আশা হয় যে, এই সংস্কৃত বিদ্যার প্রকৃত রক্ষা, পোষণ ও বিতরণ কর্ত্তা ভূদেব মণ্ডলীর সেবা বিধানে ভূতলস্থ জ্ঞান লিপ্সু-তত্ত্বপিপাসু যে কোন জাতীয়ের বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই সহানুভূতি সম্ভাবিত। তর্কস্থলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সর্ব্ব দোষের আকরস্বরূপ ধরিয়া লইলেও কেবল এই দেবভাষার অনুরোধেই ভূদেব-সেবা ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বজাতীয় মানব সমাজের অবশ্যপ্রতিপাল্য সর্ব্বভৌমিক ব্রতস্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত।

তুমি হিন্দু হও, 'ব্রাহ্ম' হও, বৌদ্ধ হও, খৃষ্টান হও বা মুসলমান হও, তুমি আস্তিকই হও বা নাস্তিকই হও এবং সদাচারী হও বা অসদাচারী হও, বল দেখি, পৃথিবীতে এই দেব ভাষার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকা তোমার বাঞ্ছনীয় কিনা? বেদ, বেদান্ত, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ; স্মৃতি, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য (কাব্যালঙ্কার) এবং শিল্প সংগীতাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা প্রভৃতি অনন্ত-তত্ত্ব প্রসবিনী, অনন্তজ্ঞান-জননী, অসংখ্য গ্রন্থরত্নরক্ষিণী এবং অবনীর অলঙ্কার, মানবের অহঙ্কার ও মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের উপহার-রূপিণী এই দেবভাষা, অতএব মানবজাতির অব্যাহত অভ্যুদয় এবং সর্ব্ববিধ সুখ, শান্তিও শিক্ষায় যদি তোমার এক বিন্দু সহানুভূতি থাকে, তবে তুমি যাহাই হওনা কেন, দেবভাষার রক্ষণ ও পোষণে তোমার অনিচ্ছা ও অনাস্থা সংপূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়, তবে তাহার কারণ তোমারই অদৃষ্টের দোষ, বুদ্ধির দোষ, জ্ঞানের অভাব ও মোহের প্রভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহা হইলে,—বলিতে কি, তুমি পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ কুসন্তান, সভ্যসমাজের বিদ্রোহী ও মানব জাতির উন্নতি প্রতিরোধী শত্রুস্বরূপ! আমরা ভারতবাসী—হিন্দু, আমাদের অন্তর্জগৎ দেবভাষার একান্ত আশ্রিত; সুতরাং এ কথা যে কেবল আমরাই জোর করিয়া বলিতেছি, এমন নহে; বোধ করি, আজ পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণও অবিসংবাদিতরূপে, অসঙ্কোচিত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবেন। শিক্ষিত সমাজে এমন হৃদয়হীন অপদার্থ কে আছে, যে সংস্কৃতভাষার অভ্যুদয়ে আনন্দিত, বিলোপে ব্যথিত না হয়? দেশ নির্ব্বিশেষে জাতি-নির্ব্বিশেষে ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানব-সাধারণের যাহা হিতকর বস্তু, তাহার বিরুদ্ধে যে বাঙ্ নিষ্পত্তি করে, সে মানব-আকৃতির অধিকারী হইলেও মানব-প্রকৃতির সুদূর-প্রান্তেরও পথিক নহে। অতএব এই জগদারাধ্যা দেবভাষার রক্ষাবিধানার্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রক্ষাবিধান একান্ত কর্ত্তব্য। এ উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। সংস্কৃত ভাষা, তদধীন অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তদাধার গ্রন্থরাশি যিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাবেও রক্ষা করিবার আশা করেন, তিনি ও শুষ্ক সরোবরে মৎস্য-সঞ্চয়াভিলাষী বাতুল, একই শ্রেণীর বুদ্ধিমান্!

পূর্ব্বকালে ভারতীয় রাজগণ বিশেষ ভাবে এবং হিন্দুসমাজ সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণের সংসার চিন্তার ভার সংপূর্ণ গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক হিন্দুসমাজ তদর্থে ধর্ম্মতঃ দায়ীত্ব অনুভব করিতেন; সুতরাং ব্রাহ্মণগণও সোৎসাহে তাঁহাদের সমস্ত অন্তর্জগৎ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত অবকাশই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র সেবায় নিয়োগ করিতেন। তাহারই ফলে এক-দিন জগতের ভাগ্যে,—বিশেষতঃ ভারতের ভাগ্যে রত্ন ফলিয়াছিল। কিন্তু হায়। এখনকার অবস্থা ভাবিলে হৃদয়বিদীর্ণ হয়, অশ্রু অসম্বরণীয় হয়। আজ কিনা সংসার দায়ে আমাদের সমস্ত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন, নিত্য প্রীতিপূজাস্পদ

সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত অসৎ প্রতিগ্রহ, নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা প্রভৃতি দীনাত্মা সুলভ বহুবিধ হীনকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া, "দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী" এই আপন উক্তির আপনিই দীপ্তদৃষ্টান্তস্থল হইয়া বসিতেছেন।

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

পেটের দায়ে—পোষ্য পোষণের দায়ে এই মনুবাক্যটীর যথার্থ ভাবার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ অনুসরণ না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা স্বয়ং আজ ইহার শাব্দিক অর্থ মাত্র গ্রহণ করতঃ যেন সত্য সত্য শত অকার্য্য করিতেও অগ্রসর! সমাজের ব্রাহ্মণ-পালনী প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও শক্তির বিপর্য্যয়েই আজি এ দুঃখে কাঁদিতে হইতেছে।

একদিন রাজরাজেশ্বরের মুকুটমণি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরণ-ধূলায় রঞ্জিত হইত এবং যে ব্রাহ্মণের সেবায় রাজভাণ্ডার সতত অবারিত ও উন্মুক্ত রহিত, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেই আরাধ্য চরণ আজ কিনা আজানু-ধূলি-ধুসরিত হইয়া, ধনীর দ্বারে দ্বারে হয়ত চারিটী পয়সার প্রত্যাশায় ঘূর্ণায়মান! তাহাতেও হয়ত অনেকস্থল হইতে নিরাশার নিদারুণ নিপীড়নে (এমন কি, কোথাও কোন মন্দ-ভাগ্য মূঢ়কর্ত্তৃক অশিষ্ট ব্যবহৃত হইয়া) বিষাদাবসন্ন প্রাণে—ম্লানবদনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়? হিন্দুর চক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? আমাদের কত ভক্তি—কত আদরের ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আজি এই দশা, এ চিন্তা মনে উঠিলে চিত্ত উদ্বেলিত—নয়ন উচ্ছলিত হয়। প্রাণের কথা বলিতে কি, অশ্রুজলে কালী গুলিয়া বুঝি এ বর্ণনা লিখিলে ঠিক হয়। মনে হয়, যেন ঐ শীর্ণকায় ম্লান-মুখ, কাতর-হৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে কলির হিন্দুসমাজ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। তাহার বড় বাঁকীও নাই;—তাহাতে বড় আপত্তিও নাই। যদি ধর্ম্ম, আচার ও সংস্কৃত বিদ্যা এবং এই ত্রিতয়ের অনন্যরক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতই না থাকেন, তবে ভারত মহাশ্মশানে হিন্দু সমাজের মৃত দেহটা পড়িয়া থাকারই বা আবশ্যকতা কি? বরং দিন দিন বিকৃত ও পূতিগন্ধপূর্ণ হইয়া জগতের অস্বাস্থ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা ব্রহ্ম-কোপানলে ইহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। নীতিকর্ত্তারাও বলিয়াছেন,—বরং শূন্যা শালা নচ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।"

তাই বলি, ভাই হিন্দু! আমাদের প্রাণ-পূজ্য—ইহ পরত্রের পরমবন্ধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আজ শুদ্ধ পেটের দায়ে—কেবল মাত্র পোষ্যপোষণের দায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে—আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ অপেক্ষা আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মণের এই আত্মহত্যা এই ব্রহ্মহত্যা কি আরও দেখিতে চাও? চক্ষু উৎপাটিত হউক; এ দৃশ্য দর্শন হিন্দুর সাধ্যাতীত। যাহার শিরায় এক বিন্দুও পবিত্র আর্য্যশোণিত বহমান, এদৃশ্য দর্শন তাহার পক্ষে মহাপাপ।

গাভীমাতাকে কিছুমাত্র ঘাষ জল না দিয়া তাহার দুগ্ধ পানার্থে যে মূর্খের রসনা লালায়িত হয়, সে যেমন জগতের উপহাসের পাত্র, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ্য শক্তিরূপিণী কাম ধেনুর নিকট পরমার্থ-পীযূষ পানের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াও যদি আমরা "ভূদেব-সেবা" দ্বারা সেই শক্তির জীবিকা না যোগাই. তবে আমাদের ন্যায় নির্লজ্জ মূর্খ ও অধিকতর উপহাসাস্পদই বা আর কে? এই অতি স্থূল কথাটাও কি হিন্দু সমাজ বুঝিবে না? আমাদের যথাসর্ব্বস্ব যে শাস্ত্রে ও যে ভাষায় নিহিত ও লিপিবদ্ধ, অন্ততঃ তাহারই রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইতে কি এক প্রাণীও এই বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে নাই? সকলেই কি মৃত? এই ধর্ম্ম-লোপ—কর্ম্মলোপ, শাস্ত্রলোপ ও বিদ্যালোপের মহাভয়ে, অভয় দিতে কি একটী হস্তও উঠিবে না? আত্মসর্ব্বনাশ নিবারণ কল্পে একটী আত্মাও কি জাগিবে না? একটা প্রাণও কি কাঁদিবে না? সমাজের একটী সমর্থ লোকও কি এজন্য একটু মনে-প্রাণে ভাবিবে না? যদি অনিত্য ধনের দ্বারাই আপাততঃ ইহার যথাসম্ভব প্রতীকার হইতে পারে, তবু কি হিন্দুসমাজের একটী সার্থকজন্মা ধনশালীর হস্ত এতদর্থে মুক্ত হইবে না? চিরপরমার্থপ্রিয় হিন্দুসমাজ কি আজ এতই অনর্থকর অর্থপ্রিয় হইয়াছে? অর্থের এমন সদ্ব্যয়সুযোগ উপেক্ষা না করার সদ্দৃষ্টান্ত কি একজন অর্থশালীও দেখাইবেন না? শক্তি থাকিতে—উপায় থাকিতে হিন্দু কি এমন করিয়াই হেলায় আপন জাতীয় অস্তিত্বটী কালসাগরে ডুবাইবে? ভগবন্! এ বিপদে রক্ষা কর। ধর্ম্মরক্ষক, শাস্ত্ররক্ষক, সমাজরক্ষক ও সর্ব্বার্থ সাধক দেব ভাষার অনন্য সেবক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বৃত্তিস্থ করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে হতবুদ্ধি হিন্দুসমাজের বল-বুদ্ধি ও উদ্যম অধ্যবসায় প্রদান কর।

সংস্কৃত বিদ্যার সার্ব্বভৌমিক আবশ্যকতাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালনের সার্ব্বভৌমিক হেতুভূত; সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সার্ব্বভৌমিক রক্ষানুষ্ঠানও সংস্কৃত বিদ্যোন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। এই সিদ্ধান্তই অধুনা আমাদের বিচার্য্য, বিবেচ্য, আলোচ্য ও গ্রাহ্য। রোগ-নির্ণয় হইয়াছে; ঔষধও মিলিয়াছে; এক্ষণে ভগবৎকৃপায় সেবন-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হওয়াই একান্ত প্রার্থনীয়।

উপসংহারে আবার বলি, অন্যান্য গুরুতর প্রয়োজন না ধরিলেও, একমাত্র দেবভাষা রক্ষার্থই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বৃত্তিস্থ ও প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্ববাদী সম্মত। বিষয়টী এমনই সার্ব্বজনিক গৌরবাস্পদ যে, হিন্দু, অহিন্দু, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী, আমেরিক, আস্তিক-নাস্তিক দেবভাষার মঙ্গলকামী যে কোন সমাজের যে কোন মতাবলম্বী ব্যক্তিই এতদর্থে ভূদেবসেবানুষ্ঠান অসঙ্গত বা অপ্রয়োজনীয় বলার অধিকারী নহেন। তবে কিনা, হিন্দুর ইহাতে যথাসর্ব্বস্ব লইয়া টান পড়িয়াছে বলিয়াই ইহার প্রতীকার-দায়িত্ব মুখ্যতঃ হিন্দুরই শিরে। এক্ষণে দেশ কাল পাত্রের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যথাযথ বৃত্তি ব্যবস্থাদির দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে সংসার চিন্তা হইতে অন্ততঃ কিয়দংশে অবকাশ দান ব্যাপারটী বিপুল অর্থ সাপেক্ষ, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যার্থ চিন্তা করিলে মনে আশা হয় যে, যদি অনিত্য অর্থের বিনিময়ে আমাদের ইহ পারলৌকিক

সর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখিতে পারা যায়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিলোপে আমাদের জাতীয় জীবন—এমন কি, জাতীয় সত্বাদির পর্য্যন্ত বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে যতই অসম্ভব—যতই দুষ্কর হউক না কেন, তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান আমাদের করিতেই হইবে। তবে কিনা, যে ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়-ক্লেদকূপের কীট; যাহার সংকীর্ণ সংসার-স্বার্থের নিকটে স্বজাতি, স্বসমাজ, স্বধর্ম্ম, এমন কি চরাচর বিশ্বসংসারও নখাগ্রবৎ উপেক্ষণীয়, সে আত্মঘাতী সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? হিন্দুসমাজ সাধারণ্যে আমাদের এতৎ প্রবন্ধানুগত এই টুকু শেষ বক্তব্য যে, হিন্দুশাস্ত্র নিহিত, দেবভাষা বিবৃত ও ভূদেব-উপদিষ্ট যে নিত্যধন লাভের বলে অনিত্যধন সম্বন্ধে হিন্দুর বদান্যতা জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেই হিন্দুশাস্ত্র, সেই দেবভাষা ও সেই ভূদেবমণ্ডলীর সেবাদ্বারা, হিন্দুর সেই ধর্ম্মধন রক্ষার্থে সেই বদান্যতা কদাচ সঙ্কুচিতা হইবে না; ইহাই আশা, ইহাই ভরসা, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

দানীয় পাত্র-নিরূপণ।

ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্।
দানং হি বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে পারলৌকিক কার্য্য করিবে এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে।

দ-সং ৩।২৪।

সমদ্বিগুণসাহস্র্যমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্।
দানে ফলবিশেষঃ স্যাৎ বিশেদ্‌ষাযত্ন এব হি॥

দানের ফল যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ, সহস্রগুণ ও অনন্তগুণ হইয়া থাকে। অতএব পাত্রভেদে দানের বিশেষ বিশেষ ফল আছে বলিয়া সৎপাত্রে দান করার নিমিত্তই বিশেষ যত্ন করিবে।

ঐ ২৫।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে॥

অব্রাহ্মণে দান করিলে সমান ফল অর্থাৎ যে দান বিষয়ে শাস্ত্রে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই হয়। ব্রাহ্মণব্রুব ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল, আচার্য্যকে দান করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল এবং বেদপারগকে দান করিলে তাহার অনন্তগুণ ফল হয়।

ঐ ২৬।

কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাং।
ন্যূনতাধিকতা বাপি তাবদেব হি কর্ম্মণাং॥

কালভেদে (১), দেশভেদে (২) ও পাত্রভেদে (৩) দানাদি কর্ম্ম সমুদায়ের ন্যূনাতিরিক্ত ফল সঞ্জাত হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩৭।২২।

বিধিহীনং তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং হি তদ্দ্রব্যং শেষমন্যচ্চ নশ্যতি॥

অপাত্রে ও অবৈধরূপে কোন দ্রব্য দান করিলে কেবল সে দ্রব্য নষ্ট হয় এমত নহে, কিন্তু দাতার পুণ্যাদি সমস্তই নষ্ট হয়॥

দ-সং ৩।২৭।

সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনং।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিদ্যুষ্যতি॥

সুক্ষেত্রেই বীজ বপন করিবে আর সুপাত্রেই দান করিবে, যেহেতু সুক্ষেত্রে ও সুপাত্রে যাহা নিক্ষিপ্ত হয় তাহা নিরর্থক হয় না, সুতরাং সৎপাত্রেই দান করা একান্ত আবশ্যক।

ব্যা-সং ৪।৪৮।

ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিষ্কর্করমকণ্টকং।
বাপয়েত্তত্র বীজানি সা কৃশিঃ সার্ব্বকামিকী॥

ব্রাহ্মণের মুখ কর্কর ও কণ্টকশূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, অতএব সর্ব্ব ফলাকাঙ্ক্ষী কৃষক এবম্বিধ সুক্ষেত্রেই বীজবপন করিবে।

ঐ ৪৭।

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ং।
নারায়ণে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলে স্বয়ং নারায়ণ সন্তুষ্ট হন এবং নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন॥ ব্র-বৈ-পু ১।১১।১৫।

সংভুঙ্‌ক্তে স দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে সমশেষনিরূপণং।
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন দ্বিজঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ॥

ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সম্ভোগ মধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে।

গ-পু ১।১১৫।৫১।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তদুক্তাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ॥

যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের মর্ম্মজ্ঞ এবং তদুক্ত-ব্যবহার-নিষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলে, তদিতরকে ব্রাহ্মণ নামধারি মাত্র বলা যায়।

কা-খ ২।৯২।

স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রোপবনাচ্চ হুতাশনাৎ।
পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাদ্ভীতঃ সুরঃ সদা॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্র পবন অপেক্ষাও পবিত্র এবং হুতাশন অপেক্ষাও তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের নিকট দেবতারাও সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন।

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৯৭।

জপৈশ্চৈত্রৈশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ।
নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তারয়ন্তি তরন্তি চ॥

(১) চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বকাল।
(২) তীর্থাদি দেশ।
(৩) ব্রাহ্মণাদি পাত্র।

ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে এবং আপনাকে উদ্ধার করেন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৩।

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্‌যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচসা চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

ব্রহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৪।

তস্মিন্ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্ব্বাগমবিজানতা।
প্রদাতারং তথাত্মানং তারয়েদ্‌যঃ স শক্তিমান্ ॥

যে ব্রাহ্মণ স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন ॥ ঐ ২১।

অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যশ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ।
ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোঽপি পাত্রম্বিদ্যাত্তপোন্বিতং ॥

অন্যান্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও যাঁহারা ক্রিয়া-পরায়ণ তাঁহারাই প্রধান, আবার তন্মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ এবং বিদ্যা ও তপস্যানিষ্ঠ, তাঁহারাই সৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন। গ-পু-১।৯৮।১

যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কোটিব্রাহ্মণভোজনৈঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জ্ঞানিনং যস্ত ভোজয়েৎ ॥
জ্ঞানিভ্যো দীয়তে যচ্চ তৎকোটিগুণিতং ভবেৎ ॥

মনুষ্য কোটিসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, একটী আত্মজ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে যাহা দান করা যায়, তাহা কোটীগুণ ফলপ্রদান করে ॥

শি-গী ১১।৪৪—৪৫।

বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্ণন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥

বিদ্যা ও তপস্যাশূন্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না, যদি প্রতিগ্রহ স্বীকার করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে অধোগামী করে। গ-পু ১।৯৮।৪।

ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেতঃ স্বর্গং সমশ্নুতে ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এবং পুত্র কলত্রাদি ভরণপোষণে অসমর্থ ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ধনদান করিলে দাতা তজ্জন্য পরলোকে স্বর্গভোগ করে।

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, বিড়ালব্রতী (১) বা বকব্রতী (২) অথবা বেদান-ভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিন্দুমাত্র বারিও দান করিবে না ॥

ম সং ৪।১৯২।

(১) যাহারা ছদ্মবেশধারী, লোকবঞ্চক, পরহিংসাপরায়ণ তাহাদিগকে বিড়ালব্রতী বা বিড়ালতপস্বী বলা যায়।

(২) যাঁহারা আপনাদিগের বিনীতত্ব প্রকাশ করণার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, বিমর্ষভাবাপন্ন, নিষ্ঠুরাচারী, স্বার্থসাধনে তৎপর, শঠ ও মিথ্যাবিনীত, তাহাদিগকে বকব্রতী বা বকধর্ম্মী বলা যায়।

সার্ব্বভৌতিকমন্নাদ্যং কর্ত্তব্যন্তু বিশেষতঃ!
জ্ঞানবদ্ভ্যঃ প্রদাতব্যমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥

প্রাণীমাত্রকেই অন্নদান, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথাচরণ করিলে নরকে গমন করিতে হয় ॥ দ-সং ২।৩৬।

ব্যসনপ্রতিকারার্থং কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতারং সর্ব্বদানেষ্বয়ং বিধিঃ ॥

দুঃখের প্রতিকারার্থ ও কুটুম্বগণের প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া দান করিবে, সকল প্রকার দানেরই এই বিধি ॥ দ-সং ৩।২৮।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

হে কৌন্তেয়! দরিদ্রকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দান করিও না, কারণ রোগীরই ঔষধ পথ্য হয়, অরোগীর ঔষধে প্রয়োজন কি? হি-উঃ॥

অতিথি-পূজা।

সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে আর্য্য জাতির অতিথি-পূজা একটী প্রধান ধর্ম্ম। যে পঞ্চ যজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়, তাহার একটী অঙ্গ-নৃযজ্ঞ, অর্থাৎ অতিথি-পূজন। যে গৃহস্থের আলয় অতিথির পদরেণুর দ্বারা পবিত্রীকৃত হয় না, যে গৃহী নিত্য অতিথির চরণামৃত সংস্পর্শে বঞ্চিত, তাহার গৃহ স্বর্গ-বিনির্ম্মিত হইলে ও তাহাকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহা নির্জ্জন অরণ্য বলিয়া পরিগণিত। যে গৃহস্থ অতিথি-সৎকারে তৎপর, তাহাকেই প্রকৃত গৃহস্থ সংজ্ঞায় ভূষিত করা যাইতে পারে। যে দেশে অতিথির সৎকার না হয়, সে দেশ সাধু মহাত্মগণেরও অগম্য। অতএব গৃহস্থ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অতিথি-পূজা করিবেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ ॥

নারীগণের যেমন স্বামী প্রভু, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণই একমাত্র প্রভু, গৃহস্থ সম্বন্ধে তেমনি অতিথিই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অতিথিঃ পূজিতোযেন পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্টঃ তস্য তুষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

যে গৃহী সর্ব্ব দেবময় অতিথিকে পূজা করেন, তাঁহার দ্বারা সমস্ত দেবতাই পূজিত হইয়া থাকে। অতিথি যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার প্রতি স্বয়ং হরিই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎফলং।
সর্ব্বব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া ॥

সর্ব্বৈস্তপোভির্ব্বিবিধৈঃ নিত্যৈর্নৈমিত্তিকাদিভিঃ।
তদেবাতিথিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥

গৃহী সমস্ত তীর্থাবগাহন, মণি-মুক্তাদি রত্ন-দান, সকল প্রকার ব্রতোপবাসাদি এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল লাভ করিতে পারে এবং নানাবিধ তপস্যা ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল সঞ্চিত হয়, তাহা অতিথি-সৎকার-জনিত ফলের তুলনায় অতি সামান্য। অতিথি-পূজা তীর্থাবগাহনাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষায়ও মহাফল-দায়িণী।

স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ।

যে গৃহস্থ অতিথিকে স্বাগত বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ করেন, তাঁহার প্রতি দক্ষিণাদি অগ্নিগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। যিনি আসন, পাদশৌচ, এবং অন্নাদি দানের দ্বারা অতিথি সৎকার করেন, তাঁহার সম্বন্ধে যথাক্রমে ইন্দ্র, পিতৃগণ ও ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা অতিথির যেরূপ সম্মাননা এবং অতিথি-সৎকারের মহাফলতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের স্মরণ করিয়া রাখা উচিত যে, "কখনই আমার গৃহে যেন অতিথির অবমাননা না হয়।"

অতিথির্যস্য ভগ্নাশোগৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥
পিতরস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণং।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্ণন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ ॥

যাহার গৃহ হইতে অতিথি আতিথ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই অতিথি বিমুখ কারীকে অতিথির পাপ-রাশি গ্রহণ করিতে হয় এবং যদি তাহার সঞ্চিত কিছু পুণ্য থাকে, তাহা অতিথি গ্রহণ করেন। অতিথির অবমাননাকারীর পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পিণ্ডদানাদি এবং তর্পণোদকাদি গ্রহণ করেন না, অগ্নি তাহার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন না, দেবগণ তাহার পুষ্প গন্ধাদি উপহার গ্রহণ করেন না। অতএব এক মাত্র অতিথিসৎকারের অভাবে, গৃহস্থের যত কিছু অনর্থ পাত সম্ভব, তাহা সমস্তই সম্ভাবিত হইতে পারে। তাই শ্রুতি স্বয়ংই অতিথির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ-মাত্রকেই অতিথিসৎকারে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছেন এবং একমাত্র অতিথি-সৎকারের অভাবে যে গৃহস্থের সমস্ত প্রকার অমঙ্গলই ঘটিতে পারে, তাহাও দেখাইয়াছেন। আমরা এই স্থানে সেই যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের উপাখ্যান ভাগের মর্ম্মার্থ দেখাইব, এবং প্রয়োজন অনুসারে দুই একটী শ্রুতিও উদ্ধৃত করিব, তবেই পাঠকগণ অতিথি-সৎকারের মহাফল এবং উচ্চতা বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব কালে বাজশ্রবশ মুনির তনয় যজ্ঞফল কামনা করিয়া সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে তৎকালে তাঁহার নচিকেতা নামক পুত্র জন্মলাভ করেন। তিনি কুমারাবস্থায়ই মনে করিলেন আহা! আমার পিতা সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু মদীয় পিতা দক্ষিণার্থ যে সকল গোদান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছি। কারণ আমি শুনিয়াছি,—"পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরি-ন্দ্রিয়াঃ। অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ যাহারা যজ্ঞের দক্ষিণার্থ পীতোদক (পূর্ব্বেই জলপান করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আর জলপান করার সামর্থ্য নাই) জগ্ধতৃণ (পূর্ব্বেই তৃণাদি আহারে সমর্থ ছিল, এখন আর তৃণাদি আহার করিতেও পারে না।) দুগ্ধদোহা (পূর্ব্বে দুগ্ধবতী ছিল, ইদানীং দুগ্ধ বিহীন) এবং নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ জীর্ণ শীর্ণ, তৎক্ষণাৎই মৃত্যু-মুখে নিপতিত, এতাদৃশ গোদান করে, তাহারা সেই গোদান জনিত কুফলে পরলোকে নিরানন্দ—সর্ব্বদা অসুখময় স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানে বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে *। অতএব আমার পিতা দক্ষিণার্থ যে সকল গোদান করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অনুগত, সুতরাং এই গোদান জনিত কুফলে পিতা উত্তম স্থানের পরিবর্ত্তে অতীব জঘন্য স্থানই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব পুত্রের সর্ব্বদায়ই পিতার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতাকে অধর্ম্ম-বিপদ্ হইতে রক্ষা করা উচিত। সুতরাং আমার পিতার যে প্রকারে এই পাপের ক্ষালন হইতে পারে, আমিও তাহার উপায় বিধান করিব। ইহা মনে করিয়া নচিকেতা বিনয় পূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন। পিত! আপনি যজ্ঞীয় দক্ষিণার্থ যে সমস্ত গোদান করিয়াছেন, ইহার দ্বারা সঙ্কীর্ণ চিত্ততার পরিচয় মাত্র হইয়াছে, তাদৃশ দানের দ্বারা পুণ্য লোকের সমাগমাশা নাই, অতএব আপনি আমাকে প্রদান করিয়া আপন চিত্তের উদারতা সম্পাদন করুন। কেননা যিনি অতি প্রহৃষ্ট চিত্তে আপন পুত্রকে দান করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান্ এবং উদারচিত্ত বলিয়া কথিত হয়েন। এইরূপ বারম্বার নচিকেতা বলিলে, তখন পিতা ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আমি তোমায় মৃত্যুকে প্রদান করিলাম" তখন পুত্র প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে পিতাকে বলিলেন, "আপনি যমের উদ্দেশে আমাকে দান করিয়াছেন, অতএব আমাকে যমালয়ে গমনের আদেশ করুন, সে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র সংক্ষুব্ধ হইবেন না। কারণ সাধুগণ কদাচ সত্যের অবমাননা করেন না। আপনি আমাকে একবার মৃত্যুর উদ্দেশে দান করিয়া পুনরায় পুত্রস্নেহাভিনিবিষ্ট হইয়া সেই সত্যের অবমাননা করিলে সাধুগণ আপনাকে নিন্দা করিবেন।" নচিকেতা পিতাকে এই প্রকার বারম্বার বলিলে তখন পিতা পুত্রকে যমালয়ে গমনের আদেশ করিলেন। পুত্র কৃতার্থম্মন্য হইয়া যমালয়ে গমন পূর্ব্বক তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে যম প্রোষিত ছিলেন, সুতরাং প্রভুর আদেশ ব্যতীত আহারাদি অকর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়া নচিকেতা তিন রাত্রি অনশনে থাকিলেন। যমের অমাত্যগণ এবং পত্নী সাতিশয় যত্ন সহকারে অতিথিকে আতিথ্য

* বদান্যগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাহা দান করিতে হয়, তাহা ব্যবহারোপযোগী হওয়া উচিত, যাহা অব্যবহার্য্য বস্তু, যাহার দ্বারা গ্রহীতার কোন উপকার হইবে না, তাদৃশ বস্তু-দান, দাতার কেবল মাত্র নরকের জন্য হইয়া থাকে।

গ্রহণার্থ বিশেষ আগ্রহ করিলে, তখন অতিথি নচিকেতা বলিলেন—"আপনারা আতিথ্য গ্রহণার্থ অতিনির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করুন, কারণ আমি পিতৃদেব কর্ত্তৃক যমরাজে প্রদত্ত হইয়াছি, সুতরাং আমাতে আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধ্যাদি এখন প্রভুর আয়ত্ত, অতএব তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক নহি। অনন্তর যমরাজার ভার্য্যাদি অতিথিদ্বারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়া যমের আগমন প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন রাত্রি অতীত হইলে যমরাজ নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সহধর্ম্মিণী এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গকে অতিবিষণ্ণ-ভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমাদের বড়ই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের গৃহে অগ্নিবৎ-তেজস্বী একটী ব্রাহ্মণ অতিথি তিনরাত্রি অনশনে অতিবাহিত করিতেছেন। আমরা বহু যত্ন করিয়া ও তাঁহার শান্তি বিধানে সমর্থ হইলাম না, অতএব আপনি তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দানের দ্বারা প্রসন্ন করুন। আমরা শুনিয়াছি,—

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চেষ্টা-
পূর্ত্তে পুত্রপশূন্ চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো-
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে॥

যে অল্পবুদ্ধি কৃপণ পুরুষের গৃহে অতিথি উপবাসী থাকেন, তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়,—তাহার ইষ্টাদি বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে সঞ্চিত আশা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং সাধু সঙ্গতি জন্য ফল, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ জনিত ফল, অশ্বমেধাদি যাগ জন্য ফল, পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠাজন্য ফল ও পুত্র, পশু ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আপনি এই অতিথিকে প্রসন্ন করিয়া আমাদের শ্রী রক্ষা করুন।

অনন্তর মৃত্যু স্বয়ং অতিথি নচিকেতাকে নানাবিধ পূজা পুরঃসর স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

তিস্রোরাত্রিযদবাৎসীৎ গৃহে মে
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্! অতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্! স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎপ্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি অতিথি ভাবে মদীয় গৃহে সমুপস্থিত হইয়া আজ তিন রাত্রি অনশনে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা আমার বড়ই অকল্যাণকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতিথি, ত্রিলোকের নমস্য, সুতরাং আপনাকে আমি নমস্কার করি। আমার যেন অমঙ্গল হয় না। আমি গৃহে না থাকা বশতঃই অতিথি-সৎকারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এখন যদিও তাহার প্রতিবিধানের সামর্থ্য নাই; তথাপি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি,—আপনি প্রসন্ন হইয়া তিন রাত্রি অনশনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনটী বর গ্রহণ করুন।

যম অতিথির যথাযোগ্য পরিচর্য্যা করিতে না পারিয়া অতিশয় ভীত ভাবে সেই দোষের পরিমার্জ্জনার্থ বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে তখন প্রহৃষ্টচিত্তে নচিকেতা বর গ্রহণে সম্মত হইলেন এবং আতিথ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধক পূর্ব্বোক্ত কারণ যমের নিকট বলিলেন।

আমরা উপাখ্যানাংশ এই খানেই শেষ করিলাম। সহৃদয়-গণ। গৃহস্থগণ! আপনারা সকলেই এই উপাখ্যানের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করুণ। এখানে শ্রুতির উপাখ্যান বলা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উপাখ্যানের দ্বারা অতিথি-সৎকারের আবশ্যকতা দেখানই উদ্দেশ্য। অতএব সকলেই শ্রুতির পরম কল্যাণকর এই আদেশ স্মরণ করিয়া অতিথি-সৎকারে যত্নবান হউন। হিন্দুর অতিথি সৎকার বড়ই আদরের দ্রব্য, বড়ই সুখের সামগ্রী। এই নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ একাহারে অনাহারে থাকিয়াও কদাচ অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, যে গৃহীর গৃহে অতিথির পূজা হয় না, ক্ষুধার্ত্ত পিপসার্ত্ত অতিথি যাহার গৃহ হইতে মধ্যাহ্নার্ক-মরীচি-মালায় অভিহত হইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত শ্রী, কান্তি, তেজ, ঐশ্বর্য্য এমন কি সমস্তই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। সে নরাধম, নরপিশাচ গৃহী হইয়াও অরণ্যবাসী বা শ্মশানবাসী বলিয়া অভিহিত হয়। যে কৃপণাশয় ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও অদীনভাবে প্রশান্ত মানসে প্রকৃত দেবভাবে অতিথিকে সপর্য্যাদান করে নাই, সেই নীচাশয়ের ঐহিক পারত্রিক কোন লোকই সুখের আস্পদ হয় না। অতএব হে আর্য্যগণ! হে হিন্দুবংশধরগণ! আপনারা একাগ্রচিত্তে শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও শ্রুতিপ্রতিপাদিত, শাস্ত্রানুমোদিত, পূর্ব্বপুরুষগণ-নিষেবিত সেই অতিথি-সৎকার-ব্রতে দীক্ষিত থাকুন, যাঁহার যাহা সাধ্য হয়, যাঁহার যেরূপ বিভব থাকে, তিনি তদনুরূপেই আতিথ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। বিশুদ্ধভাবে উদারচিত্তে শাকান্ন-দ্বারা অতিথি-পূজা করিলেও তাহা অনন্ত ফলের নিদান হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥
মনুসংহিতা॥

অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, এতাদৃশ সুখ-সাধ্য অতিথি-সৎকারে কখনই কোন মনীষি ব্যক্তি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না। সকলেই ইহাতে যত্নবান্ হইবেন।

আশা।

মানব সংসার-রাজ্যে দুঃখ পায় কেন, শোক তাপাদি নানাবিধ যন্ত্রণায় অধীর হয় কেন? এই প্রশ্নের গভীর অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে একমাত্র আশাই নিখিল দুঃখের নিদান-রূপে প্রতীত হয়। একমাত্র আশার সুদৃঢ় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই মনুষ্য প্রকৃত সুখের অনুভব করিতে পারে। তদ্ব্যতীত আশাবান্ পুরুষ কদাচ নির্ম্মল সুখের অধিকারী নহে। অতএব আত্ম-সুখেচ্ছু মানবের পক্ষে, আশা দুঃখের নিদান কি প্রকারে, এবং যদি আশাই দুঃখ নিদান হয়, তবে তাহার পরি-

ত্যাগের উপায় কি? ইহাই চিন্তনীয় বিষয়। আশা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে "আশা" পদার্থটী কি, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ সার সংগ্রহ হইতে পারে না। আশা বলিতে ইষ্টার্থ-প্রার্থনা বুঝায়, অর্থাৎ যখন যাহা আমার অভীপ্সিত, তখন তাহা পাওয়ার নিমিত্ত যে ইচ্ছা বিশেষ, তাহাই আশা শব্দের অর্থ। আশা শব্দের এই অর্থ স্মরণ রাখিয়া এই প্রবন্ধীয় মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সংসারের মানব সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই আশাবান্। সংসার-রাজ্যে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানবমণ্ডলী আশা-চক্রের বক্র গতিতে সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এক প্রভাত হইতে অপর প্রভাত পর্য্যন্ত যত কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে এবং যত কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতেছে, তাহার মুখ্য কারণ আশা। ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বিষয়ে যেমন একমাত্র আশাই কারণ, নিবৃত্তি বিষয়েও তেমনি আশাই কারণ। ক্রিয়ার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে যে ক্রিয়ার দুই প্রকার বিভাগ করা হইল, ইহা ব্যাবহারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে আশা কেবল ক্রিয়ামাত্রেরই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। ক্রিয়োন্মুখী হইবার পূর্ব্বে যেমন প্রবর্ত্তনাত্মক ক্রিয়ার মূল কারণ আশা, তেমনি ক্রিয়া হইতে পরাঙ্মুখ হইবার পূর্ব্বে ও নিবর্ত্তনাত্মক ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ একমাত্র আশাই পরিলক্ষিত হয়, তদ্ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং ক্রিয়ার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ আশা না বলিয়া ক্রিয়া মাত্রেরই মূলীভূত কারণ আশা, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এবং বিভাগ-প্রক্রিয়া-বিষয়েও যত্ন করিতে হয় না। যাহা হউক আমরা উক্ত বিষয় গুলি সমস্তই দৃষ্টান্তের দ্বারা এখানে দেখাইব।

অপত্যহীন ব্যক্তি অপত্য কামনা করেন। এস্থলে অপত্য কামনা এবং তদানুসঙ্গিক যত কিছু ক্রিয়া, উহা সমস্তই আশা-মূলক। এস্থলে অপত্য এবং তদাশ্রিত সুখাদিই ইষ্ট বস্তু, তাহার প্রার্থনা অর্থাৎ সেই ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে ইচ্ছাই (আশাই) অপত্য কামনাদি ক্রিয়ার আলম্বন। আবার দেখুন,—আহার একটী ক্রিয়া, ইহাও আশামূলক, এস্থানে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ইষ্ট বিষয়, কিন্তু ঘোর অবিবেকীর পক্ষে রসনা তৃপ্তিও ইষ্ট বিষয় বটে, তন্নিমিত্ত প্রার্থনাই (আশাই) ভোজন ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এস্থলে যদি অপত্য এবং তদাশ্রিত সুখ, অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং রসনার তৃপ্ত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা না থাকিত, তবে অপত্য কামনাদি কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হইত না, সুতরাং অবিতর্কিত রূপে বুঝিতে হইবে, আশাই উক্ত ক্রিয়ার মূলীভূত হেতু। এই প্রণালী অনুসারে, মনুষ্য জগতে যাহা কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে, তাহার প্রত্যেকটীই আশামূলক। এইরূপে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বিষয়ে আশার কারণতা বুঝিতে হয়। আবার নিবৃত্তি বিষয়েও একই প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতাপত্য-ব্যক্তি অপত্য কামনা করেন না অর্থাৎ অপত্য কামনা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, এস্থলে অপত্য-কামনা হইতে নিবৃত্ত থাকাও ক্রিয়া, এবং ইহাও আশামূলক। পুনঃপুনঃ বহু অপত্য অথবা দুই একটী অপত্য হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা অপত্যগণ মূর্খতাদি দোষে দূষিত হওয়ায় অপত্য জনিত সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, সুতরাং আর অপত্য প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা নাই। এখানেও অপত্য না হইলে যে শান্তি পাইব, সেই শান্তিই ইষ্ট বিষয়, তাহার নিমিত্তই প্রার্থনা। সুতরাং অপত্য কামনা হইতে নিবৃত্তি-ক্রিয়া ও আশা-জনিত। আবার আহার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।—আহার করে না অর্থাৎ আহার হইতে নিবৃত্ত থাকে, এখানেও নিবৃত্ত থাকার প্রযত্নাত্মকই ক্রিয়া, ইহাও আশা মূলক। কোন কারণ বশতঃ আহারজনিত ব্যাধি হইয়াছে, ঐ ব্যাধি হইতে আরোগ্যই ইষ্ট বিষয়, তাহার প্রাপ্তি বিষয়ে প্রার্থনাই (আশাই) আহার নিবৃত্তির কারণ। এস্থলেও অপত্যজনিত দুঃখের শান্তি কামনা এবং আরোগ্য কামনা যদি না থাকিত, তবে অপত্য কামনা বা আহার হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। এইরূপে নিবৃত্তি বিষয়ে ও আশার কারণতা বুঝিতে হয়।

এখানে যেন পাঠকগণের ধারণা থাকে যে, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে মানসিক প্রযত্নকেই ক্রিয়া বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং প্রবৃত্তি সময়ে যাদৃশ মানসিক প্রযত্ন করিতে হয়, নিবৃত্তি সময়ে ও তাহার কোন ন্যূনাধিক্য হয় না। ঐ প্রযত্নাত্মক ক্রিয়াটী মনে মনে সমানই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা প্রবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়া, তাহার বিস্তৃতি বাহিরে ও হয়, এজন্য তাহাই বিশেষ লক্ষ্য হইয়া থাকে, আর নিবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়া মনোরাজ্যে বিস্তৃত হইয়া তাহাতেই প্রশান্ত হইয়া যায়, সুতরাং বহিস্তরে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না।

এযাবৎ আলোচনার ফলে আমরা বুঝিতে পারিলাম, আশাই আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এখন বুঝা আবশ্যক যে, আশা প্রবর্ত্তক হইলেও দুঃখ দায়ক হইবে কেন? ফলপক্ষে আশাই দুঃখ দায়ক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আশা-ভঙ্গে দুঃখানুভূতি হওয়া সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয় এবং আশা যে প্রতিক্ষণ ভঙ্গুরা, ইহাও অনুভূত সত্য, তবেই বুঝুন যেখানে আশা, সেই খানেই ভঙ্গ, এবং অনন্তর দুঃখ, ইহা নিশ্চিত। নিরপত্য ব্যক্তির অপত্যকামনা এবং ক্ষুধার্ত্তের আহার ক্রিয়া যে নিশ্চয়ই সুনিষ্পন্ন হইবে, তাহার নিশ্চায়ক কোন প্রমাণ নাই, তাহার ব্যাঘাত ও হইতে পারে, তবেই যে ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত তত্তৎ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হইয়া ছিল, তাহার বিঘ্ন জনিত আশার ভঙ্গ হইল, সুতরাং আশা ভঙ্গ জনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানব যে যে ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তির আশায় ক্রিয়োন্মুখ হয়, তাহার অধিকাংশই নানাপ্রকার কারণে ব্যাহত হইতে দেখা যায় এবং ব্যাঘাত জনিত দুঃখও সহচরভাবে নিরন্তর সন্নিহিতই থাকে। আবার নিবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়া সম্বন্ধে ও আশাভঙ্গ প্রণালী একরূপই দৃষ্ট হয়। তাহাতেও যে শান্তি ও আরোগ্য আশায় পুত্র কামনা ও আহার ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে শান্তি ও আরোগ্য যে হইবেই, ইহা অনিশ্চিত। যদি না হয়, তবেই সেখানে ও আশানাশ-জনিত দুঃখ অনিবার্য্য, অতএব আশা যে দুঃখের কারণ ইহা অবধারিত সত্য।

এখানে আর একটী কথা বুঝিয়া রাখা উচিত।—মানব আশা-ভঙ্গ নিবন্ধন সর্ব্বদা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, বুঝিলাম। কিন্তু আশা ফলবতী হইলে সুখ কারণ ও হইতে পারে, সুতরাং সর্ব্বত্রই যে আশা দুঃখের কারণ, তাহা বলা যায় না। আমাদের

বিশ্বাস যে, আশার ভঙ্গ হউক আর নাই হউক, আশার বিজৃম্ভণ হইলেই দুঃখ অনিবার্য্য। কারণ আশাবৃত্তিটী রজোগুণ-সম্ভূত। ইহাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গসমুদ্ভবং"। ইত্যাদি। রজোগুণ স্বয়ংই দুঃখস্বরূপ, সুতরাং আশা বৃত্তিটী নিজেই দুঃখস্বরূপ হইল। কারণ সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটী গুণ যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, অতএব এই গুণোৎপন্ন বৃত্তি ও সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক হইবে, কেননা কার্য্য মাত্রেই উপাদান-গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

আশা যে স্বয়ই দুঃখাত্মক, এ বিষয়ে তর্ক ও দৃষ্টান্তাদির অনুসরণ না করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই এ বিষয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। যেমন ক্রোধ কামাদির উত্তেজনা কালে তত্তৎ বৃত্তির চরিতার্থতা নিবন্ধন সুখানুভব হইলে ও সেই বৃত্তির স্বরূপগত-দুঃখের উপলব্ধি মনস্বীমাত্রেই করিয়া থাকেন, যেমন, এক প্রকার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, যাতনাময়ভাব উপস্থিত হয়, যেমন ক্রোধাদির বৃত্তি চরিতার্থ হইলে ও সর্ব্ব শরীর ব্যাপী এক প্রকার ক্লেশের অনুভব হইয়া থাকে, আশা সম্বন্ধেও সেইরূপই হইয়া থাকে। উহাই রজোগুণের স্বরূপের উপলব্ধি। তেমন আশার অভ্যুদয় কালে অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিলেই উহার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, যাতনাময়ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে পারিলাম, আশার সফলতা হইলেও উহার স্বরূপগত দুঃখ অনিবার্য্য এবং আশা ভঙ্গেত দুঃখ হইবেই হইবে, সুতরাং সর্ব্বদাই আশা দুঃখের নিদান, ইহা সিদ্ধান্তিত বিষয়।

এখন আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, আশা দুঃখের কারণ, সুতরাং আশার নাশে দুঃখের নাশ হইতে পারে, কেননা কারণ নাশে কার্য্যের নাশ, ইহা সকলেরই স্বীকৃত বিষয়, কিন্তু আশার নাশে সুখের সম্ভাবনা কি? মৃত্তিকার নাশে ঘটের নাশ হইতে পারে, তাহাতে বস্ত্রের উৎপত্তি হইবে কেন? এ কথার উত্তর বুঝিবার পূর্ব্বে মনের গঠন প্রণালীতত্ত্ব সংক্ষেপে একটু জানিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ সুখ দুঃখের অনুভবিতা মনের স্বরূপ জানিতে না পারিলে সুখ দুঃখেরও মর্ম্ম বুঝা যায় না।

মনের স্বরূপ নির্দ্দেশ।

মন পদার্থটী সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়। এই ত্রিগুণই মনের উপাদান, তন্মধ্যে স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ মন জ্ঞানাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মন ত্রিগুণ ময়, সুতরাং তাহার বৃত্তি ও ত্রিগুণময়ী। যখন মনে সাত্ত্বিকী বৃত্তির উত্তেজনা হয়, তখন মনের কেবল মাত্র সত্ত্বাংশটুকুই পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, রজ ও তম অংশ অভিভূত অবস্থায় থাকে, আবার রাজসী বৃত্তির বিকাশ হইলে, মনের রজ অংশটুকুই প্রকাশিত হয়, সত্ত্ব, তম অভিভূত হইয়া থাকে, যখন তামসী বৃত্তির উদ্রেক হয়, তখন মন কেবল তমোগুণের আলম্বনেই অবস্থিতি করে। কিন্তু মনের প্রতিক্ষণে এইরূপ বিপরিণাম দুই কারণে নিষ্পন্ন হয়। এক—সত্ত্বাদিগুণের ভবাভিভব-চেষ্টা, দ্বিতীয় বাহ্য ভাব। মন যে সময়ে বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি করে, তখন উহার উপাদান গুণত্রয়ের কোন না কোন একটী উদ্দীপ্ত হয়, আর দুইটী লুক্কায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মন বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ রজস্তমের উপলব্ধি হইলেও তাহার স্থায়িত্ব হয় না, উহারা আপনিই অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন সত্ত্বেরই অনুভূতি হইতে থাকে। কারণ, মন স্বভাবতই সত্ত্বপ্রধান, আবার রজ বা তমের উপলব্ধি রূপ যে জ্ঞান-ক্রিয়া, উহা ও সত্ত্বেরই পরিণাম, সুতরাং রজস্তম লইয়া অভ্যন্তরে ডুব দিলেও তৎসঙ্গে সত্ত্বের সম্মিশ্রণ থাকিবেই, নতুবা রজস্তমোগুণের প্রকাশটুকু হইবে না। কারণ রজস্তমোগুণের প্রকাশ হওয়া টুকু সত্ত্বের কার্য্য, উহা রজস্তমোগুণের নহে। এই নিমিত্তই রজস্তমের আবির্ভাব কালে সত্ত্বের সম্মিশ্রণ থাকে, কিন্তু সত্ত্বের আবির্ভাব কালে আর রজস্তমোগুণের সহায়তার আবশ্যক থাকে না। অতএব রজস্তমোগুণের অনুভবের প্রগাঢ় চেষ্টা করিলেও ঐ অভিনিবেশের প্রগাঢ়তার সহিত সত্ত্বগুণই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। কেননা চিত্ত স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে নির্ম্মিত, আবার রজস্তমোগুণ অনুভূতির নিমিত্ত যে অভিনিবেশ, উহাও সত্ত্বেরই কার্য্য, (ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) সুতরাং মানসিক সত্ত্বাংশেরই পরিস্ফুরক। যেমন ক্রোধ একটী রজোগুণের বৃত্তি, কিন্তু উদ্দীপ্ত ক্রোধাবস্থায় যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে ঐ ক্রোধের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা যায়, তবে আর ক্রোধ বৃত্তির বিজৃম্ভণ থাকে না, তখন আপনিই শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্রোধ বৃত্তিটার অভিনিবেশের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বের প্রাবল্য হইয়া রজোবৃত্তি-ক্রোধটাকে উপশান্ত করিয়া দেয়; এইরূপে রজোগুণের উপলব্ধির গাঢ়তাবস্থায় সত্ত্বেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই গুণের ভবাভিভব চেষ্টা-জনিত মানসিক বিপরিণাম। এখন বাহ্য ভাব-জনিত মানসিক বিপরিণাম শুনুন। এই বিষয়টী বুঝা বড়ই গুরুতর, এই কারণে এখানে ইহার অধিক বিস্তার না করিয়া একটু আভাস মাত্র দেখাইব। বাহ্য বস্তু মাত্রেই ত্রিগুণ-রচিত, সুতরাং বাহ্য বস্তু হইতে যখন যে ভাবটী বা যেগুণটী আসিয়া মনের যে গুণের সহিত মিলিত হয়, তখন সেই গুণই প্রকাশিত হইয়া উঠে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সম্মিলনে মানসিক বিপরিণাম হইয়া থাকে।

এখন বুঝুন আশার বিনাশে কেমন করিয়া সুখ হইতে পারে। আশা রজোগুণের বৃত্তি, সুতরাং উহা স্বয়ংই দুঃখ স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব মন যতক্ষণ আশা আবরণে অবৃত থাকে, ততক্ষণ মনের রজ অংশেরই উদ্ভূতি হইতে থাকে, সুতরাং গুণের স্বরূপগত দুঃখেরই উপলব্ধি হয়। যখন মন হইতে আশা-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন চিত্তের সত্ত্বপ্রধান্য বশতঃ সুখেরই উপলব্ধি হইতে থাকে। যেমন জল স্বভাবতঃ শৈত্যপ্রধান, কিন্তু অগ্ন্যাদির দ্বারা উহাকে তপ্ত করিলে উহার শৈত্যাংশ অভিভূত হইয়া অননুভাব্যরূপে থাকে, কিন্তু সেই তাপাবরণ উন্মুক্ত করিলেই জলের শৈত্য আপনিই প্রকাশিত হয়, তাহার নিমিত্ত যত্নান্তরের প্রয়োজন হয় না। তেমনি

চিত্তের আশা-কৃত রজ আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলেই সত্ত্বের স্বভাব সমুৎপন্ন সুখ আপনিই প্রকাশিত হয়। তদ্ব্যতীত আশার নাশে সুখের অভিনব উৎপত্তি হয় না। ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

আশাবৈবশ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি॥
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং। (পুরাণ)
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। (সাংখ্যদর্শন)

মর্ম্মার্থ—চিত্তআশাদ্বারা অভিভূত থাকিলে কখনই অত্যুৎকৃষ্ট সন্তোষ সুখ আসিতে পারে না। কারণ আশা সন্তোষ জনিত পরম সুখের অন্তরায়। কেননা আশাবান্ পুরুষের কখনই আশার পরিসমাপ্তি হয় না, সুতরাং সন্তোষ সুখের অবসর কোথায়? মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ" মানবের নিরতিশয় সুখ লাভের একমাত্র সন্তোষই কারণ। বিষয় কখনই সুখের কারণ হইতে পারে না। বিষয়ের এতাদৃশী মোহিনী শক্তি যে, চিত্ত বিষয় পাইয়া কদাচ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না। যখন যত টুকু বিষয় উপস্থিত হয়, চিত্ত তৎক্ষণাৎই তাহার উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং আশা-তরঙ্গে চিত্ত সর্ব্বদা অভিহত হইয়া কখনই সন্তোষ সুখের আস্বাদ করিতে পারে না। যযাতি রাজা অতি বিষণ্ণতা সহকারে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্ত-চেতসঃ। তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মত্তেষেব হি জায়তে॥" আমি নানা প্রকার বিষয় সেবা করিতে করিতে পূর্ণ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু আমার বিষয় তৃষ্ণার অণু মাত্রায়ও হ্রাস হইল না, প্রত্যুত যতই বিষয়ের উপভোগ করিতেছি, তৃষ্ণা ও ক্রমেই বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া আমাকে অভিভূত করিতেছে, অতএব মানব সর্ব্বদা তৃষ্ণাক্ষয় করিবে। এ কথা অতীব সত্য। মনুষ্য আশাবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া কখনই তাহার অভিঘাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। যদি কেহ সন্তোষ সুখের সেবক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিরন্তর মহাজন গণের "যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং" এই অমূল্য উপদেশের স্মরণ করিতে হইবে। মন একমাত্র সন্তোষ সুখের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেও অনন্ত, অগণনীয় মহৎ সুখের আস্বাদ করিতে পারেন, আবার অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও একমাত্র সন্তোষ শক্তির অভাবই তাঁহাকে নিরীশ্বর করিয়া রাখে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, আশাই পরম দুঃখ স্বরূপ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের আকর, আশারূপ ম্লানতা অপগত হইলেই চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে।

এখন আমরা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলাম, আশাই দুঃখের কারণ এবং আশাত্যাগই সুখের হেতু। এবং আশার ন্যূনাধিক্যে মানব ন্যূনাধিক দুঃখভাগী আবার ন্যূনাধিক আশা পরিত্যাগে ন্যূনাধিক সুখের ভাগী, অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণ আশার সেবক, তিনি সেই পরিমাণে দুঃখাভিভূত, আর যিনি যে মাত্রায় আশা পরিত্যাগী, তিনি সেই মাত্রায় সুখলাভে সমর্থ। এ বিভাগও অবশ্যই স্বীকার্য্য বিষয়, সন্দেহ নাই।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আশা পরিত্যাগের উপায় কি? ইহার এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, বিচারই একমাত্র আশা পরিত্যাগের হেতু। যখন দেখিতে পাই, মানব মাত্রেই সুখলিপ্সু এবং দুঃখ জিহাসু, সুতরাং যাহাতে সুখ নাই, প্রত্যুত দুঃখের বাহুল্য, তাদৃশ আশার আশ্রয় করিব কেন? পক্ষান্তরে যখন আমাদের আশামাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, যখন আশা করি, তখনও আশা বৈফল্য হয়, আবার কখন আশার পূর্ব্বে ও অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন আশাবান হইয়া দুঃখভাগী হইব কেন? কোন ইষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত আশা গ্রন্থি বাঁধিলাম না, সুতরাং তাহার অফলে দুঃখভাগীও হইব না, ফল হয়ত সুখভাগী অবশ্যই হইব। যেমন কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তব্যানুরোধে আশা বিরহিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজা অতি দয়ার্দ্রহৃদয়, দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখাভিভূত হইল, তিনি সহস্র রত্ন আগন্তুককে অর্পণ করিলেন, আগন্তুক তখন আশার অবিষয়ীভূত ফল লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু যদি আগন্তুকের দশ সহস্র রত্নের আশা থাকিত, তবে সহস্র রত্ন পাইয়া কখনই তাহার সুখের উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখানে অযত্ন সুলভ ধন পাইয়া আগন্তুকের সুখোদয় হইল, এবং না পাইলেও তাহার দুঃখ হইবার কারণ ছিল না। অতএব আশা করিলেই যে পাইব, তাহা যখন অনিশ্চিত, কিন্তু না পাইলে দুঃখ নিশ্চিত। সুতরাং আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানবের দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নিরন্তর আশাত্যাগ পূর্ব্বকই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবেই মানব প্রকৃত সুখের সেবক হইতে পারে। এই প্রকার সর্ব্বদা চিন্তা করার নামই বিচার, ইহাই আশাত্যাগের কারণ। যে পর্য্যন্ত মানব এই বিচারে সমর্থ না হয়, ইষ্ট বিষয়ের দোষাবলী সম্যক রূপে ধারণা করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত আশা গ্রন্থি বিশ্লথ হয় না। মানব যাহার জন্য সর্ব্বদা আকুলিত হয়, যদি তাহার অস্থায়িত্ব প্রভৃতি দোষ সুদৃঢ়রূপে অবধারিত থাকে, তবে তজ্জন্য কদাচ আশা হইতে পারে না। মন নিজেই ইষ্ট বস্তুর প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। অতএব বিচারই যে আশা ত্যাগের মূল কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আশা-লভ্য বিষয়েরও অস্থায়িত্বাদি দোষ চিন্তা করিতে হয়, তবেই বিচার সুদৃঢ় হইয়া আশাত্যাগের হেতু হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্তই আমরা আশা বিবরণের উপসংহার করিলাম।

সমালোচনা।

সংস্কৃত-চন্দ্রিকা—সংস্কৃত মাসিকপত্রিকা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত-জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঠিকানা—৯নং

বাবুরাম ঘোষের লেন, কলিকাতা। বার্ষিকমূল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাকা এবং ছাত্রদিগের পক্ষে ১৲ টাকা মাত্র। সংস্কৃত চন্দ্রিকা পাঠে অনেক বিষয়ে আমরা প্রকৃতই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক চন্দ্রিকাই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা বিন্যাসে সাতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা-দুর্ব্বোধ সংস্কৃত ভাষাকেও সরল হইতে সরলতর এমন কি সরলতম করিয়া বর্ত্তমান ইংরাজিশিক্ষিত যুবককে সংস্কৃত ভাষার আস্বাদনে লুব্ধ করা। সেজন্য তিনি চন্দ্রিকার প্রত্যেক বিষয় অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বা অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ যুবকের পাঠ সৌকার্য্য সাধনে যত্নপর। সুতরাং উদ্দেশ্য ও যত্ন যে সাধু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সুকোমল উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের চিন্তার পরিচায়ক দুই একটী প্রবন্ধ চন্দ্রিকায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইলে আরও সুখী হইব। জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি যে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের বহু যত্নের চন্দ্রিকা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত মস্তিষ্ক যুবকগণের ভাষা ও শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুক।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা। আর্য্যমিশন ইনিষ্টিটিউসন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৴১০ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার কুফল দেখাইয়া দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্দেশ্য যে সাধু তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী আর কিছু দিন এরূপভাবে প্রচলিত থাকিলে ভারতবর্ষের স্ত্রী জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তবে লেখক মহাশয় যে, স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সকল মতের আমরা পোষকতা করিতে পারিলাম না। প্রধানতঃ তিনি 'নরনারীকে' এক প্রকার অধিকারী মনে করিয়া এক প্রণালী অনুসারে অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশার্থ যেন যোগমার্গ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। অন্য স্থানে তাঁহার ভাব জড়িত থাকিলেও উপসংহারে একরূপ স্পষ্ট করিয়া তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে এভাব বড়ই বিসদৃশ ও নিতান্তই অগ্রাহ্য।

দারোগার দপ্তর—১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা কুলসম ও আসমানিদাস। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও পাঠাগার হইতে শ্রীবানীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেকের মূল্য ৵০ আনা করিয়া। গ্রন্থকার চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির যে সমস্ত গুপ্ত ঘটনাবলীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তদবলম্বনে ইহা লিখিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এ দুই খানি ও কৌতুহলোদ্দীপক। ঘটনা বৈচিত্রের সংস্থান প্রণালী সম্বন্ধে লেখকের বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। ভাষাও প্রাঞ্জল। দারোগার দপ্তর পাঠে আমাদের হৃৎকম্প হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা স্রোতে মনুষ্য হৃদয়কে কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতম সংগঠিত করিতেছে ভাবিলে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা এই ভয়াবহ ঘটনাবলী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া হৃদয়বান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দারোগার দপ্তর পাঠ করিলে অনেক উপকার দর্শিবে।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। আষাঢ় ।৹

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শ্রীশিবস্তোত্রং। ...	...	৩৩
আয়ুর্ব্বেদ ...	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪
মা না মেয়ে ...	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	৩৭
অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ...	৩৯

কলিকাতা।
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

DELHI JUL 18 93 CALCUTTA

গীতা প্রকাশিত হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর
তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ
ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত 'সরলার্থ প্রবোধিনী' ব্যাখ্যা
(অন্বয়) সম্বলিত ও তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিত-তত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নামে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্তভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধিপূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবেধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য নামান্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ।৵০ আনা, মোট ৩৷৷৵০ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগে।

আমরা আজ প্রফুল্লান্তঃকরণে জানাইতেছি যে, জগদম্বার কৃপায় নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়াও যথা সময়ে সম্পূর্ণ গীতা প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, গীতামৃত-পিপাসু হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, আষাঢ় | ৩য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীশিবস্তোত্রং।

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
কর্ণামৃতায় শশিশেখরধারণায়।
কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ১॥

গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশকলাধরায়
কালান্তকায় ভুজগাধিপকঙ্কণায়।
গঙ্গাধরায় গজরাজবিমর্দ্দনায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ২॥

ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগভয়াপহায়
উগ্রায় দুর্গভবসাগরতারণায়।
জ্যোতির্ম্ময়ায় গুণনামসুনৃত্যকায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৩॥

চর্ম্মাম্বরায় শবভস্মবিলেপনায়
ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডলমণ্ডিতায়।
মঞ্জীরপাদযুগলায় জটাধরায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৪॥

পঞ্চাননায় ফণিরাজবিভূষণায়
হেমাংশুকায় ভুবনত্রয়মণ্ডিতায়।
আনন্দভূমিবরদায় তমোময়ায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৫॥

ভানুপ্রিয়ায় ভবসাগরতারণায়
কালান্তকায় কমলাসনপূজিতায়।
নেত্রত্রয়ায় শুভলক্ষণলক্ষিতায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৬॥

রামপ্রিয়ায় রঘুনাথবরপ্রদায়
নামপ্রিয়ায় নরকার্ণবতারণায়।
পুণ্যেষু পুণ্যভরিতায় সুরার্চ্চিতায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৭॥

মুক্তেশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায়
গীতপ্রিয়ায় বৃষভেশ্বরবাহনায়।
মাতঙ্গচর্ম্মবসনায় মহেশ্বরায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৮॥

বসিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্ব্বরোগনিবারণম্।
সর্ব্বসম্পৎকরং শীঘ্রং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্॥ ৯॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স হি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০॥

ইতি শ্রীবসিষ্ঠবিরচিতং দারিদ্রদহন-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

আয়ুর্ব্বেদ।

রোগ-নির্ণয়-প্রকরণ।

বাত, পিত্ত ও কফ।

মানব দেহে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাত ধাতু। স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধ ও ঋতু-শোণিত, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বসা (চরবী), দন্ত, ও কেশ প্রভৃতি উপধাতু, কর্ণমল, নেত্রমল ও নখ প্রভৃতি ধাতুমল। বিষ্ঠা, মূত্র ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি দেহমল। আমাশয়, পক্কাশয়, ফুস্ফুস, মূত্রাশয়, মলাশয় ও রক্তাশয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র। শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতঃ প্রভৃতি নলাকার বস্তু। যাহাদিগের সাধারণ নাম নালী বা নাড়ী। আবার দেহ-বায়ু, পিত্ত এবং কফ ইত্যাকার অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং দেহমধ্যে জ্বর, প্রমেহ, কাস, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি কোন রোগ উগস্থিত হইলে, সেই রোগের মূল ও আধার কোন্ পদার্থ, তাহা চিন্তা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ কি?

পৃথিবীতে অল্পকালজাত এলোপ্যাথী নামক ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত চিকিৎসকেরা বোধ হয় এই কারণেই প্রমেহ, কাস, বহুমূত্র, শ্বাস প্রভৃতি কোনও একটী গুরুতর রোগের নির্ণয় করিতে হইলে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, রোগী ব্যক্তির উদ্গারিত আহার দ্রব্য ও পরিত্যক্ত মল মূত্র প্রভৃতি দেহস্থ বিবিধ পদার্থের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাপার যে আপাততঃ দেখিতে, শুনিতে ও ভাবিতেও ভাল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মানব শরীরে ত্রিবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে। যথা, চৈতন্যময় আত্মা, অচেতন রক্ত, মাংস প্রভৃতি এবং চৈতন্য সংযোগে কার্য্য বিশিষ্ট নানাবিধ যন্ত্র ও শিরা স্নায়ু প্রভৃতি। উল্লিখিত পরীক্ষা-দ্বারা অচৈতন্য জড় অংশেরই তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু বহু সহস্র বৎসরের চেষ্টাতে বহুসহস্রগুণে ঐরূপ পরীক্ষার উৎকর্ষসাধন করিলেও, চৈতন্য অংশের এবং চৈতন্য মিশ্রিত পড়পদার্থ কিরূপ শক্তিমান্ হয়, তাহার নির্ণয় হইবার নহে। লোকে যদি কোনও অলৌকিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঈদৃশ পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তবেই মানব দেহের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। সেই উপকরণ জ্ঞানচক্ষুঃ ও তপশ্চক্ষুঃ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। [১]

[১] "ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥"
(সুশ্রুত সংহিতা, শরীরস্থান, ৫ অধ্যায়)

আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি স্বতঃ সিদ্ধ দোষ সম্পন্ন [২] মনুষ্যের বাহ্যতত্ত্বানুসন্ধানের জ্ঞানসমষ্টি নহে। ইহার মূল ঈশ্বরবাক্য স্বরূপ চারিটী বেদশাস্ত্র [৩]। মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবার উপায়স্বরূপ ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কিমিতিবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান, জড়বিজ্ঞান, ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র সকল এই বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গমাত্র [৪]। ইহার প্রচার ও ব্যাখ্যা-কর্ত্তা মহর্ষিগণ, পূর্ব্বোক্ত ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের আকর স্বরূপ রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত ছিলেন না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনকালের পূর্ণজ্ঞান তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান ছিল [৫]। শারীরিক চেতন ও অচেতন যাবতীয় উপাদান পদার্থ, ও সেই সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণ ভাব তাঁহাদিগের জ্ঞানেত্রের অগোচর ছিল না। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

সর্ব্বেষামেব ব্যাধীনাং
বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং [৬]
(সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান, ২৪ অধ্যায়)

[২] মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান্, যতই বিদ্বান্ ও যতই অনুসন্ধায়ী এবং পরীক্ষাশীল হউন না কেন, যাবৎ দীর্ঘকাল তপস্যা এবং যোগ ও সমাধি শিক্ষার অভ্যাস ও আয়ত্ত না করিবেন, তাবৎ তাঁহার মানব সাধারণের স্বতঃসিদ্ধ ঐ সকল দোষ থাকিবেই থাকিবে।

[৩] "ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং বৈ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

সুশ্রুতসংহিতাতে যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহা "শল্যতন্ত্র" লক্ষ্য করিয়া,—ইহাই প্রমাণিত হয়।

[৪] "একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ং।
তস্মাদ্‌বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াৎ চিকিৎসকঃ॥"
"অন্যশাস্ত্রোপপন্নাঙ্গানার্থ ইহোপনীতানামর্থবশাৎ তেষাং তদ্‌বিদেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যম্" ইত্যাদি।
(সুশ্রুত সূত্রস্থান, ৪ অঃ)

[৫] "রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রিকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বদন্তি তে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ॥"
(চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ১১ অঃ)

[৬] আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় প্রধানগ্রন্থে এই সূত্রের উল্লিখিত অতিমহান্ তত্ত্বটী লিখিত আছে। যথা,
"সর্ব্বাএব বিকারা নিজা নান্যত্র বাতপিত্তকফেভ্যো নিবর্ত্তন্তে।"
(চরক, সূত্রস্থান, ১৯ অঃ)

অর্থ—শরীরের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নানাবিধ ও বহুসংখ্যক হইলেও এবং রোগের প্রকারভেদ অসংখ্যপ্রায় হইলেও, শরীরের অভ্যন্তরে তিনটী মাত্র দ্রব্য যাবতীয় রোগের কারণ হইয়া থাকে। যথা বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা।

রোগ মাত্রের পক্ষে শরীরের অভ্যন্তরস্থিত উল্লিখিত তিনটীমাত্র দ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে; এই বাক্যটীকে একটী "মহাসূত্র" বলিতে হইবে। কারণ, যে কথা সকল কালে, সকল দেশে ও সকলের পক্ষেই খাটে (যাহার অব্যাপ্তি ও অতি ব্যাপ্তি নাই) তাহাই "সূত্র" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সূত্রেরও গুরুত্ব বা মহত্ত্ব গণ্য করিয়া মহাসূত্র নাম দেওয়া যাইতে পারে।

অভ্রান্ত ও ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ এই মহাসূত্র মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইলে আমাদিগকে সেই কথায় বিশ্বাস করিতে হইত। কিন্তু বিষয়টী অতিশয় গুরুতর বলিয়া তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঐরূপ মহাসিদ্ধান্তের প্রবলতর হেতুও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

"তুল্লিঙ্গত্বাৎ দৃষ্টফলত্বাৎ
আগমাচ্চ।"
(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২৪ অঃ)

অর্থ—এইরূপ সিদ্ধান্তের তিনটী কারণ বা প্রমাণ আছে। যথা—

১। দেহ মধ্যে বায়ুর বিকৃতি ঘটিলে রোগীর শরীরে যে সকল চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ পাইবে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দেশ আছে, পৃথিবীর সকল দেশে, সকলকালে, সকল ব্যক্তির শরীরে, সকল রোগেই তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকেই থাকে। কদাচই অন্যথা হয় না। পিত্ত ও কফের সম্বন্ধেও ঐরূপ। (সুতরাং সূত্রের সত্যতা পক্ষে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ)।

২। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাত, পিত্ত ও কফের শান্তির জন্য যে সকল দ্রব্য ও যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, পৃথিবীর সকল দেশে, সকলকালে, সকল ব্যক্তির শরীরে, সকল সাধ্য রোগেই তাহার প্রয়োগদ্বারা আরোগ্য সাধনরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ইহা প্রত্যক্ষ অবলম্বন করিয়া অনুমান প্রমাণ)।

৩। আগম অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রবাক্যেও লিখিত আছে যে, সকল রোগের পক্ষে শরীরের অভ্যন্তরস্থ বাত, পিত্ত ও কফ, এই তিনটীই কারণ হইয়া থাকে। (ইহার নাম শাব্দ প্রমাণ অথবা শাব্দবোধ)।

"বায়ুঃ পিত্তং কফঃ প্রোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।"
(চরক, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

"অধ্যাত্মলোকে বাতাদৈ র্লোকো রাতবরীন্দুভিঃ।
পীড্যতে ধার্য্যতে চৈব বিকৃতা বিকৃতৈঃ স চ॥"
(চরক, চিকিৎসিতস্থান, ২৪ অঃ)

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
(বাভটসংগ্রহ, নিদানস্থান, ১ অঃ)

"শরীরদূষণাৎ দোষা মলিনীকরণাৎ মলাঃ।
ধারণাৎ ধাতবো জ্ঞেয়া বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ॥"
(বাভট, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, ইহাকে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। যথা,

মনেকর, কোন ব্যক্তি, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করিয়া বাত, পিত্ত ও কফের বাহ্য চিহ্ন কি, তাহা শিক্ষা করিবার পর পৃথিবীর এমন একটি স্থানে চলিয়া যাউন যে,—তথাকার লোকেরা কস্মিন্ কালে আয়ুর্ব্বেদের নামও শ্রবণ করে নাই। ইহার ভাষাও জানে না। ইহাতে লিখিত বাত, পিত্ত ও কফের বিবরণ কিছুমাত্র অবগত নহে। তাহারা আপন দেশীয় ভাষায় এবং আপনাদিগের জ্ঞানানুসারে রোগ সকলের নাম করণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি এই আয়ুর্ব্বেদপাঠী ব্যক্তি তথাকার নানা জাতীয় বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের বহুপ্রকার রোগ দেখিয়া তাহার প্রত্যেক রোগে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাত, পিত্ত ও কফের লক্ষণ ব্যতীত কার কিছুই নহে; এরূপ দেখিতে পান, তবে আর আয়ুর্ব্বেদের মহাসূত্রে বিশ্বাস না করিবেন কিরূপে?

এস্থলে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে,—যদি বাত, পিত্ত ও কফ, এই তিনটীই সকল রোগের মূল, এই সিদ্ধান্ত হয়, তবে যে সকল লোক আয়ুর্ব্বেদ না জানাতে বাত, পিত্ত ও কফের বিবরণ অবগত নহেন, তাঁহারা অনেক স্থানে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য সাধন করিতেছেন কিরূপে?

ইহার উত্তর এই—জগতে যে পদার্থের যে লক্ষণ, ও যে দ্রব্যের যে শক্তি এবং যে শক্তির যে কার্য্য স্বাভাবিক, লোকে তাহা অবগত হউক বা না হউক। স্বীকার করুক বা না করুক, তাহা তাহাই আছে ও হইতেছে; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অগ্নির শক্তি দাহকরণ-যোগ্যতা। তৃণের শক্তি দাহ্যতা গুণে দগ্ধ হইতে পারা। আর অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগশক্তির কার্য্য দাহক্রিয়া, ইহা স্বাভাবিক। লোকে ইহা অবগত হউক বা নাই হউক, ঐ তত্ত্বটী স্বীকার করুক বা নাই করুক, কিন্তু অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগ হইলেই দাহক্রিয়া হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ লোকে যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে—অগ্নিতে দাহ্যতা ধর্ম্ম আছে, তৃণের দাহকরণ শক্তি আছে; আর যে স্থানে তৃণ ও অগ্নির সংযোগ হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকাই দাহক্রিয়ার কারণ। এরূপ সংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা তৃণ ও অগ্নির সংযোগ করিলেও দাহক্রিয়া হইবে, সন্দেহ নাই। অপিচ, যদি লোকে, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে জিগীষার বশীভূত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক এরূপ কহে যে—অগ্নিতে দাহকরণ শক্তি নাই, তৃণেও দাহ্যতা-গুণ নাই, আর উহাদিগের সংযোগও দাহক্রিয়ার কারণ নহে এবং দাহক্রিয়ার নাম দাহক্রিয়াই নহে। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগ করিলেও নিশ্চয়ই দাহক্রিয়া হইবে, তাহাতে সংশয় কি?

এই সমস্ত অনুধাবন করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সর্ব্বথা প্রমাণ-সিদ্ধ এবং বেদবাক্য-নির্দ্দিষ্ট শারীর বাত,

পিত্ত ও কফ এই তিনটী পদার্থ যে সকল রোগেরই কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা না বুঝিয়া বা না শিখিয়া অপর যে কোন দ্রব্যকে অর্থাৎ শারীরিক রক্ত মাংস বা কোনও যন্ত্র বিশেষকেই রোগের কারণ বলুন অথবা আপন সিদ্ধান্তে মত্ততা অথবা বিশেষ বুদ্ধিতে জিগীষা বশতঃ বাত, পিত্ত ও কফকে পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার না করিয়া শিরা, স্নায়ু বা ধমনী পদার্থরূপে কিংবা তাহাদিগের ক্রিয়া পদার্থ রূপেই নির্দ্দেশ করুন। কিন্তু বাস্তবিক সকল রোগেই যে বাত, পিত্ত ও কফের লক্ষণ সকল বিদ্যমান আছে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ও অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিজাতীয় চিকিৎসকেরা কার্য্যকালে বাত, পিত্ত ও কফ নাশক দ্রব্য ও ক্রিয়া প্রয়োগ করেন। সুতরাং ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে আরোগ্য সাধন হইয়া যায়; ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

মনুষ্যের জ্ঞানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুসারেই তাঁহাদিগের তত্ত্বনির্ণয় ঘটিত সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা ও ভ্রান্ততা হইয়া থাকে। আধুনিক ইউরোপীয় অনেক চিকিৎসক পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উল্লিখিত বাত, পিত্ত ও কফের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, পরিহাস পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে—কবিরাজেরা শারীর তত্ত্ব জানে না বলিয়া, "বাত, পিত্ত ও কফ" নামে তিনটা পদার্থের উল্লেখ করে। কিন্তু শরীরের শিরা স্নায়ু প্রভৃতির মধ্যে বায়ু নাই। এমন কি কোনও শিরার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া রক্তে মিশ্রিত হইলে, তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। বাস্তবিক, কবিরাজেরা যাহাকে বায়ু কহে, তাহা স্নায়ু ও শিরা প্রভৃতির ক্রিয়া মাত্র। পিত্ত ও কফও ঐরূপ অবাস্তবিক পদার্থ।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে,—বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটী কোনও সামান্য মনুষ্যের মনঃকল্পিত পদার্থ নহে। ইহা অনির্ণেয় প্রাচীন কালের ঈশ্বর বাক্য এরূপ বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আবার উপহাসকারী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বহু সহস্রগুণে জ্ঞানবান্ পরমযোগী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ ঐমত স্বীকার করিয়া আবহমানকাল, অসংখ্যপ্রায় মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে সুস্থতা ও দীর্ঘজীবিতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এমন স্থলে কোনও চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় বাত, পিত্ত ও কফ, উপহাসের বিষয় হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবদেহস্থ আভ্যন্তর বায়ু সর্ব্বতোভাবে বাহ্যবায়ুর সমানগুণসম্পন্ন নহে। সুতরাং বাহ্যবায়ু দ্বারা রক্তের বিকৃতি দেখাইয়া আভ্যন্তর বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার না করা নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ। ফলতঃ পৃথিবীতে অল্পকালজাত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাত, পিত্ত ও কফের বিষয়ে এক্ষণে যেরূপ বিতণ্ডা ও সংশয় উপস্থিত করিয়া যেরূপ ভাবের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, বহুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ঐরূপ শ্রেণীর লোকেরা তাহাই করিয়াছিলেন। অগাধসমুদ্র স্বরূপ হিন্দুশাস্ত্রে সেই সংশয় ও সেই অসম্যক্ সিদ্ধান্ত এবং তাহার বিশিষ্টরূপে খণ্ডনপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

প্রাচীন সাংখ্যবাদীরা স্থির করিয়াছিলেন যে—

„সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ।"

অর্থ—প্রাণাদি নামক অধ্যাত্ম (শরীর মধ্যস্থিত) বায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও উভয়েন্দ্রিয় (মনঃ) এই তিনের সাধারণ বৃত্তি। অর্থাৎ প্রত্যেক করণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বীয় স্বীয় ব্যাপার হইতে প্রাণাদি ব্যাপার অর্থাৎ তন্নামক অনুব্যাপার বা ক্রিয়াভেদ জন্মে। যেমন কোনও পিঞ্জর-মধ্যে অনেক পক্ষী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে পিঞ্জরটি পরিচালিত বা কম্পিত হয়, সেইরূপ অনুক্ষণ মনের ক্রিয়া (ইচ্ছা প্রভৃতি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, এবং হস্তপদাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাহা হইতে হৃৎপঞ্জরস্থ প্রাণায়তন (শ্বাসযন্ত্র বা বায়ুকোষ) প্রস্পন্দিত হয়, অর্থাৎ তাহার সঙ্কোচবিস্তরাত্মক ক্রিয়াবিশেষ হইয়া থাকে। তাহা হইতে আবার অপানাদি আয়তনে ক্রিয়ান্তর জন্মে। এতাদৃশ ক্রমেই সর্ব্বশরীরে রক্তাদির গতি ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকাদি হইয়া থাকে।" কিন্তু এইমত বেদ-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া বহুকালপূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। তথাহি,

১। "স বায়ুনা ভাতি চ, তপতি চ।"

(শ্রুতি)

ব্যাখ্যা—স প্রাণঃ ন বায়ুঃ। কিন্তু স বায়ুনা অধিদৈবিকেন ভাতি অভিব্যজ্যতে। অভিব্যক্তঃ সন্ তপতি কার্য্যক্ষমো-ভবতি।"

অনুবাদ—পঞ্চধা প্রবিভক্ত প্রাণবায়ু, বায়ু নহে, অর্থাৎ অবিকলরূপে বাহ্য বায়ুর সমাণগুণসম্পন্ন নহে। শরীরস্থ (আধ্যাত্মিক) প্রাণবায়ু বহিঃস্থিত (আধিভৌতিক) বায়ু দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইয়া স্পন্দন, পূরণ প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষমবান হয়।

২। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ।"

(শারীরকসূত্র, ২ ধ্যায়, ৪ পদ, ৯ম সূত্র)

অর্থ—দেহস্থ প্রাণ, বায়ু নহে অর্থাৎ অবিকল রূপে বাহ্য বায়ুর সমান গুণসম্পন্ন নহে। উহা ক্রিয়া নহে, অর্থাৎ কেবল ফুসফুস তদঙ্গীভূত পেশীনিচয়ের সঙ্কোচবিস্তার রূপ যান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষ নহে। তাহার যুক্তি এই,—শাস্ত্রে প্রাণবায়ু, যান্ত্রিক ক্রিয়া ও বাহ্যবায়ু পৃথক রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আধ্যাত্মিক বায়ু ও যান্ত্রিক ক্রিয়া এক পদার্থ হইতে পারে না।

৩। এদিকে চতুর্ব্বেদের সারাংশ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে—

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগৎ দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২১ অ।

অর্থ—বাহ্যজগতে যেমন সোম অর্থাৎ চন্দ্র আপন কিরণদ্বারা পৃথিবীতে রস পদার্থের বিসর্গ করেন অর্থাৎ রস ফেলিয়া দেন। সূর্য্য তেজোময় কিরণ দ্বারা পৃথিবীর রসের আদান অর্থাৎ শোষণ করেন। অনিল ঐ চন্দ্রকিরণ ও সূর্য্য কিরণ এই উভয়েরই বিক্ষেপ করেন। সেইরূপ মানব দেহের অভ্যন্তরে চন্দ্রস্থানীয় কফ শরীরে রসের বিসর্গ ও সূর্য্যস্থানীয় পিত্ত শরীরস্থ রসের আদান এবং বাহ্যবায়ু স্থানীয় আভ্যন্তর বায়ু (প্রাণ, অপান, প্রভৃতি) ঐ কফের রস ও পিত্তের তেজকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতেছে।

"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ
পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে
তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥ (ভাব প্রকাশ)

অর্থ—পিত্ত ও কফ এবং শারীরিক সমুদয় ধাতু ও মলপদার্থ পঙ্গু অর্থাৎ চলৎশক্তিরহিত। চলৎ শক্তি শূন্য মেঘ সকল যেমন বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়, শরীরস্থ ঐ সকল চলৎ-শক্তিরহিত পদার্থগুলি তেমন শারীরিক বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বাত, পিত্ত ও কফ শব্দগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় ঘটিত অর্থ এই যে—"বাত"—গতিবিশিষ্ট পদার্থ। "পিত্ত"—তাপপ্রদানকারী তেজোময় পদার্থ। "কফ" (শ্লেষ্মা) আলিঙ্গনকারী (যাহা শরীরে কাদার মত লিপ্ত হইয়া থাকে) যথা—

"বা—গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ। তপ-সন্তাপে।
শ্লিষ, আলিঙ্গনে। এতেষাং কৃদ্‌বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈঃ
বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি।

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২১ অ)

অপি চ, আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে রূক্ষতা, শীততা, লঘুতা, সূক্ষ্মতা, চলতা, বিশদতা (ধূলিবৎ অপিচ্ছিলতা) খরতা (কর্কশতা) ইত্যাদি গুণগুলি বায়ুনামক দ্রব পদার্থে বিদ্যমান আছে।

"রূক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোহথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈ র্মারুতঃ সংপ্রশাম্যতি॥"

(চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

পিত্ত ও কফের বিষয়েও এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে।

এতাদৃশ জাজ্বল্যমান প্রমাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে শারীরিক বাত, পিত্ত ও কফকে, শিরা, স্নায়ু ও ধমনী প্রভৃতির অথবা অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের, "ক্রিয়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দ্রব্য পদার্থের সহিত "ক্রিয়া" পদার্থের ভিন্নতা কি, তদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। সুতরাং মহাবিজ্ঞানময় আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষিত কবিরাজদিগকে, "শরীরতত্ত্ব জানেন না বলিয়াই বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটা পদার্থের নাম করেন" এইরূপ বলা, পণ্ডিতকে মূর্খ, সাধুকে অসাধু, আলোককে অন্ধকার ও সত্যকে মিথ্যা বলার ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ও উপহসনীয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীঈশান চন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা না মেয়ে।

মা তুমি মা, না মেয়ে? বারে বারে তোমায় মা মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তোমার আবাহন করিয়াছি, তোমারে বিসর্জ্জন দিয়াছি, মনের কথা, প্রাণের ব্যথা তোমাকে জানাইতেছি; তুমি আসিয়াছ, আবার প্রচ্ছন্ন হইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি।—মা! জননী হইয়া যাতায়াত করিয়াছ, না মেয়ের মত বাপের বাটীর আদর খাইয়া গিয়াছ? শাস্ত্রে শুনিয়াছি—তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, অনাদি, অনন্ত-প্রসূতি। কিন্তু এসব কথার দ্বারা আমার মনের সাধ মিটে না। আমি জগৎ দেখি নাই, ব্রহ্ম বুঝি না, তাহার আবার অণ্ড আছে, সে সংবাদও রাখি না। আদি এবং অন্তের আমার ধারণা নাই, সুতরাং ওসব গুণবাচক কথায় আমার মন উঠিবে না। আমার কাছে আসিতে হইলে কেবল আমারই মা হইয়া আসিতে হইবে। আমি মায়ের একছেলে হইয়া একলা ঘরের আদুরে মাণিক হইয়া, তোমার আদর খাইব, তোমার কাছে আব্দার করিব, তুমি আমার সকল উৎপাত সহিবে। আমি নিশি দিন অনবরত তোমার ত্রিভুবন দুর্ল্লভ পীযুষপোরা স্তনযুগল ধরিয়া পান করিতে থাকিব। আর যদি আমার কন্যা হইয়া আইস, তবে গজমুক্তার নলঁক দোলাইতে দোলাইতে, অধরৌষ্ঠ ঈষৎ ফুলাইয়া কচি কচি গাল দুটি অভিমানে আদরে একটু রাগ রঞ্জিত করিয়া দ্রুত গমনে অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার কোলে আসিয়া বস। হিমগিরি তাহা দেখিয়া অভিমানে হেটমুণ্ডে স্থির থাকুক। উমে! মা! কন্যার সাধ মিটাইতে হইলে আমার বুক পোরা, কোলজোড়া ঘর আলো করা মেয়ে হইয়া আইস। মৃণাল বাহুযুগল শয্যায় এলাইয়া ঘুমাইয়া থাকিবে, আর আমি তোমার চাঁদ মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কাণের কাছে ধীরে বীরে বলিব।—

"আর কত ঘুমাবি কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে।
জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ জাগ সহস্রারে॥
আমায় দিয়ে মায়া নিদ্রা,
মা তোমার কি কপট নিদ্রা,
আমার আগত যে মহানিদ্রা, অজপা ফুরাইবারে।
কিবা রাত্রি দিনের বেলা
একি ঘুম তোর দীনের বেলা,
আমি কাল ভয়ে হয়ে উতলা
মা বলে ডাকি তোরে॥"

তুমি অমনি উঠিয়া বসিবে, আমি তোমার মুখ চুমিয়া ঘুম ঘোর ভাঙ্গাইব, কোলে বসাইয়া ক্ষীর সর খাওয়াইব, নানা বস্ত্রাভরণে তোমাকে সাজাইব, আর দুই হাতে তোমার রাঙ্গা হাত দুটি ধরিয়া গাল পোরা হাসি হাসিয়া আমি বলিব!—

"আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম
একবার নেচেছ ভবে, তেমনি কোরে!
আবার নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়,
সুমধুর ধ্বনি তায় গো।
শুনেছি নিগূঢ় বানী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, আমার ইহ পরকাল॥"

মা মেয়ে হইয়া সাধ মিটাওত এম্নি করিয়া মিটাইও। কি জানি মা, তুমি মা কি মেয়ে। মা বলিলে মা ও হয়, মেয়ে ও হয়, কি বলিয়া ডাকিব মা? কোন কথা তোমার কাণে গিয়া পৌঁছিবে?

কি বলিয়া ডাকিব মা?। কথার ব্যবসায়ী, কবিগণ তোমাকে কত কথায় ডাকিয়াছে, কত গুণবাচক, ভাববাচক

কথায় তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অত কথায় আমার কায নাই, আমি জানি তুমি "মা"। যাহার জন্য কাতর হইয়া, যে শব্দ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, যে শব্দ দেশ দেশান্তরের নানা জাতিতে উচ্চারণ করিয়া থাকে, গো মহিষাদি জীব জন্তুগণ যে শব্দের সাহায্যে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাহা সহজ, তাহাই তোমার বাচক,—তুমি আমার গালপোরা, বুকভরা, জগৎজোড়া মা। তোমার উপমা নাই, তোমার বিশেষণ পদ নাই, তোমাকে বুঝাইবার যো নাই—তুমি কেবল মা। তবে মা তুমি মা না মেয়ে?। আমার ইচ্ছা তুমি মা ও হও—মেয়ে ও হও। আমার মাই মেয়ে, মেয়েই মা। পুত্রের ত মাতাই প্রথমা কন্যা কন্যাই বার্দ্ধক্যের মাতা। যত দিন আমি আদরের বালক থাকিব, ততদিন তুমি আমার মা হইও। আমার দুষ্টামি, দুরন্ত ব্যবহার, ঝোঁক, আব্দার ঝুকি সহ্য করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহার জন্য কাঁদিব, তাহা তুমি দিও। আমি যেমন সাজে তোমাকে দেখিতে চাহিব, তুমি সেই রূপে সেই বেশে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইও। আবার যখন সংসারের আশা—আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্রের পেশনে আমার সারল্য পূর্ণ বালকত্ব নষ্ট হইবে, যখন আমি বুঝিতে, দেখিতে, হিসাব করিতে শিখিব; যখন পুত্র কন্যার সাধ হইবে, ঘর দুয়ার বাঁধিবার চেষ্টা ও উদ্যোগ হইবে, উমে—মা! তখন আমার কন্যা হইয়া ঘর দুয়ারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইও। তোমাকে কত আদর করিব, কত যত্ন করিব, কোলে বসাইব, হৃদয়ে ধরিব, উঠিতে বসিতে, ঘুরিতে ফিরিতে যখন ইচ্ছা হইবে তোমাকে ধরিয়া চুম্বন করিব, তুমি হাসিয়া-জোর করিয়া অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যাইবে। শেষে যখন জরাজীর্ণ হইয়া রোগ শয্যায় শায়িত থাকিব, তখন উমে, স্নেহময়ী কন্যার ন্যায় আমার রোগের সেবা করিবে—আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। আমার বড় সাধ মা—তুমি আমার একাধারে মা ও মেয়ে হইয়া জন্ম-জরার সকল জ্বালা যন্ত্রণা মিটাইয়া দেও। আমার এ উৎকট বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা জানি না। আপাততঃ অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতে আমাকে পাগল বলিয়া খারিজ করিবেন। পাগল হইতে আমার আপত্তি নাই। তবে কেবল দশজনে দশদিক হইতে হাততালি দিয়া নাচাইয়া-রাগাইয়া ক্ষেপাইয়া তোলে যদি তবেই বিশেষ ভাবনার কথা। আপনার ভাবে আপনি মজিয়া পাগল হইবার চেষ্টা করা ও ভাল। যাউক, এখন এই বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করিলে কি প্রকার হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতের কাছে, কবির মুখে শুনিয়াছি,—মা তুমি বহুদর, বহুবস্তু, বহুরূপ—আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তুমি। বিশ্ব তোমাময়—তোমাতে মাখা, উহার প্রত্যেক অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে, এবং যাবৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি তোমার বিরাট্ অনন্ত অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। কেহ তোমাকে নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ কেহ বা সাকার, সগুণ, সোপাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে। তুমি কি, তুমি কেমন, কোথায় যাইলে, কি বলিয়া ডাকিলে তোমার সন্ধান পাইতে পারি, তাহাত কেহ বলিয়া দেয় না, বলিতেও পারে না।

কি বলিব মা, দশ ক্রোশ বিশক্রোশস্থ বস্তুর প্রমাণ যে মস্তিষ্কে ধারণা হয় না, নিত্যব্যবহার্য্য সভাগৃহের কোন স্থানে কি ভাবে কয়টা সামগ্রী সাজান আছে, একবার চক্ষু মুদিত করিয়া যাহার চিত্র চিন্তাপটে চিহ্নিত হয় না, এমন সকল স্বল্প বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের কাণের কাছে পলে পলে অনন্তের কথা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা হইতেছে, তাহাদের নিরাকারের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের লোকে "অনন্ত" শব্দের কি অর্থ বুঝে জানি না, কিন্তু আমি জানি "অনন্ত" অর্থে তাহাই যাহার পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং যাহার পরিচ্ছেদ নাই, তাহা ধারণা করিতেও পারা যায় না, অতএব তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে একটু ভাষার পরিপাটী করিতে হয়, একটু অনুপ্রাসের ছটা, অলঙ্কারের ঘটা দেখাইতে হয়। "অনন্ত" শব্দটি ও সুললিত, কাযেই মানান হয় ভাল; তাই উঠিতে বসিতে অনন্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু মা, তোমার আলোচনা করিতে হইলে কেবল কথার হাওয়ায়, শব্দের আড়ম্বরেত কায হইবে না। তোমাকে বুঝিতে হইলে, ধ্যান করিতে হইবে, তবেই ধারণার যোগ্য তুমি হইবে। পরন্তু পণ্ডিত জ্ঞানী আচার্য্যগণের কাছে শুনিয়াছি তুমি "যাঙ্মনসয়োরগোচরং" বাক্য মনের অগোচর তুমি—ব্যাখ্যা বিবৃতির পরপারে তুমি। বুঝিবার নয়, বুঝাইবার নহে। অথচ তোমাকে বুঝিতে হইবে, দেখিতে হইবে—ইষ্টদেবী পরমেশ্বরী করিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ আমার জন্ম বৃথা, আমার মনুষ্যত্ব বৃথা, আমার পুরুষকার নাই। তোমার উপাসনা ভবব্যাধির মহৌষধ, তোমার উপাসনা অতৃপ্তি—অশান্তির নিবারক, তোমার উপাসনা অজ্ঞানান্ধতামসে এক মাত্র বিদ্যুজ্জ্যোতি; তোমার উপাসনা আমার সকল কার্য্যে উৎসাহ, সকল চেষ্টায় সাহস, সকল ব্যবসায়ের বল। তোমার সেবাই আমাদের নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু তোমাকে বুঝি না—জানি না, তাই সর্ব্বদা বিপদ্ জালে বিজড়িত।

অন্যান্য অনেক লোকেই বলে তুমি "বাঞ্ছাকল্পতরু" সদ্ভক্ত-কল্পলতিকা"। অতএব সহজে তুমি আমার উপাস্য দেবতা হইলে। আমি স্বীকার করি যে আমার বাসনা কোটীজিহ্ব-অগ্নি শিখার ন্যায় নিয়তই লহ লহ জ্বলিতেছে, সকল পদার্থই গ্রাস করিতে চাহে। আমার কল্পনা অনন্ত পথে ছুটিতে চাহে, পলে পলে সামগ্রী পাইবার জন্য বাসনা হয়। কল্পনার স্বপ্নেতে ও যাহা দুষ্প্রাপ্য—অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহাও পাইতে আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া যায়। কিন্তু তুমিত আমার ইচ্ছার বশ, কল্পনার অধীন সাধের দেবতা, যখন যে ভাবে তোমাকে সাজাইব তুমি সেই ভাবেই সাজিবে। ইচ্ছা হইলে আমি তোমাকে কখন পিতা বলিব, কখন মাতা বলিব, কখন সখা বলিব, কখন প্রভু বলিব, কখন বা পতি-স্বামী বলিয়া তোমার সেবা করিব। আমার ইচ্ছা হইলে কদাচিৎ তোমার পূজা করিব, কদাচিৎ তোমার সহিত খেলা করিব, কদাচিৎ বা তোমার কাছে অভিমান করিয়া, রাগ

করিয়া ঠোঁট ঝুলাইয়া, কটু কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিব। তোমাতেত ভাল মন্দ নাই, উচ্চ নীচ নাই, শ্লীল-অশ্লীল নাই। আমার যেমন প্রকৃতি, যেমন শিক্ষা, যেমন বুদ্ধি, যেমন ধারণা তুমি তাহাই। যদি তাহা না হও তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার পূজা হওয়া, সেবা হওয়া অসম্ভব। তোমার "বাঞ্ছাকল্পতরুর" মর্ম্মইত এই মা?

কে জানে মা তুমি কি—তুমি কেমন? অথচ দুরন্ত সংসারের দুঃখ দারিদ্র শোক মোহের বিষম ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরে পড়িয়া স্থির ও আত্মস্থ থাকিতে হইলে তোমাবৈত আর অন্য অবলম্বন, অন্য সহায় নাই। তুমি যাহা, তুমি তাহাই থাক, সে আলোচনায় সে অনুসন্ধানে আমার কি উপকার হইবে। আমি যখন ভব-ভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে থাকিব, তখন তুমি ভয়হারিণী হইয়া বরাভয় দিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবে, যখন আমি দুঃখদারিদ্র যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিব তখন তুমি প্রভাময়ী দয়াময়ী সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী জগজ্জননী অন্নপূর্ণা হইয়া আমার পিপাসিত, শুষ্ককণ্ঠে পীযূষ ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবে, যখন আমি আত্মীয় স্বজন-মৃত্যু শোকে উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিব, তখন তুমি শান্তিবিধাত্রী, আনন্দময়ী হইয়া আমার নিরানন্দের অবসান করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহা পাইব না, যাহা খুঁজিব, যাহা মিলিবে না, তুমি তাহাই জুটাইয়া দিবে, তাহাই মিলাইয়া দিবে। তুমি আমার অমূল্য নিধি-স্পর্শমণি। আশা তোমাময় সাগরে ডুবিয়া গলিয়া মিশিয়া যাইবে।

কোনটি ভাল, কোনটী মন্দ ইহার হিসাব নিকাষ ত আমাদেরই দ্বারা হইয়াছে এবং হইতেছে। এবং তুমি ও আমাদের হিসাব নিকাষের বাহিরে, তবে তোমাকে ভাল মন্দের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া আমি কেন বঞ্চিত হই? এই অতৃপ্তিময় সংসারে তোমা ভিন্ন অন্য কেহ শান্তিবিধায়িনী নাই। আমি অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ, কলুষিত এবং ব্যসনাসক্ত, অতএব আমার মনের মত না হইলে সাধ মিটাইয়া তোমার পূজা আমি করি কি প্রকারে? মা অরূপিণী, আমি যেরূপে ডাকিব, তোমাকে সেই রূপেই আসিতে হইবে। সাধনার ভিত্তিই ইহা, সাধনার আকর্ষণী শক্তিই এই। কাজেই ভাল মন্দের আবর্জ্জনা আনিলে তোমার বসিবার স্থান থাকিবে না। তুমি নিজ গুণে সকল মল দূর করিবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল সাধ মিটাইবে। আমি সংসারের ভাল মন্দের মেঘমণ্ডল এড়াইয়া, তড়িৎতরঙ্গ তুফান হইতে নিস্কৃতি পাইয়া অনন্ত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আকাশে গিয়া তোমার সহিত মিলিব, সেখানে উদয় নাই, অস্ত নাই, গতি নাই, পরিণতি নাই, বিচার, বিতণ্ডা নাই, বলিবার বুঝাইবার বুদ্ধি দিবার কেহ নাই, সে কেমন স্থান, যখন যাইব তখন তাহার মর্ম্ম বুঝিব। আমি ভক্তিভাবে ডাকার মত তোমাকে ডাকিতে পারিলে তুমি আমার মা হইয়া আসিবে, আমি তোমাকে যথারীতি প্রাণের সহিত আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া "উমে মা" বলিয়া ডাকিলে তুমি দৌড়িয়া আসিয়া ঝাঁপিয়া আমার কোলে উঠিবে। তুমি আমার মা, তুমি আমার কন্যা, আমি ইহাই চাই, তুমিও তাহাই। দশজনে দশকথা বলিবে; তুমি গুপ্তরূপে দেখা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে।

সংসার যেমন দুঃখের আকর, চিন্তা ও শোক মোহের মহাসমুদ্র, ভগবৎ-উপাসনা ও তেমনি শান্তির খনি, আনন্দের অনন্ত সাগর। ভগবানের সৃষ্টিচাতুরীর সৎ ব্যবস্থাই এই—হলাহল এবং অমৃত একাধারে আছে, উষা এবং ছায়া পাশাপাশি থাকে। যাহার মুখে বিষ, তাহার মাথায় অমূল্য নিধি, যাহার বাহিরে সৌন্দর্য্য, তাহার ভিতরে কালকূট। ভবব্যাধি যেমন বিষম, তাহার ঔষধও তেমনি উত্তম এবং সহজ। এ রোগের সুলক্ষণ কাতরতা এবং অস্থৈর্য্য। আর রোগের দুর্লক্ষণ এই—রোগী যদি বুঝে যে তাহার কোন রোগ নাই, কোন জ্বালা নাই তাহা হইলে রোগ দুরারোগ্য। তুমি কাতর হইয়া, অস্থির-উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক, নিশি দিন তাঁহার উপাসনা কর, সদ্গুরুর সাহায্যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া সাধনায় মগ্ন হও, দেখিবে সকল ব্যাধি দূরে যাইবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে। বস্তু বিশেষের সাহায্যে যেমন কর্দ্দমাক্ত জল নির্ম্মল হয়, তেমনি ভগবানের সেবার গুণে তোমার কলুষময় পাপজীবন নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় হইবে, যে ভাবে তুমি তাঁহাকে ডাক, যে কথায় তাঁহার আবাহন কর, যে প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর, তিনি তোমার সেই ডাকেই বিচলিত হইবেন, তিনি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছামত তোমার আত্ম শক্তির প্রকাশ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। যাহার যেমন প্রকৃতি, যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন গুণ, যে যে দেশের, তাহাকে সেইমত, সেই ভাবে, সেই গুনানুযায়ী হইয়া পবিত্র করিবেন। পরে যখন জ্ঞানের পূর্ণেন্দু বিকাশ হইবে, পরা ভক্তির প্রভাবে আত্ম সংযোগ হইবে, যখন সাধক জীবন মুক্ত হইবে, তখন কাঁদা কাটি থাকিবে না, আব্দার অনুরোধের জবর দস্তি থাকিবে না, তখন মা বলা, কন্যা বলার সাধ আকাঙ্ক্ষা দূরে যাইবে, তখন কি জানি, কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। লোকে বলে তুমি আমি এক হইব। পরন্তু এখন তুমি আমার মা হও-মেয়েও হও। মাতৃভাবে এবং কন্যার ভাবে যে কি স্নিগ্ধ মধুর পীযূষ প্রবাহ হইতেছে, সে যে এই নদীতে ডুবিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। কোমল সরস অথচ অতৃপ্ত পিপাসিত প্রকৃতির তৃষ্ণা মিটাইবার ইহাই এক উপায়। যে মায়ের একছেলে সেই মা নামের মহিমা বুঝে। তাই মাই তাহার মা, এবং মেয়েও তাহার মা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

(মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিকাশের সময়)

পূর্ব্ববারে মাতৃ-পিতৃশক্তির আবির্ভাব তিরোভাবে সময়াদি সাপেক্ষতার উল্লেখ মাত্র করিয়াই প্রসঙ্গ রাখা গিয়াছিল। এবার সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিব।

মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি উভয়েই পরস্পরের ভবাভিভব স্বভাব ইহা বারম্বার প্রবেদিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। উক্ত স্বভাব হইতেই পিতৃ মাতৃ শক্তির আবির্ভাব তিরোভাবের সাময়িক ব্যবচ্ছেদ নির্দ্দিষ্ট করা যায়। উভয়ের স্বভাব জাত ভবাভিভবের চেষ্টার দ্বারাই এক সময়ে একটির আবির্ভাব, অন্যটির তিরোভাব, আবার অন্য সময়ে সেইটির তিরোভাব এবং অপরটির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ আবির্ভাব তিরোভাবই সাময়িক আবির্ভাব তিরোভাব। ইহাই সময়ের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

উক্ত আবির্ভাব আর তিরোভাব ব্যাপ্য এবং ব্যাপক কালের প্রভেদে সাত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম ক্ষণিক, ২য়, দ্বৈমুহূর্ত্তিক, ৩য়, চাতুর্য্যামিক, ৪র্থ, আষ্টযামিক, ৫ম, পাক্ষিক, ষষ্ঠ, মাসিক, সপ্তম, ষাণ্মাসিক। যে আবির্ভাব তিরোভাব, ক্ষণমাত্র স্থায়ী তাহাই ক্ষণিক, আর যাহা চতুর্দ্দণ্ড স্থায়ী তাহা দ্বৈমুহূর্ত্তিক, যাহা এক দিবা কিম্বা এক রাত্রি স্থায়ী তাহা চাতুর্য্যামিক, যাহা একটা তিথির সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী তাহা আষ্টযামিক, যাহা একপক্ষ স্থায়ী তাহা পাক্ষিক, আর মাসস্থায়ী মাসিক এবং ষন্মাস ব্যাপক আবির্ভাব তিরোভাব ষান্মাসিক বলিয়া অভিহিত হয়। এই সাত প্রকারের মধ্যে ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবই সর্ব্বাপেক্ষায় ব্যাপ্য বা স্বল্প কাল স্থায়ী আর ষাণ্মাসিক আবির্ভাব তিরোভাব সর্ব্বাপেক্ষায় ব্যাপক বা দীর্ঘকাল স্থায়ী। সুতরাং অন্য কথায় বলিলে প্রথমটিকে সর্ব্বাপেক্ষার সূক্ষ্ম, আর শেষেরটিকে সর্ব্বাপেক্ষার স্থূল বলিতে পারা যায়। ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাব এত সূক্ষ্ম যে উহা প্রতিনিমেষেই, হয়ত, লক্ষ লক্ষবার ঘটিয়া যাইতেছে। সুতরাং সেই সময় কাহারো ধরিবার উপায় নাই। প্রতিনিমেষ মধ্যেই লক্ষ লক্ষবার পিতৃশক্তির আবির্ভাব, মাতৃ শক্তির তিরোভাব এবং মাতৃশক্তির আবির্ভাব, পিতৃশক্তির তিরোভাব হইতেছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের আক্রমণের দ্বারা একবার পিতৃশক্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে, একবার মাতৃশক্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং উভয়েই এক একবার ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইয়া নিম্নস্থ এবং উত্তেজিত হইয়া উপরিস্থ হইতেছে। যখন পিতৃশক্তির বলবত্তা বৃদ্ধিপায়, তখন পিতৃশক্তি উপরিস্থ হয়; এবং মাতৃশক্তিটি ক্ষীণাবস্থায় পতিত হইয়া নিম্নস্থ হয়। আবার যখন মাতৃশক্তির বলবত্তা বৃদ্ধি পায়, তখন মাতৃশক্তি উপরিস্থ হয়, এবং পিতৃশক্তি ক্ষীণতাপন্ন হইয়া নিম্নস্থিত হয়। এই নিম্নস্থতা আর উপরিস্থতাই উভয়ের তিরোভাব আর আবির্ভাব।

এখন বলা বাহুল্য যে, ইহাদের যাহার যখন তিরোভাব হয় তখন তাহাদের ক্রিয়াদি ও কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না। যাহার অস্তিত্বই অন্তর্হিত হইল তাহার ক্রিয়াদি ব্যবস্থা কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে।

উক্ত আবির্ভাব তিরোভাবের আবার ন্যূনাধিক মাত্রানুসারে অনেক প্রকার প্রভেদ হইতে পারে। একটি শক্তির পূর্ণমাত্রায় উত্তেজনা হইলে অপরটির পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা, হইবে, এবং মধ্যম মাত্রায় উত্তেজনায় মধ্যম মাত্রায় ক্ষীণতা আর অল্প মাত্রায় উত্তেজনায় অল্প মাত্রায় ক্ষীণতা হইবে। আবার ইহাদের ক্রিয়ার সদ্ভাব অসদ্ভাবও ঠিক ঐরূপেই হয়।

এইত হইল ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবের অবস্থা, তবেই জানা গেল যে, ইহার দ্বারা মা কিম্বা বাবার উপাসনার কোনরূপ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হয় না, সুতরাং ইহা আমাদের প্রকৃত প্রসঙ্গের কোন উপযোগী হইল না। যে আবির্ভাব একটু অধিক কাল ব্যাপী হইবে, যাহাতে মা কিম্বা বাবার অনুধ্যানের সময় পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই উপাসনার অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, সুতরাং তাহাই এই প্রসঙ্গের উপযোগী এবং তাহাই বলা আবশ্যক, পাঠকগণও তাহাতেই মনোনিবেশ করিবেন।

আমাদের প্রসঙ্গের উপযোগী আবির্ভাব তিরোভাব দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত। দ্বৈমুহূর্ত্তিক হইতে ষাণ্মাসিক পর্য্যন্ত সকলেই দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তাহাতে অনুধ্যান বা অভিনিবেশের সময় পাওয়া যায়, এ নিমিত্ত তাহাই আমাদের প্রকৃত আলোচিতব্য বিষয়।

পূর্ব্বে আর একটি অত্যাবশ্যক বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা উচিত। তাহা এই;—

পিতৃ মাতৃশক্তির সত্তা এবং তাহার আবির্ভাব তিরোভাব ঘটনা যে কেবল মনুষ্যাদি প্রাণীগণের দেহের মধ্যেই হইতেছে, তাহা নহে, উহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্ব্বদা সম্বৃত্ত আছে। জল, স্থল, বায়ু, পর্ব্বত, স্বর্ণ রজতাদি ধাতু, গন্ধকাদি উপধাতু, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বস্তুর মধ্যেই পিতৃ মাতৃশক্তির উক্তবিধ আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে এবং তদ্দ্বারা যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥" (মনু) ইহার ভাবার্থ এই,—সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব এই উভয় শক্তি সমন্বিত। সুতরাং তাঁহার অর্দ্ধদেহ নারী আকারে, আর অর্দ্ধদেহ পুরুষাকারে বিরাজ করিতেছে। সেই মহাপুরুষ বা মহামাতার নাম হরগৌরী, এবং অর্দ্ধনারীশ্বর। ["অর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রোক্তো দেবতা জগতাম্বরঃ।" (নিবন্ধ) "নালপ্রবালরুচিরং বিলসদ্ভিন্নেত্রং পাশারুণোৎপলকপালকশূলহস্তং। অর্দ্ধান্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রুদ্রং॥" (নিবন্ধ) "যিনি জগতের পরাৎ পর পরমেশ্বর, তিনি অর্দ্ধাঙ্গে স্ত্রীও পুংদেহধারী হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর নামে জগতের পিতা মাতারূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহার অর্দ্ধাঙ্গ মায়ের আকার আর অর্দ্ধাঙ্গ পিতার আকার। যে অর্দ্ধ মায়ের আকার তাহা নীলবর্ণ, আর পিতার আকার-অর্দ্ধাঙ্গ শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। ইহাঁর বাম দিকে মায়ের অংশে যে দুখানি হস্ত আছে, তাহাতে পাশ আর রক্তোৎপল বিধৃত, আর দক্ষিণভাগে পিতার অংশের দুই হস্তে কপাল এবং ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন। ইনি ত্রিনেত্র, এবং চন্দ্রশেখর। ইহাঁর দক্ষিণাঙ্গ সমস্তই পিতার যোগ্য বসন ভূষণে শোভিত, আর বামাঙ্গ সমস্তই মায়ের উপযুক্ত বসন ভূষণে অলঙ্কৃত।] এই জগৎ-পিতা মাতা মহাপুরুষ বা মহানারী, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আপনার দেহকে দ্বিধাভাগ করিয়া বামাঙ্গের দ্বারা পৃথগ্‌ভূত মাতা এবং দক্ষিণাঙ্গের দ্বারা পৃথগ্‌ভূত পিতার দেহে আবির্ভূত হইলেন। পরে সেই "অলৌকিক দেহীয়" মাতৃ পিতৃ শক্তির সম্পর্কের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নামান্তর-বিরাটকে প্রাদুর্ভূত করিলেন।" সুতরাং উপাদান উপাদেয়ের সমধর্ম্মিতা অনুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মাতৃপিতৃ শক্তিময় হইল।

আবার শ্রুতিও বলিতেছেন,—"ততো বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধিপুরুষঃ। সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ"। (যজু) সেই জগজ্জনক জননী পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য নাম বিরাট প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহাঁ হইতে ত্রিলোকাত্মক পুরুষ পৃথগ্‌ভূত হইলেন, পরে তাঁহা হইতে পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপের বিকাশ হইল।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রজা কামোবৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সমিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধাঃ প্রজাঃ করিষ্যত ইতি" (প্রশ্নোপনিষদ্) "জগতের জনকজননী প্রজা সৃষ্ট্যাদির অভিলাষী হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কৌশল অনুধ্যান করিলেন, পরে "ইহার দ্বারাই আমার যাবৎ প্রজা বা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়কার্য্য সম্পাদিত হইবে" এইরূপ কল্পনা করিয়া আপনার শরীর হইতে রয়ি অর্থাৎ স্ত্রীত্বশক্তি অথবা ভোগ্য শক্তি, আর প্রাণ অর্থাৎ পুংশক্তি অথবা ভোক্তৃ শক্তির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অনন্তর তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণাদি হইল।" অতএব ব্রহ্মাণ্ডের যাবদ্বস্তুই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বা স্ত্রী পুং শক্তিময়, এবং যাবদ্বস্তুর মধ্যেই ধারাবাহীক্রমে সর্ব্বদা পিতৃ মাতৃ শক্তির আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কোন বস্তু প্রচুর স্ত্রীত্ব শক্তি বিশিষ্ট, আর কোন বস্তু প্রচুর পুংশক্তি বিশিষ্ট। যেমন স্ত্রীদেহ ও পুংদেহ ইত্যাদি। এবিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃত মতে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে দেহে প্রধান রূপে স্ত্রী শক্তি বিরাজ করিতেছে, সেখানে পুংশক্তি স্বাভাবিক ক্ষীণাবস্থায় থাকিলেও তন্মধ্যেই আবার সময়ে সময়ে আপেক্ষিক প্রবলা এবং ক্ষীণতরা ও ক্ষীণতমা হইয়া থাকে। তাহাই তাহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব। আবার যে যেখানে পুংশক্তিই স্বভাবতঃ প্রধানা এবং স্ত্রীত্বশক্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণা, সেখানে স্ত্রীত্বশক্তির আবির্ভাব তিরোভাবেরও এইরূপই নিয়ম। এ বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্মরণার্থে পুনরুক্ত হইল।

এখন সেই উল্লিখিত দ্বৈমুহূর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাব বিষয় শ্রবণ কর। আমাদের নিশ্বাস বায়ু যে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বোধ হয় সকলেরই বিদিত আছে, কিন্তু উহার সময়ের প্রতি হয়ত সকলের লক্ষ্য না থাকিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সেই টুকুই লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিলে চারি চারি দণ্ডের পরে পরে আমাদের নিশ্বাস বায়ু বিপরিবর্ত্তিত হয়। চারিদণ্ড বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয়, আবার চারিদণ্ড দক্ষিণ নাসিকায়। নিশ্বাস যখন বাম নাসায় প্রবাহিত হয়, তখন বাম ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া আর দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস কালে দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া হইয়া থাকে। উক্তবিধ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া পিতৃশক্তির অধীন, আর বাম ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া মাতৃশক্তির অধীন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস কালে পিতৃশক্তির আর বাম নাসিকায় নিশ্বাস কালে মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস থাকা কালে পিতৃশক্তির উপলব্ধি আর বাম নাসিকায় থাকা কালে মাতৃশক্তি উপলব্ধির আনুকূল্য হইবে। এজন্য যে যে সময়ে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন জগৎ-পিতার আর যখন বাম নাসিকায় তখন জগন্মাতার উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই দৈমুহূর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরে বলা যাইবে, এখন চাতুর্য্যামিক আবির্ভাব চিন্তাকরা যাইতেছে।—

সর্ব্বপ্রথমে যে ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা সেই সার্ব্বভৌম মাতৃশক্তির স্বভাব জাত নিয়মের অধীন, সুতরাং তাহা সার্ব্বভৌম, কিন্তু দ্বৈমুহূর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাব তাহা নহে। উহা সার্ব্বভৌম, মাতৃপিতৃ শক্তির স্বভাব জাত নহে, নিজেও সার্ব্বভৌম নহে। উহা আমাদের এই পৃথিবীর অন্তর্গত ব্যাপ্য মাতৃ পিতৃ শক্তির স্বভাবের অধীন, এবং এই পৃথিবীতেই উল্লিখিত ধারা বাহিক্রমে প্রবাহিত হইতেছে।

এই পৃথিবী-ব্যাপক মাতৃ পিতৃ শক্তির স্বভাব অনুসারে যাবৎ পৃথিবীতে চারি চারি দণ্ডের পর তাহাদের আবির্ভাব তিরোভাব হয়, তাহাই আমরা নিজ নিজ দেহের মধ্যে উপলব্ধি করি। কারণ আমরাও পৃথিবীরই অন্তর্গত বস্তু। পরন্তু ইহার পর বর্ত্তী যে পাঁচ প্রকার আবির্ভাব তিরোভাব তাহা এ পৃথিবীর অনুগত নহে, কেবল এই পৃথিবী ব্যাপকও নহে। তাহা আমাদের চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাশি হইতে সমাগত। আকর্ষণাদি শক্তির ন্যায় মাতৃ পিতৃ শক্তিও চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাশি হইতে সংক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আধিপত্য করে, সেই জন্য সময় বিশেষে ইহাতে মাতৃপিতৃ শক্তির বিশেষরূপ আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেহের মধ্যেও হয়। তদনুসারে মা এবং বাবার উপাসনা করিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "আদিত্যোহবৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।" (প্রশ্নোপনিষদ্) জগজ্জনকজননী সূর্য্যমণ্ডলকে ভোক্তৃশক্তি অর্থাৎ পিতৃশক্তি সম্পন্ন আর চন্দ্রমণ্ডলকে ভোগ্যশক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আদিত্যই ভোক্তা, প্রাণ, অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ, আর চন্দ্রমা ভোগ্য, রয়ি অর্থাৎ স্ত্রীস্বরূপ। পরন্তু কেবল এই চন্দ্রমা আর রবিই মাতৃ পিতৃ শক্তি সম্পন্ন, এবং ইহারাই স্ত্রী আর পুরুষ তাহা নহে। জগতে মূর্ত্ত কিম্বা অমূর্ত্ত যাহা কিছু দৃষ্ট ও জ্ঞাত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ভোগ্য আর ভোক্তৃ শক্তি অথবা স্ত্রী আর পুরুষ শক্তি সম্পন্ন। সুতরাং সমস্তই রয়ি আর প্রাণ অথবা ভোগ্য আর ভোক্তা, অর্থাৎ স্ত্রী আর পুরুষ।" তাহা হইলে জানা গেল যে, সূর্য্যের আধিপত্য সময়ে এই পৃথিবীতে পিতৃ শক্তির আর চন্দ্রের আধিপত্য কালে মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়।

উক্ত চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য আবার চতুর্ব্বিধ। ১ম, চাতুর্য্যামিক, ২য়, আষ্টযামিক, ৩য়, পাক্ষিক, ৪র্থ ষান্মাসিক। অথবা সাধারণ, বিশিষ্ট, বিশিষ্টতর, বিশিষ্টতম। যন্মাসব্যাপক

যে আধিপত্য তাহা যাণ্মাসিক অথবা সাধারণ আর পক্ষব্যাপক আধিপত্য পাক্ষিক অথবা বিশিষ্ট, এবং দিনরাত্রি ব্যাপক আধিপত্য আষ্টযামিক অথবা বিশিষ্টতর, আর দিন কিম্বা রাত্রিকাল ব্যাপক আধিপত্য চাতুর্যামিক কিম্বা বিশিষ্টতম আধিপত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে যান্মাসিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ। পাক্ষিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক কৃষ্ণ আর শুক্লপক্ষ। আষ্টযামিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক অহোরাত্র ব্যাপক এক একটি তিথি আর চাতুর্যামিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক রাত্রি আর দিন। এবিষয়ে শ্রুতি। সম্বৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। × × মাসোবৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণঃ × × অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ × (প্রশ্নোপনিষদ্)

ভাবার্থ,—পিতৃ শক্তি বিশিষ্ট সূর্য্য আর মাতৃশক্তি বিশিষ্ট চন্দ্র উভয়ের এক একবার আধিপত্য পূর্ণ হইলে একটি বৎসর সম্পন্ন হয়। উক্ত বৎসরের মধ্যে যতদিন চন্দ্রের আধিপত্য থাকে, তত দিন এ পৃথিবীতে মাতৃশক্তির প্রবলতা, আর যত দিন সূর্য্যের আধিপত্য, ততদিন পিতৃশক্তির প্রবলতা হয়। অতএব সংবৎসর আমাদের পক্ষে একটি পিতামাতাস্বরূপ। এনিমিত্ত ইহাকে "প্রজাপতি" বলা যাইতে পারে। এই বৎসর দুই অয়নের দ্বারা বিভক্ত। একটি উত্তরায়ণ আর একটি দক্ষিণায়ন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাসকে উত্তরায়ণ আর শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাসকে দক্ষিনায়ণ বলে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণে সূর্য্যের আধিপত্য এবং দক্ষিণায়নে চন্দ্রের আধিপত্য হয়, সুতরাং উত্তরায়ণ প্রবল পিতৃশক্তি সম্পন্ন এ নিমিত্ত প্রজাদিগের পিতা, আর দক্ষিণায়ন মাতৃশক্তির আবির্ভাবের সময় এজন্য প্রজাদিগের মাতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহাই মাতৃ পিতৃ শক্তির যাণ্মাসিক অথবা সাধারণ আবির্ভাব তিরোভাব।

বৎসরের ন্যায় মাসও প্রজাবর্গের পিতামাতা স্বরূপ, এ নিমিত্ত তাহাকে প্রজাপতি বলা গিয়া থাকে। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে বিভক্ত দুই দুই পক্ষের সমষ্টির নাম এক একটি মাস। এক মাসের মধ্যে সূর্য্য আর চন্দ্র উভয়ের এক একটি বিশিষ্ট আধিপত্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার শুক্লপক্ষে সূর্য্যের আধিপত্য, সুতরাং উহা পিতৃশক্তি প্রধান, অতএব পিতা স্বরূপ, আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমার আধিপত্য হয়, সুতরাং উহা মাতৃশক্তি প্রধান, অতএব মাতাস্বরূপ। ইহা মাতৃ পিতৃ শক্তির পাক্ষিক আবির্ভাব তিরোভাব। এই আবির্ভাব তিরোভাব যাণ্মাসিক আবির্ভাব তিরোভাব অপেক্ষায় বিশেষরূপ সম্বৃত্ত হয় এ নিমিত্ত ইহাকে বিশিষ্ট আবির্ভাব তিরোভাব বলিয়া ব্যবহার করা হইল।

এইরূপ প্রত্যেক দিনও আমাদের পিতা মাতা স্বরূপ, সুতরাং প্রজাপতি। দিবা আর রাত্রির দ্বারা বিভক্ত ষষ্টিদণ্ড কালের নাম একটি দিন। তন্মধ্যে দিবাতে সূর্য্যের বিশেষ আধিপত্য হয়, এ নিমিত্ত উহা পিতৃশক্তি প্রধান, সুতরাং পিতাস্বরূপ, আর রাত্রিতে চন্দ্রমার বিশেষ আধিপত্য হয়, এজন্য রাত্রি মাতৃশক্তি প্রধানা, সুতরাং মাতাস্বরূপা। এজন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, 'রাত্রীং প্রপদ্যে 'জননীং' সর্ব্বভূতনিবেশিনীং। ইহাই মাতৃ পিতৃ শক্তির চাতুর্যামিক আবির্ভাব তিরোভাব। এই আবির্ভাব তিরোভাব সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রূপে হয়, এনিমিত্ত ইহাকে "বিশিষ্টতম" এই সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। আষ্টযামিক আধিপত্যের অবস্থা পরে প্রদর্শিত হইবে। ইহাই চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্যের নিয়ম। এতদ্ব্যতীত রাশিঘটিত যে পিতৃ মাতৃ শক্তির আধিপত্য হয়, তাহা মাসিক আধিপত্য, সে বিষয় পরে বলা যাইবে।

এখন জানা গেল যে উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, এবং দিবাতে পিতৃশক্তির প্রবলতা হয়, এ নিমিত্ত এই সময়ে পিতৃশক্তির উপলব্ধির অনুকূলতা হইবে, অতএব তখনই জগৎপিতার উপাসনা সুসম্পন্ন হইতে পারে। আর দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, এবং রাত্রিতে মাতৃশক্তির প্রবলতা হয় এ নিমিত্ত তখনই মাতৃশক্তি উপলব্ধির আনুকূল্য হইবে। অতএব এই সকল সময়েই মায়ের উপাসনা সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "নো নক্তং বৈষ্ণবে, সৌরে, মহাসৌরে চ পৈতৃকে। নামধ্যানং বিনা দেবি শশাঙ্কগ্রহণং বিনা।" (যোগিনী তন্ত্র) এবং "ন দিবা পূজয়েদ্বীরঃ" * * (নিরুত্তর তন্ত্র) "সমস্তাদাপীনস্তনজঘনধৃক্‌যৌবনবতী রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং। বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ সমস্তাঃ সিদ্ধ্যোঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ॥" (কালীর স্বরূপাখ্য) ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বৈষ্ণব সৌরাদি পিতৃ আকারের উপাসকগণ দিবাতেই উপাসনা করিবে, আর রাত্রিতে কেবল নাম ধ্যান করিবে। কিন্তু জগন্মাতার উপাসক বীরগণ রাত্রিতেই মায়ের মন্ত্র জপ ও যৌগিক পূজাদি করিবেন, দিবাতে নহে। তাঁহারা দিবাতে কেবল মায়ের নাম জপ এবং যোগশূন্য বাহ্য পূজাদি করিতে পারে। এইরূপ কৃষ্ণপক্ষ আর দক্ষিণায়নে মায়ের এবং শুক্লপক্ষ আর উত্তরায়ণে বাবার উপাসনা করা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। পরেই তাহা বিস্তার রূপে প্রদর্শিত হইবে।

এখন নিশ্চয় হইল যে দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, আর রাত্রিকাল ইহা মাতৃ উপাসনার, আর উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, এবং দিবা জগৎপিতার উপাসনার প্রশস্ত সময়। ইহার দ্বারা এই হইল যে মায়ের দৈনন্দিন উপাসনা রাত্রিতেই করিবে। আর কাম্য বা নৈমিত্তিক মতের পাক্ষিক অথবা আয়নিক উপাসনা কৃষ্ণপক্ষ আর দক্ষিণায়নের আশ্রয় লইয়া তাহার অন্তর্গত বিশেষকালে করিবে। অর্থাৎ পাক্ষিক উপাসনায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকালই আশ্রয় করিবে, আর আয়নিক উপাসনায় দক্ষিণায়নের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকাল লইবে। তাহা হইলেই আপেক্ষিক প্রশস্ততর ও প্রশস্ততম উপাসনা হইবে। এই নিয়মে গোটা একটি কৃষ্ণপক্ষ, এবং গোটা একটি দক্ষিণায়নই মায়ের উপাসনার মুখ্য সময়, ইহা জানা গেল।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। তাহা এই,—

দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, আর রাত্রিকাল ইহারা মাতৃশক্তির আবির্ভাবের সময় হইলেও ব্যবহার মতের সমস্ত দক্ষিণায়ন, সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ এবং সমস্ত রাত্রিই তাহা নহে। অর্থাৎ শ্রাবণের প্রথম দিন হইতে পৌষের শেষ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন, আর কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ এবং সূর্য্যাস্ত হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত রাত্রি, ইহাই যে মাতৃশক্তির প্রবলতার সময় তাহা নহে। সত্য বটে, দক্ষিণায়ন এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন হইতেই এই পৃথিবীতে সূর্য্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চন্দ্রের আধিপত্য হইতে আরম্ভ হয়, আবার রাত্রিতেও সূর্য্যাস্ত হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্তই চন্দ্রের আধিপত্য থাকে, কিন্তু তথাপি সে আধিপত্য বিশেষ কোন কার্য্যার্হ নহে। উহা কেবল আধিপত্যের সূচনা এবং প্রক্ষীণাংশ মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, সূর্য্যের বল ক্ষীণতর করিয়া যখন চন্দ্রের বল অধিকতর হইবে, বা থাকিবে তখনই চন্দ্রের প্রকৃত আধিপত্যের সময়, তখন পিতৃশক্তির ন্যূনতা হইয়া মাতৃশক্তির প্রবলতরতা হইবে। আবার চন্দ্রের আধিপত্যের পর সূর্য্যের আধিপত্য অথবা মাতৃশক্তির পর পিতৃশক্তির প্রবলতা সম্বন্ধেও এইরূপই নিয়ম। কিন্তু ইহা প্রথম দিন হইতেই ঘটিতে পারে না। প্রথম দিন হইতে এক একটু উপচিত হইতে আরম্ভ করিয়া অয়নাদির অর্দ্ধাংশ সময় উপস্থিত হইলে চন্দ্র এবং সূর্য্যের আধিপত্যের সমতা ঘটনা হয়, মাতৃপিতৃ শক্তিরও তাহাই হয়, তৎপরে উহাদের শেষ দিন বা শেষ সময়ে ইহার পরিপূর্ণতা হয়, আবার তৎপরদিন বা পর সময় হইতে কমিতে কমিতে পরবর্ত্তী অয়নাদির অর্দ্ধাংশ সময়ে অবশেষে নিঃশেষিত হয়। ইহা এক একটি করিয়া বুঝান যাইতেছে। প্রথম অয়নের বিষয় শুন।

আয়নিক নিয়মে বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র চন্দ্রমার আধিপত্যের পরিপূর্ণতা হয়, সুতরাং মাতৃশক্তিরও পূর্ণ প্রবলতা সম্পন্ন হয়। আর একদিন মাত্র সূর্য্যের আধিপত্যের চরমাবস্থা হয়, সুতরাং পিতৃশক্তির প্রবলতাও যথোচিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেইদিন, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি আর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন। তাহার দক্ষিণায়নের প্রবৃত্তির দিন (আষাঢ়ের শেষ দিন) সূর্য্যাধিপত্যের চরমাবস্থা, আর উত্তরায়ণের প্রবৃত্তির দিন (পৌষের শেষ দিন) চন্দ্রাধিপত্যের পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হয়। এখন বলা বাহুল্য যে চন্দ্রাধিপত্যের পূর্ণতার দিন সূর্য্যাধিপত্যের যতটা ক্ষয় হওয়া সম্ভব তাহাই হয়, আর সূর্য্যাধিপত্যের পূর্ণতার দিনও চন্দ্রাধিপত্যের যতটা ক্ষয় সম্ভবে তাহা উপস্থিত হয়। আবার উক্ত দিবসদ্বয়ের পর পর দিবস হইতেই পূর্ণটির ক্ষয় এবং ক্ষীণটির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস পরে উভয়ের সমতা সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন হইতে সূর্য্যাধিপত্যের ক্ষয়, এবং চন্দ্রাধিপত্যের পুষ্টি, অথবা পিতৃশক্তির ক্ষয় এবং মাতৃশক্তির পুষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিনমাসের শেষ দিনে সূর্য্যাধিপত্য আর চন্দ্রাবিপত্য অথবা পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি সমতাপন্ন হয়। আর মাঘমাসের প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাধিপত্যের ক্ষয় এবং সূর্য্যাধিপত্যের পুষ্টি অথবা মাতৃশক্তির ক্ষয় আর পিতৃশক্তির পুষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রমাসের শেষ দিনে উভয়ের সমতা ভাব উপস্থিত হয়। পরে বৈশাখের প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাধিপত্য আর মাতৃশক্তি অপেক্ষায় সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তির বলাধিক্য হইতে আরম্ভ হইয়া আষাঢ় মাসের শেষদিনে উহা পূর্ণ মাত্রায় উপনীত হয়, এইরূপ চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তিও কার্ত্তিকমাসের প্রথম দিন হইতে সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তি অপেক্ষায় বলবান হইয়া পৌষমাসের শেষ দিনে পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়। তাহা হইলে জানা গেল যে, কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্রমাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সূর্য্যাধিপত্য বা পিতৃশক্তি অপেক্ষায় চন্দ্রাধিপত্য অথবা মাতৃশক্তির আধিক্য থাকিবে, আর বৈশাখ হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি অপেক্ষায় সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তির প্রবলতরতা থাকিবে।

এখন আর একটি বিষয় বলিয়া রাখিতেছি। এই যে সৌর সংক্রান্তি হইতে অয়নের গণনা করা হইল, ইহা ব্যতীত অন্যরূপেও ইহার গণনা হইয়া থাকে। আরো দুই প্রকারে অয়নের গণনা করা প্রসিদ্ধ আছে। তাহার একটি সমরাত্রিন্দিব দিন হইতে, আর একটি কৃষ্ণপক্ষান্ত চান্দ্রমাস হইতে। সমরাত্রিন্দিব হইতে অয়নের গণনানুসারে ১০ই আষাঢ় হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়া ১০ই পৌষ শেষ হইয়া থাকে, এবং এই দিনই উত্তরায়ণের আরম্ভ হইয়া ১০ই আষাঢ় শেষ হইয়া থাকে। এই নিয়মে ১১ই আশ্বিন হইতে চন্দ্রাধিপত্যের বৃদ্ধির আরম্ভ হয়, পরে ১০ই পৌষ উহার পূর্ণতা হয়; আবার ১১ই পৌষ অবধি একটু করিয়া ক্ষীণ হইতে হইতে ১০ই চৈত্র গিয়া সমান হয়। পরে ১১ই চৈত্র হইতে সূর্য্যের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া ১০ই আষাঢ়ে পরিপূর্ণ হয়। ইহাই সমরাত্রিন্দিবের মতের গণনা।

অবার চান্দ্রমাসানুসারে গণনার দ্বারা আষাঢ়ী অমাবস্যার পর শুক্ল প্রতিপদ হইতে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্ত হইয়া পৌষী অমাবস্যার দিন সমাপ্ত হইবে, এবং তাহার পরের শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী অমাবস্যা পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ থাকে। এই নিয়মে শ্রাবণী শুক্ল প্রতিপদ হইতে চন্দ্রাধিপত্যের বৃদ্ধি হইতে হইতে আশ্বিনী অমাবস্যা অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উহা সূর্য্যাধিপত্যের সমান হইয়া অমাবস্যার শেষ সময় হইতে বলবত্তর হয়, এবং পৌষী অমাবস্যার দিন পরিপূর্ণ হয়। আবার তাহার শেষ সময় হইতেই সূর্য্যাধিপত্যের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্রী অমাবস্যার দিন চন্দ্রাধিপত্যের সমান হইয়া দাঁড়ায়, আবার তাহার শেষ সময় হইতে বলবত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া আশাঢ়ী অমাবস্যার দিন পরিপূর্ণ হয়। ইহা চান্দ্রমাসানুসারী অয়ন গণনার নিয়ম। এই দুই নিয়মেও চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে, মাতৃ পিতৃ শক্তির বৃদ্ধি, সমতা, পূর্ণতা এবং হ্রাসাবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই হইল মাতৃ পিতৃ শক্তির আয়নিক আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা। এখন পাক্ষিক আবির্ভাব তিরোভাবের বিষয় বলা যাইতেছে।—

কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনের দিনের নাম কৃষ্ণ পক্ষ, আর শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনের দিন

শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষের শেষ দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিনে সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তি বিকাশের পূর্ণতা আর অমাবস্যার দিন চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি বিকাশের পরিপূর্ণতা হয়। চন্দ্রে আধিপত্য আর মাতৃশক্তির বৃদ্ধির আরম্ভ দিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ এবং সৌর আধিপত্য আর পিতৃ শক্তির বৃদ্ধির আরম্ভ দিন শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ। উভয়েরই সমতার দিন উভয় পক্ষীয় অষ্টমী এবং বলবত্তর হওয়ার দিন উভয় পক্ষীয় নবমী। অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের নবমী হইতে সৌর আধিপত্যের বলবত্তা এবং পিতৃশক্তির ও মাতৃশক্তি অপেক্ষায় বর্দ্ধিষ্ঠতা হয়, আর কৃষ্ণা নবমী হইতে চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তির বলবত্তরতা হয়। এইরূপে বলের আধিক্য হইতে হইতে একটি অমাবস্যার দিন আর একটি পূর্ণিমার দিন পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই অষ্টমী, পূর্ণিমা আর অমাবস্যাকে "পর্ব্ব" বলে। পর্ব্ব শব্দের অর্থ পাব—গ্রন্থি—গিড়া অর্থাৎ উভয়ের সন্ধির স্থল। যেমন, বাঁশের পাব, দুর্ব্বার পাব, আখের পাব ইত্যাদি। উক্ত অষ্টমী আর অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথিও তেমন চন্দ্র সূর্য্য এবং পিতৃমাতৃ শক্তির আধিপত্যের সন্ধিস্থল। এ নিমিত্ত উহারাও ইহার এক একটি পর্ব্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। অষ্টমী তিথিতে উহার সমতা হইয়া নবমী হইতে একের হ্রাস এবং অপরের বৃদ্ধি হইতে থাকে. এনিমিত্ত ন্যূনাধিকের সন্ধিস্থল অষ্টমীর শেষ সময়, যেজন্য দুর্গোৎসবের অষ্টমীর শেষ ভাগকে সন্ধি সময় বলিয়া আপামর সাধারণে ব্যবহার করে, সুতরাং অষ্টমী তিথি পর্ব্বদিন হইল। আর অমাবস্যা পূর্ণিমা একের পূর্ণতা এবং অপরের বৃদ্ধির সন্ধির সময়। অমাব্যার দিন মাতৃশক্তির পূর্ণতার শেষ হইয়া তাহার পরক্ষণে প্রতিপদে পিতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, পূর্ণিমায় ও পিতৃশক্তির পূর্ণতার শেষ হইয়া পরক্ষণে প্রতিপদেই মাতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং উহারাও পর্ব্বই হইল। আবার এই পূর্ণিমা আর অমাবস্যার অতি সন্নিহিত বলিয়া উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীও পর্ব্বের মধ্যেই পরিগণিত হয়।

এই নিয়মে বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার করিয়া চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি, আর সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির পূর্ণতা, সমতা, ক্ষয়, এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই পাক্ষিক নিয়মে আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা।

এখন পাক্ষিক নিয়ম মতে জানা গেল যে, কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত জগন্মাতার উপাসনার প্রশস্ত সময়, আর ইহার পূর্ব্বে এবং পরে নিতান্তই অপ্রশস্ত। আর অমাবস্যার দিন সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ততম কাল। আর আয়নিক নিয়মানুসারে প্রথম গণনা মতে কার্ত্তিকের প্রবৃত্তি দিন হইতে চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত মায়ের উপাসনার প্রশস্ত সময়, কিন্তু উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল ইহা বুঝা গেল। দ্বিতীয় প্রকারের গণনামতে পাওয়া গেল যে, ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত মায়ের উপাসনার প্রশস্ত এবং ১০ই পৌষ সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল। আর তৃতীয় গণনা মতে স্থির হইল যে, দীপান্বিতা অমাবস্যা হইতে চৈত্রী অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রশস্ত, এবং পৌষী অমাবস্যা প্রশস্ততম কাল। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, চতুর্দ্দশী আর অমাবস্যা যখন নিতান্তই ঘনিষ্ট সময়, তখন অমাবস্যা অপেক্ষায় কিঞ্চিন্ন্যূন হইলেও চতুর্দ্দশী অন্যান্য সমস্ত সময় অপেক্ষায় প্রশস্ততম সময়।

এখন রাত্রির ব্যবস্থা বলা যাইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কালই রাত্রি বলিয়া পরিগণিত হইলেও চন্দ্রের আধিপত্য বা মাতৃ শক্তির আবির্ভাবের সময় ওরূপ নহে। তাহা উহা হইতে কিছু বিভিন্ন। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই সূর্য্যের আধিপত্যের এক একটু ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমনি চন্দ্রের আধিপত্য এবং মাতৃশক্তির এক একটু বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে সন্ধ্যার সময়ে উভয়ের সমতা হইয়া সূর্য্যাস্তের পর হইতে সূর্য্যাধিপত্য অপেক্ষায় বলবত্তর হয়, পরে দুই প্রহর রাত্রির সময়ে চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব হয়। আবার তাহার পর ক্ষণ হইতেই তাহার এক একটু ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমনি সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে প্রভাত সময়ে উভয়ের সমতা হইয়া দুই প্রহর বেলার সময়ে সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির পরিপূর্ণতা হয়। এই নিয়মে জানা গেল যে সন্ধ্যাকাল হইতে প্রভাত কাল পর্য্যন্তই মায়ের উপাসনার প্রশস্ত সময়, তন্মধ্যে অর্দ্ধনিশা সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল। কিন্তু অর্দ্ধনিশার সময় মধ্য রেখার ন্যায় একটি অলক্ষিত বিষয় এ নিমিত্ত পূর্ব্বাপরের এক একটু সময় ধরিয়া লইয়া অর্দ্ধনিশার ব্যবস্থা করা হয়। এসম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে, তাহা আবশ্যক হইলে পরে বলা যাইবে। এই হইল রাত্রির ব্যবস্থা। ইহাই চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য ঘটিত মাতৃশক্তির আবির্ভাব তিরোভাবের নিয়ম।

উল্লিখিত যাবৎ ঘটনাবলী হইতে এই কএকটি সিদ্ধান্ত সমাকৃষ্ট হইল। ১ম। যে যে সময়ে বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই সেই সময়ে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ২য়। প্রদোষ হইতে যাবৎ রাত্রি, বিশেষত মধ্য রাত্রিতে মায়ের উপাসনা ধ্যানাদি করিবে। ৩য়। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত বিশেষত চতুর্দ্দশী অমাবস্যায় মায়ের উপাসনা ধ্যানাদি করিবে। ৪র্থ। আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষ মাসের ১০ই জগন্মাতার ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৫ম। আশ্বিন মাসের শেষদিন হইতে চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষ মাসের শেষদিনে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৬ষ্ঠ। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা হইতে চৈত্র মাসের অমাবস্যা পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষী চতুর্দ্দশী অমাবস্যায় জগজ্জননীর ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৭ম। বৎসরের মধ্যে যে যে দিন ইহার সমস্তগুলি সমাবেশ হইবে সেই সেইদিন সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম, সুতরাং সেই দিন প্রাণপণে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৮ম। যে যে দিন অপেক্ষাকৃত অধিক শুভযোগের সমাগম হয়, সেই সেই দিনেই মায়ের আরাধনা করিবে। এই হইল নিষ্কৃষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহ। পাঠক! এখন বুঝিতে পারিলে কি? অমাবস্যার রাত্রি কালে মায়ের পূজা কেন? এখন উপাসকগণের অনুষ্ঠিত আচার এবং শাস্ত্রীয় বিধানের সহিত ইহার যোজনা করিয়া লও।

শাস্ত্র বলেন,—"লপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রয়িতা প্রভো। এতৎ

কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত্তু যন্ত্রমন্ত্রার্চ্চনাদিকম্। জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা সপ্রসবা যান্তি যন্ত্রমন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ॥" (গৌতমীয়) "অর্থ,—যাবৎকাল পর্য্যন্ত আধারপদ্ম-বিলাসিনী কুণ্ডলিনী শক্তি (মাতৃশক্তি) নিদ্রিতা (তিরোভূতা) থাকেন, তাবৎ কাল মায়ের যন্ত্র মন্ত্র জপ অর্চ্চনাদি কিছুই কোন ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু ভাগ্যবশে যখন তিনি জাগ্রতী (আবির্ভূতা) হয়েন, তখন সমস্ত অনুষ্ঠানই উপযুক্ত ফল প্রসব করে।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ সময় বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহের সময়, ইহা বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে; বিশ্বসার এখন আমার নিকটে নাই, সুতরাং শ্লোকটির পাঠে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু মর্ম্মার্থে বোধ হয় অন্যথা হইবে না।

শ্লোকটি এই,—"যদা সঞ্চরতে বায়ুরিড়ায়াং প্রকৃতের্ব্বশাৎ। তদা জাগর্ত্তি সা দেবী পিঙ্গলায়াস্তু নিদ্রিতা॥" অর্থ,—ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসিকায় যখন স্বভাবাধীন বায়ুর সঞ্চার হয়, তখন মাতৃশক্তির জাগরণ অবস্থা, আর পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহের কালে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থা বুঝিতে হয়। অতএব বাম নাসিকায় স্বাভাবিক মতে নিশ্বাস প্রবাহকালেই মায়ের যন্ত্র মন্ত্রার্চ্চনাদি যাবদনুষ্ঠান করিবে, ইহা বিহিত হইল।

"কৃষ্ণায়াম্বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ। দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি (চণ্ডী-কীলক)॥" অর্থ,—কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্দ্দশীতে অথবা অষ্টমীতে সমাহিত হইয়া মায়ের পূজাদি করিবে, তাহা হইলে তিনি গ্রহণ করিবেন। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণপক্ষ, আর অষ্টমী চতুর্দ্দশীর আদর করা হইল।

"অষ্টম্যাম্বা চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ। শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমং। ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা নচাপদঃ।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মায়ের উক্তি)॥

এখানে চতুর্দ্দশী আর অষ্টমীর ন্যায় নবমীর ও আদর করা হইল।

"চতুর্দ্দশী, সিনীবালী সন্ধিবেলার্দ্ধরাত্রকে। তত্র সম্পূজয়েৎ কালীং যথা শক্ত্যুপচারতঃ॥" (তারা খণ্ড) অর্থ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, আর শুক্ল অষ্টমী নবমীর সন্ধিকালে, এবং অর্দ্ধ রাত্রিতে জগজ্জননী কালিকার আরাধনা করিবে।

এই সকল বিধানের কারণ কি, তাহাও শাস্ত্রই বলিয়াছেন, তোমরা ইহা আমার পূর্ব্বলিখিত কথাগুলির সহিত মিলাইয়া লইও।

"অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডে তু, নবম্যাঃ পূর্ব্ব এবচ। অর্দ্ধরাত্রে মহাঘোরা আবির্ভূতা মহীতলে॥ (পিচ্ছিলা তন্ত্র) অর্থ, শুক্লা অষ্টমীর শেষ দণ্ড আর নবমীর প্রথম দণ্ড এই সময়ে আর অর্দ্ধ রাত্রিতে জগন্মাতা পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েন। অতএব এই সময়ে জগন্মাতার আরাধনা করিবে। অষ্টম্যা নবমীবিদ্ধা, নবম্যা চাষ্টমী যুতা। অর্দ্ধনারীশ্বরসমা উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥ (পদ্মপুরাণ) অষ্টমী তিথিতে মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তির সমতা হয়, এনিমিত্ত উহা অর্দ্ধনারীশ্বর স্বরূপ। আবার উভয়ের সমতা নিবন্ধন ইহাকে মাতাও বলা যায়, পিতাও বলা যায়। আবার নবমীর মধ্যে কৃষ্ণ নবমীতে মায়ের বৃদ্ধি আর শুক্লা নবমীতে বাবার বৃদ্ধি, সুতরাং অষ্টমীকে যদি বাবার তিথি বল, তবেও নবমীর যোগে উহা অর্দ্ধনারীশ্বর হয়, আবার মায়ের তিথি বলিলেও নবমীর যোগে উহা অর্দ্ধনারীশ্বর হয়। অতএব উভয়থাই অষ্টমী আর নবমী তিথি অর্দ্ধ নারীশ্বরের ন্যায় মাতা পিতার অপূর্ব্ব সমাবেশের স্থান হইল। অষ্টমী আর নবমীর এত আদরের ইহাই কারণ। যদিচ দশম্যাদি তিথিতে ক্রমে মায়ের অধিকাধিক আবির্ভাব হয় বটে, তথাপি অষ্টমী নবমীর সন্ধিতে যখন মাতৃশক্তির বলবত্তরতা হওয়ার প্রথম সময়, তখন ঐ সময়েই মাতৃত্ব অনুভবের অধিকতর আনুকূল্য হইবে। কারণ প্রত্যেক শক্তিরই প্রথম পরিস্ফুরণকালে যেমন অনুভব হয়, পরে তাহা হওয়া কিছু কষ্ট সাধ্য। পরে উহা অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাহ্যেও আসিতে চায় না। তবে যখন অতি প্রবল হইয়া উঠে, তখন অবশ্যই অনুভব করা যায়। মাতৃশক্তি সম্বন্ধে সেই সময়টী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা। এজন্য দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ও ত্রয়োদশী এই চারি দিন মধ্যে বাদ দিয়া আবার চতুর্দ্দশী আর অমাবস্যায় মায়ের আরাধনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

অমাবস্যা বিশেষত আশ্বিনী অমাবস্যায় (দীপান্বিতায়) মায়ের পূজার বিশেষ বিধান এবং তাহার হেতু,—

"নিত্যং প্রপূজয়েদ্দেবীং দর্শমাত্রে বিশেষতঃ। ভূতযুক্তা তু সা জ্ঞেয়া উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥ অমাবাস্যা হি কন্যাণি! কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী। অমানাম্নী মহামায়া যস্যামেব বিশিষ্যতে। (বীর তন্ত্র) অর্থ,—জগন্মাতাকে নিত্যই যথা সময়ে আরাধনা করিবে, তন্মধ্যে বিশেষ অমাবস্যা। প্রতি অমাবস্যাতেই বিশেষ রূপে মায়ের উপাসনা করিবে। যে অমাবস্যায় উভয় দিনই মায়ের পূজা কাল প্রাপ্তি হয়, তাহাতে চতুর্দ্দশী যুক্ত দিনই আদরণীয়। অমাবস্যা মায়ের বিশেষ প্রিয়তিথি। কারণ ঐ দিন মায়ের বিশেষ রূপ আবির্ভাব হয়। জগন্মাতার একটি নাম "অমা"। তাহার মা—পরিমা অর্থাৎ পরিমাণ নাই, তিনি অপরিমেয়া এ নিমিত্ত তাহার নাম অ-মা। সেই অমার বাস অর্থাৎ আবির্ভাব হয় বলিয়াই এই তিথির নাম অমাবাস্যা। এজন্য ঐ তিথিতে অবশ্যই মায়ের উপাসনা করিবে।

"অবশ্যং পূজনং দেব্যা অমাবস্যাং সমাচরেৎ। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ আবির্ভূতা জগন্ময়ী। নিশীথকে পূজিজা তু নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদা। (জামল)। অর্থ,—প্রতি অমাবস্যাতেই জগন্মাতার উপাসনা করিবে। কারণ, অমাবস্যামাত্রে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় (মুখ্যচান্দ্র আশ্বিনী অমাবস্যায়, অর্থাৎ দীপান্বিতায়) জগন্মাতার আবির্ভাব হয়, অতএব তখন পূজা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই পূজা অর্দ্ধ রাত্রে করিবে, কারণ অর্দ্ধ রাত্র তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাবের সময়। "কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি। আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনীকোটভিঃ সহ। অতোঽত্র পূজনীয়া সা তস্মিংস্নহনি মানবৈঃ॥ (বিশ্বসার তন্ত্র) অর্থ, কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে (দীপান্বিতা অমাবস্যাতে) মহানিশার সময়ে জগন্মাতা সপরিবারে আবির্ভূতা হয়েন, অতএব সেই দিন সেই সময়ে তাঁহার আরাধনা করিবে।

"কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি। আবিরাসী

ন্মহাকালী কর্লো শীঘ্রফলপ্রদা”॥ (ভৈরব তন্ত্র)। অর্থ পূর্ব্ব-বচনের মত।

“রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামমাবস্যামিহৈবতু। পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্বসনাত্মিকা। অতস্তাং তত্র বৈ ভক্ত্যা দেব-দেবীং দ্বিজাতয়ঃ পূজয়েয়ুর্ম্মুদা শ্যামাং পশুপুষ্পার্ঘ্যসম্পদা” (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ) অর্থ,—নিশীথ ব্যাপক অমাবস্যাতে দেব-দেবী দিগ্বসনা কালিকা এই পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েন, অতএব এই সময়ে তাঁহাকে যথাশক্তি পশু পুষ্পার্ঘ্যাদির দ্বারা আরাধনা করিবে। এই হইল আশ্বিনী অমাবস্যার বিবরণ। অতঃপর মায়ের পূর্ণ আবির্ভাবের সময় পৌষী চতুর্দ্দশীও অমাবস্যার বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শুন।

প্রতি মাসের অমাবস্যাতেই বিশেষ করিয়া পূজা বিধান আছে, এনিমিত্ত পৌষের অমাবস্যা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া চতুর্দ্দশী বিষয়েই শাস্ত্র বিশেষ আড়ম্বর করিয়াছেন।

“রটন্ত্যাখ্যচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ পূজ্যা জগন্ময়ী।” (বরদাতন্ত্র) রটন্তী চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে জগন্ময়ীর পূজা করিবে। “মকরাবস্থিতে ভানৌ যাতু কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। তদ্রাত্রৌকালিকা পূজ্যা সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। তদ্রাত্রৌজাগরং কৃত্বা পূজয়িত্বা হরপ্রিয়াং। ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ প্রিয়পুত্রধনানি চ।” মূর্যহা-ধৃত স্মৃতি সমুচ্চয়) অর্থ পূর্ব্বের মত, অতিরিক্ত অংশ ও সহজ। “মকরস্থে রবৌ কৃষ্ণে চতুর্দ্দশ্যাং নিশার্দ্ধকে। পূজয়েদ্দক্ষিণাং কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে। (উত্তর কামাখ্যাতন্ত্র॥” মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী। তস্যাং নিশার্দ্দসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীং॥” (মায়াতন্ত্র) এই সকল বচনে নিশার্দ্ধে পূজা বিধান করিয়াছেন। আবার স্মৃত্যুক্ত মতে পূজা করিলে প্রদোষ কালের ব্যবস্থা করিয়াছেন। “মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী। তস্যাং প্রদোষসময়ে পূজায়েন্মুণ্ডমালিনীং॥ অর্থ সহজ। এইরূপ এই চতুর্দ্দশী বিষয়ে আরো বহুতর শাস্ত্র বহুতর বচন প্রমাণ আছে। এই যে চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং অষ্টমী নবমী তিথিঘটিত মায়ের আবির্ভাবের বিষয় প্রদর্শিত হইল, ইহাই সেই পূর্ব্বোল্লিখিত আষ্টযামিক আবির্ভাব। ইহা এই সকল তিথির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী, সুতরাং অষ্টযাম অর্থাৎ অষ্ট প্রহর ব্যাপক হইল। ইহাই মায়ের পূর্ণ আবির্ভাবের সময়ের বিবরণ। অতঃপর মাতৃ পিতৃ শক্তির সমতার সময় চৈত্র অমাবস্যা বিষয়েও এইরূপ প্রমাণের অন্বেষণ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র অমাবস্যা সাধারণ্যেই যখন বিশেষ আদর করিয়াছেন, তখন তদ্দ্বারাই চৈত্রী অমাবস্যাও আদৃত হইয়াছে বলিয়া আর অতিরিক্ত কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বিশেষতঃ, চৈত্রী অমাবস্যা মাতৃশক্তির তিরোভাব প্রবাহের সময়, সুতরাং উহা সমতার দিন হইলেও কার্ত্তিকী অমাবস্যার তুল্য নহে, অতএব তাহার বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

পাঠক, বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই উল্লিখিত বিধানাদি সমস্তই সেই পূর্ব্ব কথিত অমাবস্যাদি এবং অমাবস্যান্ত অয়ন গণনার অনুযায়ী। অতঃপর সেই মধ্যম ব্যবস্থানুযায়ী পূজা বিধানাদি বলা যাইতেছে।

মধ্যম ব্যবস্থায়, ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত মায়ের আরাধনার প্রশস্ততা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রথম কৃত্য আমাদের শারদীয় দুর্গোৎসব, শেষ কৃত্য বাসন্তীয় দুর্গোৎসব, আর মধ্যম কৃত্য পৌষ মাসের কমলাত্মিকা বা মহালক্ষ্মীর আরাধনা। তন্মধ্যে শারদীয় আরাধনা পনের দিন ব্যাপক। উহা গৌণ আশ্বিনের নবমীর দিন আরব্ধ হইয়া মুখ্যাশ্বিনের নবমীর দিন সমাপ্ত হয়। এই পঞ্চদশ দিনের নাম “দেবী-পক্ষ”।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, ঐ কৃষ্ণনবম্যাদি শুক্ল নবম্যন্ত দেবীপক্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ কৃষ্ণ নবমীর দিনে মায়ের বোধন করিতে হয়, পরে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত বারদিন যাবৎ পূজারাধনাদি করিয়া সপ্তমীর দিন প্রবেশন, অষ্টমীর দিন মহাপূজা, সন্ধির সময়ে এবং অর্দ্ধ রাত্রে মহামহা পূজা করিতে হয়। পরে নবমীর দিন পূজান্তে দক্ষিণা করিয়া থাকে।

এই আরাধনাটি আয়নিক আরাধনা হইলেও কেবল আয়নিক নহে। ইহা আয়নিক, পাক্ষিক এবং রাশির নিয়মঘটিত পূজা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, “দ্বিশরীরে চরে চৈব লগ্নে “কেন্দ্রগতে” রবৌ। বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্নপনঞ্চ বিসর্জ্জনং”॥ (দেবীপুরাণ) অর্থ,—কন্যা রাশির উদয় কালে সূর্য্য “বিষুব রেখায় উপাগত হইলে” প্রতি বৎসর মায়ের আরাধনা করিবে।

আরো—কন্যাসংস্থে রবৌ শক্র! শুক্লামারভ্য নন্দিকাং। মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িনী॥ (জিকন ও ধনঞ্জয় সংগ্রহ) অর্থ—রবি কন্যা রাশিতে উপাগত হইলে কৃষ্ণ নবমী কিম্বা শুক্ল প্রতিপদ্ বা ষষ্ঠীতে আরম্ভ করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত মায়ের আরাধনা করিবে। অতএব দুর্গোৎসব রাশি, অয়ন, পক্ষ-ঘটিত উপাসনা, ইহা সপ্রমাণ হইল। এনিমিত্ত ইহা পঞ্চদশ দিন ব্যাপক। সুতরাং ইহা ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বাপর ব্যাপিয়া সম্বৃত্ত হয়। আবার মলমাসের বৎসরে উহার কিঞ্চিৎ পরেও আরব্ধ হয়!

পাক্ষিক নিয়মে, কৃষ্ণ অষ্টমীর শেষ হইতে শুক্ল অষ্টমীর শেষ পর্য্যন্ত মায়ের আবির্ভাব থাকে, সুতরাং কৃষ্ণ নবমী হইতেই তাহার বৃদ্ধি, অমাবস্যায় পূর্ণতা, আর শুক্লা নবমীর দিন হইতে হ্রাসের আরম্ভ, ইহা পূর্ব্বেই বিস্তার ক্রমে দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতি মাসের এই পনের দিনই প্রকৃত কৃষ্ণপক্ষ, এবং দেবীর পক্ষ ও হইতে পারে। কিন্তু তথাপি, এই যে আশ্বিন মাসের পঞ্চদশ দিন ইহা আয়নিক ও মাসিক নিয়মে, আর পাক্ষিক নিয়মে ও মায়ের আবির্ভাবের সময়, এ নিমিত্ত বিশেষ করিয়া কেবল এই পক্ষটিকে “দেবী পক্ষ” বলা গিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দেবীবোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ। কৃতা তাস্থ বুধৈর্দীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা। তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র দেবী গৃহে গৃহে॥ (বিষ্ণুজামল) বোধ নবমী হইতে অপর নবমী পর্য্যন্ত পনর দিনের যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিনই জ্ঞানীগণ মায়ের দীক্ষা কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বত্রই মায়ের আবির্ভাব হয়। উক্ত পক্ষের কৃষ্ণা নবমীর দিনই মাতৃশক্তির বলবত্তরতার আরম্ভ, সুতরাং উদ্বোধন হয়, এ নিমিত্ত ঐ দিন মায়ের “বোধনের” বিধি। তৎপর পাক্ষিক নিয়মে যদিও অমাবস্যার দিনই ইহার বিশেষ

পূজা করা উচিত বটে, কিন্তু তাহা হইলে অধিক সময়ে ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বেই উহার শেষ হইয়া যায়, সুতরাং আয়নিক নিয়মে মায়ের আবির্ভাবের সময় পায় না, অতএব আয়নিক নিয়মের সহিত ইহার অসম্মিলন হয়, এ নিমিত্ত অষ্টমীতেই মহাপূজার বিধি হইয়াছে। ইহাতে উভয় নিয়মেরই সম্মীলন থাকে। অষ্টমীর শেষ হইয়া গেলে নবমী হইতেই আবার পাক্ষিক নিয়মে মাতৃশক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, এ নিমিত্ত সেই দিনই পূজান্ত করিয়া দক্ষিণা করিয়া থাকে। “আর্দ্রায়াং বোধয়েৎ দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ। পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সম্পূজ্য শ্রবণায়াং বিসর্জ্জয়েৎ॥ (বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ) এবং “ইষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ। নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিল্বাভিমন্ত্রণং। সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং। পূর্ব্বাষাঢ়াযুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যুপোষনং। উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং। শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ (দেবী পুরাণ) ইহার ভাবার্থ এই,—রবি কন্যা রাশিস্থ হইলে চান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণা নবমীতে জগন্মাতার বোধন করিয়া সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, অষ্টমী ও মহানবমীতে মহাপূজা করিয়া দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে। এ স্থানের অষ্টমী, নবমী ও সন্ধির গুরুত্বের কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই হইল মায়ের আবির্ভাবের প্রথম সময়ের আরাধনা। অতঃপর শেষ সময়ে সেই চৈত্রী উপাসনাও ঠিক এই আশ্বিনী উপাসনার মত, পাক্ষিক, আয়নিক এবং রাশি ঘটিত মতের উপাসনা। এ নিমিত্ত তাহাও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন ব্যাপক, তাহাও তিথি-ঘটিত, সুতরাং এই উপাসনার নিয়মেই পাক্ষিক আর আয়নিক ব্যবস্থার ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত উহাকে অমাবস্যান্ত না করিয়া নবম্যন্ত করা হইয়াছে, আর ১০ই চৈত্র না করিয়া তিথি ঘটিত করা হইয়াছে। ইহাতে কোন বৎসর ১০ই চৈত্র ব্যাপিয়াও পড়ে, কোন বৎসর তাহার পরেও হয়. আবার এক দুই দিন পূর্ব্বেও হয়।

অতঃপর সংক্রান্তি ঘটিত অয়ন গণনানুযায়ী মায়ের আরাধনার বিষয় বলা যাইতেছে। সংক্রান্তি হইতে অয়নের ব্যবস্থানুসারে আশ্বিনের শেষ সংক্রান্তির দিবস মাতৃশক্তির বলবত্তা হইবার সময়, আর চৈত্রের শেষ দিনে তাহার শেষ এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবস পরিপূর্ণতা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল সংক্রান্তির দিন মায়ের আরাধনা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করেন নাই। কেবল আশ্বিন মাসের শেষ সংক্রান্তির দিন মহালক্ষ্মীর আরাধনা বিষয়ে বিধি আছে, কিন্তু মায়ের দীক্ষা বিষয়ে ইহার বিশেষ আদর আছে। “অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ” (যোগিনীতন্ত্র)॥ ভাবার্থ,—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আর জল বিষুব (আশ্বিনের শেষদিন) এবং মহাবিষুব (চৈত্রের শেষদিন) সংক্রান্তির দিবস মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। এই হইল ত্রিবিধ অবস্থানুযায়ী অয়নের প্রথম, মধ্যম, ও অন্তিম সময়ের উপাসনার ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে মধ্যে বহুদিন মায়ের আরাধনার বিধি আছে। যে যে দিন বিশেষ এক একটুক শুভযোগ আছে, সেই দিনই মায়ের পূজা। প্রথম দুর্গোৎসব এবং অষ্টমীর অর্দ্ধ রাত্রে শ্যামাপূজা, আবার কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, আবার সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা, পরে দীপান্বিতা এবং ঐ অমাবস্যারই প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা; আবার পাঁচ দিন পরেই শুভযোগ পাইয়া সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপের আরাধনা, আবার পাঁচদিন পরেই অমাবস্যার আরাধনা, পুনরমাবস্যা, পুন লক্ষ্মীপূজা, আবার রটন্তী অমাবস্যা, আবার চারিদিন পরেই শ্রীপঞ্চমীর লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, পুনশ্চ অমাবস্যা, আবার শীতলা পূজা, পুনঃ শঙ্কটা দুর্গার পূজা, পুন অমাবস্যা, আবার কমলা পূজা, আবার অন্নপূর্ণা পূজা, এবং বাসন্তীয় দুর্গোৎসব, আবার অমাবস্যা। এতদ্ব্যতীত, ইহার অন্তর্গত প্রতিপক্ষের অষ্টমী, নবমী, আর চতুর্দ্দশীতে উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ যত উপাসনা তৎসমস্তই এই ছয় মাসের মধ্যে এবং উল্লিখিত কৃষ্ণপক্ষে বিহিত, অনুষ্ঠানও তদনুরূপই প্রচলিত। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে পাক্ষিক ব্যবস্থায় অমাবস্যা আর রাশির নিয়মে ষষ্ঠী আর মনসা পূজা ভিন্ন কেবল মায়ের বিশেষ কোন উপাসনা দৃষ্ট হয় না। অতএব এখন সেই উল্লিখিত আটটি সিদ্ধান্তই শাস্ত্র, যুক্তি, এবং ব্যবহারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইল। “অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন” এই প্রশ্নের উত্তর মায়ের ইচ্ছায়, যথাসম্ভব পরিসমাপ্ত হইল। কেবল তাহা নহে, প্রসঙ্গাধীন মায়ের উপাসনার সমস্ত কাল রহস্যই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, নবমী, সন্ধি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ন ও জলবিষুবাদি সংক্রান্তি সময়ের গৌরবের কারণাদি সমস্তই প্রদর্শিত হইল। এখন আশ্বিন আর চৈত্র মাস সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিব।

আয়নিক ব্যবস্থানুসারে যে আশ্বিন এবং চৈত্র মাসের গৌরব করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তার ক্রমে দর্শিত হইয়াছে। এখন রাশি ঘটিত একটি কথা বলিব।

ভগবান্ সূর্য্যদেব একবৎসরে মেষাদি দ্বাদশটি রাশিকে অতিক্রমণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশির উদয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষের, আষাঢ় মাসে মিথুনের, শ্রাবণ মাসে কর্কটের, ভাদ্রে সিংহের, আশ্বিনে “কন্যার,” কার্ত্তিকে তুলার, অগ্রহায়ণে বিচ্ছার, পৌষে ধনুর, মাঘে মকরের, ফাল্গুনে কুম্ভের আর চৈত্র মাসে মীন রাশির উদয় হইয়া থাকে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র উক্ত দ্বাদশটি রাশির ছয়টিকে পুরুষ, অর্থাৎ পুংশক্তি বিশিষ্ট, আর ছয়টিকে স্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রীত্ব শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রূরোথ সৌম্যঃ পুরুষোহঙ্গনা চ ওজোথযুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ, চরস্থিরদ্যাত্মকনামধেয়া মেষাদিতঃ স্যুঃ ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ॥” এই নিয়মে মেষ রাশি পুরুষ, সুতরাং বৈশাখ মাস পুরুষ, আর বৃষরাশি স্ত্রী, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাস স্ত্রী। এইরূপে মিথুন, সিংহ, তুলা ধনু, কুম্ভ, এই কএকটি রাশি, আষাঢ়, ভাদ্র এবং কার্ত্তিক, পৌষ, আর ফাল্গুন এই কএক মাস পুরুষ, আর কর্কট, “কন্যা” বিছা, মকর, “মীন” এই কএকরাশি এবং শ্রাবণ, “আশ্বিন” অগ্রহায়ণ, মাঘ, আর “চৈত্র” এই কয়েক মাস স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইল। এখন বোধ হয়

বলা বাহুল্য যে, বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, এবং ফাল্গুন এই কয়েক মাসে রাশির নিয়মে পুংশক্তির প্রবলতা, আর জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, "আশ্বিন" অগ্রহায়ণ, মাঘ, এবং চৈত্র মাসে স্ত্রীত্ব শক্তির প্রবলতা হয়, এই নিমিত্তই ইহাদিগকে পুংমাস আর স্ত্রীমাস বলা হইল। অতএব এই নিয়মে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, আর চৈত্র মাসে মায়ের উপাসনা করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল। পরন্তু এই সকল মাসও এক সংক্রান্তি হইতে আর এক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত গণিতে হইবে না। ইহাও সেই অয়ন আর পক্ষের গণনার মত দুই দুইটির অর্দ্ধার্দ্ধ লইয়া গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ বৈশাখের অর্দ্ধাংশ হইতে জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত বৈশাখ মাস পরিগণিত হইবে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে আষাঢ়ের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত জ্যৈষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরবর্ত্তী আষাঢ়াদি মাসেরও এইরূপই যোজনা। কারণ, যদিচ বৈশাখাদি মাসের প্রথম দিন হইতেই মেষাদিরাশির উদয় আর শেষ দিনেই অস্ত হয় সত্য, তথাপি এই পৃথিবীতে পূর্ব্ব রাশির আধিপত্যের শেষ হইয়া পর রাশির আধিপত্য হইতে প্রায় ১৫ দিন অতীত হইয়া যায়, সুতরাং দুই দুই মাসের অর্দ্ধার্দ্ধ ধরিয়া এক এক মাস পরিগণিত হয়, এবং এইরূপ মাসই মায়ের উপাসনায় বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তির মাস তত আদরণীয় নহে। ইহাই রাশি ঘটিত সময়ের ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা মতে জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠীতে ষষ্ঠী, এবং অমাবস্যাতে বিশেষরূপে কালীপূজা করার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আর শ্রাবণমাসে মনসা, আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসব, অগ্রহায়ণে কালীর পূজা, মাঘে রটন্তী, আবার চৈত্রে লক্ষ্মী, শীতলা, অন্নপূর্ণা এবং বাসন্তীয় দুর্গোৎসবের বিধি আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণায়নের মধ্যপতিত উপাসনা গুলির প্রায়ই অয়ন, পক্ষ, তিথি এবং রাশির সহিত মীলাইয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত উহার কোন কোনটা কোন কোন বৎসরে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক আধটুকু অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্য সময়ের উপাসনা গুলি তাহা নহে, তাহা প্রতি বৎসরেই নির্দ্দিষ্ট সময় লঙ্ঘন করে না। ইহাই রাশিঘটিত সময়ের ব্যবস্থা। এবং সেই পূর্ব্বোল্লিখিত মায়ের মাসিক আবির্ভাব তিরোভাবেরর বিবরণ। এইরূপে মাস, অয়ন, পক্ষ, তিথি, দিবা, রাত্রি এবং বাম দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস প্রবাহের সময় অনুসারে মায়ের আরাধনার বিধান করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় সমূহ উপস্থিত হইলেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, সুতরাং সেই সকল সময়ে অনুধ্যান করিলেই মাকে ধরিতে পারা যায়, অতএব এই সকল সময়েই মায়ের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহার বৈপরীত্যে সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে অনুষ্ঠাতার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হইয়া থাকে। তাই অমাবস্যায় মায়ের পূজা, তাই রাত্রিতে, অর্দ্ধ রাত্রিতে মায়ের পূজা, তাই বামাবহ নিশ্বাস কালে মায়ের পূজা, তাই আশ্বিনমাসে মায়ের পূজা, জলবিম্বে মায়ের পূজা, কোজাগরে মায়ের পূজা, দীপান্বিতায় মায়ের পূজা, কার্ত্তিকী নবমীতে মায়ের পূজা, পৌষমাসে মায়ের পূজা, আবার রটন্তীতে মায়ের পূজা, শ্রীপঞ্চমীতে মায়ের পূজা, চৈত্রমাসে মায়ের পূজা, বাসন্তীতে মায়ের পূজা, সেই অষ্টমীতে মায়ের পূজা ; জ্যৈষ্ঠমাসে মায়ের পূজা, এবং শ্রাবণমাসে মায়ের পূজা বিহিত হইয়াছে। অতএব, সাধক! উপাসক! ভক্ত! যদি মাকে ধরিতে চাও, মাকে পাইতে চাও, তবে উপরি উক্ত সময় রহস্য মনে রাখিয়া মাকে ধরিয়া যথাশক্তি অনুষ্ঠানের চেষ্টা কর, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আর যাঁহারা বাবার উপাসক আছ, তাঁহারা বাবার উপযুক্ত সময় চিন্তা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর, তবেই বাবাকে ধরিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। এ প্রসঙ্গে আর তাহা বলিব না। "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?" এই প্রশ্নে মা যাহা বলাইলেন তাহা প্রকাশিত হইল।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য অতি গূঢ় যে সকল রহস্য আছে, তাহা এভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ। এখন অবকাস গ্রহণ করিলাম। ইতি

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। শ্রাবণ।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্।	... ...	৪৯
তত্ত্বমসি	শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন শাস্ত্রী ...	৫০
আমার কৃষ্ণ	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ...	৫৩
আদর্শ-সংস্কার	ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক ...	৫৬
নিরাশ হইও না	... ...	৬২
অবশ্য দ্রষ্টব্য	... ...	৬৪

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা, মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিত-তত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নামে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্তভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধিপূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ।৵০ আনা, মোট ৩৷৵০ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, উক্ত শাস্ত্রি দ্বারা সংশোধিত এবং প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ আনা। এ পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুল, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত সরলার্থ-প্রবোধিনী ব্যাখ্যা (অন্বয়) শাঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়া মণিকৃত বঙ্গানুবাদ এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় টীকাসম্বলিত। ভগবানের অনুগ্রহে আজি কাল শ্রীমদ্ভগবগীতার আদর আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল মাত্র ধর্ম্ম প্রাণ ভারতবাসী নহে; ম্লেচ্ছ ভূমি খৃষ্টান রাজ্যের অধিবাসিবর্গেরও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আর নাই পারেন গীতা-তত্ত্বের কিঞ্চিমাত্র আভাস উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইতেছেন। ইউরোপের বহু ভাষায় গীতা অনুবাদিত হইয়াছে। সেদিন এক খানি ইংরেজী কাগজেই দেখিতেছিলাম যে, এক জন বলিয়াছেন, ইউয়োপে বাইবেলের পরিবর্ত্তে কালে গীতারাই আদর হইবে। ফল কথা, গীতা হিন্দুর পরম আদরের গ্রন্থ। ইহার সম্যক প্রচার হয়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই ইচ্ছা। শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ থাকিলেও গুরূপদেশ ভিন্ন গীতামর্ম্ম অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই বলিয়া গীতার আলোচনা পরিত্যজ্য নহে। স্বতঃ পরতঃ চেষ্টায় ইহার সারতত্ত্ব যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সাধ্যমতে সকলের তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তক খণ্ডে অন্বয়-ব্যাখ্যা, তিনটী টীকা এবং বঙ্গানুবাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব লোকের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিয়ছেন। তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। গীতার এরূপ একখানি সুন্দর সংস্করণ নাই বলিলেও চলে। আমরা আশা করিতে পারি যে, এ দেশে এ পুস্তকের সমধিক আদর হইবে। যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনিই এপুস্তকের একখণ্ড খরিদ করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিবেন এবং অর্থেরও সার্থকতা করিবেন। কলিকাতা ৬৩ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। বঙ্গবাসী, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শাঙ্করভাষ্য স্বামিকৃত টীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত শাস্ত্রী দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৩৲; ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। * * * * * * শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গীতার অনুবাদ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা যার পর নাই সুখী হইয়াছি। গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩০০ সাল।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, (১৮১৫ শক, ১৩০০ সন) শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্।

বিশ্বন্দর্পণদৃশ্যমাননগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনিমায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্নির্বিকল্পং পুনর্-
মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপিমহা যোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া-
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
যস্যৈবস্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকন্তাসতে
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভো নিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎসমস্তং জগ-
ত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
দেহং প্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়া সমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎসুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
বিশ্বস্পশ্যতিকার্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
ভূরম্ভাংস্যনলো নিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃপুমা
নিত্যাভাতি চরা চরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্তয়ষ্টকং।
নান্যৎকিঞ্চনবিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎপরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥
সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুস্মিংস্তবে
তেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বংস্বতঃ
সিধ্যেত্তৎপুনরষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্যমব্যাহতম্॥
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥
ছিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥
মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্ম নিষ্ঠৈঃ॥
আচার্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শ্রীমদ্দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

"তত্ত্বমসি"।

বেদবাক্য বিচারে যত লোক প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে আপাততঃ শ্রেণীত্রয়ে বিভাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিদ্যাব্রত-স্নাতক সাম্প্রদায়িক আচার্য্য সমীপে উপনীত হইয়া রীতিমত সাঙ্গরহস্য বেদানুশ্রবণ করিয়া বেদার্থ হৃদ্‌গত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্যবলে সংযত-মানস, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর প্রকৃত বেদবিৎ। যাঁহারা, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাভ্যাসে শিষ্ট হইয়াছেন,অথচ তাদৃশ গুরূপদেশ লাভে অসমর্থ হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে স্বমত স্থাপনার্থ অভিমত বেদার্থ বিস্তার করেন, তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর বেদজ্ঞ। অপর শ্রেণীস্থ বেদবেত্তৃগণ উক্ত উভয় পথ স্পর্শও করেন নাই, কেবল পরমুখে অর্থাভাস শ্রবণ করিয়া দুঃসাহসে স্বমত ব্যাখ্যা করেন। ইহাদিগকে বেদজ্ঞ বলিলে উপহাস প্রকাশ করা হয়। উপযুক্ত ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাদি প্রলাপোক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ পরিহার্য্য। প্রাগুক্তপক্ষদ্বয়ের অর্থব্যাখ্যা শ্রবণেও অনেক স্থলেই পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। স্পষ্টতঃ বিরোধও আছে। অতএব তত্ত্বমসি, এই মহাবাক্য-বিচারেও তদ্রূপ পরস্পর বিরুদ্ধোক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পুরাতন হইলেই উৎকর্ষোপেত, আর নবীন হইলেই সদোষ, এই কথা সর্ব্বত্র সঙ্গত না হইলেও বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে। ঘোর কলিকালে, এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের দুর্দ্দিনে, বিজাতীয় সঙ্ঘর্ষণে শাস্ত্রাভ্যাস ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বোধ যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যে শাস্ত্রের অধ্যাপকটী গতাসু হইলেন আর তেমনটী হয়না, ইহা ক্রমশঃ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। দশবৎসর পূর্ব্বে যতজন বেদাধ্যাপক ছিলেন, অধুনা তাহার দশাংশের একাংশও নাই। বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক অতি বিরল। তথাপি যিনি যে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী তিনি অব্যবসায়ী অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞ ও অধিকারী। কিন্তু অধিকারী ও অধিকার বিচার অধুনা প্রায়ই বিলুপ্ত। পাশ্চাত্য-প্রবাহে সকল সমান হইয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছানুরূপ শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত-প্রাধান্য স্থাপনে সকলে বদ্ধকটি। সাধনার প্রয়াস নাই, সাধক বলিয়া পরিচিত হইতে বাসনা। কেহ বা নিত্যকর্ম্মাদি পর্য্যন্তও অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিরত। অথচ বেদের কথা বলিতে মুখব্যাদান করিয়া থাকেন। কেহ আজন্ম বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরমুখে শ্রুতবাণীই শ্রদ্ধেয় বোধ করেন। কাহারওবা কিছুতেই আস্থানাই, শাস্ত্রগতিও অবগত নহেন, যখন যে যাহা বলে তাহারই অনুসরণ পূর্ব্বক বিভিন্নপথে বিচরণ করিয়া কুত্রাপি সস্তি লাভ করিতে পারেন না। কাহারও বা ব্রাহ্মণত্বের মৌখিকাভিমান আছে, অথচ কার্য্যকালে ব্রাহ্মণ্য রক্ষার চেষ্টা নাই। এবংবিধ মতিবিকারের প্রলাপ বাক্যে দেশে অশেষ অনর্থপাত হইতেছে।

বেদব্যাখ্যাতৃগণই আচার্য্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আবার ধারাবাহিক গুরু পরম্পরায় সুশিক্ষিত আচার্য্যগণ, সম্প্রদায় বিরহিত আচার্য্যাপেক্ষায় গরীয়ান্। আর যাহারা আচার্য্য নহেন, তাহারা বেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়ই অকাণ্ডে ব্যাখ্যান করিয়া অভিনব পথের বা বিপথের অবতারনা করিয়া থাকেন, সুতরাং এরূপ মত সাধু নহে। অনেকে স্বোদ্ভাবিত মতের বলাধিক্য রক্ষার্থ উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যাংশের বুদ্ধ্যনুরূপ অর্থ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিলে অথবা বিচারস্থলে উপস্থিত হইলে প্রায়ই তথ্য ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। মূল অনুসন্ধানে বিরত থাকিলে আপাততঃ প্রীতিপ্রদও মনোরম বোধ হয়, সুতরাং উহা শ্রেয় না হইয়া প্রেয় হয়। যাঁহারা শ্রেয়স্কাম, তাঁহারা আচার্য্যের অনুসরণ করেন, আর যাহারা প্রেয়ঃকাম তাহারা নব্য প্রতিভার মুখপ্রেক্ষী। শ্রেয়স্কাম আপাততঃ ক্লিষ্ট হইলেও পরিণামে স্থির সত্য-সুখ উপলব্ধি করেন। আর প্রেয়ঃকাম আপাততঃ মনের অনুকূল বাক্‌বিন্যাসে আনন্দানুভব করিয়া পরিণামে বঞ্চনা ও দুঃখ লাভ করেন। মতিমানগণ শ্রেয়স্কাম হইতেই প্রয়াসী।

চারি বেদের চারিটী মহা বাক্য; তন্মধ্যে সামবেদে "তত্ত্বমসি"। চারিটী মহাবাক্যের তাৎপর্য্যই অদ্বয়ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন, ইহা আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞান, আর্য্যজনের চরম জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞানে প্রকৃত মুক্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" বোধের উপদেশ শ্রুতিস্মৃতিতে প্রচুর রহিয়াছে। যতদিন অদ্বৈতবোধ না জন্মিবে ততদিন দ্বৈতে নির্ভর করিয়া সাধনাবলে অদ্বৈতে উপস্থিত হইতে হইবে। অদ্বৈত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। অদ্বৈত জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জনন-মরণ চক্রে আবর্ত্তিত হইতেই হইবে, ইহাই শাস্ত্র মর্য্যাদা। পুণ্যোপচয়ে উত্তম স্থান, সগুণ সাধনে সাল্যোক্য লাভ হইলেও আবর্ত্তন ও স্খলন শঙ্কার পরিহার হয় না। এজন্য শ্রুতি বলিলেন "দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ং"। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। একদিকে আচার্য্যগণ সম্প্রদায়গত শ্রোততত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া সুসংযত শিষ্যকে সে তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন, আর একদিকে লৌকিক শাস্ত্রে কৃতবুদ্ধি পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন, এখন কাহার কথা শুনিতে হইবে? শ্রুতির প্রমাণ অন্য শ্রুতিদ্বারা, স্মৃতি দ্বারা এবং অনুভূত আচার্য্য উপদেশের দ্বারা যাহা প্রকাশিত, প্রচলিত ও শিষ্ট পরিগৃহীত তাহার উপেক্ষা কোন ব্রাহ্মণ করিতে পারিবেন না। যাহারা ব্রহ্মণ্য দেবকে দূরপেত ও নিষ্কাশিত করিতে ব্যগ্র তাহারাই নব পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হইবেন। আচার্য্য বলিলেন "তত্ত্বমসি" জীব ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক মহাবাক্য। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, উপক্রমোপসংহারাদি বিচার করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন যে, উহা জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞাপক। অভেদজ্ঞাপক সোঽহংভাবই প্রত্যেক শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। অদ্যাপিও তদ্ভাবে সাধক সাধনা করিতেছেন। এমন কি ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সোঽহংচিন্তা। তথাপি দ্বৈতবাদী বলিবেন, উহা অভেদপ্রতিপাদক নহে! 'তৎত্বং, তস্ত্বং "তাহার তুমি" এই অর্থ প্রতিপাদক! সেব্য সেবক ভাবে পরমও জীব পৃথক্, এই পার্থক্যের বিরাম নাই। সুতরাং দ্বৈতবাদীর মতে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রৌত আদেশ অকিঞ্চিৎকর।

অতএব নির্ব্বাণ মুক্তি একরূপ নাই বলিলেই হয়। কেহ কেহ এই শেষোক্তউপদেষ্টৃবাক্যে বিমুগ্ধ। এরূপ শাস্ত্রগতি কীদৃশ যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনার জন্য প্রথম "তত্ত্বমসি" শ্রুতির উপন্যাস করা যাইতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তৎ পিতা উদ্দালক ঋষির অধ্যায়িকায় ঐ মহাবাক্যের স্থাপনা হইয়াছে।

শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তংহো পিতোবাচ শ্বেত কেতো বসব্রহ্মচর্য্যং„। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা আরুণি বলিলেন আমাদের গুরুকুলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। নচৈব সোম্য স্মৎ কুলীনো ননূচ্য ব্রহ্ম বন্ধুরিব ভবতীতি। বেদাদি অধ্যয়ন না করিলে ব্রহ্মবন্ধু হইতে হয়।

"সহ দ্বাদশ বর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতি বর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনাঃ অনুচানঃ মহনীয় স্তব্ধ এয়ায়। শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। শেতকেতু ব্রহ্মচর্য্যে যথারীতি বেদাধ্যয়ন করিলেও অভিমান ও অবিনয় পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন না। "তংহো পিতোবাচ„ শ্বেতকেতো! পিতা তাহাকে অবিনয়ী দেখিয়া বেদের আত্মবিদ্যা (বেদান্ত) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু আত্মবিদ্যা সমধিগত করিতে পারিয়াছিলেন না। পিতা আরুণি প্রশ্ন করিলেন "যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবত্যমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি,। যে উপদেশে অশ্রুত শ্রুত হয়, অতর্কিত তর্কিত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাহা বল। আত্মজ্ঞানবিরহিত শ্বেতকেতু এরূপ প্রশ্ন শ্রবণে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া "কথংনুভগবঃ স আদেশোভবতীতি।" কি প্রকারে ইহার উপদেশ হয় জিজ্ঞাসিলেন, তথন আরুণি বলিলেন—

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বংমৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং॥"

হে সৌম্য! যেমন, লোকের একটী মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞানদ্বারা মৃদ্বিকার জাত ঘটশরাবাদি তাবৎ মৃণ্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মে। উপাদান কারণ বোধে কার্য্যজ্ঞান জন্মে। ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃৎপিণ্ডের রূপান্তর মাত্র। উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ স্থলে মৃত্তিকাই সত্য? ঘটাদি কেবল ব্যবহারার্থ নাম মাত্র। ব্যবহারে কেবল ঘটাদি, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য, পরমার্থতঃ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"যথা সৌম্যৈকেন লোহ মণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ম্ লোহমিত্যেব সত্যং। যথা সৌম্যৈকেন নখ নিকৃন্তনেন সর্ব্বং কাষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সৌম্য সআদেশো ভবতীতি।"

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান বোধের দৃঢ়তা প্রতিপাদনার্থ মৃত্তিকা দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়া তদ্বৎ লোহমণি (সুবর্ণ) ও কৃষ্ণায়সের দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। বলয় রুচকাদি স্বর্ণ হইতে বিভিন্ন নহে, বলয়াদি কেবল স্বর্ণের ভিন্ন ভাবে অবস্থান মাত্র।

"নবৈনূনং ভগবন্ত স্ত এতদবে দিষুর্যদ্ধ্যেতদবে দিষ্যন্ কথং মে না বক্ষ্যন্নিতি ভগবাং স্ত্বেব মেতদ্ব্রবীত্বিতিতথা সোম্যেতি হোবাচ॥"

শ্বেতুকেতু শ্রুতির উপক্রম শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেম, ভগবন্! আমাকে সেই বস্তুর উপদেশ করুন যাহার জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয়। যাহা জানিলে সকল জানাযায়। তথন আরুণি ঋষি সৌম্য! তাহা বলিতেছি, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥"

সৎএব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ একং এব অদ্বিতীয়ম্।

এই শ্রুতি শুনিয়া প্রথমে মনে এই আশঙ্কার উৎপত্তি হয় যে, পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপ ছিল, এখন নাই। সেই আশঙ্কার নিরসনার্থ এই মাত্র প্রথমে বলা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপই ছিল সত্য। সৃষ্টি হইলে নাম রূপাদির বিশেষণাবির্ভাব হইল। যথা পূর্ব্বোক্ত বলয়াদিবৎ। এস্থলেই দ্বৈতভাব মিথ্যা প্রকটীকৃত হইল এবং অদ্বিতীয় পদ দ্বারা তাহারই দৃঢ়তা জন্মিল। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিতত্ববিন্যস্ত হইল। ঐ শ্রুতির দৃঢ়তা স্থাপনার্থ পুনর্ব্বার বলা হইল।

"সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতয়ম্॥

সৎতু এব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ একং এব অদ্বিতীয়ম্ দ্বৈত মিথ্যা, পরব্রহ্মই সত্য, ইহাই স্থির বোধ। সুতরাং সৎস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান জন্মে ইহাই শ্রৌত তাৎপর্য্য।

তৎপর সেই সন্মাত্র পরব্রহ্ম অভিধ্যান ক্রমে জগৎ সর্জ্জন করিলেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। ইত্যাদি। যাহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কালেও এক ভাবে বর্ত্তমান, তাহাই নিত্য সত্য। তদ্ভিন্ন জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা। কারণ প্রলয়ে তাহার অভাব হয়। যাহা হউক এইরূপ সৃষ্টিক্রম উল্লেখ করিয়া আবার শ্রুতির উপন্যাস হইল যে, "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ॥" অন্য শ্রুতিতে, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ।" পরমাত্মা দেহপিণ্ড সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে প্রবেশ করিলেন; অতএব পরম ও জীব একই বস্তু। কেবল নিরুপাধিক ও সোপাধিক মাত্র। ফলতঃ পৃথক নহে। এইরূপে সৃষ্টি প্রপঞ্চ বিস্তার ও তৎসঙ্গে আত্মোপদেশ প্রদানন্তর শ্বেতকেতুকে পরম ও জীবের অভেদজ্ঞান দৃঢ়রূপে অনুভব করার জন্য এক এক পদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক "স য এষোঽনিমৈতদাত্ম্য মিদং সর্ব্বং সৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি॥" এইরূপ নয় বার "তত্ত্বমসি" বলিয়া ঔপনিষদাত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছিল। ঐ নয়বার তত্ত্বমসি উপদেশ প্রবাহের মধ্যে একস্থলে এই শ্রুতি আছে যে, "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তেন জীবা ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽনিমৈতদাত্ম্য মিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা "তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এবমা ভগবান বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। শরীরেরই বিনাশ হয় কিন্তু জীবের বিনাশ নাই, সুতরাং জীব নিত্য। পরমাত্মাই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু নিত্য নাই, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব জীব ব্রহ্মের অভেদ ভিন্ন নিত্যত্ব ও নির্ব্বাণ মুক্তি রক্ষিত হইতেই পারে না। যেরূপ দৃশ্যমান লবণ পিণ্ড জলে মিশাইয়া লবণ অদৃশ্য হইলেও কিন্তু আচমনে জল লবনাক্ত

অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপে লবণের অবস্থান দৃষ্টে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের পুনরুল্লেখ হইল। এতাবতা "তত্ত্বমসি" অভ্যাসে জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতীতি দ্বারা শ্বেতকেতুর একজ্ঞান হইয়াছিল। ইহাই উপসংহার।—উপক্রমে অভ্যাসে ও উপসংহারাদির বিবেচনায় "তৎত্বং" তাহাই তুমি, এইরূপ উপদেশ আমাদেরও হৃদ্বোধ হয়। বিশেষতঃ আচার্য্যের উপদেশ, সাম্প্রদায়িক গুরূপদেশ, এবং শিষ্টজন পরিগৃহীত "তাহাই তুমি" তত্ত্বমসি।"

যাহারা সাম্প্রদায়িক নহেন, আচার্য্য নহেন, দ্বৈতাদ্বৈতভয়ং ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করিলেন, "তত্তু সমন্বয়াৎ" "সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয় শোদনাদ্য বিশেষাৎ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সঙ্কুচিত করিয়া সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, আংশিক সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রাশি রাশি অপৌরুষের প্রতিবাক্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সত্যের আপলাপ করিয়াছেন, শ্রুতি স্মৃতির মর্য্যাদা বিলঙ্ঘন করিয়াছেন, তত্ত্বপথের অন্তরায় হইয়া সংসার ও স্বর্গাদি প্রাপ্তিকেই চরম বোধ করিয়াছেন, তাহারাই বলিলেন "তাহার তুমি হও" ইহাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। যাঁহারা এই অর্থ করেন তাঁহাদের উপক্রম উপসংহার ও অভ্যাসাদি লিঙ্গ বিচার কোথায়? আপাততঃ "তাহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য, তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যবেদের মহাবাক্য "অহংব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহাদের গতি কি হইবে? যে ব্যাকরণ বলে "তস্যত্বং" এই বিগ্রহে "তত্ত্বং নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই ব্যাকরণ এস্থলে সম্পূর্ণ নিরস্ত। এবং বৈদিক অভিধান নিরুক্ত দ্বারা, অন্য শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারাও "অহংব্রহ্ম" এইবাক্যে "ব্রহ্মের আমি"এরূপ অর্থ হইতে পারে না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে, প্রকৃত আচার্য্য ভাষ্যকারের ন্যায় "তাঁহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্য নিরূপক পণ্ডিতগণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অদ্যাপি অনেকে দৃক্‌শূন্য হইতেছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না যে, "তত্ত্বমসি" ব্যতীত আরও মহাবাক্য রহিয়াছে। তাহারা "তত্ত্বমসির" তত্ত্বং শুনিয়াই ক্ষান্ত হন, অন্য মহাবাক্য আছে ইহার লেশমাত্রও হৃদয় মন্দিরে জাগরূক হইতেছে না। চক্ষে ধূলিপ্রদানের অপর কারণ এই যে, "মানুষকে ব্রহ্ম বলে" এই অর্থ কি সঙ্গত? অদ্বৈতবাদীরা কখন ই মানুষকে ব্রাহ্ম বলে না। আত্মা ও পরমাত্মা এক ইহাই বলে। পরমাত্মা নিত্য, অন্যবস্তু মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য, ইহাই বলে। এবং সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন জীব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাৎপর্য্যানুভবে, আচার্য্য সহযোগে অধিকারী। তদুপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতভাণ্ থাকে, পূজ্য পূজক পার্থক্য থাকে। নিথ্যা হইলেও দ্বৈত সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে জাগরিত হইয়া সোঽহং চিন্তায় আদেশ আছে, শেষ লক্ষ্য তাহাই। সাধকগণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন ব্রহ্মামৃত পান করেন, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার তখন অনুভব হয় না। কিন্তু সেই সিদ্ধ সাধকেরও সমাধিভাবের অপগম হইলে দ্বৈত ব্যবহার থাকে। উহাই অদ্বৈতবাদিগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন মাত্র। মানুষকে ব্রহ্ম বলেন না। অননুসন্ধিৎসু গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ সমস্ত তত্ত্বামৃত পানে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী-সাধনার বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। আর ঊর্দ্ধে উন্নীত হওয়ার আশাও করেন না এবং অন্যের পথেও কণ্টক প্রদান করিয়া থাকেন। পরমাচার্য্যের সম্পূর্ণ মীমাংসিত প্রকৃত ভাষ্য আর অসাম্প্রদায়িক অনাচার্য্যের দিঙমাত্র মীমাংসিত অপূর্ণ ভাষ্য সুধী সমাজে স্থাপিত হইলে শেষোক্ত নিরস্ত ও নিরাকৃত হইবে এবং হইয়াছে। অদ্যাপি পরমহংসগণ প্রথমোক্ত ভাষ্য পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। আর শেষোক্তগণ "জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়ে কৃষ্ণ ভজ সদা" এই বাক্যকে বেদাধিক প্রামাণিক বোধকরেন। জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষার আদেশে বেদের নিন্দা প্রচার করা হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। এবং তদনুসারে বৈদিকক্রিয়া কর্ম্মাদির বিলয় সাধন করিয়া কলিমাহাত্ম্য প্রচার হইতেছে মাত্র। বেদ বিরুদ্ধ মত সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। নবীন দ্বৈতসত্য, হয়ত বলিলেন, বেদ বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু বেদ সঙ্গত মতই যে, জ্ঞান কর্ম্মে উপেক্ষা করা! যদি জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা বেদ সঙ্গত মত হয় তবে নিশ্চয় তাঁহাকে বলিব তিনি বেদস্বরূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জ্ঞান কর্ম্মোপদেশেই বেদের বেদত্ব। যাহাদের অধিকার বিচার বা তদনুরূপ উপদেশ নাই তাহারাই নিত্য কর্ম্মের পরিহার করিয়া কেবল ভজনোপদেশ প্রদান করেন। তত্ত্বমসির অর্থ "তাহার তুমি" এরূপ বলিয়াও বিচারস্থলে উপস্থিত হইতে সাহস প্রাপ্ত হন না। আমরা "কৃষ্ণভজ, এরূপ উপদেশের বিরোধী নহি। কিন্তু "জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা কর, এই উপদেশকে অবৈদিক বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করি। এই ঘৃণা শাস্ত্রমূলক। অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি" তৎত্বং অসি এই বাক্য অবলম্বনে বহু বিচার এবং তাৎপর্য্য বোধের জন্য অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিচার বর্ণন করিয়া পাঠক বর্গের সময় নাশ করিতে ইচ্ছা করিনা। সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেলেও এই দেখা যায় যে, শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া পূর্ণ যৌবনে স্বগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে তাঁহার তুমি হও, এই উপদেশ নয়বার বলিবার আবশ্যক কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ উপদেশ স্থির করিবার প্রয়োজনই বাকি? বোধহয় তাদৃশ ব্যক্তিকে একবার বলিলেই হয়। সহজে যেদিগে মানুষের বুদ্ধি যায়, যাহার ধারণা করা সুগম তাহার উপদেশ পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে কেন? কিন্তু "তাহাই তুমি" এই অভেদ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয়ে অনুভব করা সুকর নহে। ধারণা করিতে বিমলান্তকরণ হওয়া একান্ত বিধেয়। সেইজন্যই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা অভেদ বোধক বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। আমি মায়াবশে সংসারী, মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই নির্মুক্ত হইয়া প্রকৃত সোহং হইতে পারি। যাহা সুগম তাহার সাধনায় বহু প্রয়াস পাইতে হয়না। যাহা দুর্গম তাহার সাধনায় নানাবিধ ইষ্ট আয়োজনের প্রয়াগ হইয়া

থাকে। যে তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্মনসগোচর, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নির্লেপ, তাহাতে "তাহার আমি" এই ভাব বড়ই সরল ও অসংলগ্ন বোধ হয়। "আমি তাহার" এরূপ প্রতীতি হইলে স্বরূপাধিগমের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই নির্মূল হইয়া আসে। আর "আমিই তাহা" এরূপ প্রতীতি করিতে হইলে, তাহা কি? এরূপ স্বরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জন্মে।

"তাহার আমি" বাদিগণ বলিয়া থাকেন তাঁহার সেবা করিতে পারিলেই পরম সুখ হইল, মুক্তি কিছু নহে। এই বাক্য সুসার নহে। সেবায় সুখ হয় ষটে; কিন্তু বিগ্রহবান্ না হইলে কথিত সেবা ঘটে না। বিগ্রহবত্তা তাঁহার স্বরূপ নহে—মায়িক রূপ। মায়িক রূপ স্থায়ী নহে, সুতরাং নিত্য সুখ হইল না। আবার সেবকের পদে পদে স্খলন হইতে পারে। ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণও আছে। আবার কোন২ সেবক যুক্তি লাগাইয়া বলেন "তাহার তুমি" এই অর্থই সঙ্গত হয়, কারণ চিনি হইয়া কাজ কি? পিপ্‌ড়ে হইয়া চিনি খাওয়াই সুখ"। এই দৃষ্টান্ত বিষম, সুতরাং অসঙ্গত। চিনির সহিত ব্রহ্মের তুলনাই হয় না। সুখ বাঞ্ছনীয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। সেই সুখ সদাতন হইলেই সুখাশার সম্পূর্ণ তর্পণ হইয়া থাকে। নিত্য সুখী হইতে হইলে সচ্চিদানন্দ না হইলে আর নিত্য সুখানুভবের আশা নাই। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হওয়া আর চিনি হওয়া কোনরূপে সমান নহে। সেই তুমি "তত্ত্বমসি" হইলেই তাহা সাধিত হয়—প্রকারান্তরে নহে। উপরে বলা হইয়াছে বিগ্রহবান্‌কেই সেবক মনোমত সেবা করিয়া সেবা জনিত সুখানুভব করিতে পারেন। কিন্তু বিগ্রহ, স্বরূপ নহে,—মায়িকরূপ। মায়িক, সুতরাং মিথ্যা এবং অসীম, অতএব অল্প। "যদ্‌ল্পং তন্মর্ত্ত্যং. নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাবৈ সুখং। ইত্যাদি শ্রুতি। ভূমা ব্রহ্ম, ইহাঁরই অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। মহামায়া ইহাঁদের প্রসূতি। কল্পান্তে ব্রহ্মাদির আবির্ভাব তিরোভাব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। "তাহার তুমি" এরূপ তাৎপর্য্য হইলে তুমি কাহার তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। যদি বল "আমি বিষ্ণুর। তবে যখন মহামায়ার সত্ত্বগুণ উপসংহৃত হইবে, প্রকৃতির কুক্ষিস্থ হইবে, তখন বিষ্ণুর অবতার মহা বিষ্ণুতে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি কাহার? যদি বল আমি তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের, তবে তুমি ব্রহ্ম হইতে চিরকালই ভিন্ন। সুতরাং নিত্য নীরূপের সেবা কিরূপে করিবে? প্রলয় কালে কোথায় থাকিবে? তোমার যে ভিন্ন সত্তা। আর সেবারই বা প্রয়োজন কি? ব্রহ্মও নিত্য তুমিও নিত্য। তোমার উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব একান্তই সঙ্কুচিত ও হতপ্রভাব। এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত হইবে। স্পষ্ট একত্ব প্রতিপাদক বহুবিধ শ্রুতি রহিয়াছে এবং দ্বৈতভাবের অসারতা ও ভয়জ্ঞাপক স্পষ্ট শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু অদ্বৈত বোধে ভয়, দুঃখ বা তাপ ঘটে এরূপ শ্রুতি নাই। সুতরাং ইহাও "তত্ত্বমসির" সেই তুমি এই তাৎপর্য্যের অনুকূল।

অদ্বৈত বোধ উপযুক্ত অধিকারীরই হইয়া থাকে। অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্য সাধক, পূজ্য পূজক ভাবে অর্চ্চনা করিতে হইবে। কিন্তু তখনও সোহংভাবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, আশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপ যথাসধ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, কিন্তু সাত্বিক ভাবে, পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চ পূজায় নির্ম্মালান্তঃ করণ হইতে হইবে, বিশুদ্ধ ভাবে। এরূপ ভাবে ভাব-শুদ্ধি হইলেই জীবের ক্রমশঃ আত্মোন্নতি হইতে থাকে। তখন প্রকৃত মুমুক্ষুত্ব হয়। উৎকট মুমুক্ষায় আচার্য্য যোগে "তত্ত্বমসি,, "তুমি তাহা" এই অভেদজ্ঞান হৃদয়ের তলে২ অনুভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাই শ্রৌত তাৎপর্য্য, আচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং শিষ্ট জনের প্রতি পালিত।

কাল মাহাত্ম্যে আজ কাল বড় বড় কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইয়া থাকে। তাহাতে যাহারা পাশ্চত্য মত উদ্গীরণ করিতে পারেন, পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত জনগণের অনেকে তাহাই প্রায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিতে প্রায়ই প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই অনেকের অন্তঃকরণে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

আমার কৃষ্ণ।

প্রথম প্রস্তাব।

অনেক দিন যাবৎ কেবল মায়ের বিষয় লইয়াই নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিতেছি। বাবাও তাহাতে একবারে পরিত্যক্ত হয়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সম্বন্ধে এযাবৎ কোন নাম গন্ধই করা হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিতেছে। তাই এবার তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করার ইচ্ছা। পরন্তু, একথা, বোধ হয়, বলা বাহুল্য যে, এই সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা আমারই প্রকৃতি এবং জ্ঞানাদির অনুযায়ী। সুতরাং তাঁহার (কৃষ্ণ) সম্বন্ধে ইহা বাস্তবিকও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু বলে তৎসমস্তই তাহার আপনার অবস্থা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্ণিতব্য বিষয় সম্বন্ধে উহা সত্য এবং মিথ্যা দুইই হইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধের কথাবার্ত্তাতে আমার এ বিশ্বাস অতীব সুদৃঢ়।

নিম্নস্থ বিষয়টি আমার এ বিশ্বাস জন্মাইবার হেতু। সেই বিষয়টি—মনুষ্যের শ্রেণী ভেদ। মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সমূহ পরিলক্ষিত হয়। গুণ, শক্তি, স্বভাব, প্রকৃতি, সংসর্গ, শিক্ষা, অভ্যাস, এবং বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে মানবগণের শ্রেণী ভেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্নভিন্ন রূপের গুণ, শক্তি, স্বভাবাদি অনুভূত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারাই মানুষের প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত গুণ ও শক্ত্যাদি দুইটি মানুষের ঠিক এক না হইলেও অনেকাংশেই সদৃশ হইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। এজন্য সেই সাদৃশ্য লইয়া কতকগুলি কতকগুলি মানুষকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, ব্যবহারেও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গুণ শক্ত্যাদির দ্বারাই মানবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্ম্মিত হইল।

এইরূপ প্রভেদ আছে বলিয়াই সংসারের সকল মানুষেরা ঠিক একরূপ অর্থ পরিগ্রহ করে না; কোন বিষয়েরই ঠিক একরূপ মর্ম্ম সন্দর্শন করে না; ঠিক একরূপ ভাব, একরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে না,—করিতে পারেই না। ঈশ্বর বিষয়ে তো একবারেই নহে। যাহার মধ্যে যে গুণ, যে শক্তি যে স্বভাবাদি আছে, অন্য সম্বন্ধেও সে কেবল তাহাই অনুভব করিতে পারে, তাহাই বুঝিতে পারে, তাহাই ধরিতে পারে। তাহা লইয়া তর্ক করিতে পারে, বিচার করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের যে গুণ ও শক্ত্যাদি একবারেই নাই, সে লোক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিবে—তাহার গন্ধ লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, ধরিতে পারিবে না, বুঝিতে পারিবে না, তাহা লইয়া কোন তর্ক বিচারও করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে সে তর্ক বিচারও একান্ত নিষ্ফল। কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে, তর্ক ও বিচারের দ্বারা, তাহার অগ্রাহ্যতা ব্যতীত, গ্রাহ্যতা বুদ্ধি হওয়া, বোধ হয়, অসম্ভব।

এ বিষয়ের প্রমাণ চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আশৈশব চিররোগী, সে দুর্ভাগ্য। সে শরীরের সুস্থতা অবস্থায় কিরূপ উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝিতে বা ধরিতে পারে না। আবার এ জন্মে, যাহার শরীরের কোনরূপ বিকৃতি বা ব্যাধির সম্পর্ক হয় নাই, সে কখনও শিরঃশূলাদি অনুভূতির আকার বুঝিতে পারে না। এইরূপ, যাহার হৃদয়ে একবার মাত্র কখনও দয়া, ভক্তি প্রেমাদি গুণের পরিস্ফুরণ হয় নাই, সে কখনও, ঐ সকল গুণোদয়ে,অন্তরে অন্তরে কিরূপ অবস্থা কিরূপ ভাবটী হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। আবার চিরদয়ালু, চির প্রেমাদি গুণ সম্পন্ন মানবগণও নিষ্ঠুরতা, কর্কশতাদির বিস্ফুরণে আন্তরিক অবস্থার পরিগ্রহে সমর্থ হয় না। যাহাদের জ্ঞান কখনও স্থূল জড় রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, তাহারা অবস্থান্তরের ভাব গুণাদি কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় প্রকৃত হিন্দুদম্পতি পরস্পরকে কিরূপ ভাবে সন্দর্শন করেন, পরস্পরের কিরূপ সম্পর্ক মনে করেন, অন্যদেশবাসী অন্যধর্ম্মী লোকেরা তাহা কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আবার তাহারা স্ত্রী পুরুষের যেরূপ ভাব অনুভব করে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না। এইরূপ আমাদের পিতা মাতার সম্পর্কও অন্যদেশে গ্রহণ করিতে পারিবে না, আবার তাহাদের পিতা মাতার ভাবও আমরা ধরিতে পারিব না। অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও ঠিক এই নিয়মই বুঝিতে হইবে।

যদি এই কথাগুলি সত্য হয় তবে জানাগেল যে, মানবগণ কেবল আপনাকেই বুঝে, আপনাকেই জানে, আপনাকেই অনুভব করিতে পারে; কিন্তু অন্যের কোন কিছুই বুঝিতেও পারে না, ধরিতেও পারে না। সকলেই আপনাপন গুণাদি অন্যের মধ্যে পরিকল্পনা করিয়া পরে তদ্দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। তখন যদি বাস্তবিক সেই ব্যক্তিতেও ঠিক ঐরূপ গুণাদিই থাকে তাহা হইলে ঐ কাল্পনিক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি সে গুণ তাহাতে না থাকে তবে উহা প্রকৃতই কাল্পনিক জ্ঞান হইল।

যদি ইহাই স্থির হয় তবে প্রমাণ হইল যে, এক বিষয় হইতে ঠিক এক একরূপ মর্ম্মই সকল লোকে পরিগ্রহ করে না। কারণ গুণও শক্ত্যাদি অনুসারে মানুষের শ্রেণীভেদ রহিয়াছে।

আমাদের শাস্ত্র লইয়া, অনুষ্ঠান লইয়া, এবং আচারোপাসনাদি লইয়া যে অজস্র বিবাদ বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত ঘটনাই তাহার মুখ্যতম হেতু। আমরা সকলেই একরূপ গুণ শক্ত্যাদি সম্পন্ন নহি, সুতরাং কোন শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক একমাত্র হইলেও আমরা তাহা একভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা আমাদের ভিন্নভিন্ন গুণ শক্ত্যাদি অনুসারে আপনাদের মত এক মর্ম্মকল্পনা করিয়া লই। সুতরাং এক শাস্ত্রেরই অসংখ্য প্রকার মর্ম্ম হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে, যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদিতেই শাস্ত্র প্রণেতার গুণ ও শক্ত্যাদির ঠিক সমান হইবে, তিনি যে মর্ম্ম ধরিবেন সেই মর্ম্মই ঠিক শাস্ত্রের মর্ম্ম হইবে। কারণ শাস্ত্র প্রণেতার প্রকৃত ভাব গ্রহণে তিনিই সমর্থ। তদ্ব্যতীত, যাহাদের গুণ শক্ত্যাদি শাস্ত্র প্রণেতার গুণ শক্ত্যাদির বিপরীত তাঁহারা যাহা বুঝিবেন তাহার একটিও ঠিক শাস্ত্রের মর্ম্ম নহে। তাহা কেবল পরিকল্পিত জ্ঞানের বিচিত্র লীলা লহরী মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কেহই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। সকলেই আপনাপন গুণ শক্ত্যাদির অনুযায়ী সেই পরিকল্পিত মর্ম্ম সমূহকেই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং, সেইমত সংস্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকরে চেষ্টা করেন, কত বিবাদ করেন, বিচার করেন, তর্ক করেন, আবার দলাদলীও করেন। অথচ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন কিন্তু কেবল সেই একজন লোক যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদি শাস্ত্র প্রণেতার গুণাদির সমান।

উপরিউক্ত কারণেই এক খানি তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কোন পুরুষকে যাবৎ স্ত্রীজাতিতে জগন্মাতার মত ভক্তি করিতে দেখা যায়,অবার কাহাকে স্ত্রীর মত প্রেম করিতে দেখা যায়, এবং কত লোককে আবার বেশ্যার মত ব্যবহার করিতেও দেখা গিয়া থাকে। সেইএক গ্রন্থ পড়িয়াই কেহ ইন্দ্রিয়াতীত হইতেছেন, কেহ বা জিতেন্দ্রিয় হইতেছেন, আবার কতলোকে ইন্দ্রিয়ের অন্তস্তলে ডুবিয়া যাইতেছেন। আবার কেহ সন্ন্যাসী হইতেছেন, কেহ সংসারী হইতেছেন, কেহ সংসারের গুহ্য প্রদেশে মগ্ন হইতেছেন। কেহ ভক্ত হইতেছেন, কেহ কর্ম্মী হইতেছেন, কেহ জ্ঞানী হইতেছেন। আবার কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ বা তাহা ত্যাগ করিতেছেন। এইরূপ আরও কতজনের কত প্রকার অবস্থা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অথচ, তন্ত্র প্রণেতার মনের ভাব কিন্তু এক ভিন্ন দুই প্রকারও নহে। সেই ভাবটি ধরিতে পারিয়াছেন মাত্র কেবল সেই এক শ্রেণীর লোক। যাহাদের গুণ ও শক্ত্যাদি তন্ত্র প্রণেতার গুণ শক্ত্যাদির অনেকাংশে সদৃশ, সেই শ্রেণীর লোক। অবশ্য তাঁহারাও আপনার গুণাদির অনুরূপই ভাব পরিকল্পনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তথাপি তাঁহাদের সহিত যখন গ্রন্থ প্রণেতার আংশিক সাদৃশ্য আছে তখন উভয়ের ভাবেরও অনেকাংশে সমতাই হইবে। সুতরাং

ইহাঁদের পরিকল্পিত জ্ঞানও যথার্থ জ্ঞানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

আবার দেখ, এক ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীধরস্বামী,মা-ধব, উমা-ধব (শিব) এবং মা (লক্ষ্মী) আর উমাকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা তিনি ভাগবত টীকার প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার অন্য কতজনে কত প্রকার দৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কেহ মা আর মাধবকে সেব্য আর উমা এবং উমাধবকে সেবক, বলিয়া ঠিক করিতেছেন। কেহবা উমা আর উমাধবকে বর্ত্তমান মুক্ত-কচ্ছ "বৈরাগী"-দিগের আসনে বসাইতেছেন। আবার অনেকে তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরীকে কুক্কুরের পুচ্ছের সমান বলিয়া সন্তুষ্ট হইতেছে। এইরূপ কেহ যোগ সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধন করিয়া ব্রত নিয়ম,উপবাস অর্চ্চনাদির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতেছেন, আবার কতজনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কেবল মুখে হরিনাম করিতেছেন। আবার দেখ, ভগবানের এক রাস ক্রিয়াদি লইয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ইত্যাদি কতরূপ ব্যাখ্যা কত জনে করিতেছেন; গোপীগণকেই বা কতজনে কত ভাবে দর্শন করিতেছেন। এইরূপ, আবার এক গীতা লইয়াও কত শত শত প্রকারের ব্যাখ্যা আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এস্থলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ভাগবত এবং গীতা প্রণেতার মনের ভাব কখনই এত অসঙ্খ্য প্রকার নহে। সুতরাং উহার অর্থও লক্ষবিধ নহে। তাহা ঠিক এক প্রকারই হইবে। কিন্তু পাঠকগণ আপনাপন প্রকৃতি গুণ ও শক্ত্যাদির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদি গ্রন্থকারের গুণাদির আংশিক সমান হইবে তাঁহার জ্ঞান পরিকল্পিত জ্ঞান হইলেও যথার্থই হইবে। কারণ প্রকৃতির সমতা নিবন্ধন গ্রন্থকারও ঠিক তাহাই যে ভাবিয়াছেন ইহা নিশ্চিত বিষয়। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য সকলের পরিকল্পিত অর্থগুলি একবারেই অসত্য। তাহার সহিত গ্রন্থের কিছুমাত্র সংশ্লেষ নাই। অন্যান্য শাস্ত্র সমূহেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে। এই হইল শাস্ত্রের কথা, এখন ঈশ্বর বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা যাউক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার এবিশ্বাস অতীব সুদৃঢ় যে, মানবগণ তাঁহাকে বুঝিতে গেলে আপনাপন গুণ, স্বভাবাদির এক একটা প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। তন্মধ্যে যাঁহাদের গুণ স্বভাবাদি কোন কোন অংশে ঈশ্বরের গুণ স্বভাবাদির কিছু কিছু সাদৃশ্যলাভ করিতে পারিয়াছে, তিনি যাহা দেখিবেন তাহা সমূলে মিথ্যা হইবে না। যদিচ, তিনিও ঈশ্বরের আপন প্রকৃতির প্রতিবিম্বই দর্শন করিবেন সত্য,তথাপি তাঁহার সহিত ঐশিক গুণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলে তাহা ঈশ্বর হইতে একবারে বিভিন্ন বা বিপরীত হইবে না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য সহস্র সহস্র লোকে যাহা কিছু দেখিবেন তৎসমস্তই সমূলে মিথ্যা। কারণ ঈশ্বর কখনও একভিন্ন দুই নহেন, তাঁহার স্বরূপও নানাবিধ নহে। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, অথচ কিছু না বলিয়াও স্থির থাকিতে পারে না, তাই নানা জনে নানা প্রকার বলে, আপনাপন গুণ স্বভাবাদির অনুযায়ী তাঁহার বর্ণনাকরে এবং তাহাই ঠিক ঈশ্বরের অবস্থা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অন্যের মত পরিখণ্ডনের চেষ্টা পাইয়া থাকে।

এই দেখ, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই (আবার) অচল স্থির পদার্থটিকে কতজনে কতরকমে টানাটানি করে! ঐ দেখ, ইয়ুরোপীয় মানবগণ জগৎ কর্ত্তাকে ইয়ুরোপীয় ন্যায় গুণাদি-সম্পন্ন এবং ইয়ুরোপীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আবার আমেরিকানগণ আমেরিকানের মত, আফ্রিকাবাসীগণ আফ্রিকাবাসীয় মত এবং ভারতবাসী-মানবগণ ভারতের মত ন্যায়াদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতেছেন। এবং পরস্পরের অসামঞ্জস্য নিবন্ধন পরস্পরে কত বিবাদ বিসংবাদ করিতেছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

ভারতের মধ্যেও আবার তাঁহাকে কতজনে কতরূপেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলমানের মত ন্যায় গুণাদি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার হিন্দুগণ হিন্দুর মত। তন্মধ্যে আবার শাক্তগণ কত শত ভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করেন, শৈবগণও কত ভাবে দেখেন, বৈষ্ণব গণও কতরূপে ধরেন, তাহারও ইয়ত্তা করা অসাধ্য।

এত সহস্র সহস্র শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহারা আংশিক কিঞ্চিৎ সদৃশ ঐশিক গুণ সম্পন্ন, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা কিঞ্চিৎ সত্য হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্যে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করেন তৎসমস্তই মিথ্যা হইবে ইহা সুনিশ্চিত কথা। কারণ ঈশ্বর, বোধ হয়, নিশ্চয়ই এক এবং একরূপ গুণাদি সম্পন্নই হইবেন।

আর একবারে সম্পূর্ণ সত্য হইবে এক শ্রেণীর লোকের কথা। যাঁহাদের নিজগুণ শক্ত্যাদি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কথা। কারণ তখন তাঁহাদের দৃষ্টিই ঈশ্বরের দৃষ্টি, তাঁহাদের জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞান, এবং তাঁহাদের আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা। "ব্রহ্ম বিদ্ব্রহ্মৈবভবতি" (শ্রুতি)। সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তৎসমস্তই ঈশ্বরের কথা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এজন্য তাঁহাদের কথাই যথার্থ হইবে। তাহাতে কণামাত্র মিথ্যার আশঙ্কা নাই।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের কতকগুলি কথাও, বোধ হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে। সেই কথাগুলির নাম "সার্ব্বভৌমিকী কথা"। সে সকল গুণ, শক্তি, বা স্বভাবাদি জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিজ্জাদি প্রাণী ইহার কোন স্থানেই যাহার অভাব নাই, যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে স্পর্শ করিয়া থাকে না, দশদিকের যে দিকে তাকাও সেই খানেই যাহা দেখিতে পাইবে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাতেই যাহার অভাব অনুভূত হইবে না, এমত কোন শক্তি, স্বভাব বা কোন কিছু থাকিলে তাহার নাম সার্ব্বভৌমিক বস্তু। সেই বিষয়ের কোন কথা হইলে তাহাই সার্ব্বভৌমিকী কথা হইল। সেই কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে। কারণ তাহা ব্যক্তি বিশেষের গুণ শক্ত্যাদির অবস্থানুপাতী নহে, তাহা সার্ব্বভৌম, সর্ব্বত্রই সমান।

যাহা এক ব্যক্তিতে আছে আর এক ব্যক্তিতে নাই তাহা ব্যক্তি বিশেষেরই গুণ বা শক্ত্যাদি বলিয়া নির্ণীত হইবে। কিন্তু যাহা সর্ব্বত্রই আছে তাহাতো তোমারও নয়, আমারও নয়, রাম-দাস গুরু-দাসেরও নয়। তাহা, যিনি সকলের মধ্যে আছেন তাঁহার নিজস্ব বস্তু। সুতরাং সেইরূপ কোন বিষয়ের কথা হইলে তাহা যথার্থ হইবারই সম্ভব। কিন্তু তাহাও বাছাই করিয়া লওয়া নিতান্ত নির্ম্মল, সূক্ষ্ম, এবং সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির কার্য্য। সুতরাং সকলের বুঝিবার বিষয় নহে।

যদি এই কথাই সত্য হয় তবে, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিব, এবং পূর্ব্বেও বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস কি? তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইবে অথবা মিথ্যা হইবে এ বিষয় বিচারের পাত্র কে? কেবল আমার সমশ্রেণীর লোক ব্যতীত তাহা মানিবেই বা কে, বুঝিবেই বা কে? আর আমি কোন্ শ্রেণীর লোক, কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি তাহারই বা নিশ্চয় কি? তাই বলিতেছি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলা একরূপ নিষ্প্রয়োজন বিষয়।

শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইব, তাহার অর্থও লোকে আপন প্রকৃতি অনুসারেই পরিগ্রহ করিবে। তাহাতেও যাহারা আমার মত লোক তাহারা আমার অর্থ মানিবে, আর যাহারা তাহা নহেন তাঁহারা নিশ্চই তাহা মানিবেন না। তবে শাস্ত্র তুলিয়াই বা কি হইবে? সুতরাং একবারে নিস্তব্ধ থাকাই উচিত। তাহা হইলেই সমীক্ষ্যকারিতা হয়। কিন্তু মা আর বাবা সম্বন্ধে যখন সে সমীক্ষ্যকারিতার গৌরব করা হয় নাই, তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর ভাল মানুষ হইয়া কি হইবে? সর্ব্বত্র এক ভাবে থাকাই কর্ত্তব্য কার্য্য। তাই, কৃষ্ণ সম্বন্ধেও আমি যেমন ব্যক্তি, আমি যেমন বুঝি, আমার শক্তি গুণাদি যেমন, তেমনই কিছু বলিব। ইহাতে খাঁটি কৃষ্ণের মত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সেই জন্যই আমি যে কৃষ্ণের বর্ণনা করিব তাঁহাকে "আমার কৃষ্ণ" এই সংজ্ঞা প্রদান করিলাম। প্রবন্ধটীর নামও সেই কারণেই "আমার কৃষ্ণ" রাখা হইয়াছে। এখন এই কৃষ্ণ যদি অন্যের কৃষ্ণের সহিত না মিলে, তন্নিমিত্ত কেহ উত্তপ্ত হইবেন না। কারণ আমি তাঁহাদের কৃষ্ণকে কিছু বলিতে যাই নাই। আমি বলিতেছি আমার কৃষ্ণকে। আমার কৃষ্ণকে আমি আমার মতই গড়িব ইহা প্রাকৃত নিয়ম, সুতরাং ইহাতে অন্যের কোন দুঃখের কারণ নাই। কৃষ্ণ অনেকের হস্তে অনেকবার অনেক মতে গঠিত হইয়াছেন, এখনতো দিনের মধ্যে শতবার করিয়া গঠিত হইতেছেন। একবার আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ গঠিত হইতেছেন, একবার আধিদৈবিক, একবার আধিভৌতিক, একবার আদর্শ পুরুষ, একবার আদর্শ ঈশ্বর, একবার নিকৃষ্ট পুরুষ একবার প্রেমময়, একবার রসময়, একবার নাগর, একবার নায়ক ইত্যাদি। এইরূপ কত প্রকার হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে হয়ত সকল গুলিই একবারে মিথ্যা হইতে পারে। কারণ আপনাপন গুণাদির প্রতিবিম্ব সকলে সন্দর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা ঈশ্বরের কিছু নহে। অতএব সেই সমস্তই যদি কৃষ্ণ সহন করিতে পারিয়া থাকেন তবে আমার কথাও সহন করিবেন। সামাজিক লোকেরাও সেইরূপেই আমার বাক্যগুলি সহন করিয়া লইবেন। আর যদি না করেন তবে অন্যেরও যে গতি হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিব না।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আদর্শ-সংস্কার।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বসংসারের অন্তর্বাহ্য উভয়স্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের সার-নিষ্কর্ষ-আদর্শ একমাত্র ভারত-ক্ষেত্রেই একাধারে বিরাজিত। ভারত-প্রকৃতিই জগৎ-প্রকৃতির আদর্শ, ভারতীয় মানবই সমগ্র মানবজাতির আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ, ভারতের সমাজনীতি সকল সমাজের আদর্শ, ভারতের জ্ঞান নিখিল জ্ঞানের আদর্শ। অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত ভাব ও অনন্ত পদার্থ-বৈচিত্র্যে নিত্য বিচিত্রতাময়ী ধরণীর চিত্রশালিকা ("যাদুঘর") এই ভারতভুবন। কঙ্কর-কণিকাবৎ ক্ষুদ্রতম বট বীজের অভ্যন্তরে সুবৃহৎ প্রাকৃতিক ছত্র স্বরূপ বিশাল বটবিটপী যেরূপ সূক্ষ্মভাবে নিহিত, তদ্রূপ এই মহদায়তন মহীমণ্ডলের সমগ্র লাক্ষণিক সত্তাটী যেন এই ভারতেই সূক্ষ্মভাবে সমাহিত। "যা নাই ভারতে, তা নাই মরতে" "ভারত-ছাড়া ত জগৎ-ছাড়া" অস্মদ্দেশের এই প্রাচীন উক্তিদ্বয় স্থূলতঃ অত্যুক্তি নহে। তাই আজ স্বধর্ম্মাসক্ত স্বদেশ-ভক্ত আর্য্য সন্তান হর্ষোচ্ছ্বসিত বক্ষে, প্রেমাশ্রুপ্লাবিত-চক্ষে, অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতে পারেন, "ভারত জগতের আদর্শ।" আহা! ভাবুক জ্ঞানীর চক্ষে প্রকৃতির মুক্ত-হস্ত-করুণা-পালিত ও উদার-আদর-লালিত ভারতবর্ষের কি প্রদীপ্ত প্রভা!—কি সমুজ্জ্বল শোভা! পীতাম্বর শ্যামসুন্দর বিষ্ণুর বিনোদবক্ষে যেরূপ কৌস্তুভ মণি বিভাসিত, নীরধি-নীলাম্বরা শ্যামাসুন্দরী মেদিনীর কমনীয় কণ্ঠে তেমনই এই ভারত-রত্ন বিলম্বিত!

যে ভাবে আমাদের বক্ষ্যমান প্রবন্ধটীর বিষয় আলোচ্য, তাহাতে ভারত যে জগতের আদর্শ, ইহার প্রমাণার্থ যুক্তি-তর্কের বাগাড়ম্বর-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। ইহা অধুনা প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত—সুতরাং অবিতর্কিতরূপে সিদ্ধান্তিত সত্য। কিন্তু যেমন গুরুর গুরু আবার তস্য গুরু, তদ্রূপ আদর্শেরও, আদর্শ, তাহারও আবার আদর্শ, এইরূপ কার্য্যকারণানুবন্ধী ভাবে উত্তরোত্তর-ক্রমের প্রণালী বিশ্বপ্রকৃতিতে বর্ত্তমান। এই নিয়মে জগতের আদর্শ ভারতবর্ষ; ভারতের আদর্শ আর্য্যবর্ত্ত। আর্য্যবর্ত্তের আদর্শ আবার ভৌমসত্তা অতিক্রম পূর্ব্বক জৈবনিক সত্তায় আর্য্যজাতি রূপে পরিগণিত। আর্য্যজাতির আদর্শ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সংস্কৃত-ভাষায় অধিকার ও কতকটা শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই প্রকৃত "পণ্ডিত" আখ্যা প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ নহে। পরমার্থ তত্ত্ববিষয়িনী শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানই শাস্ত্রমতে "পণ্ডা" শব্দের বাচ্য; তাহাতে অধিকারী সার্থক জন্মা মহাত্মাই যথার্থ পণ্ডিত। অতএব ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মানবদেহের উপযুক্ত অধীশ্বর সুব্রাহ্মণ ও যথার্থ পণ্ডিতকে এই ভাবে জগতের আদর্শ স্বরূপ বলিতে যদি নব্য সভ্যগণের আস্যমণ্ডলে হাস্যোদয় হয়, তাহাতে তত আপত্তি নাই; কারণ তিনি যে অন্ততঃ সমগ্র মানব জাতির আদর্শ স্বরূপ পূর্ণ মানব, তাহা অনেকাংশে স্বীকার করিতে তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুগণের মধ্যেও বিশেষ মত ভিন্নতা বা বিসংবাদিতা দৃষ্ট হয় না। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সন্দর্ভ সমূহে সময়ে সময়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এ প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবৃতি লক্ষিভূত নহে। এই সত্যটীর সূত্রমাত্র ধরিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ে উপনীত হইব।

তারপর প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তবে আদর্শ কে? (যেহেতু, এই আদর্শ আবিষ্করণ-প্রণালী কার্য্যকারণানুবন্ধী ভাবে হইবে)। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শ ধর্ম্ম বা মানবাত্মার যথার্থ স্বরূপ। তদাদর্শ বিশুদ্ধ স্বরূপাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা; জীবাত্মার আদর্শ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা! বিষয়ের বিশুদ্ধ ও পূর্ণ নির্ম্মাণভাগকে যদি আদর্শ বলা যায়, তবে এই বিচার-প্রণালী বোধ করি অবিশুদ্ধ না হইতে পারে। অতএব যদি সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাদি, মূল-আদর্শ পরমাত্মা হইতে উত্তরপর্য্যায়ে অদূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ ভাবে স্থূলতঃ সমগ্র জগতের আদর্শ হইতে পারেন, তবে ভারতীয় আর্য্যজাতির স্থূল সূক্ষ্ম উভয়তঃ আদর্শ যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

হায়! আজ আমাদের সেই আদর্শের কি অবস্থা! আর আদর্শের দোষে পরবর্ত্তী নির্ম্মাণের অপ্রশস্ততা ও অপূর্ণতা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের (হিন্দু-সন্তানগণের) জাতীয় অস্তিত্বেরই বা কি দশা! যদি গুরুর দোষে শিষ্য নষ্ট, প্রভুর দোষে ভৃত্য নষ্ট, রাজার দোষে প্রজা নষ্ট হয়, তবে আদর্শের দোষে যে উত্তর-নির্ম্মাণ নষ্ট হইবে, ব্রাহ্মণের দোষে যে হিন্দু-জাতি নষ্ট হইবে, তাহাতে আর কি সংশয়? আমাদের জাতির পরিশুদ্ধ ও পূর্ণ আদর্শ ভূদেবসত্তা আজ কলিবক্ত্র-বিজৃম্ভিত মোহোদ্গারধূমের আচ্ছন্নতায় বিপন্ন, বিকলাঙ্গ, বিকৃত, দীন ও অধ্যাত্মজ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদিগের যদি সুগঠিত হইবার আশা ও আবশ্যকতা বোধ থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের আদর্শ-সংস্কার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের পুনরুদ্ধার মহাব্রতই অবশ্য প্রতিপাল্য পরমধর্ম্ম স্বরূপ বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক, যে ভাবে হউক, অনেক দেশে অনেকবারে আদর্শ-সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে; অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদর্শ-সংস্কার ব্যতীত অবনত—অধঃপতিত জাতির পুনরভ্যুদয় সুদূরপরাহত। আমাদের জাতীয় সত্তার যদি পুনরভ্যুদয় লাভের আকাঙ্খা থাকে, তবে আদর্শ-সংস্কার বা ব্রাহ্মণ সংস্কার হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য-কলাপের কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।

আদর্শের অবনতিতে জাতীয় জীবনের কি সর্ব্বনাশ ঘটে দেখুন। আদর্শের অপকর্ম্মাদির অসদৃষ্টান্তে অধঃপতন-সোপানে ক্রমে পদস্খলন হইতে হইতে অবশেষে কলি-কুহক-বিমূঢ় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেন আর পতন বোধ নাই! বিকার প্রাপ্ত মুমূর্ষু রোগীর যেমন রোগ বোধ থাকে না, আমাদেরও ঠিক তদ্রূপ দশা। হায়! কি ছিল, কি হইল! সেই স্বর্গ আজ নরকে অবনত; সেই নন্দন কানন আজ শ্মশানে পরিণত! মুকুটের মণি আজ চরণে দলিত, ধূলায় লুণ্ঠিত! আমরা ইহা বুঝিয়াও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না। অবনতির অধস্তমস্তরে আসিয়া পড়িলে মানুষ এমনই অন্তঃসারবিহীন হয় যে, আপন দুরবস্থার উপলব্ধিও তাহার বিলুপ্ত হয়। অপকর্ম্মের অপবিত্রতা ও যথেচ্ছাচারের জঘন্যতা আমাদের এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা উহার অসহনীয়তা—আর্য্য-প্রকৃতির সহিত অসামঞ্জস্যতা আর অনুমাত্র অনুভব করিতেও যেন সমর্থ নহি। "মুচেনাকে গন্ধ ঢাকে" এই যে আমাদের একটি গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা ঠিক আমাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। মুচীর (চর্ম্মকারের) নাসিকা যেমন চর্ম্মের দুর্গন্ধে আকুঞ্চিত হয় না, দুরাচারিতার দুঃসহনীয়তায় আমাদের অন্ধ-অনুভূতিও তদ্বৎ। অধর্ম্ম ও অনাচারের নামে যে হিন্দুর অঙ্গে লোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, অধুনা তাহাতেই তাহার অবিরক্তি—প্রত্যুত আনুরক্তি দেখিলে, সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয় যুগপৎ লজ্জা, ভয়, বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। একমাত্র আদর্শের অবনতিতেই আমাদের এই শোচনীয় পরিণাম!

হিন্দুসমাজের চির আদর্শ ব্রাহ্মণ যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধরিবেন, হিন্দুসমাজও তখন সেইরূপে গঠিত হইবে। আবহমানকাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজ কখনও আদর্শকে অতিক্রম করে নাই; করাও অস্বাভাবিক। চিরকাল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ২ চলিয়াছে; ব্রাহ্মণ-পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত একপদও যথেচ্ছা বিচরণ করে নাই। বাষ্প-কল-শকটের (এঞ্জিনের) পশ্চাতে সংযোজিত—শৃঙ্খলিত সাধারণ শকটশ্রেণী যেমন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সরল বর্ত্মে ঠিক তাহারই অনুগমন করে, ব্রাহ্মণের সেবা-শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু-সমাজ তদ্রূপ চির দিন ব্রাহ্মণেরই অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুগমন করিয়াছে—করিতেছে। সুপথেই হউক, আর কুপথেই হউক, ব্রাহ্মণের গতিই হিন্দু সমাজের অনন্যগতি। আজ যদি ব্রাহ্মণ মৃত হন, হিন্দু সমাজ নিশ্চয় পতিব্রতা রমণীর ন্যায় স্বামীর সহগমন করিবে। হায়! ভারতের ভাগ্যদোষে—কলির কাল-ধর্ম্ম বশে অধুনা ব্রহ্মণ্য সত্তা মৃত প্রায়; তাই হিন্দু সমাজের আজ দৃষ্টি ক্ষীণ, নাড়ীহীন—হিমকলেবর!

গুরুদেব পায়সান্নের ভোগ গ্রহণ করিলে পর শিষ্য-শাখা যেরূপ প্রসাদ পাইয়া থাকে, ব্রাহ্মণানুসরণে হিন্দু জাতির সন্মার্গগতি তদ্রূপ। চারিযুগের পুরাণেতিহাসেই ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আবার সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, গৃধিনী ("গিন্নী শকুন") শব উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে, সাধারণ শকুন-সম্প্রদায় যেমন মহোল্লাসে সেই মহাভোগের মহাপ্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, ব্রাহ্মণের অধঃপতন-পথে দুর্ভাগ্য হিন্দু সমাজের অবিচলিত অনুগমনও ঠিক সেই প্রকার। দুই একটী সামাজিক দৃষ্টান্ত চিন্তা করিলেই ইহার যথেষ্ট প্রতীতি হইবে। দেখুন, খ্রীষ্টান হইয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; অথাদ্য খাইয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; বিলাত গিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; "বিধবা-

বিবাহ" দিয়াছেন ও করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহী হইয়াছেন ব্রাহ্মণ; হিন্দু সমাজ দেহের ব্রণস্বরূপ "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন ও অবলম্বন করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; ইত্যাদি ইত্যাদি। নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; সমাজ-হিতৈষী অভিজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই বোধ করি সহজেই চিনিতে ও বুঝিতে পারিবেন। বলিতে কি, এইরূপ সেই গৃধ্নীর শব-স্পর্শ-বৎ ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় কলির কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার চিরঅনুগামী ও চিরানুগত হিন্দু সমাজকে এমনই করিয়া মজাইয়াছেন। কৃত্তিবাসের সেই "আপনি মজিলে ভাই লঙ্কা মজাইলে" উক্তিটী ঠিক আমাদের চিরপ্রভু ব্রাহ্মণের প্রতি এক্ষণে প্রযোজ্য হইতে পারে। ভাল-মন্দ উভয়তঃই সমাজ স্বীয় আদর্শের অভ্রান্ত-অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং আমাদের ভাগ্যেও তাহাই সপ্রমাণিত হইতেছে।

হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! স্বাধীন জাতি ছিলাম, অধীন হইলাম; বলী ছিলাম, দুর্ব্বল হইলাম; দীর্ঘায়ু ছিলাম, অল্পায়ু হইলাম; সুস্থ ছিলাম, রুগ্ন হইলাম; সুন্দর ছিলাম কুৎসিত হইলাম; ধনী ছিলাম, দীন-দরিদ্র হইলাম; মানী ছিলাম, অবমানিত হইলাম; যশস্বী ছিলাম, কলঙ্কী হইলাম; চূড়ায় বিরাজিত ছিলাম, পদতলে দলিত হইলাম! কি বলিব, সুরভির সন্তান হইয়া আমরা তৃষ্ণা-কাতর-কণ্ঠে গোষ্পদের নিকট জল-যাচ্ঞায় প্রবৃত্ত হইলাম! কল্পতরুর তলবাসী হইয়া এরণ্ড বৃক্ষের সমীপে ফল-ভিক্ষার্থ উপনীত হইলাম! এইরূপে পদে পদে কতমতে বিড়ম্বিত, প্রতারিত ও অধঃপতিত হইলাম। অবশেষে কিনা দরিদ্রের নিধির ন্যায়, অন্ধের যষ্টির ন্যায়, অকূল পাথারে পতিতের বক্ষস্থিত জীবনালম্ব একমাত্র কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় আমাদের যথা সর্ব্বস্ব ধন "ধর্ম্ম" পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিলাম। এ দুঃখ-ভার রাখিবার স্থান কোথায়? প্রশাখা-পল্লব-মুকুল-মঞ্জুরী-ফুল-ফল ইত্যাদি সমস্ত বিহীন হইয়াও বৃক্ষ যেমন একমাত্র মূলে নির্ভর করিয়াই জীবিত থাকে, তদ্রূপ ক্রমশঃ সর্ব্ব সম্পদ্ শূন্য হইয়াও হিন্দু সমাজ তাহার একমাত্র মূল ধর্ম্মের আশ্রয়ে নির্ভর করিয়াছিল; হায়! সে মূলেও কীট প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর সর্ব্বনাশের বাকী কি? আর্য্যজাতি একদিন যে জাতির সভ্যতা-শিক্ষায় গুরুর গুরু—তস্যগুরুরও গুরুতা করিয়াছেন, সেই উলঙ্গ, উল্কী-চিত্রিতাঙ্গ, আম মাংসাসী গুহা-গহ্বরবাসী গতকল্যের সভ্যজাতিও আজ সেই আর্য্য জাতিকে অকিঞ্চিৎকর নর-কীট স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পদতলে বিমর্দ্দিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? একমাত্র ধর্ম্মোন্নতির মহীয়সী মহিমা বলে যে জাতি একদিন জগদারাধ্য ও সর্ব্বজাতির শিরোরত্নরূপে পরিগণিত ছিল, আজ কেবল আদর্শের স্বরূপ-ভ্রষ্টতার অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কুফল ধর্ম্মাবনতি-বশে সেই জাতির এই ভয়াবহ পরিণতি!

যত অধিক উচ্চ হইতে পতন ঘটে, পতিত পদার্থের প্রতি আঘাতের প্রচণ্ডতা তত অধিক হয়। রাজার সন্তান মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলে তাহার যত দুঃখ, মধ্যবিত্তের সন্তান পথের ভিখারী হইলেও তাহার তত দুঃখ সম্ভবে না। কোন উৎকৃষ্ট সুখাদ্য পদার্থ নষ্ট হইয়া পচিয়া গেলে, তাহা যেরূপ জঘন্য বিষবৎ পদার্থে পরিণত হয়, একটী সামান্য খাদ্য বিকৃত হইলে প্রায় সেরূপ হয় না। পচা মৎস্য বরং অনেকে আহার করিয়া থাকে, কিন্তু পচা দুগ্ধ বোধ হয় কেহই পান করিতে পারেন না। এক্ষণে সহৃদয় হিন্দু পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অত্যুচ্চ হইতে পতিত পদার্থ, দরিদ্র রাজ সন্তান ও বিকৃত দুগ্ধের অবস্থা আধুনিক নাম-সর্ব্বস্ব-হিন্দু আমাদের সমতুল্য কিনা। কিন্তু পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, চর্ম্মকারের নাসিকার দুর্গন্ধ-বোধ-রাহিত্যের ন্যায় আমাদেরও আত্মদুর্দ্দশা বোধের একান্ত অভাব। তাই আদর্শ-সংস্কাররূপ ইহার একমাত্র প্রতিবিধানের প্রতি আমাদের অদ্যাপি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।

এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকা সাজেনা। আমাদের শাস্ত্র-শাসন-সংগঠিত শান্তি নিকেতন সমাজ-গৃহের চূড়ায় অগ্নি লাগিয়াছে, আর কি নিদ্রিত থাকিলে রক্ষা আছে! এখনও যদি আমরা জাগরিত না হই, তবে এ নিদ্রা নিশ্চয় মহা নিদ্রায় পরিণত হইবে! কিন্তু হায়! কে জাগায়? অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতে পারে না, নিদ্রিতও তদ্রূপ নিদ্রিতকে জাগরিত করিতে পারে না। জাগাইবার ভার যে সেই আদর্শেরই হস্তে। যে স্থলে আদর্শ স্বয়ং নিদ্রাভিভূত, সে স্থলে তৎকর্ত্তৃক নিদ্রিত জাতির উদ্বোধনের আশা কোথায়? অতএব আদর্শেরই সর্ব্বাগ্রে জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। ওঝা স্বয়ং ভূতাবিষ্ট থাকিলে তদ্দ্বারা ভূতাপসারণ কদাচ সম্ভাবিত নহে। যে ভাবেই দেখ, যেরূপ উপমাযোগেই চিন্তা কর, আদর্শ সংস্কার ব্যতীত আমাদের আর উপায়ান্তর নাই।

গুরু-পুরোহিত-সংস্কার, আচার্য্য-অধ্যাপক-ব্যবস্থা-দাতা-সংস্কার, সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সংস্কার ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখ্যাংশের সংস্কার হইলেই আপাততঃ আমাদের প্রস্তাবিত আদর্শসংস্কার সংসাধিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের আবার মুখ্যাংশ-গৌণাংশ কি? স্বধর্ম্মাচারে আত্ম-সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, ব্রাহ্মণ মাত্রই মুখ্যতায় গৌরবান্বিত হন এবং তাহা হওয়াই শাস্ত্রাদিষ্ট, সুতরাং সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাল-মাহাত্মবশে অধুনা নাকি সে আশার পূর্ণ সাফল্য আকাশকুসুমবৎ হইয়াছে, কাজেই বিপ্রসমাজের কতকাংশে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-বৃত্তির প্রশ্রয় বৃদ্ধি অনিবার্য্য হওয়ায়, সেই অংশকেই গৌণাংশ কল্পনা করিয়া, অবশিষ্ট মুখ্যাংশের (ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতাদি অংশের) সংস্কার সাধনেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা।

"কাণে ফুঁঃ, শাঁখে ফুঁঃ, অবশেষে চূলায় ফুঁঃ"। ইতরপ্রবচনে স্ব-বৃত্তিস্থ ব্রাহ্মণের এই 'যে অবস্থাত্রয়ের ব্যবস্থা কথিত আছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচ্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, সুতরাং ভব-বন্ধন-ছেদনার্থে জীবকে মহামন্ত্রাস্ত্র প্রদান করিতে তিনিই প্রাকৃতিক অধিকারী; অতএব "কাণে ফুঁঃ"—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা-দানই তাঁহার উত্তম ব্যবসায়। তৎপর যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অর্চ্চনাদির দ্বারা যজমানের ইহ-পরত্রের কল্যাণ বিধান অর্থাৎ পৌরহিত্যই তাঁহার মধ্যম ব্যবসায়। "শাঁখে ফুঁঃ" বাক্যে ইহাই লক্ষিত। অবশেষে "চূলায় ফুঁঃ" অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক অনিত্য অন্নময় কোষ দেহের

পুষ্টি-বিধানার্থে জীবকে অন্নদানরূপ রন্ধন-বৃত্তি বা "রাঁধুনী-গিরী" ব্রাহ্মণের অধম ব্যবসায় বলিয়াই গণ্য। রন্ধন পূর্ব্বক জীবকে অন্নদান অবশ্য দোষাবহ নহে, বৃত্তিরূপে পরিণত করতঃ তদ্দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন অপ্রশস্ত। তাহার পরিণাম যেরূপ হয়, আধুনিক "রাঁধুনী ঠাকুরের" অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। এই বৃত্তিই অধুনা ব্রাহ্মণের "নিদানের বিধান।" ইতর উপমায় ইহাকে "হাতের পাঁচ" বলা যাইতে পারে! এতদ্ব্যতীত ভূস্বামী, চাকরীয়া ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিবিধ আধুনিক বৃত্তিবান ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁদের সমষ্টিকেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌণাংশ বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাঁদের মধ্যেও মুখ্যাংশের লক্ষণে লক্ষিত অনেক মাহাত্মা আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই ব্রহ্মসূত্র অজ-গল-স্তনবৎ কণ্ঠ-লম্বিত থাকার কোনই সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। শোভা, সুবিধা ও সমাজ-ভয় প্রভৃতি কতিপয় অকিঞ্চিৎকর কারণ ব্যতীত উক্তরূপ সূত্র-ধারণ-বিড়ম্বনার কোনই প্রকৃষ্ট হেতু নাই। "পৈতার খোরাক না দিলে পৈতা বাঁচে না" এ উক্তিটীর যাথার্থ এই স্থলেই প্রমাণিত। ফলতঃ দুর্লভতম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়া, কেবল মাত্র জীবনশূন্য পৈতার শব-দেহ বহনে পর্য্যবসিত যে ব্রাহ্মণত্ব, তাহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত গৌণাংশের মুখ্যতম লক্ষণ। ব্রাহ্মণ সমাজের এই গৌণাংশের পূর্ণসংস্কার যে কলিকালে অসম্ভব, স্বয়ং শাস্ত্রই তাহার সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত করিয়াছেন। ফলতঃ মুখ্যাংশের সংস্কারই এতৎ প্রবন্ধ-বিষয়ীভূত আদর্শ-সংস্কার। ইহার সম্পাদনে গৌণাংশেরও যথা সম্ভব সংস্কার সম্ভাবিত।

গুরুর অযোগ্যতায় শিষ্যের অসিদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ। মুক্তি-পথ-প্রদর্শক ইষ্টমন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ-গুরুর শাস্ত্রীয় গুরু লক্ষণাভাব জনিত অযোগ্যতায় সর্ব্ববর্ণের—সমগ্র হিন্দু জাতির আধ্যাত্মিক বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্তের অভ্যন্তরস্থ "কুসুম" নামক জীবন-সার পদার্থটি পচিয়া গেলেও আপাততঃ বহির্দৃষ্টিতে অন্তের কোনরূপ অভাব বা বিকৃতি কিছু লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু তাদৃশ অন্তের অন্তত্ব যেরূপ নিরর্থক, সাধনশূন্য অন্তঃসারহীন হিন্দুসমাজের অস্তিত্বও সেইরূপ নিরর্থক। অতএব হিন্দুসমাজকে স্বরূপে রক্ষা করিতে হইলে সেই অন্তঃসার-বিধানকর্ত্তা গুরুসম্প্রদায়ের আত্মসংস্কার সর্ব্বাগ্রে বিধেয়।

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র মন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

ইত্যাদি যে সমস্ত গুরু-লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহার অন্ততঃ কতকাংশে অধিকারী না হইয়া গুরুর উন্নততম আসনে অধিরোহণেচ্ছা শাস্ত্রমতে ধৃষ্টতা মাত্র। অবশ্য শিষ্যেরও উপযোগিতা বিষয়ে বিবিধ লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু সেই কথা স্মরণ করুন, আদর্শ উত্তম না হইলে তদনুবর্ত্তী গঠন উত্তম হওয়া কদাচ সম্ভাবিত বা স্বাভাবিক নহে। পরমার্থ সাধন বিষয়ে এই আদর্শরূপী গুরু সমাজ সংস্কৃত হইলে, আদর্শানুবর্ত্তী শিষ্য সমাজ অবশ্য ক্রমে সংস্কৃত হইয়া উঠিবে। অতএব অধুনা গুরুসম্প্রদায়ের শাস্ত্র বিহিত লক্ষণানুরূপ সংস্করণ বা উন্নয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক পুরোহিত সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেই কথা। অবশ্য সুযোগ্য পুরোহিতের অদ্যাপি অত্যন্তাভাব হয় নাই সত্য, কিন্তু যে পরিমাণ অভাব হইয়াছে, হিন্দুর জাতীয় গৌরবকে ধ্বংসপুরে পাঠাইতে তাহাই যথেষ্ট।

"বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো জপহোম পরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদ বচোযুক্তঃ এষ রাজ পুরোহিতঃ॥"

ইত্যাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমন্বিত কয়টি পুরোহিত অধুনা এতদ্দেশে দৃষ্ট হন? পূর্ণ শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত পুরোহিতের সংখ্যা এক্ষণে অঙ্গুলি-পর্ব্বে গণিতব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার সমবায়ে হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্বের ভিত্তি ভূমি গঠিত। তন্মধ্যে নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া প্রধানতঃ পুরোহিত-সাপেক্ষ। অতএব সেই পুরোহিত যদি লক্ষণান্বিত না হন, তবে সেই ভিত্তি ভূমি আর কিরূপে দৃঢ় রহিবে? যদিও কাম্য ক্রিয়ার একাংশীভূত পূজাদি দেব কার্য্য যজমানের ভক্তির গুণেই পৌরহিত্য-দোষকে অনেকাংশে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অন্তর্ভূত পিতৃকার্য্যাদি পুরোহিতের অযোগ্যতায় (বিশেষতঃ অশুদ্ধ মন্ত্রাদি পাঠে) কদাচ সুসিদ্ধ হইবার নহে।

"পিতরো বাক্যমিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতাঃ।"

এই শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্যেও উহাই সপ্রমাণিত হইতেছে। নিত্য ক্রিয়ার বিষয়ীভূত প্রত্যাহিক সন্ধ্যাবন্দনাদি—ইষ্ট পূজাদি প্রায়সঃ পুরোহিত-নিরপেক্ষ এবং তত্তাবতের কোন প্রকাশ্য সামাজিক অঙ্গ নাই; সুতরাং সে সমস্তের অকরণে মহা প্রত্যবায় সংঘটন সত্ত্বেও আপাততঃ তাহাতে প্রকাশ্য সমাজ-বিপ্লব ঘটেনা। আর কাম্য ক্রিয়াদির অকরণে পাপশ্রুতি না থাকাতেও তাহার ফল প্রায় তত্তুল্য। কিন্তু শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যরূপ নৈমিত্তিক ক্রিয়ার উপেক্ষা এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজও ক্ষমা করেন না। করিলে, বিস্পষ্ট ধর্ম্মাচার-বিপ্লবে সমাজের ধ্বংস অচিরাৎ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পিতৃকার্য্যই এক্ষণে হিন্দু সমাজের একমাত্র ছিন্নাবশিষ্ট প্রকাশ্য বন্ধন; সুতরাং এটুকুর বিশুদ্ধিও যদি পুরোহিতের মূর্খতাদি দোষে নষ্ট হয়, তবে আর উপায় কি? অতএব পুরোহিত সংস্কারে হিন্দুসমাজের ঔদাস্য-অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

তারপর সামাজিক ব্যবস্থা ও শাস্ত্র-শিক্ষাদাতা আচার্য্য-অধ্যাপক মণ্ডলীর সংস্কারও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানভিজ্ঞতায় ও সংকীর্ণ সংসার স্বার্থবশে, সমাজের কতস্থলে কত বিষয়ে কত যে ব্যবস্থা বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্র যদি "বেওয়ারিস্ মালের" ন্যায় যথেচ্ছা ব্যবহৃত হন, তবে শাস্ত্রের সেই স্বর্গীয় সত্তাও নষ্ট হইবে, আর ভ্রান্তশাস্ত্র ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত হিন্দুজাতীয়ত্বও করিভুক্ত কপিত্ববৎ শূন্যগর্ভ হইয়া পড়িবে। অশিক্ষা, অল্পশিক্ষা ও কুশিক্ষা জন্য শাস্ত্রের যে সব বিকৃত ব্যাখ্যা আজকাল চলিতেছে, তাহাতে সহৃদয় মাত্রেই ব্যথিত হইতেছেন এবং আপাততঃ ইহার প্রাব-

ল্যের সমাবেশ অধিকতর অপ্রতিবিধেয় বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছেন। সংপ্রতি আবার অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকে রাজানুগৃহীত হইতেছেন; তাহাতেও সময় বিশেষে—অবস্থা বিশেষে শাস্ত্রের যথার্থ অভিমতের সহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অনৈক্য অনুভূত হইলে, তত্তৎক্ষেত্রে স্বাধীন হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ প্রচার সম্বন্ধে অনেক স্থলে দুর্ব্বলতার আশঙ্কা অসম্ভব নহে। ইত্যাদি নানা কারণে (বিস্তার-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন) পণ্ডিত সমাজকে যথাযোগ্য উপায়ে প্রকৃতিস্থ করার উপযুক্ত অনুষ্ঠান উদ্যোগ অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, অধ্যাপকাদি সমস্তই সংক্ষেপতঃ "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" সংজ্ঞার অন্তর্ভূত এবং সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হিন্দু সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের সংস্কার-প্রয়োজনীয়তার যে সমস্ত হেতুবাদ উপরে প্রদর্শিত ও বিবৃত হইল, তাহার মূল কারণের অনুসন্ধান ও তন্নিরাকরণার্থ কিরূপ উপায়াবলম্বন দ্বারা উক্ত সংস্কার ব্যাপারটি আধুনিক দেশ কাল পাত্রানুসারে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন হইয়া, যথার্থ অধিকারী গুরু, সুযোগ্য সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিত, শাস্ত্রপারদর্শী উন্নত চরিত্র অধ্যাপকাদি দ্বারা হিন্দুসমাজাদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমলঙ্কৃত হইতে পারেন তদ্বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাস, অধুনা দারিদ্র্যদোষই আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। গৃহস্থজীবনে দারিদ্র্য-দোষ সর্ব্বদোষের জনক স্বরূপ। কিরূপে আদর্শ হিন্দু উক্ত দোষাক্রান্ত হইয়া, স্বীয় অন্তর্জগতে ক্রমাবনতির উত্তরোত্তর পরিণাম ফলে অবশেষে পাপপঙ্কে পতিত হইয়া, হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার স্থূল অবস্থা সহজে বুঝিবার সুবিধার্থ বংশপর্য্যায় লিপিপ্রণালী ক্রমে তাহা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাতে কিছু ভ্রম, অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়টীর একটি মোটা মুটি ভাব প্রকাশ মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের
দারিদ্র্য।

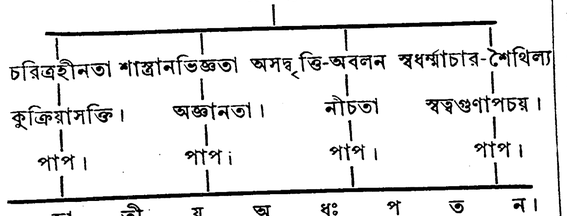

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, এই লিপির যাথার্থ বা বিশুদ্ধি কিরূপ? দারিদ্র্য হইতে চরিত্রহীনতা জন্মে, ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্র সুলভ। দরিদ্রতার দংশন বিষে গৃহস্থের সংসারজ্বালা দারুণ দুঃসহ হয়। তজ্জনিত দুশ্চিন্তা বিকারে মস্তিষ্ক বিলোড়িত, বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও চিত্ত অপ্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং চরিত্রের বল রক্ষার সামর্থ্য আর থাকে না। এদিকে চরিত্র দৌর্ব্বল্যের ছিদ্র পাইয়া, কুক্রিয়াসক্তি আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে; অসহায় আক্রান্ত হৃদয় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সহজেই পরাস্ত ও পাপগ্রস্ত হয়। সংসার-চিন্তা-জ্বর-বিহীন শান্তিরস-বিলীন জীবনে অনন্যচিত্ত হইয়া শাস্ত্রসেবা করিতে পারিলে, তবে এই সুগহন আর্য্যশাস্ত্রে যথার্থ অধিকার লাভের আশা করা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য জন্য সতত সংসার সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত মানবের পক্ষে সে সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপে শাস্ত্রানভিজ্ঞতার অভাবে অজ্ঞানতা স্বতএব সমুপস্থিত হয়। শাস্ত্র-নিরপেক্ষ আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞান-হিন্দুর পরমার্থপ্রদ নহে। শাস্ত্রই হিন্দুর অনন্ত ও অভ্রান্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্প ভাণ্ডার। শাস্ত্রাশ্রয় শূন্য জ্ঞান অজ্ঞানেরই ছদ্মবেশ মাত্র। অতএব শাস্ত্রানভিজ্ঞতার অব্যবহিত ফল অজ্ঞানতার তিমিরাবরণে পাপ পুণ্য বিচারের সূক্ষ্মদৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় এবং সহজেই মোহমুগ্ধ মানবের পদে পদে পদ-স্খলন হইতে থাকে।

উদরান্নের দায়ে পড়িয়া অনেকস্থলে একরূপ "আপদ্ধর্ম্ম" বিধানেই সংসারী মানব নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। নিন্দিত বা হীনবৃত্তিই "নিষিদ্ধবৃত্তি" বা "অসদ্‌বৃত্তি" পদের বাচ্য; সুতরাং আজীবন তাহাতেই সংবদ্ধ থাকিলে, উহার অনিবার্য্য ফল নীচতা দ্বারা হৃদয় অপ্রশস্ত ও অপবিত্র হইয়া উঠে এবং তদ্ধেতু তাহা অবলীলাক্রমে পাপের লীলাভূমিরূপে পরিণত হয়।

বর্ণাশ্রম বিহিত স্বধর্ম্মাচারের সম্যক্ পালনাভাবে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যশক্তি দুর্ব্বলা—ক্রমে জীবনহীনা হইয়া পড়েন। কারণ উহাই ঐ শক্তির একমাত্র উপজীবিকা স্বরূপ। কিন্তু হায়! দারিদ্রের প্রচণ্ড কশাঘাতে অধীর হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহেরই উপজীবিকা যোগাইতে যদি অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণের সেই সযত্ন সংরক্ষিত স্বধর্ম্মাচার সেবা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং ঐ শক্তির আধার স্বত্ব-গুণ ও আধেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে স্বত্বগুণই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। ব্রাহ্মণের স্বরূপ সত্বা স্বত্বগুণেই প্রতিষ্ঠিত। এই স্বত্বগুণের অধ্যাত্ম সিংহাসনে বসিয়াই ব্রাহ্মণ রাজার রাজা—প্রভুর প্রভু! এবং ইহার ভ্রষ্টতাতেই ব্রাহ্মণ প্রকৃত পথের কাঙ্গাল! বাহিরের দৈন্য এইরূপেই ক্রমশঃ স্বত্ব-গুণাপচয় জনিত আভ্যন্তরিক দৈন্য উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করে। কুক্রিয়াশক্তি, অজ্ঞানতা, নীচতা প্রভৃতি দারিদ্র্যের আর যে কতিপয় পরিণাম ফল ব্রাহ্মণের অধর্ম্মোৎপত্তির অব্যবহিত কারণরূপে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দার্শনিক বিচারের অনুবীক্ষণ যোগে দৃষ্টি করিলে, তাহার প্রত্যেকের মূলেই এই স্বত্বগুণাপচয়ের অল্লাধিক কারণতা দৃষ্ট হয়। কায়িক, মানসিক, বাচনিক ভেদে শাস্ত্রে যে দশবিধ পাপের নির্দ্দেশ আছে, প্রকৃত পক্ষে সত্বগুণহীনতাই তাহার প্রত্যেকের প্রসূতি। অতএব ধীমান্ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে, একমাত্র দরিদ্রতার প্রতিকুলতায় হিন্দু সমাজের প্রকৃতি সিদ্ধ আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত যদি এইরূপে সর্ব্ববিধ পাপের সর্ব্বনাশক গ্রাসে আত্মসমর্পণ করেন, তবে সেই দরিদ্রতার কোনরূপ প্রতীকার ব্যতীত হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন আর কিসে নিবারিত হইবে?

অধুনা ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে যাঁহারা এই দারিদ্র্যদোষ পরিশূন্য সঙ্গতি সম্পন্ন, তাঁহারাও যে সকলেই পূর্ব্ববর্ণিত অবনতির

মস্তকে পদ স্থাপন করতঃ সত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণ্যসত্তায় স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাও প্রায়ই চতুর্দ্দিকের এই সাধারণ দারিদ্র্য দোষসম্ভূত বহুব্যাপক অবনতির অশুভ দৃষ্টান্তের প্রসার ও তজ্জনিত সুযোগ্য আদর্শাভাবের ফল। সুতরাং সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাহারও হেতুভূত এই দারিদ্র্যদোষ। অবশ্য এতদ্ব্যতীত তাহার আরও যে সব অবান্তর কারণ আছে, সে সমস্ত ব্যভিচার বা ব্যতিরেক স্থল মাত্র। তাহা বিচারের প্রশস্ত বিষয়ীভূত নহে। যাহা সাধারণ, তাহা লইয়াই যে কোন বিষয়ের বিচার, আলোচনা বা প্রস্তাবনা হইয়া থাকে। দরিদ্রতাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলের অবনতির সাধারণ হেতু বিধায় যথা সম্ভব তৎপ্রতীকারোপায় আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে গত জ্যৈষ্ঠমাসের "বেদব্যাসে" "দেবভাষা ও ভূদেব সেবা" শীর্ষক প্রবন্ধে সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষা কল্পে ব্রাহ্মণপণ্ডিত রক্ষার যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছিল, বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বক্তব্যও তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়োপযোগী যথাসম্ভব বৃত্তি ব্যবস্থাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংসার ভারাবসন্নতার অপনোদন না করিতে পারিলে, আমাদের বিবেচনায় অপর কোন অভিনব উপায় কল্পনা দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের "আদর্শ-সংস্কার" অনুমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা নাই।

সহানুভূতিপ্রবণ জাতীয় প্রেমাসক্ত হৃদয়ে আমাদের প্রস্তাব বোধ হয় তত দুঃসাধ্য বলিয়াও বিবেচিত হইবে না। "যত্নেন কিমসাধ্যম্?" যত্নের অসাধ্য কি আছে? পুরুষকারের প্রবল পরাক্রম কখন কখন দৈবকেও অতিক্রম করিতে পারে। ব্রাহ্মণ বৃত্তি বিধান সম্বন্ধে সমবেত জাতীয় পুরুষকারের শক্তি কলির কাল ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত এই সামাজিক দুর্দ্দৈব অচিরাৎ অন্তর্হিত করিতে পারে।

"অল্পানামপিবস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।"

আমাদের এই সুপ্রসিদ্ধ নীতিবাক্যটির সার গ্রহণে যদি আমরাই অনধিকারী না হই, তবে ভগবৎ কৃপায় আশা পূরণের আশা করা যায়। অধিক কি, হিন্দু সমাজের সকলে না হউক, অন্ততঃ স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুগৃহস্থগণ যদি এতদর্থে (ব্রাহ্মণপণ্ডিত পালনার্থ বৃত্তি বিধান কল্পে) দৈনিক আহার্য্য তণ্ডুল হইতে এক মুষ্টি মাত্র তণ্ডুল ভিক্ষাদান করেন, তাহাতেই উদ্দেশ্যের আশাতীত সিদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারে। এমন গুরুতম জাতীয় কর্ত্তব্য সাধনার্থে—কলির করাল কবল হইতে জাতীয় বিশেষত্বের উদ্ধারার্থে, যদি আমরা মুষ্টি ভিক্ষা দানেও কুণ্ঠিত হই, তবে যেন আর আমরা জগতে "হিন্দু" নামে পরিচয় না দেই। যে হিন্দুত্ব আমাদের প্রাণ, যে হিন্দুত্ব আমাদের সর্ব্বস্ব, যে হিন্দুত্বের স্মরণে আমাদের অঙ্গে পুলক-লোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, এত দুঃখ দুর্দ্দিনেও যে হিন্দুত্বের মহিমা চিন্তনে আমাদের তাপিত বক্ষও সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হয়, সেই হিন্দুত্বের রক্ষাকল্পে মুষ্টি ভিক্ষা! যে ব্রাহ্মণের আত্মার মাত্র পালনার্থ সসাগরাধরাপতি রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র শ্মশান চণ্ডালের ক্রীতদাস; যে ব্রাহ্মণের সমাদর মাত্র সঙ্কল্পে পাণ্ডব মহাযজ্ঞে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদ্যবারি প্রদাতা, সেই ব্রাহ্মণের স্বরূপ অস্তিত্ব রক্ষার্থ আজ কিনা মুষ্টিভিক্ষার প্রস্তাব! যদি বল, সে ব্রাহ্মণ আর এ ব্রাহ্মণে কত প্রভেদ! হায়! সর্ব্বস্বদান ও মুষ্টি ভিক্ষা দানেও ত কত প্রভেদ! বলিতে কি, যদি হরিশ্চন্দ্রাদির হৃদয় সম্পদের সহস্রাংশের একাংশেরও উত্তরাধিকারী আমরা হইতাম, তবে" এ ব্রাহ্মণ" প্রায় "সে ব্রাহ্মণ"ই থাকিতেন। কালধর্ম্মবশে সমাজের ব্রাহ্মণ পালনী প্রকৃতি ও শক্তি ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাহ্মণেরই ক্রমে এ ব্রাহ্মণত্ব পরিণতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ইহারই সময়োপযোগী প্রতিপ্রসবরূপ মহানুষ্ঠান সাধনার্থে যথাশক্তি—যথা সম্ভব—যথাভিরুচি যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়েও যদি আমরা কাতর হই, যদি ব্রহ্মণ্য শক্তি সঞ্জীবনরূপ হিন্দু সমাজের এই সর্ব্বার্থসাধক মহাযজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক গৃহস্থের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বয়ে যদি অন্ততঃ একটি পয়সাও উত্থিত না হয়, তবে বুঝিব, পুরাকালীয় সেই জগৎ পূজ্য হিন্দুজাতির জন্য মানব অভিধানে এমন একটিও জঘন্যতম বিশেষণ শব্দ নাই, যদ্দ্বারা বর্ত্তমানে ইহার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় হইতে পারে। তাহা হইলে বোধ হয়, মনুষ্যের তেমন ভাষাই নাই, ভাষায় তেমন শব্দই নাই, শব্দে তেমন অর্থ প্রকাশ শক্তি নাই, যদ্দ্বারা ইহার নিকৃষ্টতম লজ্জাজনক ঘৃণিত স্বত্ত্বার বিশদ বর্ণনা সম্ভবে।

মনে করিলে, অস্মদ্ সমাজস্থ একটী মাত্র ধন-কুবেরও একাকী এই শুভানুষ্ঠানের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারেন। কেবল বাড়ী সাজাইয়া, গাড়ী নাচাইয়া, বিলাস-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ খেলিয়া অর্থের অপব্যবহার করাই কি আধুনিক হিন্দু-ধনীর দুর্লভ মানবজীবনের সুলভ সারভূত লক্ষ হইবে?

"দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্ম স্তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎসারমাহরেৎ॥"

অসার হইতে সার গ্রহণ বিষয়ে আর্য্যনীতি-শাস্ত্রের এই অপূর্ব্ব উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতঃ এই সুযোগে কি একটী বিত্তশালী আর্য্যসন্তানও অসারবিত্ত হইতে দান-সার আহরণার্থ উৎসুক হইবেন না? যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের বিত্ত পাইয়াছেন, তাঁহারা কি পূর্ব্বপুরুষের চিত্ত পাইবেন না? উত্তরাধিকার কি কেবল পার্থিব রাজার আইন অনুসারেই হইবে? বিশ্বরাজের আইন-অনুসারে কি একটুও নহে! যাহাহউক, পদ্মবাসি হইলে একেবারে নির্গন্ধা হয় না; অতএব ভরসা করি, বিষয়টীর গুরুত্ব বিশেষরূপে প্রতীত হইলে, হিন্দুধনীগণ যথাশক্তি দান দ্বারা হস্ত সার্থক, অর্থ সার্থক ও জীবন সার্থক করার এমন সুলভ সুযোগ কদাচ একেবারে উপেক্ষা করিবেন না এবং অপর হিন্দু-জনসাধারণও তাঁহাদের অন্ততঃ কথঞ্চিৎ অনুকরণে আর্য্য-শোণিতের পরিচয় দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই আশায় বুক বাঁধিয়া, অদম্য উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায় লইয়া, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ও সিদ্ধিদাতা গণপতির চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিষয়টী বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া একেবারে নিরাশ ও নিরু-

দ্যম হইয়া পড়িলে চলিবে না। নদীতে তুফাণ উঠিয়াছে দেখিয়াই ভগ্নতরীর হাইল ছাড়িয়া দেওয়া মূঢ়ের কার্য্য।

কলিকাতায় স্থাপিত "ধর্ম্মমণ্ডলী-সভা" স্বীয় বিস্তৃত কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে এই "আদর্শ-সংস্কার" রূপ মহদনুষ্ঠান সম্পাদনকেই মুখ্য লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব তৎ সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে যথার্থ আত্মকার্য্য বোধে হিন্দুজন-সাধারণের এ বিষয়ে ধর্ম্মমণ্ডলীকে যথাসাধ্য সহায়তা করা ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগতব্যষ্টিভাবের উন্নতি বিধানেই জাতিগত সমষ্টিভাবের উন্নতি সম্পাদিত হয়; সুতরাং জাতীয় অবনতি নিবারণার্থ যে কোনরূপ সমষ্টিভাবের জাতীয় অনুষ্ঠানই তজ্জাতীয় প্রত্যেকের ব্যষ্টিভাবে আত্ম-অবনতি নিবারণের অনুষ্ঠান স্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত। অতএব প্রত্যেক হিন্দুরই অর্থে সামর্থ্যে, স্বতঃ-পরত, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তাবিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিবার জন্য সোৎসাহে বদ্ধপরিকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক হিন্দু পত্র-পত্রিকা, প্রত্যেক হিন্দু-সভা-সমিতি, প্রত্যেক হিন্দু-বিদ্যালয় ও কার্য্যালয়াদির ইহার আন্দোলন আলোচনা ও চেষ্টা-বিস্তারার্থ উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। আদর্শকে ভাল না করিতে পারিলে, আমাদের জাতীয় উন্নতির পুনর্গঠন আর কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে।

অধুনা কংগ্রেসের প্রতিনিধি বা তজ্জাতীয় গুণসম্পন্নগণ যাঁহাদের কর্ত্তৃক সমাজের আদর্শরূপে বিবেচিত হন, তাঁহাদের কাছে আমাদের কিছুমাত্র আশা নাই। তাঁহাদের কল্পিত হিন্দুসমাজের বিলাতী সংস্করণ বা ইংরাজী অনুবাদরূপ অদ্ভুত সমাজের উদ্দেশে আমাদের দূর হইতে নমস্কার! উর্ব্বরগর্ভা পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার আদর্শ বর্ষে বর্ষে প্রসব করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রানুশাসিত, স্বধর্ম্মাচার-পালিত ও জাতীয় বিশেষত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৃত হিন্দুসমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ব্যতীত আর কে হইতে পারে? অতএব তাঁহাদের সংস্কার ব্যতীত শত সহস্র ধর্ম্মসভা—হরিসভা, শত সহস্র হিন্দু-পত্র-পত্রিকা, শত সহস্র হিন্দু-বিদ্যালয়াদি বা শত সহস্র হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি প্রচার দ্বারা সম্যক্ ফললাভের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে এখন এই বিষয়ই ঘোষিত, প্রস্তাবিত ও আলোচিত হউক। স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি হিতৈষী হিন্দু মাত্রেই চিন্তা ও আন্দোলন করুন। যথা সম্ভব প্রত্যেক হিন্দুর কর্ণে এ প্রস্তাব ইষ্ট মন্ত্রবৎ সগৌরবে প্রবিষ্ট ও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হউক। তাহা হইলে, কতিপয় ক্ষুদ্রতম ভেষজ বটিকার মহতী শক্তি যেমন মহাভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক বিকার নিমেষে অন্তর্হিত করে, তদ্রূপ হিন্দু কুল-সুসন্তানগণের প্রত্যেকের একটু সামান্য ত্যাগ স্বীকারই জাতীয় জীবননাশক এই বিকট সামাজিক বিকারে নিশ্চয় অব্যর্থ ভেষজ-বটিকা স্বরূপ হইবে।

ভগবদিচ্ছায় অস্মদেশ প্রকৃতির প্রিয় প্রমোদকানন। এখানে বসুন্ধরা সার্থক রূপেই বসুন্ধরা। কমলার কমল-নেত্রের কমনীয় দৃষ্টি প্রসন্নতায় এ দেশে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ধন-ধান্যের গৌরবচ্ছটা দেশ দেশান্তরবাসীর নয়নকে তৃষিত ও হৃদয়কে ঈর্ষা কষায়িত—অথচ এতদভিমুখে লোভাকৃষ্ট করিতেছে। পক্ষান্তরে মাতা সরস্বতীর স্বর্গীয় শুভ দৃষ্টির সুধা-বৃষ্টি ধারার অবিরল-সম্পাতে বিবিধ বিদ্যা বৈভবে ও গুণ-জ্ঞান-গৌরবে, এ দেশ চির গৌরবান্বিত। কিন্তু অধুনা সপত্নীত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্ব সম্বন্ধের সেই সাধুবদন-নিন্দিত দ্বেষ্য-দ্বেষক ভাবের প্রভাবেই বুদ্ধি উভয় মাতার কৃপা কটাক্ষ একাধারে পতিত হয় না এবং সরস্বতীর সেবা-পুত্র ও লক্ষ্মীর ক্রোড়-পুত্র গণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্বশক্তি-সহায়তা জনিত সম্প্রীতিও লক্ষিত হয় না। এমন এক দিন ছিল, যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রূপ সুধী-সম্প্রদায়ের সারস্বত-সহায়তায় সম্পন্ন-হৃদয় হইয়া, কমলা-কর-পালিত নর কুবেরগণ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য বোধে সোৎসাহে তাঁহাদের সংসার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ, আর্য্য সমাজকে অমর সমাজ-স্পর্দ্ধী করিয়া তুলিয়াছিলেন। হায়! তাহারই বিষাদময় বিপর্য্যয়ে মর্ত্ত্যধামে স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব প্রায় পবিত্র আর্য্য-ক্ষেত্রে আজ কিনা অনার্য্যেরও ঘৃণা নিঃসৃত নিষ্কিঞ্চন নিক্ষেপে নিরত নিষিক্ত হইয়া অপবিত্র অমেধ্য ভূমি (আস্তাকুড়) রূপে পরিণত হইয়াছে? আবার যতদিনে আর্য্যজাতি আমাদের প্রস্তাবিত এই আদর্শ সংস্কার রূপ সেই সৌভ্রাত্র-প্রেম-পুষ্পে ভারতমাতার পূজা করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন এ দুর্দ্দিন দূর হইবার নহে। বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীহরি শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, যেন আমরা এ দুর্দ্দিনে তাঁরই অভয় চরণ-শরণে নির্ভয় হইয়া, স্বধর্ম্মানুগত এই গুরুতম কর্ত্তব্য-শিক্ষায় সিদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারি।

ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক।

নিরাশ হইও না।

আশা-সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। সুশীতল বায়ু সংস্পর্শে সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সদালোড়িত মস্তিষ্ক, জর্জ্জরিত হৃদয়, বিচলিত প্রাণ মনিষীগণ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া আশ্বাসীত হইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা বর্ত্তমান বিজাতীয় অধঃপতন স্রোতের খরতর প্রভাব দেখিয়া নৌরাশ্যের অতলস্পর্শি সমুদ্রে আপনাদিগকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন, কি যেন এক নবোদ্যমে প্রোতসাহিত হইয়া, সতেজে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য—হিন্দু সমাজ রক্ষা। অতএব নিরাশ হইও না। ঐ দেখ সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত ভূদেব-প্রমুখ প্রবীন, চিন্তাশীল, স্বসমাজহিতৈষী ধীমানগণ আজ সমাজ রক্ষায় স্বার্থত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। আধুনিক-শিক্ষিত-সমাজে সম্যক সমাদৃত রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন প্রমুখ কৃতবিদ্য ধনী ও রাজ-গৌরবে গৌরবান্বিত রাজন্যবর্গ, আজ স্বসমাজের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যাকুলিত-হৃদয়। ক্ষত্রিয়-কুল-ভূষণ, ভক্তিমান ও শান্ত প্রকৃতি শ্রীযুক্ত দামোদর দাস বর্ম্মণ এবং স্বধর্ম্মনিরত, সৌম্য-মূর্ত্তি ও প্রশান্ত-হৃদয় শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ প্রমুখ ধনী সম্প্রদায় আজ স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষণে মুক্ত-হস্ত। তাই বলি নিরাশ হইও না। কেবল ধনী বা বিদ্বান বলিয়া নহে, সমাজের প্রত্যেক

অঙ্গটী যেন, আশা-বায়ু সংস্পর্শে, ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকলেই যথাসাধ্য সমাজের হিত-চিন্তায় আজ উৎসাহিত-চিত্ত। লক্ষ্য সকলেরই এক—সেই হিন্দুসমাজ রক্ষা। তবে বুদ্ধি বা শিক্ষা দোষে প্রণালীর যে সামান্যমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, সে ইতরবিশেষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ লক্ষীভূত বিষয় এক হইলে, গন্তব্য পথের বৈষম্য অধিকদিন স্থায়ী হয় না। সময়ে সকলেই যে, প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়া, এক যোগে এক প্রাণে, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হইয়া আত্মত্যাগে অকুণ্ঠিত হৃদয় হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব নিরাশ হইও না। আইস, সকলে আশায় বুক বাঁধিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অকাতরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। মানবের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। মানব-যত্নে যেখানে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, সেখানে যত্নেরই কোন ত্রুটী হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতিকাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্যকরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা-
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষ॥

তাই অদ্যও আমরা সেই শাস্ত্রবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া তার-স্বরে বলিতেছি—

যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি অত্র যত্নে কোঽপি দোষঃ ভবত্যেব॥

ভাবার্থ—যত্নে দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তবে যত্নেরই কোন ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনেকে উক্ত শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়া বলেন যে, "যত্ন-দ্বারাও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে আর তজ্জন্য দোষ কি ইত্যাদি। এরূপ ব্যাখ্যা আমরা সঙ্গত মনে করি না। পাঠকগণও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্লোকটী পাঠ করিলে আমাদের সহিত একমত হইবেন। যে শ্লোকে বলিলেন,—"উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীকে লাভ করেন। যাহারা কাপুরুষ তাহারাই কেবল দৈবের দোহাই দেয়। অতএব "দৈবং নিহত্য" আত্মশক্তিবলে পৌরুষকে আশ্রয় কর।" এখন ভাবুন দেখি যে, এত তেজপূর্ণ বাক্য প্রয়োগের পর কোন ব্যাখ্যাটী সঙ্গত বোধ হয়? সম্ভবত প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা। কারণ মানুষ যখন সাধনা বলে ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন, তখন সামান্য পার্থিব-কার্য্য-সিদ্ধি কোন অধিক কথা। অতএব হিন্দুসন্তান! নিরাশ হইও না। শতবার অকৃতকার্য্য হইলেও পুনরায় যত্ন কর। নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

"যত্নেন কিমসাধ্যম্।"

যত্নের অসাধ্য কি আছে? অতএব পুনরেব যত্নমাধিয়তাম। পুনরায় যত্ন কর—সিদ্ধি অনিবার্য্য।

অদ্য আমরা নিম্নে ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিলাম। পাঠক! তদ্দৃষ্টে ধর্ম্ম মণ্ডলীর গুরু গম্ভীর লক্ষ্য সমূহ অবগত হইয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন।

ধর্ম্মমণ্ডলি।

বিগত১২৯৮ সালের আষাঢ় মাস হইতে কলিকাতা নগরীতে 'ধর্ম্মমণ্ডলী' নামে একটি সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। উক্ত সমিতির কার্য্যে সুভদ্র হিন্দু সাধারণের যাহাতে অনুরাগ জন্মে মণ্ডলীর শুভানুধ্যায়ীগণ এ যাবৎ তাহার চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন, এবং তদ্বিষয়ে উল্লিখিত সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য দানের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে এই আশায় তাঁহারা এক্ষণে সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের সুষ্ঠুতা সাধন বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রধান সাধন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকেই আজকাল অন্নাচ্ছাদনাদির চিন্তায় আকুলিত হইতে হওয়ায় অনেকেই শাস্ত্রাদির অভ্যাসে শিথিল প্রযত্ন হইয়া উঠিতেছেন এবং তাহাতে সমাজেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সমাজের কুশল কামনা করিয়া ইহাঁদের জীবিকার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য প্রয়াস স্বীকার করা এবং সম্মাননা দ্বারা ইহাঁদিগের উৎসাহ বিধানে যত্ন পাওয়া প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ধর্ম্মমণ্ডলী এ জন্য নিম্ন লিখিত মতে ইহাঁদের জন্য বৃত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনাদি, ধর্ম্ম রহস্য প্রকাশক গ্রন্থ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠান বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক, প্রবন্ধাদির সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিবেন এবং যে সমস্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ অনিষ্টকর ব্যাপার সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছে তন্নিবারণার্থ যথাশক্তি যত্ন করিবেন।

বৃত্তি দানের নিয়ম——

যাঁহারা রীতিমত অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহারাই ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তি লাভের পাত্র। বৃত্তিভোগী পণ্ডিতগণ আপনাপন ছাত্রদিগকে শাস্ত্রার্থের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানপরায়ণ করিবেন এবং নিজেও তাহার আদর্শস্থল হইবেন। যে পণ্ডিত যে সমাজ অথবা যে গ্রামের অধিবাসী তিনি সেইখানকার নীতি, চরিত্র, আচার ও ধর্ম্মাদি বিষয়ে সতত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলকে সৎপথে সংস্থাপনের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। উপরি উক্ত গুণ ও ক্রিয়া যাঁহাতে দৃষ্ট হইবে তাঁহাকেই বৃত্তি দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বৃত্তির ন্যূনসংখ্যা বার্ষিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। বৃত্তিগুলি বৃত্তিদাতাগণের অভিমত নামে এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে চিহ্নিত হইবে। যাঁহারা বার্ষিক ৫০৲ টাকার ন্যূন দান করিবেন তাঁহাদের অর্থ সংগৃহীত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর সাধারণ বৃত্তি নামে অভিহিত হইবে। বৃত্তি দানের স্থান ও পাত্র নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বৃত্তিদাতার অনুরোধের প্রতি ধর্ম্মমণ্ডলী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বৃত্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে ধর্ম্মমণ্ডলীর নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই পণ্ডিতগণের বৃত্ত্যাদি দানে ব্যয়িত হইবে।

এই সমস্ত কার্য্য অর্থ এবং সর্ব্বসাধারণের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সহায়তা-সাপেক্ষ। সমাজের সার্ব্বভৌমিক আনুকূল্য ব্যতীত এই অর্থাদি সংগৃহীত হয় এমন আশা করা যাইতে

পারে না। তাই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হইয়া সানুনয়ে প্রার্থনা করি যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অনুরোধে তাঁহারা সাধ্যানুসারে অর্থ এবং সকল প্রকার সাহায্য দ্বারা এই মহান্ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ফলোপধায়কতা সাধন করুন। অর্থ সম্বন্ধে এককালীন, বার্ষিক, মাসিক এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে অথবা সর্ব্বরকমে যিনি যে ভাবে দিতে ইচ্ছা করিবেন ধর্ম্মমণ্ডলী তাহাই আদরে গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক সংপ্রতি যে যে মহাত্মাকে যে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে সকলের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সি, এস, আই (উত্তরপাড়া)—কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)—সম্পাদক।

কার্য্যনির্ব্বাহকগণ।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, (চুচুঁড়া)
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সি, এস, আই, (উত্তরপাড়া)
শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর (তাহিরপুর)
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)

এই পাঁচ জনেই ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি ১৮১৫ শক, (১৩০০ সন) বৈশাখ মাস।

শ্রীশশধর দেব শর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি) (কলিকাতা)
শ্রীভূদেব দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), চুঁচুড়া।
শ্রীঈশানচন্দ্র দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), কলিকাতা।
শ্রীপ্যারীমোহন দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), উত্তরপাড়া।
শ্রীশশিশেখরেশ্বর দেবশর্ম্মা (রায়), তাহিরপুর।
শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বর্দ্ধমান।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কলিকাতা।
শ্রীদামোদর দাস বর্ম্মণ, কলিকাতা।
শ্রীরমানাথ ঘোষ "
শ্রীবিজয়রত্ন সেন "
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া।

ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্যই ধর্ম্মমণ্ডলীর সৃষ্টি, হিন্দু মুক্তহস্ত হউন। যাঁহার যাহা সাধ্য, তিনি ধর্ম্মমণ্ডলীর সাহায্যার্থ, পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নিকট ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা এই ঠিকানায় তাহা যেন পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যিনি যেরূপ অর্থ দান করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, চুঁচুড়া ৫০০৲ বার্ষিক। রাজা শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, উত্তরপাড়া ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। রাজা শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, তাহেরপুর ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। শ্রীরমানাথ ঘোষ কলিকাতা ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। ডাক্তার অনারেবল শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ, কলিকাতা ১২০৲ বার্ষিক। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি, ময়মনসিংহ রামগোপালপুর ১০০৲ বার্ষিক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কলিকাতা ৫০৲ বার্ষিক। শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া ১২৲ বার্ষিক। হুগলী স্কুলের ছাত্রগণ ১৫৲ বার্ষিক। শ্রীসুরনাথ মুখোপাধ্যায়, ইছাপুর ১২৲ বার্ষিক। শ্রীলালবিহারী মুখোপাধ্যায় শিবপুর ১২৲ বার্ষিক। শ্রীনুটবিহারী পাল হাওড়া ১২৲ বার্ষিক। শ্রীমধুসূদন চৌধুরী, সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক, ১০৲ এককালীন। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ১০৲ এককালীন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু, সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ৫৲ এককালীন। শ্রীকালিকুমার মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক, ৫৲ এককালিন। শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ৫৲ এককালীন। শ্রীতারিণীকমল মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ১৲ এককালীন। শ্রীযাদবচন্দ্র চৌধুরী সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। ক্রমশঃ

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকার মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সংঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডর কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শিবস্তোত্রং।

গৌরীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং
ভূতাবাসং বাসুকীকণ্ঠভূষম্।
ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেবং পুরাণং
বন্দে সান্দ্রানন্দসংদোহদক্ষম্॥
যোগাধীশং কামনাশং করালং
গঙ্গাসঙ্গক্লিন্নমূর্দ্ধানমীশম্।
জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাবং
মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি॥
শ্মশানস্থং ভূতবেতালসঙ্গং
নানাশস্ত্রৈঃ খড়্গশূলাদিভিশ্চ।
ব্যগ্রাত্যুগ্রা বাহবো লোকনাশে
যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্তমেতি॥
যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিসৃক্ষু-
স্তন্মাত্রাত্মা কালকর্ম্মস্বভাবৈঃ।
প্রহৃত্যেদং প্রাপ্য জীবত্বমীশো-
ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি॥
স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণুঃ সুরাত্মা
লোকান্ সাধূন্ ধর্ম্মসেতূন্বিভর্ত্তি।
ব্রহ্মাদ্যংশে যোঽভিমানী গুণাত্মা
শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশং নমামি॥
যস্যাজ্ঞয়া বায়বো বান্তি লোকে
জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপ্যন্।
শীতাংশুঃ খে তারকাসংগ্রহশ্চ
প্রবর্ত্ততে তং পরেশং প্রপদ্যে॥
যস্য শ্বাসাৎ সর্ব্বধাত্রী ধরিত্রী
দেবো বর্ষত্যম্বু কালঃ প্রমাতা।
মেরুর্ম্মধ্যে ভুবনানাং চ ভর্ত্তা
তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে কল্কিকৃতশিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সংসারে পরীক্ষা।

পরীক্ষার নাম শুনিলে শরীর সম্ভ্রম-সুলভভয়ে কণ্টকিত হয়, পৃথিবী ঘুরিতে থাকে। আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত পলাইবার পথ দেখে। পরীক্ষার সহিত বিদ্যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরীক্ষা বিদ্যার পরিচয় দেয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার গৃহ-গত স্বর্ণ উৎকৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা পত্র না পাইবে, ততক্ষণ তাহার যথার্থ মূল্য বা আদর হইবে না। তাই বলি, যদি আপনার মূল্য বাড়াইবার ইচ্ছা কর, যদি দশের নিকট আদরের ধন হইতে চাও, তবে পরীক্ষা দাও।

কিন্তু তাই বলিয়া কেবল এল, এ, বি, এ প্রভৃতি উপাধি-পরীক্ষায় উন্মত্ত হইলে চলিবে না। সম্মুখস্থ বিচিত্র ভীষণ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের প্রতি কি একবার দৃষ্টিপাত করিবে না? তোমার বি, এ প্রভৃতি পরীক্ষা তো মুখস্থ-সাধ্য,—একটু ভাষা ভাষা পরিশ্রম করিলেই এ পরীক্ষার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পার। প্রকৃত শিক্ষাজীবন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রকারভেদ মাত্র। এ আশ্রমে তাদৃশ দুশ্চিন্তা-বাত্যায় আকুল হইতে হয় না, আবেগের প্রবাহে কুল হারাইতে হয় না,—ভাবের তীব্রদংশনে তত অস্থির হইতে হয় না। চিন্তারহিত সংসার-ভাবে অকলুষিত পবিত্র এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াও যদি ঐ সামান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে নাচার।

তৎপর ঐ দেখ ভাই! তোমার এক-পদ-ক্ষেপ-গম্য সম্মুখস্থ অলক্ষিতভাবে অবস্থিত ভীষণ আর একটী পরীক্ষা-ক্ষেত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্র রোগ শোকের আকর, শঠতার কার্য্য ক্ষেত্র, সুকৃত-দুষ্কৃতের পণ্যভূমি, ভাব-গুপ্তির ধারাযন্ত্র (ফোয়ারা)। ঐ স্থানে প্রলোভনের মনোহর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। সর্ব্বদা কুক্রিয়ার-আসঙ্গলিপ্সার বাষ্পীয় যন্ত্র (এঞ্জিন) জোড়া রহিয়াছে। চলিতে জানিলে বড়ই সুখের হয়। একটু অন্যমনস্ক হইলে পদমাত্র স্খলনে লোকের হুড়াহুড়িতে গাড়ীর ছড়াছড়িতে প্রাণ লইয়া টানাটানি। ভাই! ঐ স্থান কি চিনিতে পারিলে? উহার নাম সংসার।

এই সংসারাশ্রমে প্রথম প্রবেশ করিতে বিবাহ-সংস্কার রূপ প্রথম পরীক্ষা তোমার দিতে হইবে। যদি না দেও, তুমি সংসারে প্রবেশাধিকারের পাশ পাইবে না। সহস্র যত্নসত্ত্বে যদি স্ত্রীলাভ করিতে না পার, তবে নির্দ্দোষ সহকারে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে। পৈঠীনসী সে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। মৃতস্ত্রীক পুন অপরিণীত পুরুষদিগকে "রণ্ডাশ্রমী" নামে সুন্দর উপাধি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সত্য, মিথ্যা, সংশয় হয়, নিম্নে প্রমাণ তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম, দৃষ্টি করিলে সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইবে।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বাণপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকং॥
বায়ুপুরাণ।

ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে চারিটী আশ্রম উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুক।

দক্ষ—অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ॥

ক্ষণকালও পূর্ব্বোক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন না করিয়া থাকিবে না। যদি বিনা আশ্রমে থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। বলা অধিক—বিবাহ না করিলে গার্হস্থ্যাশ্রমী হয় না।

পৈঠীনসী—অলাভে চৈব কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতমাচরেৎ।
চেষ্টাসত্ত্বে ও কন্যার একান্ত অলাভ হইলে অগত্যা গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে পারে।

চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ॥
ভবিষ্যপুরাণ

আটচল্লিশ বৎসর পরে যদি স্ত্রী বিযুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহার নাম রণ্ডাশ্রমী হইবে।

বিবাহই মানবের চিত্ত-পরীক্ষার স্থান। যদি তুমি এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে ভগবান্ তদনুরূপ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলময় পুরস্কার দিবেন। পরিশেষে যেখানে মলয়ানিল সদা প্রবাহিত, নিত্যজ্যোৎস্না সমুদিত, ব্রহ্মপ্রভা বিষ্ফুরিত দ্বন্দ্বদুঃখ অন্তর্হিত প্রীতিদ্বেষ অস্তমিত, দেব-দুর্লভ সেই পবিত্র রাজ্যে অপুনরাবৃত্তি অধিকার পাইবে। যে অধিকারে তোমার পরিবারবর্গ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উল্লসিত হইবেন।

ব্রাহ্ম্যো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষান্ একবিংশতি মিত্যাদি॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

যে বিবাহে বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্ত্যলঙ্কৃতা কন্যা প্রদত্তা হয়, তাহার নাম ব্রাহ্ম্য বিবাহ। সেই বিবাহে একবিংশতি পুরুষ নরকত্রাণরূপ ফললাভ করে।

বিবাহ অতি বিষম পরীক্ষা। প্রায়শঃ আমরা ষোড়শী বা বর্ষীয়সী, কুরূপা বা সুরূপা স্ত্রীর মত্ততা ঘোরে কর্ত্তব্য-হারাই, কখন কুক্রিয়াসাগরে হাবিডুবি খাই, কখন বা ইন্দ্রিয়রূপ হাঙর-কুম্ভীরের যন্ত্রনায় অস্থির হই। তবু চৈতন্য নাই—কূলে উঠিবার চেষ্টামাত্র নাই। সস্ত্রীক হইলেও "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই প্রশ্নের উত্তর নাই। আছে কেবল স্ত্রী লইয়া কদাচার। অধুনাতন স্ত্রী যেন ইন্দ্রিয় ভোগের বিলাস ক্ষেত্র। যখন ইচ্ছা টাকা বা অলঙ্কারাদি দর্শনী দেও; আর ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ কর।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" বচনের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "কামার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা আত্মনাশঃ প্রয়োজনং" এই পাঠ স্বীকার করাই সময়োচিত। এখন আর পিণ্ডদাতা পুত্রের উৎপত্তি নাই। আছে কেবল কতকগুলি কুলাঙ্গারের উৎপত্তি। তাও একটি আধটী নয় গণ্ডায় গণ্ডায়—বার্ষিক বৃত্তির ন্যায় প্রতিবর্ষেই লাভ করা যায়। আমরা যেমন কুলপ্রদীপ, আমাদের সন্তানও সেইরূপ হইতেছে। বরং ততোধিক। কাচের আকরে কখন হীরক রত্ন জন্মে না, বিষবৃক্ষে কভু সুরসাল অমৃতফল ফলে না। এমন ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গলময় স্ত্রীধন এখন কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য প্রয়োজন। সে প্রয়োজন যে ইহাতে সিদ্ধ হইবার নয়, ভ্রান্ত তাহা বুঝিয়াও বোঝে না। বালক ভাবে এই বাগানটী অতিক্রম করিলেই আকাশ ধরিব। তিন বাগান অতিক্রান্ত হইল, সাধের আকাশ কিন্তু ধরা দিল না। বালক আবার আশা-মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভাবিল—এইবার ধরিব, ময়দানটুকু পার হইলে হয়। ময়দানও পার হইল, বালকের অচরিতার্থ ইচ্ছার সহিত আকাশ পিছাইয়া পড়িল। "লাভঃ পরং গোবধঃ" অবশেষে বালক সুদূর কান্তারে তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল বা জন্মের মত সংসার হইতে বিদায় লইল। ভোগীরও ঐ দশা,—ভোগী যত সুখের তরে অগ্রসর হয়, সুখ ততই পিছাইয়া পড়ে। বিষয়-সুখ আদর্শগত প্রতিবিম্বের ন্যায় ধরিবার বা উপভোগ করিবার জিনিষ নয়। প্রতিবিম্ব যেমন কোন ব্যবহারে আসে না। বিষয় সুখও তদ্রূপ। কেবল তফাৎ হইতে দেখিতে ভাল। ইন্দ্রিয়-সংযম-শিক্ষা পরিণয়ের অবান্তর প্রয়োজন। ফলে কিন্তু এখন বিপরীত—ইন্দ্রিয়-সংযম শিখিতে গিয়া নিজে সংযত হইতে দেখা যায় না। যেন ডাক্তারি-শিক্ষা—ডাক্তারি শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন সুপথ্যে স্বশরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করণ। কার্য্যতঃ প্রায়শঃ বিপরীত ফল ফলে। ডাক্তারেরা অধিকাংশত ঘোর মদ্যপায়ী এবং বিষম বেশ্যাশক্ত হইয়া অস্বাস্থ্যের পথ-পরিষ্কার করেন।

অধুনা ভাব-গ্রাহিতার, শাস্ত্রালোচনার এবং সাধু সঙ্গের অভাব বশতঃ পরিণয় ঘটিত প্রশ্নের উত্তর বলিলেও সহসা কেহ বিশ্বাস করে না। পরন্তু মনোমুগ্ধ কর বাক্য বলিয়া উপহাস করে। তাঁহাদের বিশ্বাসস্থাপনের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থ হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

পুরাকালে যযাতি নামক জনৈক রাজা ছিলেন। দেবযানী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, শর্ম্মিষ্ঠাও ভার্য্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা রাজার বেশী প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেবযানীর দুটি পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র। সপত্নীর পুত্রাধিক্য দর্শনে দেবযানীর সঙ্কুচিত সাপত্ন্যদ্বেষ দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট স্বামীর পক্ষপাতিতার অভিযোগ করিলেন। কন্যাগত-প্রাণ পিতা "জরাগ্রস্তোভব" বলিয়া জামাতাকে অভিসম্পাত করিলেন। দেবযানী কিন্তু আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিলেন।

জরাগ্রস্ত যযাতি অনন্যোপায় হইয়া শ্বশুরের শরণ লইলেন। শ্বশুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "অন্যের যৌবনের সহিত তোমার জরার বিনিময় করিতে পার" এই প্রতিপ্রসব দিলেন। তখন তিনি পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট জরার পরিবর্ত্তে যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন। পুত্রের যৌবন লইয়া স্বস্ত্রীতে উপগত হওয়া অনুচিত বলিয়া সকলেই ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। বিষয় ভোগের তৃষ্ণায় মত্ত যযাতি পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর নিকট প্রস্তাব করিলেন। হৃদয়বলে বলীয়ান্ পুরু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ পুত্র পিতার জরা গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধোচিত

পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বয়োবৃদ্ধ পিতা যুবক সাজিয়া যুবোচিত বিষয়-সুখলিপ্সায় কাচমূল্যে জীবন বিক্রয় করিলেন। ধন্য পুরু! তুমি অপরিণত মতি যুবক হইয়া যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তোমার পিতা অধ্যাপককল্প হইয়াও তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

মনুষ্যের স্বভাব, বেশীদিন কিছু ভাল লাগে না। পাঁচ দিন একই তরকারি ব্যবহারে অরুচি ঘটে। সেইরূপ যযাতিরও বিষয়ভোগ আর ভাল লাগিল না। প্রাক্তন জন্মে সুকৃত বাতাসে বাসনাভস্ম উড়িয়া গেল, তখন ভস্ম বিরহিত বহ্নির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কিরণ বিস্তার হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। মহাভারত।

অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উপভোগে ভোগ স্পৃহা কমে না, বরং বাড়ে। ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিলে অগ্নির তেজ বাড়ে বই কমে না।

এত দিন পরে যযাতির চৈতন্যের উদয় হইল। সময় থাকিতেও পুরুর যৌবন পুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নিজের জরা পরিগ্রহ করিলেন। কামস্পৃহা ভোগে ক্ষীণ হয় না, ইহার মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত যযাতি। ইহার দ্বারা দেখান হইল, স্ত্রী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর্য্যাপ্ত উপায় নয়।

সন্তূয়ধর্ম্মাচরণের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। স্ত্রী, পুরুষ—উভয়ে সমবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা পতিপত্নীভাব-সূত্রে বদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। নতুবা বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিয়া পশুবৎ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিলে চলিতে পারিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" পুত্রোৎপত্তিও পরিণয়ের অবান্তর প্রয়োজন। সন্দেশ সুস্বাদু বলিয়া কি আকণ্ঠপূর্ণ ভোজন করা উচিত? কখনই নয়। যে পরিমাণ ভোজনে তোমার স্বাস্থ্যসুখের ব্যাঘাত না জন্মে, সেই পরিমাণ ভোজন কর;—সন্দেশ-ভোজন-জনিত সুখ পাইবে, অথচ স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত দুঃখভোগ করিতে হইবে না। পরন্তু তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও উন্নতি হইবে। স্ত্রী সহবাসের পক্ষেও এই যুক্তি। কেবল ঋতুকালে পুত্রলাভ বাসনায় স্ত্রীসহবাস কর, পুত্রলাভও হইবে, উপভোগজনিত সুখও পাইবে; অথচ তোমার সন্তূয়ধর্ম্মাচরণের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

পত্নী ব্যতীত পণ্যস্ত্রীতেও ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু এমন আত্মনীন ধর্ম্মাচরণ ও পুন্নামক নরক ত্রাতা পুত্রলাভ অন্যত্র সুলভ নহে। তাই বলি—এমন মঙ্গলময় বস্তু কেবল ইন্দ্রিয়ের কুহকে পড়িয়া অপব্যবহার করা, নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য।

অভিনয় কালে দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য সঙ্ প্রদর্শিত হয়। অভিনেতা মাতালের সঙ্ সাজিয়া মাতালের ভান করিয়া থাকে,—করস্থ মদের বোতলে, ঢুলু ঢুলু নয়নে, গদ্গদবচনে ও স্খলিতচরণে দর্শকের প্রীতির উৎপাদন করিয়া থাকে, অথচ সাধু অভিনেতার মনে কোনরূপ অপবিত্র ভাবের ছায়া মাত্র পড়ে না। ব্যবসায়ের খাতিরে অপবিত্রভাব প্রদর্শন করায়

মাত্র। অভিনয় সম্বন্ধ চ্যুত হইলে যে সাধু, সেই সাধু। সেই রূপ পুত্র-কলত্র পরিবৃত সংসার-রঙ্গভূমিতে সংসারীরূপ সঙ্ সাজিয়া তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার চেষ্টা করা উচিত। অথচ মনে যেন অসংসারিভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। সখ করিয়া মাতাল সাজিয়া মাতাল হওয়া যেমন অধঃপাতের কারণ, সেই রূপ সংসারী হইয়া সংসারিভাবে মগ্ন হওয়া অধঃপাতের সোপান। যদিচ পুত্র কলত্রের সুখের সহিত সংসার-সুলভ সুখ নিত্যসম্বদ্ধ; তথাপি যদি তাহাদের জন্য মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, চৌর্য্যাদি প্রভৃতি অপকর্ম্ম না কর, যদি তাহাদের সুখে একেবারে আত্মহারা না হও, তাহাদের দুঃখে অতলজলধি-তলে ডুব না দেও, অর্থাৎ যদি অনাসক্তভাবে তাহাদের সুখে সহানুভূতি দেখাইতে পার,—অনাসক্তভাবে তাহাদের দুঃখে করুণা-প্রকাশ করিতে পার, তবেই তুমি ধর্ম্মবীর,—তাহা হইলেই তোমাকে বিবাহবিষয়ক চিত্তপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলা যাইতে পারে। কালিদাস বলিয়াছেন;—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই ধীর। যে ব্যক্তি অশ্বতুম্নাতা সম্মুখস্থা ভার্য্যা পরিহার করিয়া যোগে যুক্ত হইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় বলা উচিত। যিনি গ্রাম্যভাব বিবর্জ্জিত, সংসার-চিন্তার অগম্য নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে বসিয়া বিষয় হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করেন, তাঁহার চিত্ত অতি দুর্ব্বল। সে দুর্ব্বল চিত্ত প্রবল ইন্দ্রিয়ের আসঙ্গলিপ্সার বলে হটাৎ পরাস্ত হইতে পারে। অনাতপের ঘাস অনাতপেই সরস এবং সবল থাকে। অল্পমাত্র আতপস্পর্শেই মলিন হইয়া পড়ে। সেইরূপ অসংসারী যোগীর চিত্ত সামান্য কারণে বিকৃত হইতে পারে। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া লোভ সম্বরণ চিত্তশুদ্ধিসাপেক্ষ। কখন যুদ্ধ করিলাম না, অন্তঃপুর হইতে সেনাকটকে পদক্ষেপ মাত্র করিলাম না। অথচ আমি একজন মহাবীর। কুম্ভকর্ণের ন্যায় আহার এবং বিলক্ষণ লম্বা চৌড় শরীরখানি হইলে বীর হয় না। বীর হইতে হইলে সাহস চাই, যুদ্ধে গমন করিয়া প্রতিপক্ষের অস্ত্রজ্বালা সহ্য করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করা চাই, নতুবা বীর বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

মহর্ষিই বল, আর রাজর্ষিই বল, অপরিণীত ব্যক্তি কখন নিঃসংশয়িতরূপে জিতেন্দ্রিয় বা সংযমী পদবাচ্য হইতে পারে না। যে কোন কারণে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না হইলে যদি জিতেন্দ্রিয় বলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ক্লীবকেও জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। পরিণয়ই চিত্তের সংযম শিক্ষার প্রশস্ত উপায়। এই শিক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, ভগবানের নিকট তাঁহার চাকরির আবেদন সমধিক আদরণীয় হয়। এই মঙ্গলময় শিক্ষাসম্পাদন হয় বলিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রমান্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণ সাধারণের প্রতিপালনীয়।

এখন একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। বিবাহ না করায় শুকদেব নারদ প্রভৃতি মনীষিগণ কি শাস্ত্রের নিকট দোষী? অথবা তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়া কি উচিত?

শাস্ত্র যুক্তিময়,—সে যুক্তি আবার শাস্ত্রজ্ঞান সাপেক্ষ। অতএব শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে ইহার উত্তর করিতেছি। জীব দুষ্কৃতি মলিন চিত্ত লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইল কিনা পরীক্ষার প্রয়োজন। যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ মলিন নয়, যাহাদের চিত্তে তির্য্যগ্‌ভাবেও পাপের ছায়া পতিত হয় নাই, সেই আজন্মসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের নিঃসংশয়িতরূপে পবিত্র চিত্তের অপর পরীক্ষা কি? সন্তূয়-ধর্ম্মাচরণ এবং পুন্নামনরক ত্রাতা পুত্রের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম-জন্য স্বর্গনরক ফল আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়। জ্ঞানাগ্নি কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সোণার বাসনে যদি ময়লা পড়ে, লোকে ছাই দিয়া সেই বাসন পরিষ্কার করে। সেইরূপ চিত্তস্বর্ণ মলিন হইলে সংসার-রূপ ভস্ম দ্বারা সেই মলিনতা দূর করিতে হয়। স্বর্ণের দ্বারা আর কেহ কখন স্বর্ণের মলিনতা দূর করে না। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তোলার ন্যায় মলিন বস্তুর দ্বারায় মলিনতা দূর করিয়া থাকে। যে শুকদেব নারদ প্রভৃতি মনীষিগণের মনে ময়লা মাত্র নাই, তাঁহাদের ভস্ম-সংসারের দরকার কি? দরকার নাই বলিয়াই তাঁহারা লৌকিক শাস্ত্রের বহির্ভূত।

অনেকে বলিতে পারেন, সংসার চিত্তশুদ্ধির কারণ হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত চিত্তের অশুদ্ধিজনক, সুতরাং সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। এই হেতু অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।" হে বৎস! যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে বিষবৎ বিষয় পরিহার কর। বাস্তবিক, ইহার তাৎপর্য্য—মুমুক্ষু ব্যক্তির সংসার অবস্থিতিকালীন বিষয়সংসর্গ অনিবার্য্য হইলেও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে,—অনাসক্তভাবে পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতে হইবে। আসক্তিত্যাগের নামই বিষয়ত্যাগ। পুত্র, কলত্র, নৃত্য, গীত, গাড়ী ঘোড়া, প্রভৃতির অভাব হইলেই বিষয় পরিহার হয় না। উহার মূল শিকড় টুকু উৎপাটন করা চাই, নতুবা আবার জাগিয়া উঠিবে। বিষয়বাসনাই বিষয়বৃক্ষের মূল। আমরা ঘোর বিষয়ী, বিষয় পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও বিষয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। বানরগণ যখন ঋষিগণের আশ্রমে উৎপাত করিত, তখন তাহাদিগকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিতেন, "ছিঃ! এত করে বারণ করি, তথাপি তোমরা স্বভাব ছাড়বে না।" তখন দলপতি গোদা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিত, "প্রভো! আমাদের কোন অপরাধ নাই—আমরা ছাড়্‌তে চাই, কিন্তু বানুরে স্বভাব যে ছাড়ে না।"

নীতিশতককার বলিয়াছেন,—

"ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিবারো নিজদেহমাত্রং।
বস্ত্রঞ্চ শতখণ্ড মলীমসং তৎ
হা! হা! তথাপি বিষয়ান্ন পরিত্যজন্তি॥"

সুখের কথা শুনুন—প্রত্যহ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন। তাহাও কেবল নীরস। তা'ও দুবেলা দুমুটো সংগ্রহ দুষ্কর। সুখশয্যার কথা আর কি বলিব—ভূমিমাত্র। পরিবারের খুব সচ্ছলতা—নিজ দেহ খানি। বাহবা পরিচ্ছদ—শতগ্রন্থি বস্ত্র,—তা'ও মলিন। হায় হায়! তথাপি লোকে বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়তো আপনা আপনি পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাসনা পরিত্যাগ করিবার পাত্র নয়। মনে মনে সব আছে,—অট্টালিকায় শয়ন, পুত্রের বি, এ, পাশ, ইত্যাদি মনে মনে সর্ব্বদা তোলাপাড়া হইতেছে। প্রলয় বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্রের তরঙ্গ যেন স্তরে স্তরে উঠিতেছে, আর বিলীন হইতেছে। ধন্য মন! ধন্য তোমার কল্পনা! এই কল্পনা বলেই আকল্পকাল সংসারে যাতায়াত করিতেছ।

এক ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া বিজন বনে কোন সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে। অনন্তর উপদেশানুরূপ কুটীরের বহির্ভাগে মুদিত নয়নে যোগাভ্যাস করিতে লাগিল। একদা গুরু ফলমূল আহার্য্যবস্তু কুটীরের অভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া শিষ্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শত আহ্বানেও শিষ্যের যোগভঙ্গ হইল না। অল্পদিনে শিষ্যের এরূপ একাগ্রতা দেখিয়া গুরুর হৃদয় আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে গুরু দুর্নিবার ক্ষুধার জ্বালায় বহির্ভাগে আসিয়া শিষ্যের করাকর্ষণ-পূর্ব্বক যোগভঙ্গ করিলেন। শিষ্যও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চকিতভাবে "অ্যাঁ" করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অনন্তর কুটীরের দ্বারের নিকট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। গুরু বলিলেন "কুটীরের ভিতরে এস।" শিষ্য বলিলেন "কেমন ক'রে যা'ব, আমার শৃঙ্গ যে দ্বারে বাধিবে"। পাঠক! বুঝিতে পারিলেন কি? শিষ্য ব্রহ্মচিন্তা করিতেছিলেন না। তাঁহার গৃহ পালিত মহিষটীই তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। অন্য বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিনিবেশ ছিল না। একাগ্র চিত্তে মহিষচিন্তা করিতে করিতে নিজেই মহিষ হইয়াছিলেন। তা'ই তিনি গুরুর নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন যে কুটীরের দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ—আমার বৃহৎ মহিষশৃঙ্গ,—কিরূপে যাইব?

ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইল—আসক্তিই চিত্ত অশুদ্ধির কারণ। সংসারের দোষ দেওয়া বৃথা। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুলভ আসক্তি মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। নতুবা জন্ম-জন্মান্তরে বিবাহ না করিলেও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

এবিষয়ে রাজর্ষিজনক প্রধান আদর্শ পুরুষ। তিনি সংসারী হইয়াও অসংসারী। রাজকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বর প্রেমে বিভোর। কোন আসক্তিই তাঁহার চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারিত না। প্রতিবেশী বা পরিজনের সুখে সুখানুভব করায়, তাহাদের দুঃখে করুণাপ্রকাশ করায়, তাহাদের পুণ্য কার্য্যে হর্ষপ্রদর্শন করায় এবং তাহাদের পাপকার্য্যে উপেক্ষা করায় তাঁহার (জনকের) চিত্তশুদ্ধিসাধিত হইত*। সুতরাং

* মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদন মিতি পাতঞ্জলদর্শন।

ভগবানও তাঁহার প্রতি নিরন্তর প্রসন্ন ছিলেন। অনাত্মরূপ-দেহে আত্মভ্রমরূপ অবিদ্যা, সমস্ত বিষয়ে অহঙ্কার, অভিমত বিষয়াভিলাষরূপ রাগ, অনভিমত বিষয়ে দ্বেষ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক আগ্রহরূপ অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশে কখনও জনকের হৃদয় কলুষিত হইত না। অতএব তিনি পুত্র কলত্রবান্ হইয়াও পুত্রকলত্র শূন্য, রাজা হইয়াও পথের ভিখারি। এক কথায় তিনি সংসারী হইয়াও মুক্তিমার্গে বিচরণ করতঃ পরিশেষে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ধন্য শিক্ষা! ধন্য পরীক্ষা!

এক দিন বশিষ্ঠ জনকের চিত্তপরীক্ষা করিতে আসিয়া বলিলেন, "বৎস! জনক! তুমি সংসারে থাকিয়া নিষ্কিরূপে নিয়ত সেই পরমব্রহ্ম চিন্তা কর?" তচ্ছ্রবণে জনক বলিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে করিব। সম্প্রতি আমি একটী নূতন বৈঠকখানা সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই তৈলপূর্ণ বাটী লইয়া সেই গৃহসজ্জা দর্শন করিয়া আসুন। সাবধান, একবিন্দু তৈলও যেন মৃত্তিকায় পতিত না হয়।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব তৈলপূর্ণ বাটিটি লইয়া গৃহসজ্জা দর্শনে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিলেন "হে রাজর্ষে! এরূপ দেবদুর্লভ মনোমুগ্ধকর গৃহসজ্জা দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছি। জনক ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বিন্দুমাত্র তৈলও তো বাটি হইতে ভূতলে পতিত হয় নাই?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, তৈলের প্রতি আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল; অথচ তন্ন তন্ন করিয়া দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়াছি। তখন জনক সহাস্য বদনে বলিলেন, প্রভো! ঐরূপ আমারও দৃষ্টি অবিচলিতভাবে সর্ব্বদা ব্রহ্মে লগ্ন থাকে; অথচ সংসারের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া আরণ্যক ঋষি প্রমুদিত-হৃদয়ে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। অতএব সকলেরই সংসারে থাকিয়াও আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করা উচিত, তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর শাখা সভাসমূহের প্রতি কয়েকটি পরামর্শ।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের সংস্রবে বহুতর সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকালও হইতেছে; বোধ হয় ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু ঐ সকল সভার প্রতিষ্ঠাতাগণের কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে তাহা কি, আর তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে সাহস করি না, তবে আমি যেসকল সভাসমূহের বিবরণ অবগত আছি, তাহার পূর্ব্বাপর অবস্থাদির পর্য্যালোচনার দ্বারা যেরূপ অনুমান হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি।

আমি এপর্য্যন্ত যতগুলি সভা সমিতির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি সভাকে ও অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পাই নাই। আবার কতকগুলিকে ছয় মাস, এক বৎসর বয়ঃক্রমেই

নিশ্চিহ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। যে সকল সভার একবারে মৃত্যু হয় নাই, তাহাও দুই এক বৎসরের মধ্যেই দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মুমূর্ষুদশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে। তদ্ব্যতীত, দুই একটি সভা না হয় বিশেষ পীড়িত না হইতেও পারে, কিন্তু মানবাদির দেহ যেমন শৈশবাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা কদাচই হয় নাই। উহা সেই উৎপত্তির সময়েও যতটুকু ছিল, এখনও ততটুকুই আছে। বৃদ্ধির পদবী একবারেই সংস্পর্শ করে নাই। এইরূপ সভা যদি দুই একটি থাকে তাহা নিশ্চয়ই উন্নতিশালিনী সভা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু শৈশবাদির পর প্রৌঢ়াবস্থার ন্যায় জন্মাপেক্ষায় পঞ্চাশৎ গুণে স্থূলকায়-উপনীত একটি সভাও দেখিতে পাই নাই। তাহা যে আছে এমতও মনে হয় না।

এইত হইল সভাসমূহের অবস্থা, এখন ইহা হইতে কিরূপ অনুমান হইতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

আমার বিবেচনায়, এই সকল সভা সমিতি যে ধান্যাদি ব্রীহির ন্যায় ফলোৎপাদন করিয়া মৃত হইয়াছে, কিম্বা মরিতে বসিয়াছে তাহা অনুমিত হয় না। তাহা হইলে উহাদের অকাল মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সম্পাদকগণের কোনরূপ শোক তাপ হইত না। তাহা কিন্তু বিলক্ষণই আছে। যেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে সেইখানেই সেই মৃত বা মুমূর্ষু সভা সমূহের সম্পাদকদিগের ঐরূপ দুঃখ কষ্টের কথা শুনিতে পাইবে। অতএব কোন সভাই প্রকৃত ফল প্রসব করে নাই, ইহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ, শৈশব হইতে প্রৌঢ়তা পর্য্যন্ত যখন কোন সভাই অক্ষত শরীরে বাঁচিতেছে না, তখন ফল প্রসব করিবে কিরূপে? যথা সময় ব্যতীত তো কখনই কাহারো ফল হইতে দৃষ্ট হয় না। তবে কোন কোন স্থানে এমত ঘটনা দেখা যায় যে, যে সকল নবকল্পিত ধর্ম্ম গিয়া সমাজের মধ্যে কিছু কিছু আস্পদ করিতেছিল, সনাতন ধর্ম্ম সভার উৎপত্তি হইলে, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। যেখানে একবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেখানেও বিনষ্টপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি কেহ ইহাকেই উদ্দেশ্যরূপে স্থির করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের মতে সভার ফল হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বলি, সে উদ্দেশ্য অতি জঘন্য। যে উদ্দেশ্যে নিজের কোনরূপ হিতসাধন নাই, কিন্তু পরের অনিষ্ট সিদ্ধি আছে তাহা সদুদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। যদিও তাহাই হয়, তথাপি, সেইটি আমাদের ধর্ম্ম সভার ফল নহে। উহা তাহার সংশ্লিষ্ট বায়ুর ফল। পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসম্লিষ্ট সমীরণ প্রবহমান হইলেই কল্পিত ধর্ম্মনামক অপবিত্র স্বেচ্ছাচার সমূহ অদৃশ্য হইতে পারে, হইয়াও থাকে।

এতদ্ব্যতীত যেখানে কোন কল্পিত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই, অথচ ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্জ্জীবনা হইয়া আমাদের একএকটি ধর্ম্মসভা যেন নিয়তকালের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেখানেতো কোন ফলের কথাই বলিবার নাই, সুতরাং আমাদের কোন সভাই কোনরূপ ফল প্রসব করিতেছেন ইহা বলিতে পারি না।

অতঃপর, যে সকল সভাসমূহ জন্মমাত্রেই অলক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মনে করা যায় না। উহা বোধ হয় উন্মত্তের ক্রিয়া বা বালকের লীলার ন্যায় একটা খেলা করা মাত্র হইয়াছিল। সদ্বিষয় লইয়া এইরূপ বিড়ম্বনা দেখিলে মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কি কারণে আমাদের ধর্ম্ম সভা সমিতিগুলির এইরূপ অবস্থা হইল আর কিরূপেই বা ইহার সংস্কার হইতে পারে। এবিষয়ে আমাদের যাহা মনে হয়, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যে সকল সভা জন্মমাত্রেই অদৃশ্য হইয়া যায়, উৎপত্তিকালে কোন রূপ সুদৃঢ় সংকল্পিত উদ্দেশ্য না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। দৃঢ় সংকল্পিত উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া তৎসাধনের নিমিত্ত একান্তমনে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কখনই সমূলে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে না, পরিত্যক্তও হয় না, তাহার অবনতিও হয় না। তবে প্রকৃত উপায় জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে ফল সাধনের বাধা হইতে পারে। কিন্তু সেই বাধা দেখিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যযুক্ত কার্য্যে কেহ কখনো পরাঙ্মুখ হয়েন না। তখন সকলেই পূর্ব্ব কল্পিত উপায়ের অযোগ্যতা বুঝিতে পারিলে উপায়ান্তরের অন্বেষণ করেন। পরে সেই উপায়ের দ্বারাও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে যত দিন কার্য্যসিদ্ধি না হয়, ততদিনই উপায় হইতে উপায়ান্তরের অনুসরণ করিতে থাকেন, পরে প্রকৃত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। যেমন আমাদের জীবিকার চেষ্টা। আমাদের সকলেরই জীবন ধারণ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঁচিয়া থাকা সকলেরই সুদৃঢ়ীকৃত উদ্দেশ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, ব্যবসায়, শিল্প, লেখ্য ক্রিয়া, এবং সেবাবৃত্তি প্রভৃতি, নানাজনে, নানা উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু তখন পূর্ব্বাবলম্বিত উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা কিম্বা অসাধ্যতা হইলে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্ত কেহই প্রায়োপবেশন করিয়া থাকি না। কিন্তু সে উপায়টি পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তরের আশ্রয় করিয়া থাকি। আবার তাহার দ্বারা কৃতকার্য্য না হইলে অপর উপায় অন্বেষণ করি। এইরূপে যাবজ্জীবনও অনেকে কেবল উপায় পরম্পরা সংযোগ বিয়োগের দ্বারা কালাতিপাত করে। প্রকৃত কোন উদ্দেশ্য দৃঢ়রূপে সংকল্পিত থাকিলে সভাসমিতিরও এইরূপ ঘটনা হইত। উহা যে উপায়ে যে প্রাণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অভীষ্ট সিদ্ধি না হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অন্বিষ্ট হইত। পরে তাহাও ব্যর্থ হইলে অন্য উপায় অবলম্বিত হইত। যতক্ষণ কার্য্য সিদ্ধি ততক্ষণই এইরূপ চলিত, কিন্তু কোন সভাই নিশ্চিহ্ন হইতে পারিত না, ইহা নিশ্চিত কথা! অতএব যে সকল সভা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার মূলে স্থিরীকৃত কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহ বিষয়।

কেবল ধর্ম্ম সভা সমিতি নহে, আজ কাল আমাদের কোন কার্য্যেরই প্রায়, কোনরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। অনুষ্ঠানারম্ভের পূর্ব্বে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ়রূপে হৃদয় বদ্ধ করিয়া বোধ হয় কোন কার্য্যই আমাদের অনুষ্ঠিত হয় না। আমাদের বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত যে কোনরূপ সভার নাম করিবেন, তাহাতেই

বোধ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। আমি সে গুলির নাম লইয়া নিরর্থক তাহার অনুষ্ঠাতাদিগকে দুঃখিত বা কুপ্রবৃত্তি-পরিদূষিত করিতে চাই না। তৎপর, কি আহার, কি ব্যবহার, কি আচার, কি লেখা পড়া প্রভৃতি কার্য্য, ইহার কোন কিছুতেই আমাদের কোন রূপ সুদৃঢ় উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সমস্ত কার্য্যই প্রায় আমাদের উপস্থিত মতে ঘটিয়া গিয়া থাকে। আমরা, না চেতন, না অচেতন ভাবে বসিয়া থাকি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, এবং কর পদাদি ইন্দ্রিয়গুলি আর মন, ইহারা উদ্দাম মাঠ-বিহারী রক্ষক শূন্য গোপালের মত নিরঙ্কুশ এবং উদ্দামরূপে বিচরণ করিতে থাকে, সেইরূপেই নানামত কার্য্য করিতে থাকে। পরে যদৃচ্ছাক্রমে হইতে হইতে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হয়। আমাদের সমস্ত কার্য্যই প্রায় আজকাল এইরূপেই চলিতেছে। জাত মাত্রে মৃত সভা সমিতিগুলিও সম্ভবতঃ এইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়।

চারিদিকে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, কালীসভা এইরূপ নাম শুনা যায়, কাগজ পত্রেও ধূম ধামের কথা দেখি, অমনি তখনি মনে হয় "তবে আমরাও একটা ধর্ম্ম সভা করিব" অমনি আর একজনের নিকট দ্রুতবেগে গিয়া বলি "হ্যাঁ—গা! একটা হরিসভা করিলে হয় না? আজকাল ধর্ম্মসভা নাই এমত স্থানইত নাই। ভারতের দশদিক ধর্ম্মসভা, হরিসভায় পূর্ণ হইয়াছে। লোকের মুখে, কাগজপত্রে সর্ব্বদাই ইহার সংবাদ বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, এস আমরাও একটা হরিসভা করি। আমাদের কিছুরই অভাব হইবে না। খোল করতাল আমার বাড়ীতেই আছে, দেবদারুর গাছও আছে, বাঁশও আছে। তোমাকে কএকটি ফুলের যোগাড় করিতে হইবে। গেটটি ভাল করিয়া সাজান চাই। ইহার পর আর একটী কার্য্য করিতে পারিলে একবারে চূড়ান্ত হইয়া যায়। তা, বড় বেশী নয়, গোটাদশেক টাকার প্রয়োজন। ইহা হইলে একবারে টেক্কা দেওয়া যায়। অনেক প্রচারকের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ সালাপ আছে, গোটা পাঁচেক টাকা হইলেই একজনকে আনা যাইতে পারে। আর গোটা পাঁচেক টাকা কাঙ্গালীদের জন্য।" এই শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও অমনি "লাগে" বলিয়া লাগিয়া গেলেন। অমনি প্রস্তাব মতে সভার উদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল, চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। ধূমধামের সহিত সভার অনুষ্ঠান হইল। সভ্য, সভাপতি, সম্পাদক, এবং সহযোগী সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তের নির্ব্বাচন হইল। ভাগবত পাঠের আচার্য্য ও একজন নিযুক্ত হইলেন। নিয়মাবলী একখানা নির্ম্মিত হইল, প্রতি রবিবারে সভার অধিবেশন স্থিরীকৃত হইল। এইরূপ নিয়মে প্রথম সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। পরে দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন সভাপতি, সম্পাদক, সহযোগীসম্পাদক আর আচার্য্য মহাশয় এই চারিজন মাত্রই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং ইহাঁরাই সেদিনের সভার কার্য্য শেষ করিলেন। তৃতীয় রবিবারে কেবল সম্পাদক মহাশয় আর আচার্য্য এই দুইজন বাধ্যতা মতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চতুর্থ রবিবারে কেবল মাত্র আচার্য্য মহাশয়ই উপস্থিতির বাধ্য থাকিলেন, সুতরাং তিনিই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলেন। পঞ্চম অধিবেশনে আর তিনিও বাধ্য হইতে পারিলেন না। সুতরাং এই খানেই সভার শেষ। এইরূপে সভার উৎপত্তি হইল, এবং এইরূপে প্রলয় প্রাপ্তি হইল।

এইরূপ ঘটনা বোধ হয়, অনেক সভার ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু তথাপি ইহা কিছুই বিস্ময়াবহ নহে। এইরূপ নিয়মে এই ভাবে যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার বিলয়প্রাপ্তিও এইরূপেই হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ চিরপ্রচলিত নিয়ম। এ নিয়ম কোন দিনই বোধ হয়, উল্লঙ্ঘিত হইবে না। এইরূপ উদ্দেশ্য শূন্য, সঙ্কল্প শূন্য, অধ্যবসায় শূন্য এবং ভাবনা চিন্তা শূন্য কোন অনুষ্ঠান যদি চিরস্থায়ী হয়, কিম্বা কোনরূপ ফলপ্রদান করে, তাহা হইলে জগতের প্রকৃত নিয়ম বিপরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং জগৎই ব্যুৎক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহা কদাপি হইবার নহে।

জগতের যথার্থ অনুষ্ঠান সমূহের এইরূপ নিয়ম প্রণালী অবধৃত আছে।—

সর্ব্বাগ্রে, অবশ্য আলম্বনীয় বা অবশ্য করণীয় কোন একটী বিষয়ে একটা উৎকট অন্তরায়ের প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। তৎপর, সেই আলম্বনীয় বা করণীয় বিষয়টি প্রাপ্ত হইল না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবলতর অভাব বোধ হওয়া আবশ্যক। সেই অভাব বোধটি এত লব্ধাস্পদ হইবে যে, মনের অন্যান্য ভাবনা চিন্তা, অন্যান্য ক্রিয়া গুলি একবারেই অবকাশ পাইতেছে না, এক বারেই ফুটিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদাই কেবল সেই অভাবের চিন্তা, সেই অভাবের উপলব্ধি। পরে তন্নিমিত্ত বিশেষরূপ যাতনার অনুভব হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে সেই যাতনার নিবৃত্তি আর সেই অভাবের পূরনের নিমিত্ত তীব্র ইচ্ছা হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়। সেইরূপ ইচ্ছা হইলেই তাহার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত চিন্তা আরম্ভ হয়, এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসাদি হইতে থাকে। নানারূপ তর্ক বিতর্ক, খণ্ডন প্রতিখণ্ডনাদিরূপ বিবিধ প্রকার পর্য্যালোচনা হইতে থাকে। পরে একটা উপায় স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে অনুষ্ঠানারম্ভ হয়। এইরূপে স্থিরীকৃত উপায় প্রায়ই ব্যাহত হইতে পারে না, সুতরাং সেই আলম্বনীয় বা করণীয় কার্য্যটি সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। উহা পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বাপদ্ শূন্য না হইলেও কিছু পরিমাণে হইবেই হইবে। পরে সেই পূর্ব্বরূপ চিন্তা ও পর্য্যালোচনাদি করিতে করিতে নানাবিধ বিশদ, বিশদতর, এবং বিশদতম উপায় পরম্পরা উদ্ভাবিতও আলম্বিত হইতে থাকে, ক্রমেই মুখ্যফলের শ্রীবৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া উদ্যোক্তাকে কৃতার্থ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত অনুষ্ঠান এবং কার্য্যসিদ্ধির প্রণালী। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই প্রকৃত অনুষ্ঠান। আর বিপরীত হইলে তাহা কেবল বাল্যলীলা বা উন্মত্তক্রিয়ার অনুকরণ মাত্র। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত অনুষ্ঠান যতকার্য্য ফলপ্রদ হইয়াছে, সমস্তই বোধ হয়, এই প্রণালীর অনুগামী হইয়া, কিন্তু ইহার অন্যথা বা ব্যুৎক্রমে নহে।

মনে কর, যেমন নদীর পারাপার হওয়া। এখন আমরা নানা মতে নানা উপায়ে নদ নদীর পারাপার হই বটে, কেবল নদ নদী কেন সমুদ্র পর্য্যন্তও অতিক্রম করিয়া থাকি। কিন্তু

প্রথমে এই কার্য্যটি সিদ্ধি হইবার পূর্ব্বে, বোধ হয়, নিশ্চয়ই উল্লিখিত প্রণালীর আলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমে হয়ত একটা খাল হইতেই এই পারাপার ব্যাপারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। হয়ত, তখন এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।—গ্রামেগ্রামধ্যে বা গ্রাম দ্বয়ের মধ্যে একটি বৃহৎ খাল আছে, তাহার একপার হইতে অপর পারের মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, চিনিতে পাওয়া যায়, ডাকিলে সারাও পাওয়া যায়, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি অনুসারেই আলাপ সম্পর্কাদির নিমিত্ত পরস্পরের ব্যগ্রতা হইতে লাগিল। কিন্তু কি করা যায়, অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নাই। খালে গভীর জল, কণ্ঠমাত্রজল পর্য্যন্ত গিয়া আর যাওয়া যায় না, পদের দ্বারা মৃত্তিকা পাওয়া যায় না। পরস্পরের সম্প্রীতি, সম্বন্ধ, এবং ভাবাভাব পূরণাদি সাধনের পক্ষে জলই একমাত্র অন্তরায় হইল। অথচ অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের ব্যগ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমেই অধীরতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের সম্পর্ক না করিয়া পরস্পরের ভাবাভাব পূরণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, এরূপ অবস্থা হইলে অভাব বোধ অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। সেই চিন্তাই প্রবলরূপে লব্ধাস্পদ হইল। তখন কি উপায়ে পারাপার হওয়া যায় তাহার প্রকৃত চিন্তা হইল, এবং সমান অভাব বোধ সম্পন্ন দুই চারিজনে মীলিত হইয়া তর্ক বিতর্ক পরামর্শাদি হইতে আরম্ভ হইল, তখন মৎস্য কূর্ম্মাদির সন্তরণ ব্যাপার দেখিয়া সন্তরণই পারাপারের উপায় স্থির হইল। ক্রমে তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল এবং বারম্বার ডুবিয়া ডুবিয়া, কত জল খাইয়া অনেক কষ্টে সন্তরণ শিক্ষা হইল। তখন অনেক কষ্ট শ্রেষ্ঠে কোন মতে অপর পারে গিয়া চিরসঞ্চিত অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল, জীবন চরিতার্থ হইল।

এইরূপে অভীষ্ট সাধন হইল বটে, কিন্তু উপায়টি নিতান্তই বিপদাবহ, প্রাণের আশঙ্কা জনক, সুতরাং অতি অপটুতর। এজন্য অন্য কোন সুষ্ঠুতর উপায়ের অন্বেষণ হইতে লাগিল। তখন হয় ত ভেলা কিম্বা বাঁশের সেতুর আবিষ্কার হইল। পরে তাহাতে ও আশঙ্কা, অসুবিধার শেষ না হওয়ায় আবার চিন্তা, আবার তর্ক বিতর্কাদি হইতে লাগিল, তৎপরে হয়ত গাছ খোদাই করিয়া নৌকা নির্ম্মিত হইল। এইরূপে ক্রমে ভাল নৌকা হইল, বড় নৌকা হইল, অবশেষে সমুদ্র পারাপারের নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ পোত পর্য্যন্ত হইয়া যখন সমস্ত অসুবিধা অনুপপত্তি একবারে তিরোহিত হইল, তখন সুস্থতা ও শান্তি লাভ করিয়া প্রকৃত নিদ্রানন্দের অনুভব করিতে পাইলেন। এইরূপে সেই এক অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সন্তরণ হইতে পোত পর্য্যন্ত উপায় পরম্পরা পরিকল্পিত হইয়া অদ্যাপি আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেছে।

এখন বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার সর্ব্ব প্রথমে যদি সুদৃঢ়রূপে অভীষ্ট বিষয়টি পরিকল্পিত না হইত, এবং তৎপর বাধা দর্শন, অভাব বোধ, তীব্র যাতনা, আর উপায় চিন্তাদি না হইত, কিম্বা কেবল মুখে মুখে অভীষ্ট কল্পনা, মুখে মুখে বাধাবোধ, মুখে মুখে অভাব বোধ, এবং মুখে মুখে উপায় চিন্তা হইত, তবে সমুদ্রে পার ত দূরের কথা, সেই সত্য যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত অদ্যাপি, আমরা একটা খাল পার হইতেও সমর্থ হইতাম না। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি কএকটি নির্দ্দিষ্ট অনুবন্ধ আশ্রয়ণীয় হয়। নতুবা সেই অনুষ্ঠান একটা অনুষ্ঠান বলিয়াই পরিগণিত নহে। তাহা বাল্যলীলার অনুকরণ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, ঐ নির্দ্দিষ্ট অনুবন্ধ সপ্তকের মধ্যে যদি একটিকে আর একটি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাতেও একরূপ ঘটনাই ঘটিবে। অর্থাৎ যদি উদ্দেশ্যকে উপায়, উপায়কে উদ্দেশ্য, অন্তরায়কে অনুকূল এবং অভাবকে ভাব বোধ ইত্যাদি ব্যুৎক্রমে বা অন্যথারূপে অনুবন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান ও সেই বালোন্মত্তের লীলা বিশেষই হইবে। তাহাও কোনই ফলসাধক হইবে না। ইহারো দৃষ্টান্ত, সেই উল্লিখিত পারাপার ব্যাপারেই যথাযোগ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে। অতএব উল্লিখিত দুইটি প্রসঙ্গই মানবের যাবৎ অনুষ্ঠান কলাপের একান্ত উপযোগী। ইহা না হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া থাকে।

আমাদের ধর্ম্মসভাসমিতি ব্যাপারেও এই দুইটি বিষয় চাই। উক্ত সাতটি অনুবন্ধও চাই, এবং তাহাদের অব্যুৎক্রম, অনন্যথা ভাব হওয়াও চাই। তবেই উহা প্রকৃত অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মনস্বি সমাজে উহা সমাদৃত হইবে। তাহা হইলে এইরূপে উহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।—প্রথমে ধর্ম্ম বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, যাহাতে ধর্ম্ম একটি অতি প্রয়োজনীয়, অতি গুরুতর বিষয় বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। এই বিশ্বাস হইলেই তাহা লাভ করার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ ঘটনা। যাহাকে অতীব প্রয়োজনীয় অতীব গুরুতর বস্তু বলিয়া জানা যায়, তাহার প্রতি নিশ্চয় একান্ত অভিলাষ, এবং একান্ত সমাসক্তি হইবে। ঈদৃশ আসক্তি হইলেই ধর্ম্ম একটি অবশ্য প্রাপ্তব্য বস্তু বলিয়া সুদৃঢ় কল্পনা হইতে পারে। সেই কল্পনার নামই এখানে উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, এবং ইহাই এই ক্ষেত্রের প্রথম অনুবন্ধ।

তৎপর তাহা প্রাপ্ত হইবার পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন দীপ্যমান রহিয়াছে, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত বুঝিতে পারিলে, ধরিতে পারিলে তাহাই অন্তরায় বোধ এবং এবিষয়ের দ্বিতীয় অনুবন্ধ।

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বোধ আছে, তাহার প্রতি আসক্তি আছে, সুতরাং অবশ্য প্রাপ্তব্যতার নিশ্চয় আছে এবং তদনুসারে যত্ন হইতেছে, অথচ তাহার মধ্যে নানাবিধ অন্তরায় আসিয়া দাঁড়াইল, কোন মতেই আর সেই অভিলষিত বস্তু পাইতেছি না ইহা চিন্তা করিতে করিতে যখন হৃদয় প্রকৃত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহাই এস্থলের অভাব বোধ এবং তৃতীয় অনুবন্ধ।

এই অভাব বোধ হইলে যে মনে মনে কষ্টানুভব হয়, তাহাই এখানে চতুর্থ অনুবন্ধ। তৎপর উপায় চিন্তা এবং তাহা লইয়া তর্ক পরামর্শাদি করা পঞ্চম অনুবন্ধ। পরে উপায়ের অবধারণ এবং অনুষ্ঠান করা ষষ্ঠ অনুবন্ধ এবং ফল সিদ্ধি সপ্তম অনুবন্ধ।

এইত হইল সাতটি অনুবন্ধ। এখন যদি কোন সভাসমিতিই ইহার একতম উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আর তাহার অনুষ্ঠানই উপায়ানুষ্ঠান বা ষষ্ঠ অনুবন্ধ রূপে নিশ্চিত হয়, আর

সেইরূপে সেই ভাবে উহা অনুষ্ঠিত হয়, তবে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত যুগান্ত হইলেও তাহার অভাব কিম্বা অবনতি হইতে পারে না। উহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসব পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে এবং দিন দিন লব্ধাস্পদও পুষ্টিমতী হইয়া বাল্য কৈশরাদি অবস্থা অতিক্রম করিতে থাকিবে। আর যদি তাহা না হয়, তবে নিশ্চয়ই যেমন সচরাচর হইতেছে তেমনই হইবে। আর অনুবন্ধের ব্যুৎক্রমে কিম্বা অন্যথারূপে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিও এই দশাগ্রস্তই হইবে।

এখন তবে কি প্রকারে, কোন প্রণালীতে ধর্ম্ম সভাসমিতি করা উচিত, তদ্বিষয়ে আমার যেমন বিবেচনা হয় তদনুরূপ দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

কথা কটী বলিবার পূর্ব্বে, ভাব প্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত, আমাদের সভাকারকগণকে ভিন্ন ভিন্ন কএকটী শ্রেণী বদ্ধ করিব, এবং তদনুসারে একএক শ্রেণীকে একএকরূপ পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সভা-কারকগণ আমার মতে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন।

১ম। উদ্দেশ্য বিহীন, অন্ধভাবে অনুকরণকারী।
২য়। নাম, খ্যাতি, এবং সমান্দোলন (হুজুক) প্রিয়।
৩য়। উদ্দেশ্য ভ্রান্ত।
৪র্থ। পরোপকারী।
৫ম। আত্মোপকারী।

যাঁহারা কোন উদ্দেশ্যাদি চিন্তা ও পরিকল্পনা না করিয়া অন্ধভাবে কেবল পরের দৃষ্টান্তে, "সকল স্থানে ধর্ম্মসভা হইতেছে, অতএব আমরাও করিব" এইরূপ ভাবে কোন ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর সভাকর।

খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্তি কামনায় এবং আন্দোলন প্রিয়তা নিবন্ধন যাঁহারা সভানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভাকর।

যাঁহারা সভাকেই সর্ব্ব চেষ্টার মূল ফলরূপে বিশ্বাস করিয়া সভানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর সভাকর।

যাঁহারা নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল অন্য সকলকে ধার্ম্মিক করার নিমিত্ত ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশে সভানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা চতুর্থশ্রেণীর সভাকর।

আর যাঁহারা নিজের অভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে প্রকৃতিস্থ করা কামনায় অন্যের সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কোনরূপ ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর সভাকর।

এই পঞ্চ প্রকার সভানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ১ম শ্রেণীর মহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ পূর্ব্বক আবেদন এই যে, তাঁহারা এইরূপ উদ্দেশ্য বিরহিত বালক ক্রীড়ার মত সভাসমিতি আর কখনো না করেন। কারণ এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাদের অমানুষতা, নির্ব্বোধতা, অপরিণাম দর্শিতা, অর্ব্বাচীনতা এবং বালকত্বাদি দোষ প্রকাশিত হইবে। সমাজের নিকট তাঁহারা অতি তুচ্ছ, অকর্ম্মণ্য, অসার প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সনাতন ধর্ম্মের পক্ষেও কিঞ্চিৎ গ্লানি এবং অপমানাদি হইবে। অতএব ওরূপ ধর্ম্মসভা না করিলেই ভাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণকেও আমরা ইহাই বলি। বিশেষতঃ, অন্তঃসার শূন্য খ্যাতি প্রতিপত্তি, বা আন্দোলন কল্পনায় পাঁচ জন লইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কদাচ বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। অত্যল্পকাল পরেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। যে কার্য্যের অধ্যবসায় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ফুটিয়া না উঠে, তাহার ক্ষণভঙ্গুরতায় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে অবোধ লোকের নিকট কিছু কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি হইলেও কার্য্য বিনাশের পরে তাহা স্থায়ী হয় না। তখন দুঃসহ নিন্দাপমানাদি আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে, অতএব এরূপ কার্য্য সুমানুষের কর্ত্তব্য নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণের সভাসমিতিও থাকিবার নহে। ফল, ছায়া, মূল, বল্কল ও পত্রাদির গুণ এবং দারু ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার কোন কিছু উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল বৃক্ষ রোপণকেই উদ্দেশ্য করিলে তাহা রোপণ করা যায় বটে, কিন্তু ঐ রোপণ পর্য্যন্তই শেষ। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষাদির প্রতি কাহারো যত্ন হওয়া স্বভাবের বিরুদ্ধ বিষয়। কোন পরিণাম ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল সভাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সভাস্থাপন করিলেও ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইবে। তাহাও স্থাপন মাত্রেই পৃথিবীতে মিশিয়া যাইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণের মত ফললাভ ও হইবে। অতএব এরূপ ধর্ম্ম সভা কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্থ শ্রেণীর মহাশয়গণের নিকট বিশেষ কিছু বক্তব্য আছে।

এ সংসারে পরোপকার করার তুল্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, তাহা সত্য, কিন্তু সেই কার্য্যটী শক্তি সামর্থ্যাদি সাপেক্ষ। উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য থাকিলেই অন্যের উপকার করা যায়। তাহা না থাকিলে হইতে পারে না। ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ধনের দ্বারা অন্যের উপকার করিতে পারেন, এবং জ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা, বিদ্যা সম্পন্ন বিদ্যার দ্বারা, বুদ্ধিমান্ বুদ্ধির দ্বারা অন্যের আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহার অদ্য ভক্ষ্য নাই, তিনি যদি কাহাকেও ধনের দ্বারা সম্রাট্ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, অথবা নির্ব্বোধ ব্যক্তি কাহাকেও বুদ্ধিমান্, মূর্খব্যক্তি বিদ্যাবান্ অজ্ঞান ব্যক্তি জ্ঞানবান্ করিয়া দিতে যত্ন করেন, তাহা একটা হাস্যাস্পদ বিড়ম্বনা বিষয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই বিষয়ে ভ্রম হওয়া সমুচিত নহে। অন্যকে ধর্ম্মস্থ করিয়া উপকার করা বিষয়েও এই নিয়ম ব্যাহত হইবে না। এই নিয়ম বাদ দিয়া কদাপি তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অগ্রে নিজে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, কর্ম্মপরায়ণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হইলেই অন্যকেও ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মিষ্ঠ করা যায়। তাহাতে বড় অধিক যত্নের ও প্রয়োজন হয় না। অভাববান্ ব্যক্তি আপনা হইতেই ভাববান্ লোকের আনুগত্য করিতে থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনীর অনুগামী হয়, এবং মূর্খ জ্ঞানীর, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমানের অনুগত হইয়া

থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম। সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকেরাও ধার্ম্মিক পুরুষের ধর্ম্ম-সম্পদের মহিমা গৌরবাদি অনুভব করিয়া নিজের অভাব বুঝিতে পারিলে স্বতই তাঁহার আনুগত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, ধর্ম্ম লাভের পরামর্শ চায়, জ্ঞান চায়, উপদেশাদি চায় এবং তখনই তাঁহার উপকার করিবার সময়। কিন্তু যিনি নিজে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারেন নাই, ধর্ম্মের প্রকৃত অভাব ও উপলব্ধি করেন নাই, সুতরাং স্বয়ং ধর্ম্মের নিমিত্ত লালায়িত নহেন, তিনি সমাজ উচ্ছন্ন হইল, গ্রাম উচ্ছন্ন হইল বলিয়া সকলকে ধার্ম্মিক করার নিমিত্ত সভাসমিত্যাদির চেষ্টা করিলে তাহা কদাপি কোন ফলপ্রদ হইতে পারে না, স্থায়ী হইতে পারে না, প্রত্যুত পরিণামে একটা বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠে। অতএব এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া তাহারা হৃদয়, মুখ, এবং অনুষ্ঠান হইতে "পরোপকার" কথাটী পরিত্যাগ করুন, "গ্রাম নষ্ট হইল, সমাজ নষ্ট হইল, সনাতন ধর্ম্ম আর কেহই মানিতে চায় না, কেহই আদর করে না, কেহই সেবা করে না, অতএব তাহার সংশোধনের নিমিত্ত একটা সভা করা উচিত" ইত্যাদি ভাব এবং ভাব প্রকাশক বাক্যগুলি একবারে উপেক্ষা করুন, পরে নিজের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব উপলব্ধি করুন, তাহার প্রতি সমাসক্ত হউন, তাহা লাভের বাধা দর্শন করুন, প্রকৃত অভাব বোধ করুন, অভাবের যাতনা ভোগ করুন, এবং ঐকান্তিক ব্যগ্র হইয়া লোকের নিকট নিজের অবস্থা প্রকাশ করিতে থাকুন, "ধর্ম্ম এইরূপ গুরুতর বস্তু, এইরূপ ভালবাসার বস্তু, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিতেছে না, পদে পদেই নানাবিধ বিঘ্ন বাধা খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান, কি করিব কি উপায় হইবে, কেমন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মপক্ষে থাকা যায়, ধর্ম্মের সেবা করা যায়। ভাই! তোমরা আমাকে সৎপরামর্শ দেও, কেমন করিয়া অনর্গলরূপে ধর্ম্মের সেবা শুশ্রূষা করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতে পারা যায়, কেমন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব পাওয়া যায়, কিরূপেই বা তাহার আনুকূল্য হয় ইত্যাদি ইত্যাদি" এইরূপ আলোচনার পর যিনি যিনি আপনার সহিত যোগ দিবেন, মনের মত উত্তর করিবেন, এবং সমান দুঃখের দুঃখী হইবেন, তাঁহাদের সহিত মনে প্রাণে মীলিত হউন, কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই সভাসমিতি করুন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সভার কোন আপদ হইতে পারিবে না। বাল্য কৌমারাদি অবস্থার ন্যায় ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপথে অগ্রসর হইয়া কালে অনুপম ফলপ্রসব করিবে। নতুবা যেমন হইতেছে, তেমনই হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমাদের পরামর্শ।

অতঃ পর পঞ্চম শ্রেণীর সভানুষ্ঠাতৃগণকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আগামীবারে চিন্তা করিব।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আমার কৃষ্ণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমার কৃষ্ণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে, এবিষয় গতবারে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এবার হইতে সেই সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার কৃষ্ণ পরমেশ্বরের অবতার। পরমেশ্বরের ইচ্ছাময় অবতার। শাস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বরের পঞ্চবিধ অবতারের পরিচয় পাওয়া যায়। ১ম। ইচ্ছাময় অবতার। ২য় জৈবিক অবতার। ৩য়। বিদেহাবতার। ৪র্থ। সদেহাবতার। ৫ম সদেহবিদেহাবতার।

যাহাতে জীবভাবের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, জীবের কোন ভাব বা কোন গুণই যাহাতে নাই, যাহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ নিজ ভাবে পরিপূর্ণ, যাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, অস্থি নাই, মাংস নাই, মজ্জা নাই, রক্ত নাই, চর্ম্ম নাই, মেদ নাই, শুক্র নাই, বসা নাই, স্নেহ নাই, মল নাই, মূত্র নাই, জড় দেহের কোন পদার্থই নাই, যাহাতে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ইহার কিছুই নাই, এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয় ও নাই, অথচ মনুষ্য, দেবতাদির মত হস্ত পদাদিবিশিষ্ট এবং বাল্য কৈশোরাদি অবস্থান্বিত, বহুবৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশিত আকৃতি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ঐশিক ভাব সর্ব্বদাই অবিলুপ্ত থাকে, অথচ পৃথিবীতে পরিদৃশ্যমান, তাহাই ইচ্ছাময় অবতার। যেমন, সতী, হৈমবতী, গিরিশ, বামন, রাম, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি। আমার কৃষ্ণ ও সেইরূপ ইচ্ছাময় অবতার।

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের আর দুইটী অবস্থার বিষয় বলিয়া রাখা উচিত বোধ হইতেছে। তাহার একটীর নাম অনিয়ত আবির্ভাব অবস্থা, দ্বিতীয়টী নিয়ত আবির্ভাব। যাহার সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই, কোন্ সময়ে হইবে, কত দিন থাকিবে, এরূপ কোন অবধারণ নাই, তাহাই অনিয়ত আবির্ভাব। যেমন কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, তারা, নৃসিংহ, ত্রিপুরারি ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের কোন উপকার সাধনের নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য এই সকল আকারের আবির্ভাব হইয়াছে। কার্য্যটী শেষ হইলেই আবার তিরোধান হইয়াছে। এই সকল আবির্ভাবে "অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত থাকিবে" কিম্বা "অমুক সময়ে হইবে" এইরূপ কোন সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নাই, সুতরাং ইহা অনিয়ত আবির্ভাব।

এইরূপ আবির্ভূত আকারে ইচ্ছাময় অবতারের সমস্ত লক্ষণই আছে বটে, কিন্তু বাল্য কৌমারাদি অবস্থা নাই, সেই সকল লীলাও নাই, এনিমিত্ত ইহাঁতে অবতার ব্যবহার নাই।" কালী অবতার, দুর্গা অবতার, ত্রিপুরারি অবতার, এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল একখানি গ্রন্থে, নৃসিংহকেও অবতার মধ্যেই বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে অবতারের বাল্য কৌমারাদি অবস্থার কথাটীর বোধ হয় গৌরব করা হয় নাই। তাই অন্য সমস্ত লক্ষণ আছে বলিয়া তাঁহাকে অবতার স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই অনিয়ত আবির্ভাবের লক্ষণ।

যে আবির্ভাবে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, মহাপ্রলয়ানন্তর প্রত্যেক সৃষ্টিতেই যাহার আদি অন্ত অবধৃত আছে, কোন্ সময়ে হইবে, কত দিন থাকিবে, কত দিন পরে অদৃশ্যতা হইবে, তাহার ইয়ত্তা আছে, সেই আবির্ভাবই নিয়ত আবির্ভাব। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ইত্যাদি। প্রতিবারেই সৃষ্টি প্রারম্ভে ইহাঁদের আবির্ভাব হয়, সৃষ্টির স্থিতি পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি এবং মহাপ্রলয় কালে আবার অভাব হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র নির্দ্ধারিত বিষয়। শাস্ত্রই বলেন,—

"এক এব শিবঃ সাক্ষাৎ তিস্রো মূর্ত্তীর্দ্দধৌ পুনঃ।
রজোগুণং সমাস্থায় ব্রহ্মা স্যাৎ সৃষ্টিকারণং।
সত্ত্বমাস্থায় বিষ্ণুঃ স্যাৎ পালনার্থং বৃহস্পতে!।
তমসা কালরুদ্রাখ্যঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ॥"

(লিঙ্গ পুরাণ)"

জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসর্গে সংপ্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ॥
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাৎ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

ব্রহ্মা সর্ব্বদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (মুণ্ডকোপনিষদ্।

ক্রম পরম্পরা অর্থ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক শিবই ছিলেন, তিনি সৃষ্টির উপক্রমে আবার সেই পূর্ব্ব সৃষ্টির মত স্বয়ং তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সৃষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত রজোগুণ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইলেন। হে বৃহস্পতে! সৃষ্টির পর জগতের পালন করা মানসে তিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইলেন, আর তমোগুণাধিষ্ঠানে সর্ব্ব সংহার কারক কাল বা রুদ্র, অথবা কালরুদ্র নামধারী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। (লিঙ্গ পুরাণ)

সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর হরি রজোগুণ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে জগতের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ইহাকে রক্ষা করার নিমিত্ত সেই ভগবান হরি সত্ত্বগুণ পরিগ্রহ করিয়া অপ্রমেয় পরাক্রম বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে কল্পান্তকালে ইহাকে বিনাশ করার মানসে সেই জনার্দ্দন তমোগুণ আলম্বন করিয়া রুদ্র রূপে আবির্ভূত হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভীষণ রুদ্রই চরাচর অখিল প্রাণী অপ্রাণী সমষ্টিরূপে যাবৎ জগৎকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এক জনার্দ্দনই ভিন্ন ভিন্ন তিনগুণের আশ্রয়ে, তিনরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, অন্ত এই তিন কার্য্য করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর রুদ্র এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (বিঃ পুঃ) ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রথমে আবির্ভূত হয়েন, তিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তৎপর বিষ্ণু আদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনিই ত্রিভুবনের পালয়িতা এবং সংহর্ত্তা। (শ্রুতি) তাই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন যে, নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়বিভেদায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে।"*

---

* এই প্রমাণ কয়েকটি একস্থানে উপস্থিত করাতে শাস্ত্রের একটু রহস্য প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণেই আমরা এই তিন জাতীয় প্রমাণ একত্র করিয়া দেখাইলাম। রহস্য টুকু এই,—লিঙ্গ পুরাণ বলিলেন, শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণু পুরাণ বলিলেন,—বিষ্ণু। আবার অন্য প্রমাণ বলিলেন ব্রহ্মা, সুতরাং বড়ই অন্ধকার উপস্থিত। শাস্ত্রের পরস্পরে অনৈক্য হইয়া পড়িল, অর্থের ও নিতান্তই অসঙ্গতি। শিবতো রুদ্রই, তিনি আবার রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গতোক্তি হয়, বিষ্ণুও তো বিষ্ণুই, তাঁহার আবার বিষ্ণুর রূপ পরিগ্রহ করা কি, এবং ব্রহ্মাও ব্রহ্মাই, তাঁহারই বা ব্রহ্মারূপ হওয়ার অর্থ কি। একের অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়া সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যিনি স্বতঃ সিদ্ধ যাহা আছেন, তিনি সময় বিশেষে সেইরূপ পরিগ্রহ করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব পর হয়? ইহাই প্রকৃত অসঙ্গতি। পরন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সকল আপত্তির কোন গৌরবই নাই। একটু সামান্য মনোযোগ করিলেই ইহা মীমাংসিত হইতে পারে।

উক্ত ভিন্ন স্থানীয় শ্লোক কয়টির প্রকৃতার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতেছে যে, তিন স্থানেই মূল সিদ্ধান্তের কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে কেবল নামের। যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে সকলেই ত্রিগুণময় বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আবির্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের মত কেবল রজ, কেবল সত্ত্ব বা কেবল তম এইরূপ একগুণময় বলেন না। ঘটনায়ও তাহা সঙ্গত হয় না। যিনি রজোগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা হইলেন, সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু এবং তমোগুণ আশ্রয়ে রুদ্র হইলেন, তাঁহাকে অগত্যাই ত্রিগুণময় পুরুষ বলিতে হইবে। কিন্তু কেবল সত্ত্ব, কেবল রজ বা কেবল তমোময় নহে। যিনি কেবল তমোময়, তাঁহা হইতে সত্ত্বময় আর রজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইবেন কিরূপে, কেবল সত্ত্বময় পুরুষ হইতেই বা রজোময় বা তমোময় পুরুষ কিপ্রকারে প্রাদুর্ভূত হইবেন, আর কেবল রজোময় পুরুষ হইতেও কি প্রকারে সত্ত্বময় বা তমোময় পুরুষ আবির্ভূত হইতে পারেন। যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহা হইতে কদাপি সেই বস্তু লাভ করা যায় না। অতএব, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ আর তমোগুণ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে নিশ্চয়ই ঐ ত্রিগুণ সমান ভাবে থাকিবে, কিন্তু কেবল একগুণ নহে। এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং যুক্তির দ্বারা ও স্থির হইল যে যথাক্রমে রজ, সত্ত্ব এবং তমোগুণময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এইরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি ত্রিগুণময় পুরুষ, কিন্তু এক গুণময় নহেন। তাহাই যদি না হইল, তবে নামত তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা রুদ্র ইহার যাহাই বল না কেন, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র কথাটী যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, উহা বলিলে যাহা বুঝা যায়, অর্থাৎ রজোগুণময়, পুরুষ,

ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী বিষয়েও এইরূপই বর্ণিত আছে। অতএব ইহাঁদের আবির্ভাবই নিয়ত আবির্ভাব। এই আবির্ভাবেও অবতারের অন্য সমস্ত লক্ষণই আছে, কিন্তু বাল্য কৌমারাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নাই, তদনুরূপ ক্রিয়া কলাপও নাই। আবির্ভাবের সময়াবধি ইহাঁরা সর্ব্বদা ঐকরূপেই আছেন এবং থাকিবেন। এ নিমিত্ত ইহাঁদিগকে অবতার বলা যায় না। শাস্ত্রেও সেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই না। অতএব ইহা ঈশ্বরের আবির্ভাবাবস্থা।

এখন অন্য চারিপ্রকার অবতারের বিষয় বলা যাইতেছে। ক্রম পরম্পরা মতে এখন জৈবিক অবতারের লক্ষণ বলা আবশ্যক হইতেছে। তাহা এই,—যে অবতার মনুষ্যাদি জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে থাকিয়া জীবের অন্তরালে প্রকাশিত

সত্ত্বগুণ ময় পুরুষ বা তমোগুণময় পুরুষ ইহার কিছুই তিনি নহেন, তিনি ত্রিগুণময় পুরুষ। তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম দিলেও যেরূপ ফল, বিষ্ণু নাম দিলেও তাহাই, আবার রুদ্র নাম দিলেও তাহাই। তবে আর বিবাদ রহিল কোথা, শাস্ত্রের অনৈক্যই বা কোথা, আর অসঙ্গতিই বা কোথা। গুণ, ক্রিয়া, ক্ষমতা, ও শক্ত্যাদির দ্বারা সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ ঠিক একটি বস্তুই যদি সকলের লক্ষিত বিষয় হয়, তবে তাহার নাম মাত্র ভিন্ন ভিন্ন রাখিলেই কি বিরোধ, অনৈক্য বা অসঙ্গতি হয়? এক মনুষ্যকেই তো, মনুষ্য, মানুষ, মানব, মর্ত্ত্য ইত্যাদি কত নাম কত জনে দিয়াছেন, এক পৃথিবীকেই তো, ক্ষ্মা, অবনি, মেদিনী, মহী, ইত্যাদি বহু নাম দান করা হইয়াছে, তাহা বলিয়া কোন অসঙ্গতি বা অনৈক্যাদি হইল ইহা বলা যায় কি? বাস্তবিক সকলেরই অভিমত অর্থ যখন এক, তখন যিনি যে নামে ইচ্ছা, সেই নামেই তাহা ব্যবহার করুন তাহাতে কিছুমাত্র বাধা হইতে পারে না, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, প্রকৃত স্থলে, সেই মহাপুরুষ যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইহার কেহই না হইলেন তবে তাঁহাকে অন্য কোন অভিমত নাম না দিয়া ঐ তিনটি নামই দেওয়া হইল কেন, ইহার কোন তাৎপর্য্য আছে কিনা। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, হ্যাঁ আছে, অবশ্যই কিছু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সর্ব্বশাস্ত্রেই এইরূপ ব্যবহার প্রবৃত্ত হইত না। আমাদের বিবেচনায় তাহা এই,—

ভারতের সুবিজ্ঞ লোক মাত্রেই বোধ হয় এবিষয় অবগত আছেন যে, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থ স্থান—ত্রিবেণী" হইতে গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী ইহাঁরা তিন জনে পৃথগ্‌ভূত হইয়া তিন দিকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবেণী স্থানে আর কাহারো কোন পার্থক্য বা প্রভেদ বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই। সেই খানে একরূপের একটি মাত্র নদীই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন বলুন দেখি, যাহারা চিরদিন গঙ্গাবাসী লোক, গঙ্গা নদীতেই সর্ব্বদা গমনাগমন করে, গঙ্গাকেই সর্ব্বদা ব্যবহার করে, গঙ্গারই গুণ, মহিমা, মাহাত্ম্যাদি বিশেষ রূপে অবগত আছে, কিন্তু যমুনা আর সরস্বতীর প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য ও রাখে না, চিন্তা ও করে না, তাহারা যদি সেই গঙ্গা নদী দিয়া উজাইতে উজাইতে ত্রিবেণী স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে একটু বৃহদাকার গঙ্গা নদীই বলিতে পারে কিনা, এবং তাহাই বলিবে কি না, আর সেই খান হইতে যে আর দুইটা ধারা (যমুনা ও সরস্বতী) বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকেও তাদৃশ বৃহদ্ গঙ্গারই রূপান্তর বলিয়া বলিতে পারে কি না এবং বলিবে কি না, আর সেই বৃহদ্ গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া "এক গঙ্গাই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন" ইহা বলিতে পারে কিনা এবং বলিবে কি না। আবার চির যমুনাবাসী চির সরস্বতীবাসীদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ যোজন করিয়া লউন এবং তাহার সদুত্তর করুন। উত্তরে বোধ হয় বলিবেন যে, তাহা অবশ্যই বলিতে পারে, এবং তাহাই বলিয়া থাকে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহারই সঙ্গে আমার প্রকৃত বিষয়ের যোজনা করিয়া লইবেন। ঠিক এই দৃষ্টান্তের মতেই, যাঁহারা রৌদ্র, রুদ্রোপাসনা-পরায়ণ, রুদ্রধ্যান-পরায়ণ, রুদ্র-মাহাত্ম্য, রুদ্র-গুণ গরিমা জ্ঞান-বিশারদ, এবং তাঁহার আরাধনার দ্বারা সেই ত্রিবেণীর অনুকারী ত্রিগুণময় স্থানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণু বা ব্রহ্মার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহারা সেই ত্রিগুণময় স্থানে গিয়াও তাঁহাকে রুদ্রই দেখিবেন, রুদ্রই বলিবেন এবং সেই স্থান হইতে যে আর দুইটিরূপ (ব্রহ্মা আর বিষ্ণু) আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ইহা হইতেই বহির্গত হইতে দেখিবেন, আর সেই ত্রিগুণময় বৃহৎ রুদ্রই, রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই তিনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাও বলিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা বিষ্ণুর ধ্যানৈকতায়ন, বিষ্ণূপাসনা-পরায়ণ, বিষ্ণু গুণ মহিমাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু শিব আর ব্রহ্মা বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহারা বিষ্ণূপাসনা করিতে করিতে যখন সেই ত্রিগুণময় স্থানে উপস্থিত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিষ্ণুই বলিবেন, তাঁহা হইতে যে আর দুটি রূপ (রুদ্র আর ব্রহ্মা) আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বিষ্ণুরূপ হইতেই প্রকাশিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, এবং সেই বিষ্ণুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর রুদ্র এই তিনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা বলিবেন। আবার যাঁহারা ব্রহ্মার ধ্যান-পরায়ণ, ব্রহ্মৈকতায়ন এবং রুদ্র ও বিষ্ণুতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সেই ত্রিগুণময় স্থানে উঠিলে ব্রহ্মা রূপেই দেখিবেন, তাহাই বলিবেন, তাহা হইতে প্রকাশিত রুদ্র আর বিষ্ণুকেও তাঁহারই রূপান্তর বলিবেন, আর সেই ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন রূপের নিদান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহা নিতান্তই সম্ভব পর এবং সুসঙ্গত কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষিত বিষয়ের স্থূল ও মহিমাদি-গত তাৎপর্য্যের যখন কোনই অনৈক্য নাই এবং বাস্তবিক পক্ষেই যে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব এই তিনেরই সমষ্টি রূপ বটে, তখন কোনই অবৈশদ্য বা আবর্জ্জনা নাই। অতএব শাস্ত্র এবং ব্যবহার সুসঙ্গত হইল! এই কথাটি স্মরণ রাখিলে প্রচলিত বৈষ্ণব ও শৈবাদির অমূলক বা ভ্রান্তিমূলক বা মহাপাপমূলক বিবাদ বিসম্বাদ ও নিবৃত্ত হইতে পারে। এজন্যই আমরা একথাটির এত বিস্তার করিলাম।

হয়েন, জীবময় বলিয়াই অনুভূত হয়েন, জীবের ক্রিয়াকলাপই তাঁহার ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার ক্রিয়াকলাপই জীবের ক্রিয়াকলাপ, এইরূপ অভেদ হইয়া যায়, সুতরাং বাস্তবিক না হইলেও জীবের দেহই তাঁহার দেহ বলিয়া পরিগণিত হয়, আর ঐশিকভাব সমস্তই অবিলুপ্ত থাকে, অথচ দেহের সহিত অন্বয় ব্যতিরেক শূন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ দেহের উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অবতারের সত্তা থাকিবে, কিম্বা তাহার অভাব হইলে দেহের অভাব হইবে, এমত কোন নিয়ম থাকিবে না। উহা আবশ্যক মতে দৃশ্য অদৃশ্য এই দুই অবস্থায়ই থাকিবে, তাহাই জৈবিক অবতার। যেমন, শিবের অবতার দুর্ব্বাসা প্রভৃতি, বিষ্ণুর অবতার কপিল, দত্তাত্রেয় এবং পরশুরামাদি। এই সকল অবতারে উপরি উক্ত সমস্ত গুলি লক্ষণই আছে। এইরূপ অবতার ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হয়েন। "দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাং।" (বিঃ, পুঃ)

যে অবতারে স্থূল ভৌতিক দেহ নাই, কিন্তু তন্মাত্র নামক সূক্ষ্মভূত রচিত সূক্ষ্ম দেহ আছে, অথচ ইচ্ছাময় দেহের মত রক্ত মাংসাদি নাই, যে অবতার জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে অন্বয়-ব্যতিরেকবান্ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য এই ষড়ৈশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন ঐশিক শক্তি যাহাতে প্রকাশিত হয় না, তাহাই বিদেহাবতার। যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ এবং কুবের প্রভৃতি দেবগণ। ইহাঁদের মধ্যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণাবলীই বিদ্যমান রহিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহাঁরাই ঈশ্বরের বিদেহাবতার। এই কারণে অনেক স্থানেই এই সকল দেবগণের প্রতি ঈশ্বর ভাবপ্রকাশক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। ইখং প্রাণঃ প্রজাস্ত্বিমা-বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠতি॥ দেবানামসি বহ্নিতমঃ, পিতৃণাং প্রথমা স্বধা। ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামপি॥ ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ! তেজসা, রুদ্রোসি পরিরক্ষিতা ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ॥" (শ্রুতি)॥ ইত্যাদি।

মনুষ্যাদি কোন প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনরূপ বিভূতি প্রকাশিত হইয়া সংসারের অতি প্রয়োজনীয় কোন একটা গুরুতর কার্য্য সাধন করে, তাহাই দেহাবতার। যেমন শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদনসরস্বতী, বুদ্ধ প্রভৃতি। ইহাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"যদ্যৎবিভূতিমল্লোকে শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং॥ (ভঃ, গীঃ)।

আর দেবগণ অংশক্রমে যখন কোন মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকেই সদেহবিদেহাবতার বলা যায়। যেমন ধর্ম্মের অবতার মহারাজ যুধিষ্ঠির, বায়ুর অবতার ভীমসেন, ইন্দ্রের অবতার অর্জ্জুন ইত্যাদি।

এই অবতার পঞ্চকের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমেই শ্রেষ্ঠতা, আর উক্তরোত্তর ক্রমে নীচতা। অর্থাৎ সদেহবিদেহাবতার সর্ব্বাপেক্ষায় নীচ, সদেহাবতার তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ, সদেহাবতার অপেক্ষায় বিদেহাবতার শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষায় জৈবিকাবতার শ্রেষ্ঠ, এবং ইচ্ছাময় অবতার সর্ব্বোপরি। তাহাই পূর্ণাবতার, তাহাতেই পরমেশ্বরের সর্ব্বৈশ্বর্য্য বিরাজিত হয়। আর মধ্যে যে আবির্ভাবদ্বয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক তদ্রূপ।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার অবতারের মধ্যে আমার কৃষ্ণ ইচ্ছাময় অবতার। শাস্ত্রে ইহাই বর্ণিত আছে। যথা "সেচ্ছাময়স্ত নতু ভূতময়স্য কোপি" (শ্রীভাগবত) শ্রীভাগবতকে যাঁহারা বেদব্যাসের প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এই প্রমাণ গণ্য না করিতে পারেন, এজন্য সর্ব্বজন প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহের প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—বাসুদেবেঽপীতি চেন্ন তদাকারমাত্রত্বাৎ॥" (শাণ্ডিল্য সূত্র) এবং "জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ! শঙ্খচক্রগদাধর! দিব্যরূপমিদং দেব! প্রসাদেনোপসংহর॥ * * যোঽনন্তরূপোঽখিল বিশ্বরূপ! গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি। প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ, স্বমায়য়াবিস্কৃতবালরূপঃ॥" (বিষ্ণু পুরাণ)॥ এবং—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং"॥ (ভগবদ্গীতা) ইহার স্বামিকৃত ভাষ্য।—

নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তোমূঢ়া মূর্খা মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি॥

শাঙ্করভাষ্যম্,—এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সর্ব্বং অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া-অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং, ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতা বরকাস্তে॥

মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা—এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমানন্দঘনমনন্তমপি সন্তং অবজানন্তি মাং সাক্ষাদীশ্বরোঽয়মিতি নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা মূঢ়া অবিবেকিনোজনাস্তেষামবজ্ঞাহেতুং ভ্রমং সূচয়তি মানুষীং তনুমাশ্রিতং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানাং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ, ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যাচ্ছাদিতান্তঃকরণা মম পরং ভাবং প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং তত্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরমজানন্তো যন্নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা তদনুরূপমেব মূঢ়ত্বস্য॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ,—যাহারা বিমূঢ়চেতা, তাহারা আমার এই সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যের ন্যায় ভৌতিক দেহের মত প্রতীয়মান আকার বিশিষ্ট দেহে প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে"*॥ এইরূপ অর্থ প্রকাশক

---

* কৃষ্ণের ইচ্ছাময় অবতার সম্বন্ধে উল্লিখিত ভাগবতাদি প্রমাণের ন্যায় উক্ত গীতার শ্লোকটি ও স্পষ্টার্থ প্রকাশক, কিন্তু তথাপি আজ কাল গীতার বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায় এবং গীতা হইতেই নানা ভাবের নানা কৃষ্ণ প্রকাশিত হইতেছেন, এই নিমিত্ত গীতার প্রমাণটি একটু বিস্তার এবং স্পষ্টতর করিয়া উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইল, তাই ইহার ভাষ্যাদি সমস্ত প্রদর্শিত করিলাম।

আরো বহুতর শ্লোক বহুতর গ্রন্থে লিখিত আছে। অতএব আমার কৃষ্ণ ইচ্ছাময় অবতার, তাহার দেহে, ভূত, ভৌতিকাদি কোন পদার্থের সংশ্রব নাই, সুতরাং তিনি উল্লিখিত জৈবিকাদি অবতার নহেন, ইহা শাস্ত্র দ্বারা অঙ্গীকৃত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

সত্যাবলম্বন।

"সত্যাৎ পরতরং নহি" এই মহাবাক্য এক সময় হিন্দু হৃদয়েই অতি সযতনে ও সসমাদরে প্রতিপোষিত হইত। সে মহাবাক্য সমগ্র ভারতক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দুহৃদয়কে কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিত। সত্যের প্রকৃত আদর জগতে যদি কোন জাতি কথন করিয়া থাকে, সে কেবল ভারত মাতার সস্নেহে প্রতিপালিত আর্য্যসন্তান।

নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই এবং মিথ্যা হইতে পাপাচরণ আর কিছুই নাই। অতএব মানবগণের কর্ত্তব্য যে তাহারা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র সত্যই অবলম্বন করিবেন।

কিন্তু হায়! কাল বশে যাহা হিন্দুর হৃদয়-মূল মন্ত্র, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। সত্য-ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমরা দিন দিন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সর্ব্ববিধগুণ রহিত হইয়া পশুত্বে পরিণত হইয়াছি। সত্যহীনতার জন্যই আমরা এখন বীর্য্যহীন সর্প যেমন মুষিক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়, তদ্রূপ হিন্দুর অগ্রাহ্য বিজাতি কর্ত্তৃক অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেই বা আমাদের প্রকৃত সত্যানুরাগ বৃদ্ধি লাভ করে কৈ? তথাপি ইহা নিশ্চয় বাক্য যে, যত দিন আমরা সত্যাবলম্বনে সমর্থ না হইব, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই। সত্যাবলম্বনে মানব অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বজয়ী হইয়া অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। এমন কি সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাজন হইতে দেবতারাও ভয় পাইয়া থাকেন। কারণ সত্যপ্রতিষ্ঠ মহত্মা স্থির-বাক্।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াঃ ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাজন-মুখ-নিসৃত বাণী অব্যর্থ। তাঁহার মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয় তৎক্ষণাৎ তাহাই ফলিয়া থাকে। যিনি সত্যকে আশ্রয় করেন তাঁহাকে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। মহাভারত বলেন যে, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্যই প্রজা পালন করিয়া থাকে। লোক সমুদায় সত্য প্রভাবেই স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত ঘটিয়া থাকে। লোকে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে আর সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে পারে না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরক মিথ্যা,ও অন্ধকার স্বরূপ। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, প্রকাশ অপ্রকাশ, সুঃখ ও দুঃখ যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অনৃত তাহাই অধর্ম্ম,যাহা অধর্ম্ম তাহাই অন্ধকার, এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। সুতরাং দুঃখ বিমুক্তির জন্য কামনা থাকিলে অনৃত পথ সম্যক প্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশ পায় না, তেমনি মনুষ্য অসত্য রূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাঁহার অন্তরস্থ সুখ প্রকাশ পায় না, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অন্তরেই থাকিয়া যায়। তাহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরো নহি॥

সত্যই পরম ব্রহ্ম,সত্যই পরম তপস্যা, সমুদয় ক্রিয়াই সত্যমূলক, সুতরাং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ম, ভা।

সহস্র অশ্বমেধ এক দিকে এবং এক সত্য বাক্য একদিকে, উভয়কে তুলাযন্ত্রে ধৃত করাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্য বাক্যই অতিরিক্ত হইবে।

এইরূপে সমগ্র শাস্ত্র সত্যেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং জীবের সত্যাবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জীবত দুরের কথা,এই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও কেবল সত্যেরই আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি সত্যের অভাব ঘটে তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সত্যেরই শাসনে আমরা সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। স্ত্রীর পার্শ্বে স্বামী নিঃশঙ্কোচে নিদ্রিত, মাতার ক্রোড়ে পুত্র নিশ্চিন্ত, আত্মীয় স্বজনের সহবাসে মানব অকুতোভয়, ইহা কেবল সত্যেরই মহিমা। অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ মার্ত্তণ্ডদেব স্বীয় অনন্ত প্রতাপ বিস্তার করতঃ অনন্ত সৌর জগৎ শাসন করিয়া জগতের অশেষবিধ হিত সাধন করিতেছেন, সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা বৈশ্বানর স্বীয় বীর্য্যশালী অগ্নিমালা উদ্দীপ্ত করতঃ জগতীয় রাজ্যের বীর্য্যবত্তা সাধন করিতেছেন, বিশ্বরাজ্যের প্রাণস্বরূপ পরমপ্রিয় বরুণদেব আপনার মধুরতাময় শক্তি বিস্তার করিয়া ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা বিব্রত রহিয়াছেন, এইরূপে বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় মঙ্গল বিধাতা দেবগণ নিজ নিজ শক্তি যথাযথ প্রয়োগদ্বারা যে অনির্ব্বচনীয় কল্যাণ বিধান করিতেছেন, ইহা কেবল সেই সত্যেরই বল। সেই জন্য সত্যপ্রতিষ্ঠ মহর্ষিগণ সৃষ্ট রাজ্যের অন্তরে বাহিরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সত্যের মহিমা দর্শন করিয়া সত্যানন্দে বিভোর হইয়া মন প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন।

তস্মাৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যমেব পরো যজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতং॥
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদং।
কীর্ত্তির্য্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষিপূজনং॥
আদ্যো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
সত্যং যজ্ঞস্তথা বেদা মন্ত্রা দেবা- সরস্বতী॥

ব্রতচর্য্যা তথা সত্যং ওঙ্কারঃ সত্যমেব চ।
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ॥
সত্যেনাগ্নির্দহেন্নিত্যং স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি।
সত্যেন চাপঃ ক্ষিপতি পর্জ্জন্যো ধরণীতলে।
পরেণ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সত্যস্য বচনাল্লোকে সর্ব্বমাপ্নোত্যসংশয়ং।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতর ঋষয়স্তথা।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সত্যাৎ সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥
অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্যতীর্থে শুচিহ্রদে।
স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তৎপরমং স্মৃতং॥
আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থেবাপি মানবাঃ॥
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
তস্মাৎ সত্যকৃতং পঞ্চ তদনন্তফলং ভবেৎ॥

সত্যের মহিমা অসীম, অপার, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়। স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনে অপারগ হইয়া "সত্যমানন্দম্ ব্রহ্ম" বলিয়া নির্ব্বাক হইয়াছেন। বিশাল সাগরস্থ অসংখ্য পদার্থ মধ্যে মুক্তা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য এবং আদরণীয়, আকাশস্পর্শী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গাবলী-পরিশোভিত পর্ব্বতস্থ অগণিত দ্রব্যাদি মধ্যে স্বভাব রচিত নির্ঝরিণী পরিবেষ্টিত সুরম্য কন্দর যেরূপ স্পৃহণীয়, রত্ন-প্রসবিনী বসুন্ধরার গর্ভোত্থিত নানাবিধ রত্নরাজি মধ্যে অতুলনীয় হিরক খণ্ড যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য, তদ্রূপ যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে সত্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সম্যক্ আদরণীয় ধর্ম্ম। এক সত্যানুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। সত্যের আশ্রয়ে জীব সর্ব্ব বিপদ এবং ভীতি হইতে স্বতঃই রক্ষা পাইয়া থাকে। দুর্দমনীয় সংসার ভীতির একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র—সত্য। সত্যের আশ্রয় অবলম্বন কর, চিরশত্রু সমস্ত বৈরিভাব বিস্মিত হইয়া পদানত হইবে, বিষধর সর্প হলাহলের পরিবর্ত্তে অমরত্ব প্রদায়িনী সুধা দান করিবে, ভীষণ দংষ্ট্রাকরাল বদন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সস্নেহে, সন্তর্পণে ও অতি সমাদরে তোমায় ক্রোড় প্রদান করিবে, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসগণ কৃতদাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাবাহী হইয়া সেবা করিবে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ দশদিক্পালগণ প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তোমার শরীর রক্ষক রূপে তোমাকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিবে, এমন কি স্বয়ং যমরাজ তোমার চিরদাসত্ব স্বীকার করিয়া তোমার দ্বৌবারিক হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। অতএব লোক মাত্রেরই সত্যাবলম্বনে তৎপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দান, যজ্ঞ, হোম ও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত তপস্যা ইত্যাদি প্রতিপাদক বেদ সকল ও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যই বেদ! সুতরাং সত্যহীন পাপাত্মা আত্মাকে অপমান ও বিধ্বংস করিয়া নিজ নিরয়ের পথ সহজ গম্য করিয়া তোলে।

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।

অতএব সত্যবিহীন ব্যক্তিই সমুদয় পাপের আশ্রয়। যেমন সত্যকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় পুণ্য অবস্থান করে, তদ্রূপ এক মাত্র মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় মহাপাতক অবস্থান করে। অতএব হে মানব! কদাচ সত্যচ্যুত হইও না। পূর্ণ দার্ঢ্যতার সহিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার চির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতাগণের নাম ও ঠিকানা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর;—

শ্রীযুক্ত	দ্বারকানাথ তরফদার	সিরাজগঞ্জ	৩৲ বার্ষিক
"	রামচন্দ্র সরকার	ঐ	৩৲ ঐ
"	নীলকান্ত চৌধুরী	ঐ	৩৲ ঐ
"	অর্জ্জুনচন্দ্র ভৌমিক	ঐ	৩৲ ঐ
"	শিবরত্ন সান্যাল	ঐ	৩৲ ঐ
"	নলিনচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲ ঐ
"	তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩৲ ঐ
"	হরচন্দ্র নিয়োগী	ঐ	৩৲ ঐ
"	অমৃতলাল সিংহ	ঐ	৩৲ ঐ
"	কেশবচন্দ্র সেন	ঐ	৩৲ ঐ
"	প্যারীমোহন মৌলিক	ঐ	৩৲ ঐ
"	জগন্মোহন, জিতেন্দ্রমোহন সাহা		১০৲ ঐ
			এককালীন ৩৲ বার্ষিক
"	যদুনাথ, উপেন্দ্রমোহন সাহা	ঐ	৩৲ বার্ষিক
			৫৲ এককালীন
"	লোকনাথ, ভীমচরণ রায়	ঐ	৩৲ ঐ
"	বদনচন্দ্র, সখারাম পোদ্দার	ঐ	৩৲ বার্ষিক
			৩৲ এককালীন
"	জগদ্বন্ধু, চন্দ্রশেখর সাহা	ঐ	৩৲ বার্ষিক
			৫৲ এককালীন
"	জলধর, দেব নাথ সাহা		৩৲ বার্ষিক
			৫৲ এককালীন
"	যাদবচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲ বার্ষিক
			৫৲ এককালীন
"	রামলাল সিংহ	ঐ	৩৲ বার্ষিক
"	গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৩৲ ঐ
		জব্বলপুর	
"	কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়		৩৲ ঐ
		বিরামপুর	
"	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৩৲ ঐ
		জব্বলপুর	
"	আনন্দচন্দ্র চৌধুরী		
		রামগোপালপুর	৩৲ বার্ষিক
"	জগচ্চন্দ্র মজুমদার		৩৲ ঐ
		ঐ	

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ লাহিড়ী ৩৲ ঐ
ঐ
" রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
কলসকাটী, বরিশাল ২৲ ঐ
" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
রঙ্গপুর ১৲ ঐ

ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র টাকা সমস্তই পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নামে কলিকাতা ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পাঠাইতে হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক বৃত্তি দান।

ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্যোগে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় প্রদত্ত অর্থের দ্বারায় বার্ষিক ৫০৲ করিয়া নিম্নলিখিত দশটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বৃত্তিগুলি ভূদেব বাবুর পিতৃদেব ৺বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নামে অঙ্কিত; এ জন্য ইহার নাম বিশ্বনাথ বৃত্তি। বৃত্তি প্রতিগ্রহীতা মহাত্মাগণের নাম ও ধাম,—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান।
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা।
শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ ঐ ঐ
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন, উজীরপুর, যশোহর।
শ্রীগঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন, মহীসার, ফরিদপুর।
শ্রীশশিকুমার শিরোরত্ন, কোড়কদি, ঐ
শ্রীনৃসিংহ সরস্বতী, মন্ত্রেশ্বর, বর্দ্ধমান।
শ্রীআশুতোষ তর্করত্ন, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বেদান্ততীর্থ, সেনহাটি, খুলনা।

সমালোচনা।

ভৈষজ্যবিজ্ঞানম্। শ্রীমতা ঈশানচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় বিশারদেন সঙ্কলিতং। তেনৈব বিরচিতয়া সুবোধিনীনামিকয়া টীকয়ালঙ্কৃতং,কিঞ্চ অনূদিতয়া বঙ্গভাষয়া স্পষ্টীকৃতং প্রকাশিতঞ্চ। প্রথমোভাগঃ। মূল্য এক টাকা, আট আনা। এই পুস্তক খানি আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লিখিত। ইহাতে মূল বচন এবং বিশারদ মহাশয়ের সুবোধিনী টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে পৃথক ভাবে বচন গুলির বঙ্গানুবাদ ও দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক খানি চারি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে পরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে গুঞ্জ মাসাদি যে সমস্ত পরিমাণের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। এবং প্রাচীন বচনাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া উহা স্পষ্ট ও মীমাংসিত করা হইয়াছে। বিশারদ মহাশয় পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক রকম মতের উল্লেখ করিয়া উহার সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় বিবিধ পরিভাষার বিষয় লিখিত হইয়াছে। যেমন "ত্রিফলা" "ত্র্যক্ষণ" "চতুঃস্নেহ" ইত্যাদি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে-দ্রব্যের মূল, পত্র, ত্বক বা রস ইত্যাদি কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলে, কোন পদার্থের গ্রহণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক খানি অধ্যয়ন করিলেই লেখকের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অতীব পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে ইহাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে, তাহা ও জানা যায়। আমাদের বিশ্বাস নবীন আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থীর এই পুস্তক বিশেষ উপকারক হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অতীব প্রয়োজনীয় অনেক পরিভাষাদি জ্ঞাতব্য বিষয় এক স্থানেই দেখিতে পাইবেন। ছাত্রের পক্ষে ইহার মূল্য আরও কম হওয়া উচিত।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আজ ১৩০০ সনের চারি মাস চলিয়া গেল, দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন! যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

সম্ভবতঃ আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের "বেদব্যাস পত্র" আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ আফিস বন্ধের পরেই একত্রে প্রকাশিত হইবে, সুতরাং আমাদের গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যেও অনেকেরই তখন স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমাদের নিবেদন এই যে যাঁহারা পূজার পূর্ব্বে স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা পোষ্ট আফিসে নিজ নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন। আমরা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই বেদব্যাস পাঠাইব। নিজ শৈথিল্য বশতঃ কাহারও বেদব্যাস পাইতে গোলযোগ হইলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। আশ্বিন, কার্ত্তিক

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
জগদম্বাস্তোত্রং।	... ...	৮১
আয়ুর্ব্বেদ।	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্রবিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।	৮১
স্বভাব।	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ ...	৮৪
শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।	৮৮
আ'জ না কা'ল।	শ্রীকশ্চিদার্য্যতনয়ঃ	৯৪
তত্ত্বমসি	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	৯৫
মনের বিবাদ	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	৯৭
রাজধর্ম্ম	... ...	১০০
সত্যের জয়	... ...	১০৫
ধর্ম্মমণ্ডলী	... ...	১০৮

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর-তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিতত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, ককেটগীতা ইত্যাদি নানে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশ প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানানুপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়োছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধি পূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরোধ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচাদি ।৶০ আনা, মোট ৩॥৶০ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

সংবাদ পত্রের মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, উক্ত শাস্ত্রি দ্বারা সংশোধিত এবং প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ আনা। এ পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত সরলার্থ প্রবেধিনী ব্যাখ্যা (অন্বয়) শঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়া মণিকৃত বাঙ্গানুবাদ এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় টীকাসম্বলিত। ভগবানের অনুগ্রহে আজি কাল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবন মাত্র ধর্ম্ম প্রাণ ভারত বাসী নহে; ম্লেচ্ছ ভূমি খৃষ্টান রাজ্যের অধিবাসিবর্গেরও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আর নাই পারেন গীতা তত্ত্বের কিঞ্চিমাত্র আভাস উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইতেছেন। ইউরোপের বহু ভাষায় গীতা অনুবাদিত হইয়াছে। সেদিন এক খানি ইংরেজী কাগজেই দেখিতেছিলাম যে, এক জন বলিয়াছেন ইউরোপে বাইবেলের পরিবর্ত্তে কালে গীতারাই আদর হইবে। ফল কথা গীতা হিন্দুর পরম আদরের গ্রন্থ। ইহার সম্যক প্রচার হয়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই ইচ্ছা। শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ থাকিলেও গুরূপদেশ ভিন্ন গীতামর্ম্ম অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই বলিয়া গীতার আলোচনা পরিত্যজ নহে। স্বতঃ পরতঃ চেষ্টায় ইহার সারতত্ত্ব যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সাধ্যমতে সকলের তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং শাস্ত্রি মহাশয় এই পুস্তক খণ্ডে অন্বয় ব্যাখ্যা তিনটী টীকা এবং বঙ্গানুবাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব লোকের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। গীতার এরূপ একখানি সুন্দর সংস্করণ নাই বলিলেও চলে। আমরা আশা করিতে পারি যে, এ দেশে এ পুস্তকের সমধিক আদর হইবে। যাঁহারা সামর্থ আছে, তিনিই এ পুস্তকের একখণ্ড করিদ করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিবেন এবং অর্থেরও সার্থকতা করিবেন। কলিকাতা ৬৩ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রপ্তব্য। বঙ্গবাসী, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শাঙ্করভাষ্য স্বামিকৃত টীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত শাস্ত্রী দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৩৲; ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। * * * * * শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গীতার অনুবাদ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা যার পর নাই সুখী হইয়াছি। গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩০০ সাল।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, আশ্বিন, কার্ত্তিক। | ৬ষ্ঠ, সপ্তম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

ঈশ্বরকৃত-জগদম্বাস্তোত্রং।

মাতর্জ্জগদ্রচননাটকসূত্রধারঃ
সদ্রূপমাকলয়িতুং পরমার্থতোয়ম্।
ঈশোপ্যনীশ্বরপদং সমুপৈতি তাদৃ-
ক্কেন স্তবং কিমিব তাবকমাদধাতু॥
নামানি কিং তু গৃণতস্তব লোকতুণ্ডে
নাড়ম্বরং স্পৃশতি দণ্ডধরস্য দণ্ডঃ।
যল্লেশলম্বিতভবাম্বুধিনির্যতোষ-
ত্বন্নামসংস্মৃতিরিয়ং ননু নঃ স্তুতিস্তে॥
ত্বচ্চিন্তনাদরসমুল্লসদপ্রমেয়া-
নন্দোদয়াৎ সমুদিতঃ স্ফুটরোমহর্ষঃ।
মাতর্নমামি সুদিনাদি সদেত্যমুং ত্বা-
মভ্যর্থয়েঽর্থমিতি পূরয়তাদ্দয়ালো!॥
ইন্দ্রেন্দুমৌলিবিধিকেশবমৌলিরত্ন-
রোচিশ্চয়োজ্জ্বলিতপাদসরোজযুগ্মে।
চেতো মতৌ মম সদা প্রতিবিম্বিতা ত্বং
ভূয়া ভবানি! বিদধাতু সদোরুহারে!॥

লীলোদ্ধৃতক্ষিতিতলস্য বরাহমূর্ত্তে-
র্ব্বারাহিমূর্ত্তিরখিলার্থকরী ত্বমেব।
প্রালেয়রশ্মিসুকলোল্লসিতাবতংসা
ত্বং দেবি বামতনুভাগহরা হরস্য॥
ত্বামম্ব! তপ্তকনকোজ্জ্বলকান্তিমন্ত-
র্যেচিন্তয়ন্তি যুবতীতনুমাগলান্তাম্।
চক্রায়ুধত্রিনয়নাম্বরপোতৃবক্ত্রাং
তেষাং পদাম্বুজযুগং প্রণমন্তি দেবাঃ॥
ত্বৎসেবনস্খলিতপাপচয়স্য মাত-
র্ম্মোক্ষোঽপি যত্র ন সতাং গণনামুপৈতি।
দেবাসুরোরগনৃপালনমস্যপাদ-
স্তত্র শ্রিয়ঃ পটুগিরঃ কিয়দেবমস্তু॥
কিং দুষ্করং ত্বয়ি মনোবিষয়ং গতায়াং
কিং দুর্ল্লভং ত্বয়ি বিধানবদর্চ্চিতায়াম্।
কিং দুষ্করং ত্বয়ি সকৃৎস্মৃতিমাগতায়াং
কিং দুর্জ্জয়ং ত্বয়ি কৃতস্তুতিবাদপুংসাম্॥

ইতি শ্রীঈশ্বরকৃত-জগদম্বাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অয়ুর্ব্বেদ।

(শবচ্ছেদ প্রথা।)

বিদ্যমান সময়ে অনেকের সংস্কার আছে, যেন কবিরাজী শাস্ত্রে অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদে এলোপ্যাথী ডাক্তারী শাস্ত্রের ন্যায় শব-চ্ছেদ করিয়া অর্থাৎ মড়া কাটিয়া মানব শরীরের ভিতরে কিরূপ যন্ত্র সকল আছে, তাহা এবং অস্থি, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি দেখিবার ও ছাত্রদিগকে দেখাইবার কোনও ব্যবস্থা লিখিত নাই ও পূর্ব্বকালে তাহা হইতও না। সুতরাং কোনও ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার সুচিকিৎসক হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যে স্থলে আয়ুর্ব্বেদ বেদশাস্ত্রেরই অন্তর্গত, তখন ইহাতে শারীর-তত্ব জ্ঞানের এরূপ একটি অতি প্রধান অঙ্গ থাকিবে না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

অতি পূর্ব্বকালে, যখন ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর, প্রায় সমস্ত প্রদেশ বা দেশ অজ্ঞানান্ধকারে, আচ্ছন্ন ছিল, তখন, নারায়ণাবতার ভগবান্ দিবোদাস ধন্বন্তরি [১] আর্য্যা-বর্ত্তের কাশী অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী তপোবনে আপন আশ্রমে থাকিয়া রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতাচার্য্য প্রভৃতি দ্বাদশ জন শিষ্যকে [২] আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার সময় জিজ্ঞাসা করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আট অঙ্গে বিভক্ত। যথা, শল্য তন্ত্র, শালাক্য তন্ত্র ইত্যাদি। তন্মধ্যে তোমরা কে কোন্ অঙ্গ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে আপনি আমাদিগকে প্রধানরূপে শল্যতন্ত্র, আর অপ্রধান রূপে অপর তন্ত্রাদি সকলের শিক্ষা দেউন।

প্রমাণ—অথ খলু ভগবন্তমমরবরম * * আশ্রমস্থং কাশি-রাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিং ঔপধেনবৌরভ্রপৌষ্কলাবতকরবীর্য্য-গোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। * * তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থম্ আত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোঃ আয়ু-র্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্। * * স্বয়ম্ভূঃ আয়ুর্ব্বেদং অষ্টধা প্রণীতবান্। তদ্‌যথা, শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্যম্, অগদতন্ত্রম্, রসায়নতন্ত্রম্ বাজীকরণম্ ইতি। * * অত্র কস্মৈ কিমুচ্যতাম্। তে উচুঃ অস্মাকং সর্ব্বেষা-মেব শল্যজ্ঞানমূলং কৃত্বা উপদিশতু ভগবান্ ইতি।"

(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

উপরি লিখিত "শল্যতন্ত্র" কাহাকে কহে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

শল ধাতুর অর্থ সত্বর গমন। যে সকল পদার্থ (তীর প্রভৃতি) শরীর মধ্যে সত্বর প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মায়, মুখ্য-কল্পে তাহাদিগের উদ্ধার ও তজ্জন্য-ব্রণ ইত্যাদির চিকিৎসার্থ যে তন্ত্র (শাস্ত্রের পরিচ্ছেদ) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম শল্যতন্ত্র।

উদাহরণ—নানাবিধ তৃণ, সূক্ষ্মকাষ্ঠ, পাষাণের সূক্ষ্ম খণ্ড, বালুকা কণা, শেল, বাণ প্রভৃতি লৌহময় অস্ত্র, লোষ্ট্র (পাট্-কিলের কুচি) অস্থি, কেশ ও নখ প্রভৃতি শরীরে বিদ্ধ হইয়া কিংবা অদৃশ্য ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে, তাহা বাহির করিবার বিধান, দুষ্টব্রণ প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে পূয়স্রাব করি-বার কৌশল, গর্ভ শল্য, অর্থাৎ গর্ভবতীর জরায়ুস্থিত সন্তান, বিকৃত ভাবে আসিয়া প্রসবের বাধা জন্মাইলে, তাহা বাহির করিবার উপায়, এবং বিবিধ যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম (তীক্ষ্ণ-তম ক্ষারদ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া ফেলা) প্রয়োগ ও ব্রণ (নানা প্রকার ফোড়া) বিনিশ্চয়ের উপায় প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের যে অংশে উপদিষ্ট আছে, তাহার নাম শল্য তন্ত্র।

প্রমাণ—"তত্র শল্যং নাম, বিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহ-লোষ্ট্রাস্থিবালনখপূয়স্রাবণান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধরণার্থং যত্র শস্ত্রক্ষারাগ্নি-প্রণিধানব্রণবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

উল্লিখিত শল্য তন্ত্রের শিক্ষা দান কালে ভগবান্ ধন্ব-ন্তরি কহিয়াছেন যে, স্থূলতঃ সমস্ত শরীরকে বিভাগ করিলে, তাহাতে নিম্ন লিখিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জ্ঞাতব্য আছে। যথা—

সাতটী পুরু চর্ম্ম; সাতটী কলা (যন্ত্র বিশেষ); সাতটী ধাতু,— রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র; তিন প্রকার মল (ঘর্ম্ম, মূত্র, বিষ্ঠা); তিন প্রকার দোষ (যাহা পীড়া দ্বারা শরীরকে দূষিত করে; যকৃৎ যন্ত্র; প্লীহা যন্ত্র; ফুফ্‌ফুস (বায়ু কোষ) উণ্ডুক অর্থাৎ মলাশয়, হৃদয় যন্ত্র; সাতটি আশয় অর্থাৎ আধার স্থান (বাতাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতি) কুক্ষিস্থিত গোলাকার যন্ত্র) অন্ত্র অর্থাৎ আঁত, দুইটী বুক্ক, নয়টা বহির্মুখ স্রোতঃ (স্থূল নলা-কার যন্ত্র কণ্ঠনালী প্রভৃতি); ষোলটী কণ্ডরা প্রধান স্নায়ু); ষোলটি জাল; ছয়টি কূর্চ্চ (পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ দেশের ন্যায় স্থান); চারটি প্রধান মাংস রজ্জু (দড়ীর ন্যায় লম্বা পদার্থ; সাতটি সেবনী (শিলাই করা স্থানের ন্যায়); চৌদ্দটি অস্থি সংঘাত, চৌদ্দটি সীমন্ত (মাথায় সিঁতি কাটার ন্যায় স্থান) তিন শত অস্থি। ২১০ টি অস্থি সন্ধি। ৯০০ নয়শত প্রধান স্নায়ু, ৫০০ পাঁচ শত মাংসপেশী। ১০৭ টি মর্ম্মস্থান। (যে যে স্থানে

[১] ধন্বন্তরি শব্দটী সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ নাম নহে। যেমন ন্যায়রত্ন, তর্করত্ন প্রভৃতি শব্দ গুলি বিদ্যার উপাধি, ধন্ব-ন্তরি শব্দটীও সেইরূপ। ধন্ব শব্দে শল্য শাস্ত্র। অন্তর শব্দে পার। ই শব্দে যিনি গমন করিয়াছেন। সুতরাং ধনু + অন্তর্ × ই একত্রিত হইয়া ধন্বন্তরি" শব্দে যিনি সমস্ত শল্য তন্ত্রের পার-গামী হইয়াছেন, এই অর্থ বুঝাইতেছে। কাশিরাজের পুত্র রূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণাবতারের নাম দিবোদাস এবং উপাধি ধন্বন্তরি। সুতরাং তাহাকে দিবোদাস ধন্বন্তরি বলা যায়।

[২] এস্থলে মূলের লিখিত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নিমি, কাঙ্কা-য়ন গার্গ্য ও গালব এই চারিজন ধরিয়া দ্বাদশ জন শিষ্যের নাম এই—ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গো-পুর, রক্ষিত, সুশ্রুত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব। উক্ত দ্বাদশ জনের প্রত্যেকেই শল্য তন্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত ও পুষ্কলাবত, এই চারিজনের গ্রন্থ প্রধান, ও অতি প্রামাণিক। যথা।

ঔপ... ব... রভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতং।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান,)

অল্প আঘাতেও মৃত্যু হয়) ৭০০ সাত শত প্রধান শিরা। ২৪টী প্রধান ধমনী। ২২ টি যোগবহ স্রোতঃ।

প্রমাণ——"ত্বচঃ সপ্ত। কলাঃ সপ্ত। ধাতবঃ সপ্ত। ত্রয়ো মলাঃ। ত্রয়ো দোষাঃ! যকৃৎ প্লীহানৌ ফুফ্‌ফুসঃ। উণ্ডুকঃ। হৃদয়ম্। আশয়াঃ সপ্ত। অন্ত্রাণি। বুক্কৌ। নব স্রোতাংসি। ষোড়শ কণ্ডরাঃ। মাংস-শিরা-স্নায্বস্থিজালানি প্রত্যেকং চত্বারি চত্বারি। ষট্ কূর্চ্চাঃ। মহত্যো মাংসরজ্জবশ্চতস্রঃ। সপ্ত সেবন্যঃ। চতুর্দ্দশ অস্থ্নাং সংঘাতাঃ। চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ। ত্রীনি ষষ্ঠান্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে; শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। দ্বে দশোত্তরে সন্ধিশতে।

অস্থ্নাস্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশীস্নায়ুশিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

নব স্নায়ুশতানি। পঞ্চপেশীশতানি। সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্। সপ্ত শিরাশতানি। চতুর্ব্বিংশতি ধমন্যঃ।"

(সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান, ৫ম অধ্যায়।

যোগবহানি স্রোতাংসি—"তানি তু প্রাণান্নোদকরসরক্ত-মাংসমেদোমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তববহানি যেষু অধিকারঃ। তত্র প্রাণবহে দ্বে" ইত্যাদি।

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৯ অঃ)

ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ বর্ণনা করিবার পর উপদিষ্ট হইয়াছে যে, এই সকল শারীর পদার্থের বিষয় কেবল পুস্তকে পাঠ করিলে চলিবে না। শবদেহ বিচ্ছেদ করিয়া তন্মধ্যে এই সকল পদার্থ (যথা সম্ভব) প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা নিঃসংশয় জ্ঞান হইতে পারে না এবং তাহা হইলেও শল্য তন্ত্রের চিকিৎসা শল্যোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে উপযুক্ততা হইবে না।

প্রমাণ——"ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য
যোঽয়মঙ্গ-বিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ
বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং
হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্
দ্রষ্টব্যোঽঙ্গ-বিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্‌দৃষ্টং
শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
সমাসত স্তদুভয়ং
ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ)

৫। কিরূপ শবদেহ, কি প্রণালীতে বিচ্ছেদ করিলে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

যে শবদেহের সমস্ত গাত্র অক্ষুণ্ণ আছে, তাহাই গ্রহণীয় (নতুবা সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিতে পারে না) যে ব্যক্তি বিষ পান দ্বারা অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন দ্বারা মরিয়াছে, তাহার শবদেহে কার্য্য হইবে না। কারণ বিষের, ক্রিয়াদ্বারা তদীয় দেহের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিপর্য্যস্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল নানাবিধ পীড়া ভোগ করিবার পর মরিয়াছে; তাহার দেহে পরীক্ষা কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপে পীড়া দ্বারা অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি হইয়া যায়। যে ব্যক্তির বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাহার মৃতদেহে কার্য্য চলিবে না; কারণ, বৃদ্ধতম অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধ্বংস হইয়া যায়। আবার, অক্ষুণ্ণগাত্র শবদেহ লইয়া তাহাতে একেবারে, অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও চলিবে না। কারণ, শবদেহের কোন স্থান অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিলেই শিরা, ধমনী ও স্নায়ুর সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম প্রশাখা সকল ছিন্ন হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে এবং অনেক মূল শিরা, ধমনী ও স্নায়ু সকলেরও অনেক গুলি কর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতে পরিশেষে সংখ্যাগণনার সময় গ্রন্থের নির্দ্দেশ মিলিবে না [৪]। এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদে অপর কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

যেমন একটি অশ্বত্থ পত্র কিছুকাল জলে পচিলে, তাহার প্রথমতঃ শিরার মধ্যবর্ত্তী অংশ গুলি শিথিল হয়। পরে সেই গুলি খসিয়া পড়িয়া গেলে, কেবল মাকড়শার ফাঁদের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম শিরাগুলি দৃষ্ট হইতে থাকে; মানব দেহকে সেই-রূপ-কিছু দিন জলে ডুবাইয়া রাখিলে, তাহার চর্ম্ম ও মাংস সকল প্রথমতঃ শিথিল হয়, তজ্জন্য দেহটি স্ফীত হইয়া উঠে। আবার দীর্ঘকাল জলে পচিলে, চর্ম্ম ও মাংস পেশী সকল ক্রমশঃ খসিয়া পড়িয়া যায়। এদিকে মানব দেহের চর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি প্রত্যক্ষ করাই উদ্দেশ্য, সুতরাং মানব দেহের কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসিয়া না যায়, অথচ চর্ম্ম ও মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া উঠে। শবদেহকে কিছুকাল জলে ডুবাইয়া রাখিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; এই বিবেচনায় সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিম্ন লিখিত রূপে শবচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি বিষপানাদি ব্যতিরেকে, এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগ ভোগ না করিয়া ও শতবর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধতম না হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শবদেহ লইয়া, তাহার অন্ত্র অর্থাৎ আঁত হইতে পক্ক ও অপক্ক পুরীষ সকল নিঃসারণ করাইয়া ঐ দেহটিকে শরমঞ্জরী, অথবা কোনও বৃক্ষের ছালের রজ্জু কিম্বা কুশ বা শণ, ইহাদিগের একতম দ্রব্য দ্বারা বদ্ধ করিয়া (নতুবা শিথিল হইবার কালে কোনও অংশ খসিয়া যাইতে পারে) একটি পঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া (নতুবা বৃহৎ মৎস্যাদি জলজন্তু, অনেক অংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে পারে) যে নদীর স্রোত নাই, (স্রোত থাকিলে, কোনও অংশ ভাসিয়া যাইতে পারে) তাহার যে স্থানে অধিক লোকে স্নানাদি না করে, (নতুবা জলের ঢেউ লাগিয়া কোনও অংশের ক্ষতি হইতে পারে) তথায় ৭ দিন নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

[৪] বিদ্যমান সময়ে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যে প্রণালীতে শবদেহ বিচ্ছেদ করেন, তাহাতে এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

প্রমাণ——"তস্মাৎ সমস্তগাত্রম্ অবিষোপহতং অদীর্ঘব্যাধি-পীড়িতম্ অবর্ষশতিকম্ নিস্পৃষ্টাপ্রপুরীষং পুরুষম্ অবহন্ত্যাম্ আপ-গায়াম্ নিবদ্ধম্ অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ।"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়)

যদি ৭ দিনে প্রয়োজনমত শিথিল হইয়া থাকে, (নতুবা আরও ২।১ দিন রাখা আবশ্যক) তবে জল হইতে ঐ শবদেহটী তুলিয়া কোনও স্থানে লম্বমান করিয়া সূক্ষ্ম বেণার মূল, অথবা বরাহের লোম (বরাকুঁচি) কিংবা বাঁশের অতি সূক্ষ্ম কুঁচি ইহা-দিগের একতম দ্বারা চর্ম্মের উপরি ভাগে অল্প অল্প ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহাতে এক এক পুরু চর্ম্ম উঠিতে থাকিবে। সুতরাং ক্রমশঃ ৭ পুরু চর্ম্ম দেখা হইবে। এ দিকে চর্ম্মের অভ্যন্তরস্থিত অতি সূক্ষ্ম প্রশাখা শিরা, স্নায়ু ও ধমনী সকল অখণ্ডিত থাকিবে। ক্রমে মাংস-পেশী সকল একে একে এইরূপে দৃষ্টি গোচর হইবে। ইত্যাদি।

প্রমাণ—"সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চ উদ্ধৃত্য ততোদেহং সপ্তরাত্রাৎ উশীরবালবেণুকঙ্কলকূচীনামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ন্ ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েৎ চক্ষুষা।"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শব বিচ্ছেদ প্রথার প্রমাণ দর্শিত হইল। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুণ যে, কবিরাজী শাস্ত্রে মড়া কাটিবার, শারীরিক যন্ত্রাদি দেখিবার ব্যবস্থা নাই, বিদ্যমান সময়ের অনেকের এই সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমমূলক ও অনভিজ্ঞ-তার পরিচায়ক কি না?

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, জানা যায় যে,—পবিত্র ভারতবর্ষ আবহমান কাল সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার বিদ্যালয় স্বরূপ। এখান হইতে আরব দেশীয়েরা, তাহাদিগের হইতে যথাক্রমে মিসর, গ্রীক, ইটালিয়ম্ ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা সকল বিদ্যারই মূল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এদিকে ঘটনাক্রমে এই ভারতীয় ব্যক্তিরাই আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থাদির নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া-ছেন! কালচক্রের কি আশ্চর্য্য ঘটনা?

প্রস্তাবিত স্থলে, অপর একটি বিবেচ্য এই যে, পূর্ব্বকালীন মহর্ষিগণ যোগাদিবলে মানবদেহ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান লাভ করিলেও এবং শবদেহ বিচ্ছেদ দ্বারা দৈহিক যন্ত্রাদি সকল আয়ু র্ব্বেদ শিক্ষার্থী ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া দিবার ব্যবস্থা লিখিলেও, বিদ্যমান সময়ের যে সকল বৈদ্য চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে শব বিচ্ছেদ দ্বারা ঐ সকল দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে কি না?

দৃষ্ট হইতেছে যে, শবদেহ বিচ্ছেদ দ্বারা মৃত মনুষ্যের চৈতন্য শূন্য জড় যন্ত্রাদিই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সেই জড় অংশ গুলি চৈতন্য যোগে কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কত পরিমাণে, কোন কোন্ কার্য্য করিত, তাহা প্রত্যক্ষ হইবার কোনও সম্ভা-বনা নাই। সুতরাং শব বিচ্ছেদ দ্বারা জীবিত মানবের দেহতত্ত্ব অর্থাৎ তাহার সুস্থাবস্থা এবং পীড়িতাবস্থার অর্থাৎ রোগের বিষয়ে এত অল্প জ্ঞান লাভ হয় যে, তাহা নগণ্য বলিলেও হয়।

বাস্তবিক চিকিৎসা শাস্ত্র শল্যতন্ত্র প্রভৃতি যে ৮ অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভূতবিদ্যা, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি অংশে শস্ত্র চিকিৎসার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি মোটেই শববিচ্ছেদ দ্বারা তৎসম্ভাবিত জ্ঞান উপার্জ্জন করে নাই, কিন্তু ঐ সকল স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চিকিৎশাস্ত্রের রসায়নতন্ত্র (মনুষ্যের রসরক্তাদি সর্ব্ব ধাতুর শুদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও রক্ষণাদি চিকিৎসা), এবং বাজীকরণতন্ত্র (স্ত্রী সহবাসের শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি) ইত্যাদি অংশে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা সুদীর্ঘকাল শব বিচ্ছেদ দ্বারা তৎ-সম্ভাবিত জ্ঞানলাভ এবং ব্রণ রোগাদিতে শস্ত্রপ্রয়োগ ঘটিত চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের রসায়ন তন্ত্রাদিতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা কি?

কবিরাজ

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বভাব।

পুরাকালে রচনা ছিল স্বভাব-সুলভ, এখন অভ্যাসলভ্য। পূর্ব্বকালে যাহার যে স্বভাব ছিল, সে সেই মত কার্য্য করিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করিত, ধোপা নাপিত, কামার কুমার, এবং যুগি জোলার কার্য্য করিত না। যুগি-জোলা প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ সাজিয়া সমাজে বিরাজ করিত না। সুতরাং কার্য্যেও স্বাভাবিকভাব পরিস্ফুট থাকিত। তখন কণ্ঠে কোকিল-জয়ী, নৃত্যে রম্ভার গর্ব্ব খর্ব্বকারী, রূপে কন্দর্পের দর্পহারী, সেই যাত্রাদল গাইত, নাচিত, রঙ্গভঙ্গি করিত, আর স্বাভাবিক রসে রসিক-কুলের মনোহরণ করিত। এরূপ একটানা বক্তৃতার ছটা ছিল না। এরূপ গর্দ্দভবৎ গভীর গর্জ্জনে বীররসের অব-তারণা ছিল না। তখন গানের জন্য প্রধানতঃ যাত্রা, বক্তৃতার জন্য কথকতা এবং ভক্তি মাখা-গাথার জন্য কীর্ত্তন প্রথা ছিল। এখন একাধারে সব।—এক যাত্রাদলে সমস্ত রসের মিশ্রণ।

বণিকের বিপণিতে পূর্ব্বে বানিজ্য পন্যদ্রব্য বিক্রীত হইত। এখন সেই বিপণিতে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও চর্ম্মকার প্রভৃতি সমস্ত কারের কারুগিরি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন অধ্যা-পকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ শব্দশাস্ত্রের, কেহ স্মৃতি শাস্ত্রের, কেহবা বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। যাহার যে শাস্ত্রের জ্ঞান স্বাভাবিক, তিনি সেই শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ভাষা-ন্তরের অধ্যাপক হওয়া দূরে থাক, এক জনও সংস্কৃত সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই একবিদ্যা-সুশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলী তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সমাজেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরাচীন অধ্যাপক-মণ্ডলী পল্লবগ্রাহী, পাঁচে ফুলে সাজি পুরিতে চান। তখন এক ফুলেই সাজি পুরিত, এখন যে পাঁচ ফুলেও সাজি পোরে না, পূজায়ও কুলায় না। এরূপ বিড়ম্বনার কারণ অকৃত্রিম স্বভাব-সুলভ শক্তির অনাদর, আর কৃত্রিম অভ্যাসলব্ধ শক্তির আদর।

কাহারও যথাশক্তি অস্বাভাবিক কার্য্য করা উচিত নয়। যে সময়ে অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া যে ফল পাইবে, সেই সময়ে স্বাভাবিক কার্য্যে ততোধিক ফললাভ ঘটিবে।

সকলেরই একরস প্রিয়তম হয় না। কাহারও রসনায় মধুর-রস স্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ অম্লরসের ভক্ত। কেহবা তিক্ত রসের রসিক। সেইরূপ কাহার বুদ্ধি গণিতে, কাহার সাহিত্যে, কাহারও বা অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক। তাহার কারণ, স্বভাব মনুষ্যের অনাহার্য্য ভাব। ফলতঃ একাধার সর্ব্ব-গুণের আকর হয় না। অতএব কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্টির এই নিয়ম—একাধারে সমস্ত গুণ থাকে না। যাহার যে বিষয়ে প্রতিভা অসঙ্কীর্ণ ভাবে প্রতি-ভাত হয়, তাহার সেই বিষয়ের শিক্ষা করাই স্বভাবানুমোদিত, সুতরাং সমধিক ফলপ্রদ। লোকে কেন অস্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, তাহার কারণ যথামতি নির্দ্দেশ করিতেছি।

দাহাভাবে জঠরে অনল নির্ব্বাণাকার, ক্ষুধায় নয়নে ধূমাকার, গৃহে পরিজনের হাহাকার; সুতরাং অর্থের দরকার। সে দর-কারের পূরণ হয় কিসে? এ বিশ্বগ্রাসী পিপাসার শান্তি এক সমুদ্রে পর্য্যাপ্ত হয় না। অগত্যা চতুঃ সমুদ্রের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে অগ্রসর হইতে হয়। পরিশেষে অদৃষ্টানুযায়ী ফল ফলে—হাবি-ডুবি বা পিপাসার শান্তি। কিন্তু প্রায়ই এ পিপাসার শান্তি একেবারে হয় না। হরীতকী-কষায়িত রসনায় বারিপান কর, কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিবে না। যত জলপান করিবে, ততই পিপাসার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। ধন পিপাসারও এই দশা। বিষয়-বাসনা কষায়িত মানসে এ পিপাসার শান্তি হয় না। তাই আজকাল লোকে এই ধন পিপাসার পরিতৃপ্তিবাসনায় এক বিপণিতে বহুবস্তুর সমাবেশ করিয়া থাকে। এক ব্যবসায়ে অভাব-পুরণ হয় না, অথবা বিষম পিপাসার পরিশেষ হয় না। তাই এত আড়ম্বর, এত বিড়ম্বনা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতানু-শীলন করিয়াছেন। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার আর বয়স নাই। সে প্রতিভা নাই। সেরূপ অধ্যবসায়ও নাই। আছে কেবল ধনপিপাসা, আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে স্পৃহা। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। সময়ে সময়ে যজমান-বৃত্তিও চরিতার্থ করা হয়। অপিচ সময়ের গতিকে বাণিজ্য ব্যবসায়েও বিরতি নাই। এই প্রকার ব্যবসায় করিতে হইলে সৎপথে থাকা কঠিন; বিশেষতঃ সাধারণের ধারণা—স্বব্যবসায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদিতে পাপ স্পর্শে না। উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের তিনটী ব্যবসায় বা ততোধিক। বলা বেশীর ভাগ—প্রবঞ্চনাসূত্রে অনুস্যূত ব্যবসায়মালায় শিক্ষক মহাশয় অধিরাজের ন্যায় বিরাজিত আছেন। দৈবের কি বিড়ম্বনা, এ ব্যবসায়সমুদ্রেও তাঁহার পিপাসার শান্তি হইল না। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, অভাব-জ্ঞান স্বভাব-সুলভ ব্যবসায় পরিহারের এবং অস্বাভাবিক অভ্যাস-লভ্য ব্যবসায়-পরিগ্রহের প্রধান কারণ। একে দুশ্চিন্তা-বৃশ্চিকের তীক্ষ্ণদংশনে জীবন যাতনা-পূরী, তাই আবার অভাবের দারুণ সন্তাপ। কি রাত্রি, কি দিন, সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইলে পিপাসা না পাইবে কেন? পিপাসায় আকুল হইলে সকল জলপাত্র গুলিই ধরিবার ইচ্ছা হয়; কি জানি, যদি একটী পাত্রের জলে পিপাসা না মেটে। শরীর সুস্থ হইলে অল্পায়াসে, অল্পাতপে পিপাসা না পাইতে পারে। তথাপি অভাবরূপ আতপাধিক্যে সুস্থেরও পিপাসা অনিবার্য্য। পিপাসা হইলেই অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। অন্তর্দাহ উপস্থিত হইলে ব্যবসায়-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া থাকে। যদি দৈব অনুকূল থাকেন, সন্তরণ-শক্তি থাকে, তবেই কুল পাই-বার আশা। নতুবা সেই সমুদ্রে প্রাণ হারাইতে হয়।

সাময়িক পিপাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সততা-বস্থিত পিপাসার কারণ অভাব। অভাব আমাদের ঘুমন্ত পিপাসা জাগাইয়া দেয়। যদি আমরা তাদৃশ অভাবগ্রস্ত না হই, তাহা হইলে আর আমাদের নিদ্রিত পিপাসা জাগরিত হয় না। যদি পিপাসা রোগ হইতে নিস্কৃতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অভাবরূপ কুপথ্য সেবা করিলে চলিবে না। সংসার হইতে অভাবকে অর্দ্ধচন্দ্র দেখাইতে হইবে। কালের স্রোতে গা ভাষাইয়া চলা উচিত নয়। চিত্তকে সংযত করিতে হইবে। প্রাচীন নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় পরাচীন সংস্কার দূর করিতে হইবে। অভাবের অভাব ব্রতের উদ্‌যাপন করা চাই। যদি এক টাকার জুতায় শরীর অসুস্থ না হয়, তবে পাঁচ টাকার জুতা পরি কেন? ঘৃত-দুগ্ধ-সেবনে যদি শরীর সবল থাকে, তবে কালিয়ে, কোর্ম্মা, কট্‌লেট খাই কেন? যদি কুশাসনও চর্ম্মাসন সুখের আসন হয়, তবে অহঙ্কারের উত্তেজক চেয়ারে বসি কেন? যদি গ্রীষ্মকালে মলমল সুখকর হয়, তবে ষ্টকিন আদি পরিয়া ক্লিষ্ট হই কেন? আমাদের তো এই দশা। আবার অন্তঃপুরবর্ত্তিনী যাহারা অবলা—যে পথে ছলে, বলে, কৌশলে লইয়া যাও, সেই পথে যায়। সেই জগদ্দুর্ল্লভ চরিতা গৃহলক্ষ্মীকে বড়ি পরাইয়া লক্ষ্মী ছাড়া হই কেন? আমরা স্বতঃ পরতঃ যখন তখন যেখানে সেখানে অভাবকে ডাকি-তেছি। অভাবও দলবল লইয়া তাহার প্রেরসী পিপাসার সহিত আবির্ভূত হইতেছে। অনেকে বলেন, অভাব ইংরেজ রাজ্যের সহচর। কিন্তু আমরা সর্ব্বদা আহারে ব্যবহারে, শয়নে বসনে সে সহচর সঙ্গী করি কেন? সে সহচর সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে যাই কেন? অসূর্য্যম্পশ্যার সহিত সে সহচরকে আলাপ করিতে দি কেন? সেই সহচরের সহিত গৃহিণীর সতীত্বনাশের কারণ নিজে হই কেন? ইংরেজ রাজ্যের উপর দোষ দিয়া মহত্বের ভান্ করিলে চলিবে না। আমরা ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া নহি, যে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া গাড়ী টানিব। আমাদের বুদ্ধি আছে, আপদ প্রতীকারের শক্তি আছে, পরস্পরের সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে, অধিক কি, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব লাভ করিবারও সামর্থ্য আছে, তবে কেন পশুর মত পদে পদে যন্ত্রণাভোগ করি, বুঝিতে পারি না। ইহার দ্বারা দেখান হইল, পিপাসা মনুষ্যের কেবল স্বভাব-সুলভবস্তু নয়, অপিচ অভ্যাস লব্ধ। এখন অভ্যাসে আর স্বভাবে ভেদ কি, বলি। সহজে বুঝিতে চাও—জীবের যে অকৃত্রিম ভাব তাহাই স্বভাব শব্দের বাচ্য। আর জীবের যে কৃত্রিম ভাব, তাহাই অভ্যাস। উজ্জ্বল দর্পণকার বলিয়াছেন।—

বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽথ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যেষ ভবতি দ্বিধা॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপো ভাব উচ্যতে॥

অর্থাৎ বাহ্য হেতুর অনধীন যে সংস্কার তাহাই স্বভাব নামে অভিহিত। সেই সংস্কার নিসর্গ ও স্বভাবরূপে দুই প্রকার হয়। উক্ত সংস্কার দ্বয়ের মধ্যে যাহা চিরাভ্যাসলব্ধ, তাহাই নিসর্গ। আর যাহা অকৃত্রিম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার নাম স্বভাব। আমরা কার্য্য কারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া অভ্যাস নামেই নিসর্গের উল্লেখ করি, কেননা নিসর্গ ও স্বভাব একার্থ বলিয়া পাঠকের ভ্রান্তি হইতে পারে।

শিরায় শিরায় শোণিতের কণিকার সহিত স্বভাব অভিন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এ শরীর থাকিতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন আর ঘটিবে না। যাহা ইহ কালজ—ইহজীবনের কার্য্য, তাহাই ইহজীবনের কারণ দ্বারা উৎপাটিত হইতে পারে। স্বভাব অন্য জীবনের ফল—পিতামাতার শুক্রশোণিতের সহিত জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে। এই জন্যই দর্পণকার "অজন্য" বলিয়া স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার পিত্ত প্রধান ধাতু হয়, ইহ জীবনে আর সে, সে ধাতু পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না; কেন না পিত্ত-প্রধান ধাতু অজন্য—ইহ জীবনের কৃতকর্ম্মের ফল নয়। যদি ইহ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফল হইত, তবে ইহ জীবনেই ভোগে হউক, প্রায়শ্চিত্তে হউক, তাহার প্রতীকার করিতে পারিত; কিন্তু স্বভাব জীবনী শক্তির ন্যায় শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কেহই স্বভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারে না;

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥ চাণক্য

অর্থাৎ যাহার যে স্বভাব, সে কখন সে স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। শত শত বার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনতা দূর হয় না।

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান কর উপদেশ।
কয়লাকা ময়েলা, ছোড়বি জায়েগা, যব আগ করে প্রবেশ।

অর্থাৎ সদ্‌গুরু যদি পাওয়া যায়, তিনি যদি আত্মা ও অনাত্মার ভেদ বুঝাইয়া জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাহা হইলে চির সঞ্চিত অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানালোকে সমস্ত আলোকিত হয়। যেমন শত শত বার ধৌত করিলেও কয়লার ময়লা দূর হয় না; কিন্তু যখন কয়লায় অগ্নি সংক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত মলিনতা দূর হয়, এবং অগ্নির প্রভায় উদ্‌ভাসিত হয়।

ভাষা ভাষা ভাবে কবিতার অর্থ বুঝিলে চলিবে না, উহার ভিতর প্রবেশ করা চাই। যদি রত্ন লিপ্সা থকে, তবে অতল জলধি তলে ডুব দেও, আর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর; রত্ন দেখিতে পাইবে। যদি উপরি উপরি দেখ, তবে রত্নের পরিবর্ত্তে উপরি ভাসমান তৃণ রাশি প্রভৃতি আবর্জ্জনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না।

কয়লা স্বভাবতঃ মলিন। বহ্নি সংক্রমণে কয়লার মলিন ভাব দূরীভূত হইলে তাহার বিপরীত লোহিত ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহাই স্থূল দৃষ্টিতে সকলে দেখিয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায়, বিবৃত করিতেছি।

অগ্নি সংক্রান্ত কয়লারও মলিনতা অনুভূত হয়। মলিনতা অঙ্গারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।—লোহিততা অস্বাভাবিক—অর্থাৎ কৃত্রিম অন্যদীয় ধর্ম্ম। অঙ্গার হইতে অগ্নির বিশ্লেষ কর, তখন দেখিবে যে, অঙ্গার, সেই অঙ্গার,—যে মলিনতা সেই মলিনতা। অঙ্গারের অঙ্গারত্ব থাকিতে উহার মলিন ভাব বিদূরিত হইতে পারে না। যদি বল, অঙ্গারের অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে না দিলে কখনই অঙ্গারের সহিত মলিনতার সংসর্গ ঘটে না। এ আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কেননা জ্বলদঙ্গারেও মলিনতা থাকে ছান্দোগ্যোপনিষদের একটী গল্প মনে পড়িল। পিতা শ্বেতকেতুর পরীক্ষা ছলে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছেন। পুত্রের তর্কের ভিত্তি, যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নয় তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয়। পিতা একটু সামুদ্র জল আনিয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "বল দেখি, ইহাতে লবণ আছে কি?" পুত্র অভিনিবিষ্ট ভাবে দেখিয়া বলিলেন, "না।" পিতা একটু পান করিতে বলিলেন। পুত্র পানান্তে বলিলেন, "হাঁ ইহাতে লবণ আছে, জিহ্বায় লবণের স্বাদ অনুভূত হইতেছে।" পিতা বলিলেন, "তবে স্বীকার কর, যে, যে কোন ভাবে প্রত্যক্ষ হইলে বিশ্বাস করা যাইতে পারে! আমিও পাঠককে বলি, যে ভাবে জ্বলদঙ্গারের মলিনতা প্রত্যক্ষ করিতেছ, সে ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সুধা ধৌত সৌধ ভিত্তিতে জ্বলদঙ্গারের ঘর্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, মলিন-রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। তুমি বলিবে, ঘর্ষণ কালে জ্বলদঙ্গারের রেখাকারী অংশ হইতে অগ্নি অন্তর্হিত হয়। তাই কৃষ্ণবর্ণ রেখা পাত হইয়া থাকে। তবে জ্বলদঙ্গার দ্বিভাগ কর, দেখিবে ভিতরে সেই মলিনতা। তুমি বলিবে, উহার ভিতরে অগ্নি সংক্রান্ত হয় নাই। আমিও তো তাহাই বলি, উহার মলিন ভাব ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বাহ্যাকারে অগ্নির দীপ্তি প্রদীপ্ত, অভ্যন্তরে সেই স্বভাব-সুলভ মলিন ভাব বিরাজমান। মলিনতাই অঙ্গারের অঙ্গারত্ব। অঙ্গার দেহ থাকিতে আর উহার মলিনতা দূর হইবার নয়। যখন অগ্নিতে অঙ্গার দেহের পাত হইবে, অর্থাৎ যখন অঙ্গার অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তৎকালে অঙ্গারের সহিত উহার মলিনতা তিরোহিত হইবে। যদি অঙ্গারের সহিত অগ্নির সম্পর্ক না ঘটে, তবে সে মলিনতা-স্বভাবের আর ধ্বংস নাই।

আমাদেরও সেই দশা। আমরা স্বভাব পরিহার করিতে পারি না। গুরূপদেশেও আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। গুরু লব্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মলিন স্বভাব তিরোহিত হয় মাত্র। এই দেহের সহিত যখন বাসনা জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া যায়, তখনই স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে বলিয়াছেন; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত।"

অর্থাৎ গুরূপদেশে ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সে শরীরে মুক্ত হইতে পারে না। শরীর পরিত্যক্ত হইলে জীব জীব-স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব চাণক্যের কথা ঠিক।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥"

কাহারও ক্রুদ্ধ স্বভাব, কাহারও বা কামী স্বভাব। সহস্র সহস্র শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িলে, সহস্র সহস্র দিন সাধু সঙ্গ করিলে, সহস্র সহস্র বার গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, অধিক কি সহস্রবার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও দেহজ স্বভাবের পরিহার হইবে না। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

অর্থাৎ কাম ক্রোধের বেগ অনিবার্য্য। আজীবন যিনি সেই বেগধারণ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, স্বভাব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভাষা কথায় লোকে বলে, "এল্লোৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে"।

বিষম কথা! এমন অপরিহার্য্য স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কাহারও স্বভাব সৎ, কাহারও বা অসৎ—এ বিষম বৈসাদৃশ্যের বীজ কি? জগৎ পিতা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সকল সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ। তাঁহার নিকট এ বিষম ব্যাপারের অভিনয় কেন? সমস্ত কার্য্যের সাধারণ কারণরূপে যাহা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আছে, তাহাই বিসদৃশ স্বভাবের একমাত্র কারণ। প্রাক্তন জন্মকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের সংস্কারই স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যকে কর্ম্মফল ভোগ করায়, অতএব ব্রহ্মপুরাণকার বলিতেছেন—

"স্বভাবোজায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।"

পূর্ব্ব দেহের কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বভাব সংগঠিত হয়। কি সুন্দর বিচার,—যাহার কর্ম্ম, তাহারই ফল ভোগ করিতে হইবে, তা ইহ জন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—

"বচনেষু চ বুদ্ধৌ চ স্বভাবে চ চরিত্রতঃ।
আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাং॥
লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তৎ কর্ম্ম যৎ কৃতং পুরা।
স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্ত জন্তুর্জন্মনি জন্মনি॥

* * * * *

স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তৎ কর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা॥
স এ বাত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
স চ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্ম এব চ॥

তাৎপর্য্য—বাক্যে, বুদ্ধিতে, স্বভাবে, চরিত্রে আচারে ও ব্যবহারে মানুষের হৃদয় চেনা যায়। মানুষ কর্ম্মের বশীভূত। যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ তাহার স্বভাবাদি গঠিত হইবে। সে কর্ম্ম ইহকাল কৃত নয়, পুরাকৃত। সেই পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল এক জন্মের ভোগে না ফুরাইলে জন্ম জন্ম ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য স্বয়ং কর্ম্মের কর্ত্তা। মনুষ্য সে কর্ম্ম করে কেন? তাহার কারণ দৈব। সে দৈব কি?—আপনারই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। তাহার নাম স্বভাব। আত্মার ন্যায় সমস্ত জীবে সম্বদ্ধ। সকলেই সেই স্বভাবের সেবা করিয়া থাকে। স্বভাবও সেবানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রদান করে। স্বভাব বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মকর্ত্তা এবং ভবিষ্যজ্জন্মেরও দৈব ও স্বভাবের স্রষ্টা।

অভ্যাস শব্দের অর্থ পুনঃ পুনরনুশীলন। পুনঃ পুনরনুশীলনে এক বিষয়ে অন্তঃকরণের তৎপ্রবণতা জন্মে। সেই তৎপ্রবণতা রূপ অভ্যাস মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাবের ন্যায় কার্য্যকারী বলিয়াই তাহাকে দ্বিতীয় স্বভাব নামে ব্যপদেশ করা যায়। বস্তুতঃ অভ্যাস স্বভাব নয়। অভ্যাস কর্ত্তৃক স্বভাব অভিভূত থাকে, সময়ে সময়ে স্বভাবের উদ্বোধের কারণ প্রতিরোধ করে। সেই উদ্বোধের কারণের অসদ্ভাব হইলে অভ্যাস স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে পারে, প্রত্যুত উদ্বোধের সাহায্যে স্বভাব বলবান্ হইলে কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বভাবের প্রখরতা সপ্রাণ করিতেছি।

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি স্নেহ অভ্যাসলব্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। লালন পালনে পুত্রের প্রতি স্নেহ হয়। কুলীনের পুত্রের প্রতি স্নেহ হয় না। কেন না কুলীনের লালন পালনের ভার নাই। সুতরাং স্নেহকে অভ্যাসলব্ধ বস্তু স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয়, তাহা হইলেও স্নেহ যে অভ্যাস বলে বলীয়ান্, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই।

দাতৃত্ব, হিংসকত্ব, দয়ালুতা ও কৃপণতা প্রভৃতি অকৃত্রিম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বভাবের নিকট অস্বাভাবের পরাজয় হইয়া থাকে। কর্ণ স্বভাবতঃ দাতা। তাঁহার অপ্রতিহত দাতৃত্ব শক্তিতে ভগবানের আসন পর্য্যন্ত টলিল। তাই ভগবান্ দাতৃত্বশক্তির পরীক্ষা করিবার বাসনায় তাঁহার গৃহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণও অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অতিথির প্রত্যাশায় দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী ভগবানকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বৃদ্ধ খোট ধরিলেন—পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মাংস ব্যতীত অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কি বিষম কথা! কাহাকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া বধ করিবেন! আবার অতিথি প্রত্যাখ্যান করা ও তাঁহার স্বভাব সুলভ ব্যাপার নয়। চিন্তাকুল হইয়া পুত্র কলত্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। পুত্র বৃষকেতু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পিতঃ! ইহা আপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?—আজ হউক, কাল হউক, এ শরীর শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে, তা নয়, দুদিন অগ্রে ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য হইল। অতএব আমার মাংসের দ্বারা অতিথি সৎকার করুন।" পতিগতপ্রাণা পত্নীও তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন। কর্ণের আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবার খোট ধরিলেন—"পিতা মাতা দুজনে সেই পুত্র করাত দ্বারা কাটিবেন। মাতা পুত্রের মাংস পাক করিবেন, পিতা তাহাই পরিবেশন করিবেন। কি কর্ত্তন, কি রন্ধন, কি পরিবেশন—কোন সময়েই কেহ অশ্রুজল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সহাস্য বদনে স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কি বিষম ব্যাপার! কোন দেশে বোধ হয়, এরূপ

লোমহর্ষণ অতিথি সৎকার সঙ্ঘটিত হয় নাই। এত নিষ্ঠুর নির্ব্বন্ধেও ব্রাহ্মণের তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন, "পঞ্চম বর্ষীয় বালককে না খাওয়াইয়া আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করি না।" কর্ণের মাতার যেন বজ্রাঘাত হইল! কে সেই পুত্র হন্তার কাল করাল গ্রাসে পুত্র সমর্পণ করিবে। প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইলেন, কুত্রাপি পঞ্চম বর্ষীয় বালক দেখিতে পাইলেন না। স্বামী স্ত্রীতে করাত দিয়া নিজ পুত্র কর্ত্তন করিলেন। পত্নী পুত্র-মাংস সহাস্যবদনে পাক করিলেন, বালকাভাবে তাঁহার সমস্ত শ্রম বুঝি পণ্ড হয়। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ আর কতক্ষণ ভক্তের কষ্ট সহ্য করিবেন। তাঁহার পরীক্ষা করা শেষ হইল। কর্ণ ভগবানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভগবান্ "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর পারিতোষিক স্বরূপ বৃষকেতু হরিগুণ গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে আবির্ভূত হইল। ভগবান্ অমনি অন্তর্হিত হইলেন।

পাঠক, দেখিলেন, সুভাবেব কি খরতর বেগ। সে বেগবলে স্নেহ, মমতা সমস্তই ভাসিয়া কোথায় গেল। অতএব কবি বলিয়াছেন।—

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে সুভাবা নেতরে গুণাঃ
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ সুভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

অর্থাৎ সকলেরই সুভাব পরীক্ষা করা উচিত, ইতর গুণের পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ সুভাব সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া সকলের মস্তকের উপর বসিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

ফরিদপুর জেলার অধীনতায় কালিকাপুর নামে একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। গ্রামটি বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রগণের আবাস স্থল। অন্যান্য জাতিরও যথা সম্ভব বাস আছে। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীগণই প্রায় স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সুসম্পন্ন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এই চারি বৎসর পরিব্যাপক সুদারুণ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখন সকলেই অতিদীন ভাবে কোন মতে জীবিত রহিয়াছেন। এ অবস্থায় ধর্ম্মের অবস্থাও যেমন হওয়া উচিত তাহাই ঘটিয়াছে।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ-পল্লীর এক প্রান্তে কালীশরণ ভট্টাচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। কালীশরণ শাস্ত্র রহস্য বোধে অতি নিপুণ এবং অধ্যাত্ম বিদ্যাপঙ্কজের একটি মধুকর স্বরূপ। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েও ধার্ম্মিকগণের আদর্শ। সুতরাং এরূপ লোকের, ইদানীং যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইহাঁরও তৎসমস্তই আছে। দিনান্তে একবার শাকান্ন ব্যতীত অন্য কিছুই কখনই সংগৃহীত হয় না, পরিচ্ছদেও সপরিবারের শতগ্রন্থি সম্বলিত বস্ত্র, তাহাও আবার অঙ্গারের মত মলিন। গাত্রে তৈল নাই, মস্তকে তৈল নাই, বেতনাভাবে নাপিতও ক্ষৌর কার্য্য করে না, সুতরাং সেই অতিরুক্ষ, আলুলায়িত, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু কেশ সমূহে সমাকুলিত গৌরবর্ণ মুখ খানি হিমানী-মধ্যগত সৌর বিম্বের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ দেহদণ্ডটি অন্নকৃচ্ছ্রে প্রক্ষীণ হইয়া দীর্ঘ বাহুদণ্ড বিশ্রংসনের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পতন চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। বাটীতে দুই খানি কুটীর মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাও জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া লক্ষ ছিদ্রে পরিণত হইয়াছে। তাহার একখানি কুটীর মায়ের মণ্ডপ আর একখানিতে নিজের অবস্থিতি এবং পাকাদি হইয়া থাকে। পরিবার মধ্যে পুত্র কন্যাদি সমস্তই জগদম্বা হরণ করিয়াছেন, এখন কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী অবশিষ্টা। দম্পতি উভয়েই প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন, শরীরের অবস্থাও উভয়েরই সমান। ইহাই কালীশরণের স্বাভাবিকী অবস্থা।

ইহার উপরি আবার বর্ত্তমান বৎসরের এই দারুণতম দুর্ভিক্ষ, আর প্রলয়প্রতিম বন্যা! এখন কালীশরণ মহাশয়ের অবস্থা সম্বন্ধে পাঠকের যেরূপ অনুমান হইতেছে তাহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে, তৎসমস্তই বাস্তবিক ঘটিয়া গিয়াছে। বন্যায়, প্রথমে বাটী, তৎপরে প্রাঙ্গণ বিপ্লাবিত করিয়া অবশেষে কুটীরের মধ্য পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। কুটীরে বক্ষ মাত্র জল! কালীশরণ তাহার উপরি বংশ মঞ্চ করিয়া দিনযাপন করেন। মায়ের কুটীর খানি ঐরূপ জলগত হওয়ায় শয়িত হইয়াছে। এদিকে, আহার সম্বন্ধে, কোন দিন যবাগু, কোন দিন দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কোন দিন কেবল কচ্চী শাক, না হয় কদলীসার (থোড়) মাত্রই ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া উঠে না। সে দিন কেবল জলের দ্বারাই দিবা রাত্রি অতিক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় এবার সপরিবার কালীশরণ মহাশয় কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু এ বিপদ, এ অন্নব্যসন তাঁহার অন্তরাত্মাকে অণুমাত্র বিত্রস্ত বা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অকাতরে অনন্যমানসে সর্ব্বদা মায়ের ভাবে মগ্ন রহিয়াছেন। সাশ্রুনয়নে, সগদ্‌গদ কণ্ঠে, রসোল্লসিতচিত্তে, মায়ের গুণাবলী সম্বলিত গানের দ্বারা তাঁহার বহিঃ প্রাণ, বাহ্যেন্দ্রিয় সর্ব্বদা সমাপ্যায়িত থাকে; অন্তঃকরণও সেই মৃত সঞ্জীবন সুধানিস্যন্দী মায়ের চরণ চন্দ্রিকার মধ্যেই সতত বিলীন হইয়া থাকে। তাই কালীশরণের নিকট কোন বাধা বিপদ আস্পর্দ্দা করার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না।

এবার এক ক্রমে ছয় দিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র অলবণ কচ্চী শাক, আর কদলীসার ব্যতীত তাঁহার আহার সম্বন্ধে আর কিছুই ঘটিতেছে না, দেহ যষ্টি একবারেই জীর্ণ হইয়া স্বব্যাপারে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীশরণ মহাশয় এ সকল বাধা বিপদে পরিচালিত হয়েন না। তাই, এ অবস্থায়ও আজ, কালীশরণ সেই বংশ মঞ্চের উপরি বসিয়া জীবনসঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকটে সানন্দে মায়ের গুণালাপ করিতেছেন। আলাপ করিতে করিতে, উভয়েই, কখনো কাঁদিতেছেন, কখনো হাসিতেছেন, কখন বা বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পতিত হইতেছেন, আবার উঠিতেছেন, আবার কখনো উভয়ে সমস্বরে মিলিত হইয়া "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় গান করিতেছেন।

এদিকে, হরি বিরিঞ্চি প্রমুখ সমস্ত সুরবৃন্দ সমবেত হইয়া কৈলাস ধামে সমুদ্‌গত হইলেন। সেখানে দ্বারস্থ গণপতিগণের

সহিত যথাযথ সৎকার গ্রহ প্রতিগ্রহে সম্ভাষণ করিয়া ত্রিলোক জননীর সিংহাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সপ্তবার প্রদক্ষিণান্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সেই ত্রিভুবন বিধাত্রীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন জগত্তারিণী তাঁহাদিগের প্রত্যেকের শিরোঘ্রাণাদি স্নেহ ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিয়া সকলকেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশনে অনুমতি করিলেন, এবং সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদির পরে আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সমস্ত সুরগণ সুররাজের প্রতি অভিনিবেশ করিলেন, তাহা অনুভব করিয়া তিনিই সেই বাগ্দেবীর নিকটে উত্তর বাক্য নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্র। জননি! আপনি কৃপা করিয়া যাহাকে ঐ চরণযুগলের দর্শন দান করেন তাহার সমস্ত প্রয়োজনের শেষ হইয়া যায়, সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা সমূলে উন্মূলিত হয়। সুধা-সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে যেমন কূপোদকের নিমিত্ত কেহ লালায়িত হয় না, ঐ সর্ব্বাশুভ নিবারক, সর্ব্বাভাব পরিপূরক, চরণ যুগলের সন্দর্শন পাইলেও তেমন অন্য কোন বিষয়ে অভিলাষ বা অনুরাগ হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানীগণ এই সন্দর্শনকেই ধ্রুব তারা করিয়া সমাধি যোগাদি উপকরণের অবলম্বনে ভব-সমুদ্রে "পারী" ধরিয়া থাকেন, আমরাও সতত শ্রীচরণ সন্দর্শনই প্রার্থনা করি, এবং যাহাতে ইহার গৌরবাদরের কোনরূপ ত্রুটি হয় তাহা দেখিলে বিশেষ বেদনা অনুভব করি। জ্ঞানরূপিণি! সর্ব্বজ্ঞে! আপনার অবিদিত কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই নাই; তথাপি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সমস্ত বলিতেছি। জননি! সংপ্রতি কতিপয় বৎসর হইতে ঐ দ্বিতীয় বিষয়টা আমাদিগকে নিতান্তই প্রব্যথিত করিতেছে। পৃথিবীতে ঐ ভবারাধ্য চরণযুগলের অবমাননা হইতেছে। হিমালয়ের চিরাকীর্ণ দুশ্চর তপস্যা ফলের পরিপূরণের নিমিত্ত যে প্রতিবৎসর তিন দিন কাল আপনি ধরণীমণ্ডলে আবির্ভূতা হয়েন, তখন নব্য নগর নগরীর ভূরি ভূরি দুরাচারগণ দুর্গোৎসবের অভিনয় করিয়া নানাবিধ পাপাচরণ করে। তাহারা আপনার এই যোগি-ধ্যেয় মূর্ত্তির একটা ম্লেচ্ছাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করে, পরিচ্ছদাদি ও সেইরূপই দেয়, তৎপর বারাঙ্গনা সুরাদি লইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পাশব ভাবে মগ্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, আপনার পূজা ক্রিয়াতে আরো এত গর্হিত আচরণ করে যে, তাহা আমাদের ততোধিক মনঃপীড়াবহ। বিশেষতঃ, এবার দূত প্রেরণার দ্বারা যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহা উপস্থিত সর্ব্বদেবগণের নিশ্চয়ই অসহনীয় হইবে। অতএব জননি! এবার হিমালয় গমনের সম্বন্ধ প্রতিসংহৃত করিয়া চরণোপান্ত পতিত দেবগণকে সমাশ্বস্ত করিবেন, ইহা অভিলাষ করিতেছি।

জগদম্বা।—বৎস! ভারতের অনেক স্থানেই, আমার পৃথিবী সংস্পর্শ কালে, তোমার বর্ণনানুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, সত্য, তদ্দর্শনে তোমাদের বিরক্তি বা মনোবেদনা হওয়াও সম্ভব পর, এতৎ সমস্তই আমার বিদিত আছে। কিন্তু বাবা! সেই মদ্‌গতপ্রাণা মেনকার সেই হৃদয়স্পর্শী আহ্বান উপেক্ষা করা আমার নিতান্ত কষ্টাবহ হয়, তাই প্রতিবারেই তোমাদিগকে সমাশ্বস্ত করিয়া পৃথিবীতে গমন করিয়া থাকি। তা হউক, এবৎসর তাহাও উপেক্ষা করার সঙ্কল্প করিলাম এবার তোমাদের নির্ব্বন্ধ প্রতিপালনেই ইচ্ছা রহিল, কিন্তু শ্রীমান্ কালীশরণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ চিন্তা আছে। সে পূজা করিলে, তাহার আহ্বান উপেক্ষা করা আমার অধিকতর ক্লেশাবহ হইবে।

ইন্দ্র।—জননি! অভয় অনুমতি পাইলে, কালিশরণ যাহাতে আপনার পূজা চেষ্টায় বিরত থাকেন, তাহা আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন উদ্বেগই থাকিবে না।

জগদম্বা। তাহা যদি পার তবে আমার অসন্তোষের কোন কারণ নাই।

অনন্তর দেবগণ তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কালীশরণ মহাশয় অদ্য প্রতঃকৃত্য সমাধান্তে সেই অকূল জলে ভাসমান বংশমঞ্চে উপবিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গহরার সহ এইরূপ বার্ত্তালাপ করিতেছেন।—

গৃহিণী।—গুরো! কেবল কচ্চীশাকাহারের দ্বারা অদ্য সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল, ইহার পূর্ব্বেও বহুদিন হইতেই কখনো দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কখনো যবাগু, কখনো কদলীসার, কখনো কচ্চী, কোন দিন বা কিছুই না, এইরূপে কাল যাপন হইতেছে। অধিদেব! ঈদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপক অন্ন ব্যসনের দ্বারা আপনার ঐ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপ দেহটি আমার নিতান্ত শোকাবহ হইতেছে। ইহার এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা সন্দর্শন করিতে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবসন্ন হয়, উপবাসাবশেষ জীবনটা যেন একবারেই নিমীলিত হয়। প্রভো! আপনার এরূপ অবস্থা সন্দর্শনে আমি কোনমতেই এ জীবন ধারণে সমর্থা হইতেছি না। অধীশ্বর! মা কি এইরূপেই আমাকে লোকান্তরিতা করিবেন?

কালীশরণ।—পতিপ্রাণে। শান্তা হও, প্রতিবুদ্ধা হও। স্বতঃ ক্ষয়শীল, অবশ্য বিনশ্বর অমেধ্যসুভাব ভূত রচিত দেহপিণ্ডের অভাবাশঙ্কা করিয়া কশ্মলাবিষ্টা হওয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর পক্ষে সমুপযুক্ত নহে। পতিব্রতে! আমি এ জড়পিণ্ডের নিমিত্ত কিছু মাত্র চিন্তিত নহি, ইহা ঘটনা মতে যাহা সম্ভব, হউক, কিন্তু একটি বিষয় আমার নিতান্ত মর্ম্মান্ত বেদনাবহ হইয়াছে, ইহা আর সহ্য হইতেছে না। যে মুখে সুধা অর্পণ করিতে ও বাসবাদি দেবগণ ভীতবৎ দণ্ডায়মান থাকেন, হতভাগ্য আমি আজ সপ্তাহ যাবৎ সেই ত্রিভুবন-বিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মায়ের শ্রীমুখে কেবল মাত্র অলবণ কচ্চীশাক অর্পণ করিতেছি! মা আর কত দিন আমাকে এ যন্ত্রনায় নিপীড়িত করিবেন, তাহা জানি না।

তৎপর আর একটি চিন্তাও ক্রমে ঘনীভূত হইয়াছে। বাৎস্যায়নি! ঐ দেখ মায়ের কুটীর খানি জল মধ্যে শয়িত হইয়াছে। মায়ের শুভাগমন দিন নিকটবর্ত্তী হইল, অদ্য আশ্বিন মাসের চতুর্থ দিন। এখন হইতে কুটীর খানির কথঞ্চিৎ সংস্কার চেষ্টা না করিলে মায়ের প্রতিমা গঠনাদির উদ্যোগ হইতে পারিবে না; অতএব অদ্য তাহারই যত্ন করিব। কিন্তু চিন্তা করিতেছি জলের। প্রাঙ্গন মধ্যেই বক্ষ মাত্র জল, ইহার একটু দূরে যাইতে

হইলেই মৃত্তিকায় পদার্পণ হয় না, তখন সন্তরণ করিতে হয়। সন্তরণের দ্বারা সেই অরণ্যে যাওয়া এবং বংশাদি সংগ্রহ করা কি রূপে সম্পন্ন হইবে তাহাই ভাবিতেছি। যাহা হউক, 'মায়ের নাম লইয়া যাত্রা করি, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এই বলিয়া এক খানি দাত্র মস্তকে বন্ধন করিয়া মায়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন, এবং অতি যত্নে অতি কষ্টে সেই শীর্ণ দেহটি লইয়া সন্তরণ করিতে করিতে বহুক্ষণে সেই গ্রামের প্রান্তস্থ বংশ বনে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখানে গিয়া একটি বংশ কর্ত্তনাদি করিয়া আর একটি কাটিতেছেন, এমন সময়ে সেই বংশ পর্ব্বের বিল হইতে একটি কৃষ্ণ সর্প সমুত্থিত হইয়া তাঁহার বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগে দংশন করিল। কালীশরণ সেই জাতি সর্পের বিষের শক্তি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাত্রের দ্বারা দষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীটি সমূলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদন ক্ষত হইতে দেহের ক্ষয়াবশেষ রুধির টুকু প্রায়ই নিঃসৃত হইল। কালীশরণ মায়ের চরণ সুধা মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া কথঞ্চিৎ বেদনা সম্বরণ করিলেন, এবং একটু বিবেচনানন্তর বলিতে লাগিলেন।—

"ভুজঙ্গম! তোমার আমা হইতে কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদে আশ্রয়ীকৃত নীড়ে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইয়া বসতি কর। আমার নিকট তুমি কোন রূপ অপরাধী নহ। আমিই তোমার আশ্রয় নাশের অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই প্রলয়প্রতিম বন্যা বাধায় তুমিও আমার মতই বিপন্ন হইয়া এই বংশ বিলের আশ্রয় লইয়াছিলে। আমি অজ্ঞানত তাহার বাধায় প্রযত্ন করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাস কর। কিন্তু ভ্রাতঃ! তুমি আপাতত আমাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছ। আমাকে এই বংশ লইয়া মায়ের কুটীর সংস্কার করিতে হইবে,তাহা এই সবেদন ছিন্নাঙ্গুলী হস্তের দ্বারা নিষ্পন্ন করা বিশেষ কষ্টাবহ হইবে। হউক, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই আমার কার্য্য বাধিত হইবে না।" এই বলিয়া তাদৃশ হস্তের দ্বারাই অতি ক্লেশে অপর আর একটি বংশ কর্ত্তন করিলেন। এই দুইটী বংশকে একত্রিত করিয়া জলে ভাসাইয়া স্বয়ং পূর্ব্ববৎ সন্তরণের দ্বারা কোনমতে স্বকুটীরে প্রত্যুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গিনী করিয়া তদ্দ্বারা মায়ের কুটীর খানিকে কোনমতে একরূপ কার্য্যোপযোগী করিলেন। এইরূপে কালীশরণের মণ্ডপ সংস্কার হইল। এখন মায়ের প্রতিমা নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিবেন।

কালীশরণের গ্রাম প্রতিবাসী একজন ধর্ম্মভীরু কুম্ভকার ছিল। সে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক আর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই প্রতি বৎসর কালীশরণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। এবারও সেই ভরসায় নির্ভয়ে কালীশরণ সেইরূপ সন্তরণ করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মন্তব্য বিজ্ঞাপ্ত করিলেন। কিন্তু কি যেন কি কারণে এবার সে তাহার পূর্ণ পারিশ্রমিক সমস্তই অগ্রে না লইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণে স্বীকার করিল না। কালীশরণ বহুবিধ অনুনয় আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি করিলেন, কিছুতেই সেই কুম্ভকার পূর্ব্বনিয়মে বাধ্য হইল না।

কালীশরণ মহাশয়ের অবস্থা, পাঠক অবগত আছেন, তিনি অর্থ দিতে সমর্থ কি না তাহাও জানিতেছেন, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তিনি কুম্ভকারকে কোন মতেও বাধ্য করিতে না পারিয়া বন্যার জলে অশ্রুজলের সম্মূর্চ্ছনা করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সন্তরণে স্বকুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

পর দিবস, নিজেই প্রতিমা গঠন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং মৃত্তিকাহরণ মানসে এক খানি কুদ্দাল লইয়া কদলী ভেলার সাহায্যে নদী তীরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেখানে পাদ মাত্র জলে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই পদ্মা নদী হইতে অতি ঘোরতর কুম্ভীর উত্থিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পাদ গ্রাস করিয়া নদী মধ্যে লইয়া চলিল। কালীশরণ জীবনের শেষ সময় বুঝিতে পারিয়া তাদৃশ জঘন্য মৃত্যুতে ভীত হইলেন, এবং জগন্মাতার ধ্যানের অবকাসের আশায় আকস্মিক মৃত্যু হইতে শরীর রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিলেন। সে জন্য হস্তস্থিত কুদ্দালের দ্বারা গ্রাহ-গৃহীত পদ খানি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, গ্রাহ ছিন্ন পদ খানি লইয়া জল মগ্ন হইল। কালীশরণ সুদারুণ বেদনানলে দহ্যমান হইয়া কিঞ্চিৎ রহিলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হইলে সংসার রোগের মহৌষধ ত্রিতাপহরণ মায়ের পাদুখানির রস পানে মনোনিবেশ করিলেন। যামদ্বয় পর্য্যন্ত তাহাতেই নিমগ্ন থাকিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার বহিঃ সংজ্ঞা হইল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার ব্যসনকারী কুম্ভীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বিহিত নহে। সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আহারেই অভিলাষ করিয়াছিল, তবে যে অন্য কিছু না লইয়া আমিই তাহার ব্যাপদনীয় হইলাম, ইহা আমার জন্মান্তরীণ কুকৃতের ফল। কিন্তু সে কুকৃত ও স্বাধীন কোন বস্তু নহে, তাহা আমার দ্বারাই সঞ্চিত হইয়াছিল। আমার ক্রিয়াতেও যদিচ মায়ের ইচ্ছাই মূল কারণ বটে, তথাপি সে ইচ্ছা যখন জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারাতীত, তখন তাহা লইয়া দয়াময়ী মাকে কোন দোষারোপ করিতে পারা যায় না, সুতরাং এ প্রাণ-ব্যসন ঘটনা আমা হইতেই উপনীত হইয়াছে, অতএব আমি স্বয়ংই ইহার একমাত্র কারণ। তা হউক, কিন্তু আমি পাদ কর্ত্তনের দ্বারা সেই গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া লাভ করিলাম কি? এখন যে দেখিতেছি, আমার সেই আকস্মিক মৃত্যুই আপেক্ষিক শ্রেয়স্কর ছিল। এখন এদেহ যদি থাকে তাহা হইলেও এইরূপ শক্তি রহিত পঙ্গু দেহের দ্বারা কি করিব? ইহার দ্বারাও ব্রহ্মণ্যদেব রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্যবৎ হইবে। তৎপর, যাহার নিমিত্ত এত কষ্ট করিলাম, অগাধ জলে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে কতকিছু করিলাম, সেই দারুণ সর্পাঘাত সহ্য করিলাম, কত প্রাণান্ত করিয়া সেই বংশাদি আহরণ করিলাম, কুটীর সংস্কার করিলাম, তৎপর কুম্ভকার কর্ত্তৃক কত ন্যক্কৃত হইলাম, তাহাও ত সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। এই দারুণ যন্ত্রণাবহ রুধিরস্রাবী খঞ্জপদ আমাকে মোমুহ্যমান করিতেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি, অন্তর শূন্যময় হইতেছে, শীর্ণদেহটা অবসন্ন হইতেছে, এখন ইহার দ্বারা আমি কি করিব? কেমন করিয়া মৃত্তিকা নয়ন করিব, কেমন করিয়া কুটীরে যাইব, কিরূপেই বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব, তৎপর দুখানা কচ্চীশাকের ভোগই বা

কি প্রকারে আসাদিত হইবে। মাগো জগজ্জননি! তোর ইচ্ছা-সমুদ্রের মধ্যে কি হতভাগ্য কালীশরণের এইরূপ পরিণাম লুক্কায়িত ছিল" ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ সংলাপ করিয়া কালীশরণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে রহিলেন। অনন্তর এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। "হউক, আর বিলাপ করিয়া কি হইবে। এখন বোধ হয় জীবনের অধিক সময় অবশিষ্ট নাই, যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেহ পিণ্ডের ক্রিয়ার শেষ হইবে। অতএব ইহার যে অবশিষ্ট শক্তি-টুকু আছে তাহা মায়ের ক্রিয়াতেই শেষ করা কর্ত্তব্য। তৎপর যখন দেখিব যে ইহা পরিসমাপ্ত হইল তখন এই নদীতীরে জলমধ্যে শায়িত হইয়া মায়ের চরণযুগল স্মরণ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া কালীশরণ মহাশয়, সেই পরিহিত ছিন্নবস্ত্র খানির কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত স্থানের উপরিভাগটা বন্ধন করিলেন। তাহাতে রুধিরস্রাব কিছু বাধিত হইল। অনন্তর জানু অবলম্বনে অর্দ্ধদণ্ডায়মান হইয়া সেই কুদ্দালখানি গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে কার্য্যোপযোগী মৃত্তিকা সংগৃহীত হইল। তখন অতিক্লেশে ম্রিয়মাণভাবে সেই মৃত্তিকা পিণ্ডকটি সেই ভেলাতে উত্তোলন করিয়া কুটীরাভিমুখে ভেলাটি বাহিতে লাগিলেন, ক্রমে কুটীরে প্রত্যুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পতি-পর্য্যুৎসুকা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সমস্ত আবেদন করিয়া বিবিধ সান্ত্বনানন্তর সেই মৃত্তিকার দ্বারা নিজেই কোনরূপে মায়ের ক্ষুদ্রাকার একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। চূর্ণ, এবং হরিদ্রাদির দ্বারা তাহা রঞ্জিতও করিলেন। ক্রমে পূজাদিন নিকটবর্ত্তী হইল, আজ মায়ের অধিবাসের দিন, কিন্তু কালাশরণের হস্তক্ষত, পদক্ষত আজও শুষ্ক হয় নাই, যন্ত্রণাও কিঞ্চিৎ অল্পতর মাত্র। তাই এতদিন অন্য কোন উদ্যোগই করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ আর নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই বলিয়া সেইরূপে, সেই ভেলার সহায়তায় ভিক্ষান্বেষণে ভাসমান হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনায়, প্রায় অনেকেই অর্দ্ধাহারে একাহারে দিনপাত করিতেছেন, সুতরাং কালাশরণ তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সমস্ত দিনান্তে একক্রুঞ্চিমাত্র তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, আর কিছু কচ্চীশাক, আর কদলীসার সমাহরণ করিয়া সায়ংকালে কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে গৃহিণীও সন্তরণের দ্বারা কএকটি জলজ পুষ্প আর বিল্ব পত্রের সমাহরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমে অধিবাসের সময় সমুপস্থিত হইল। অনন্যশরণ কালীশরণ স্বয়ং বিল্বমূলে মায়ের আধিবাসিক পূজা করিয়া প্রতিমার অধিবাস কার্য্য করিলেন। কিন্তু কেমন কেমন যেন হইল। অন্যবৎসরের মত মায়ের আবির্ভাবের কোন সূচনা পাইলেন না। পূজাস্থান যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কালীশরণ অতি খিন্নভাবে দীন মনে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া সেই সুদারুণ দুঃখসূচক বিষয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বলিলেন। সাধ্বি! হতভাগ্যের সমস্ত আশাবন্ধনই, বোধ হয়, সিকতার সেতুবন্ধন হইল। যাহা কিছু করিলাম, যাহা কিছু ভাবিলাম, সমস্তই বুঝি স্বাপ্ন ক্রিয়ায় পরিণত হইল। অদ্য অধিবাসন ক্রিয়াতে আমি অতি নিপুণ হইয়া, অতি ব্যগ্র হইয়া মাকে ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার আগমন তো হইলই না, তৎসূচক কোন লক্ষণও অনুভব করিলাম না। সত্যইত,প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা হইবেই বা কেন, হরিবিরিঞ্চিসহস্রারবিলাসিনী, পীযূষপায়িনী মা, হত ভাগার এই জঘন্য কুটীরে কচ্চীশাক ভোজনের জন্য আগমন করিবেন কেন? আমি নিতান্ত দুর্ম্মেধা,নিতান্ত পুরোভাগী, তাই-ঈদৃশ অসদৃশ আশায় নিবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত কত কিছু করিতেছি,কত কিছু ভাবিতেছি,ইহা কি কখনো সম্ভবে? আকাশের শশধর কি বামনের করস্থ হইতে পারে? মানস সরোবরের হংসী কখনো মণ্ডূককূপে বিহার করিতে পারে? কদাচ নহে, সুতরাং আমাদের আশা ভরসা সমস্তই বৃথা। হউক, তথাপি কল্যকার দিনটা প্রতীক্ষা না করিয়া শেষ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব না। সমস্ত হেতু যুক্তি বুঝিতে পারিলেও আত্মার আবেগ আমায় নিরাশ্বস্ত হইতে দিতেছে না, এজন্য আগামী পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত একবার দেখিব।" এই বলিয়া পতি পত্নী উভয়েই অনাহার অবস্থায় মায়ের গুণ মহিমা শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি এবং নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে রজনী অবসান করিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে বহির্গত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে মায়ের কুটীর মার্জ্জনাদি করিলেন, অনন্তর অতি কষ্টে জানুদ্বারা বিসর্পিত হইয়া কয়েকটি পুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিলেন, আর সেই ভিক্ষালব্ধ ক্রুঞ্চি (কুনকে বা টুরী) মাত্র তণ্ডুলের কিয়দংশের নৈবেদ্য ও কিয়দংশের অন্ন এবং সেই অলবণ কচ্চী শাক এই কয়েক উপহার সংগ্রহ করিয়া পূজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যথাবিধি আচমনাদি ক্রিয়ান্তে, সাশ্রু-লোচনে, গদ্গদকণ্ঠে, উদাত্তস্বরে দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া মায়ের আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ের আগমনের কোন লক্ষণ বুঝিতে পাইলেন না, তখন পুনর্ব্বার সেইরূপ সমাহ্বান করিলেন, সেই ক্ষীণ দেহের কণ্ঠশক্তি নিঃশেষ প্রায় হইল, কিন্তু মায়ের কোনই তত্ত্ববার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন না। এবার নিশ্চয় বুঝিলেন সেই ত্রিভুবনবিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী মা তাহার কুটীরে আগমন করিলেন না, এবং গতরাত্রির চিন্তিত বিষয়ই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া অনুমান করিলেন। তখন কালীশরণের হৃদয়ে অকূল নৈরাশ্য-সমুদ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ বেগের দ্বারায় তাঁহার সেই উন্মূল প্রায় জীবনতরুকে উন্মথিত করিল। জীবনতরু পতনপ্রায় হইল। তাহার পরে আবার মায়ের আগমন আশায় অনুষ্ঠিত ব্যাপারে কালীশরণের যে সকল ঘটনা অতীত হইয়াছে, সমস্তই যুগপৎ বর্ত্তমানবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। সেই বিষধরের বিষজ্বালা, তৎপরে সেই অঙ্গুলিচ্ছেদের যন্ত্রণা, সেই নিরাহারে সন্তরণ ক্লেশ, কুম্ভকারের ন্যক্কার,কুম্ভীরের ঘোর সংষ্ট্রায় নিষ্পেষণ,আর কুদ্দালে জানুকর্ত্তন, সেই অবস্থায় মৃদাহরণ, ভিক্ষাহরণ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই যেন যুগপৎ তৎকালবর্ত্তী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সেই কালীশরণের আলুলায়িত সুরুক্ষ কেশজালে সমাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ ললাটফলক ঘর্ম্মার্দ্র হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে মগ্ন হইয়া পড়িল। শ্মশ্রুসমাকুল গণ্ডস্থলে ধারা বহিতে লাগিল। তখন

জানুনির্ভরে দণ্ডায়মান হইয়া কালীশরণ মহাশয় কৃতাঞ্জলি পুটে মাকে বলিতে লাগিলেন।

কালীশরণ। মাগো জগদম্বে! আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। সপ্তস্বর্গের চূড়ামণি কৈলাস ধাম পরিত্যাগ করিয়া, হর বিরিঞ্চিমূর্দ্ধস্থিত সহস্রদল কমলের কর্ণিকাসন উপেক্ষিত করিয়া এ হতভাগার জঘন্য কুটীরে তোর শ্রীপদের সমাগম কখনই সম্ভবপর নহে, তাহা সত্য। তোর সেই সুপ্রকাশ রূপিণী মূর্ত্তি আমার নির্ম্মিত এই ঘৃণার্হ মৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিতে পারে না ইহাও সত্য। তৎপর যে রাঙা চরণদুখানির শোভা-হানি হইবে বলিয়া পারিজাত পুষ্পাঞ্জলি লইয়াও দেবরাজ ভীতবৎ ইতস্ততঃ করেন, তাহা আমার এই কলম্বীপুষ্পে কলুষিত হইবে ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। আর সতত সুধাপানে যে মুখে বিরক্তির আভাস প্রতিভাসিত হয়, তাহা এই দুর্ভাগ্য দুর্ম্মেধার উপকরণবিহীন একমুষ্টি তণ্ডুল অলবণ কচ্চী শাক সম্বলিত দিমুষ্টি অন্নগ্রহণ করিবে ইহা সর্ব্বাধিক অসম্ভাব্য বিষয়। ইত্যাদি কিছুই আমার অবিদিত নাই। কিন্তু মা! আমি বুঝিলে কি হইবে, আমার প্রাণত তাহাতে প্রবুদ্ধ হইল না! সেত সম্ভবাসম্ভব শুনিতে চায় না, সঙ্গত অসঙ্গত মানিতে চায় না। কারণ কি, জানি না, সে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া এই কুটীরেই তোকে আনীতে সাহস করিতেছে, এই কদর্য্য উপহার প্রদানে উৎসাহী হইতেছে এবং সেই জন্যই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। এখন তুই না আসিলে হতভাগার পঞ্চপ্রাণ কোন মতেই এ ভগ্ন দেহ ধারণ করিবে না। তাই বলি, মা! একটু কৃপাকটাক্ষ কর, মাত্র তিন দিবসের জন্য দুর্ভাগ্য কালীশরণের কুটীরে এক বার পদার্পণ কর। মাগো! এ সংসারে আমার আর কিছুই নাই। কেবল তোর ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি, উহাকেই আলম্বন করিয়া এই ভগ্ন দেহদণ্ড এযাবৎ সংস্থিত রহিয়াছে, মাগো! উন্মূলিত কুমুদ যেমন মৃত হইয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বলে সুধাকরের সুধা-প্রতীক্ষায় প্রস্ফুটিত থাকে, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ উন্মূলিত এবং জীবন বিহীন হইয়াও সেইরূপ তোর চরণ সুধার প্রতীক্ষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশমান আছে। এখন তাহা না পাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত অন্তর্হিত হইবে। মাগো! তোর কিছুই অবিদিত নাই, আমার যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, সমস্তই অবগতা আছিস। সেই সকল প্রাণাত্যয়কারক ঘটনা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তোর চরণ দর্শনের প্রতীক্ষায় নির্ভর করিয়া আমি অবস্থিত রহিয়াছিলাম। নতুবা কি ছয় মাসের আহার ব্যসনে এই নলিনী-দলবৎজীবন প্রতিষ্ঠমান হয়? কিম্বা সেই কৃষ্ণসর্পের বিষজ্বালা, অঙ্গুলীচ্ছেদনের যাতনা,কুম্ভীরের করাল দংষ্ট্রাপেষণ এবং পদচ্ছেদনের সুদুর্ব্বহ বেদনা উপভোগ করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে? তাহা কদাচ নহে। মা তোকে দেখিব বলিয়া তদৌৎসুক্যে নিমগ্ন হইয়াই আমি তাদৃশ মৃত্যু জনক ঘটনাতে ও মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পাই নাই, তাই সমস্তই সহ্য হইয়াছে, তাহা লইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিরত হই নাই। কিন্তু মা! এখন তোর আসার নিরাশায় যে আমার সেই সমস্তই বর্ত্তমানবৎ প্রত্যুপস্থিত হইল। তৃণাচ্ছাদিত হুতাসনের ন্যায় সমস্তই পরিদীপ্ত হইল। মাগো! আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না! আমার চির সম্ভৃত আশা বন্ধ ছিন্ন হইয়া পড়িল, ছিন্নশিফ কুম্ভ শ্রেণীর ন্যায় আমার পঞ্চ প্রাণের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিপতিত হইল! মাগো! জগদম্বে! হতভাগার জীবন যে আর জীবিত থাকে না! এখন সেই সুদারুণ গরল জ্বালায় অবসন্ন হইলাম। অঙ্গুলীচ্ছেদের যন্ত্রণায় দংদহ্যমান হইলাম! কুম্ভীরের দংষ্ট্রা পেষনে চূর্ণ বিচূর্ণ হইলাম! পদচ্ছেদনের সুদুষ্ট যাতনা আমাকে মূর্চ্ছিত করিল! আর তো সহিতেছে না, নিরালম্ব জীবন তো আর রহিতেছে না! মাগো! তুই কোথায়, হতভাগ্য কালীশরণের দুটা কথা শোন! মা! আমার কোন উপহার কোন কিছুই তোর উপযুক্ত নহে, তাহা সহস্রবার সত্য, কিন্তু মা! এদীন দরিদ্রের যে আর কিছুই নাই! এ তনয়াধম প্রাণান্ত করিয়াও কিছুই প্রাপ্ত হইল না! কলম্বী পুষ্প আর কচ্চী শাক ব্যতীত আর কিছুই ঘটাইতে পারিল না! মাগো! তুই তো আমার মা-ই বটে, আমার কিছুই নাই বলিয়া কি প্রাণান্ত সময়েও একবার দেখা দিবি না! মা! তোকে কোন উপহার গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা দেখিতেও অনুরোধ করি না, প্রতিমায় প্রবেশেরও প্রয়োজন নাই, স্পর্শেরও আবশ্যক নাই, তুই একবার মাত্র আসিয়া তোর সেই রাঙ্গাচরণ দুখানির দর্শন দান কর। মাগো! আমি আর কিছুই চাই না, একবার সেই সুধা মাখা পা দুখানির দর্শন দান কর। মা! আমি সমস্তই সহ্য করিয়াছিলাম, প্রাণাধিক তনয় তনয়াদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে সমর্পণ করিয়াও জীবিত ছিলাম, কেবল তোরই পা দুখানি প্রাণের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া অনুপ্রাণিত ছিলাম, আজ তাহারও অভাব হইলে কেমন করিয়া বাঁচিব, কেমন করিয়া থাকিব! মাগো! ওমা! জগদম্বে! দোহাই তোর পা দুখানির, দোহাই তোর "দুর্গতিহরা" নামের! ক্ষণ কালের নিমিত্ত একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর! মাগো! আর সহ্য হয় না, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।" এইরূপ বলিতে বলিতে সস্ত্রীক কালীশরণ অচেতনবৎ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

এদিকে আনন্দময়ীর কৈলাসধাম যেন হটাৎ নিরানন্দবৎ হইল, যেন কি একরূপ সংক্ষুব্ধবৎ হইল। মায়ের শ্রীমুখ-মণ্ডল ম্লানায়মান হইল, অধৈর্য্যের আভাস প্রকাশ করিতে লাগিল; স্তন-ঘট হইতে দুগ্ধ ধারা স্যন্দিত হইতে লাগিল, সভাস্থ দেববৃন্দ সচকিতে টলটলায়মান হইলেন, মায়ের প্রসন্নতা প্রত্যাশায় উচ্চৈঃস্বরে "দেবীমাহাত্ম্য" গান করিতে লাগিলেন, রক্ষ রক্ষ বলিয়া সজয়ধ্বনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে সভার্য্য কালীশরণ মুহূর্ত্ত পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন সমস্ত কুটীর সেইরূপ শূন্যময়ই আছে, সেইরূপ অন্ধকারই আছে, মায়ের শুভাগমন হয় নাই। তখন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে এইরূপ বলিলেন।—

কালীশরণ।—সতী-কুল চন্দ্রিকে! পতিপ্রাণে। হতভাগ্যের কুটীরে মা নিশ্চয়ই পদার্পণ করিলেন না, তাহা অবধারিত হইল। সুতরাং এ জীবন রক্ষা পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। কোন প্রয়োজন ও নাই। দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই, বোধ হয়,

ইহা এই ভগ্ন দেহটা পরিত্যাগ করিবে। এই দেখ, আমার সেই বিষাদির যন্ত্রণা যেন সহস্র গুণে পরিস্ফীত হইয়া এই নিরালম্ব জীবনটাকে নিষ্পেষণ করিতেছে! এখন কোন মতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না। মা-শূন্য জীবন আর বহিতেছে না। তাহা হইলে পতিপ্রাণা তুমিও নিশ্চয় আমার পথের অনুসারিণী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, আমি বিবেচনা করি, এজীবন এইরূপে অদৃশ্য হওয়া সমুপযুক্ত নহে। ইহা মায়ের নিমিত্তই এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এক দিন অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনই স্বত্ব স্বামিত্ব সম্পর্ক নাই। ইহা সেই মায়েতেই অর্পিত হইয়াছিল, মায়েরই সুস্ববৎ বস্তু। অতএব ইহাকে, এখন সেই মায়েরই উপহারে বিনিযুক্ত করিয়া নিঃশেষিত করি। প্রাণপ্রতিমে! এস, দুই জনেই একত্র হইয়া, ঐ প্রতিমার চরণের উপরি মস্তক দুইটা রাখিয়া যুগপৎ এই ছুরিকার দ্বারা গলদেশ ভিন্ন করিয়া দিই। তাহা হইলেই জীবন সহ মস্তক দুটি মায়ের চরণের উপহার হইল, মায়ের পূজার সমাপন হইল। প্রিয়ে! দেখ, যেন দুর্গানাম বিস্মৃত হইও না! অজস্র ধারাবাহী দুর্গানাম করিতে থাক, দুর্গে! দুর্গতিহরে! এইরূপে ডাকিতে থাক, আমি ও ডাকিব। সেই ছিন্ন মুণ্ডের নয়নদ্বয় নিমীলন কালে, মুখকুহর হইতে যখন শেষ বায়ু নিঃসৃত হইবে, তখন যেন "দুর্গে! দুর্গতিহরে!" এই মহাবাক্যের সহিত বিনির্গত হয়। এখন আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, জীবন শেষ হইল, এস এখন সত্বরই সঙ্কল্পিত কার্য্যের সমাধা করি।" এই বলিয়া ছুরিকা গ্রহণ করিলেন। তখন পৃথিবীতে নানাবিধ অমঙ্গল সূচনা হইতে লাগিল। ঘন ঘন ভূকম্পে, হর্ম্ম্য প্রাসাদ এবং গিরিশৃঙ্গাদি ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, সূর্য্যদেবের কিরণাবলী অন্তর্হিত হইল, জগৎ অন্ধকারময় হইল, হুতাশন নিস্তেজ হইলেন, দিগ্দাহ উল্কাপাতে দশ দিক দন্দহ্যমান হইল, দিক্‌সূনে দিঙ্মোহ করিল, ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবহমান হইয়া খণ্ড প্রলয়ের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। শিবাগণ উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইত্যাদি নানাবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়া ধরণী সংক্ষুব্ধা করিল, প্রাণীগণের হাহারব সমুত্থিত হইয়া, সেই কৈলাস পর্য্যন্ত গেল কিনা জানি না,কিন্তু সমস্ত গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এদিকে সস্ত্রীক কালীশরণ দুখানি ছুরিকা করে লইয়া প্রতিমার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গলদশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে মাকে দুইটি কথা বলিতে লাগিলেন।—

মাগো জগদম্বে! জগত্তারিণি! আমি আর কিছুই চাই না। এই জঘন্যতম কুটীরে তোকে আসিতে হইবে না, তোকে সুধা মুখে এ কচ্চী শাকও দিতে হইবে না, ঐ কৈলাস ধামে থাকিয়াই কেবল একটু দৃষ্টি মাত্র করিবি। বহু কাল যাবৎ আমাদের মনঃ প্রদত্ত উপহার দুটি, আজ বহিঃ প্রদান কালে, একবার স্বীকার করিবি মাত্র। মাগো! এই জীবন প্রায় অনেক দিন হইতেই তোর পদ-কমলে মনে মনে সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা বহিঃক্রিয়ায় পরিণত করিয়া সঙ্কল্প পরিসমাপ্ত করিব। আমাদের দম্পতির জীবন আর মনঃ প্রাণের অধিষ্ঠান যন্ত্র মস্তক দুটি তোর এই শ্রীমূর্ত্তির পদে সমর্পণ করিব, তুই ওথান হইতেই কেবল অঙ্গীকার করিবি মাত্র। তা, এই ব্রহ্ম রক্ত, স্ত্রীরক্ত বলিয়া তোর উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখন আর ব্রাহ্মণ নহি, স্ত্রীও প্রকৃত স্ত্রী নহে। তোর চরণধ্যানের অভাবে আমার চণ্ডালত্ব পরিণাম হইয়াছে। স্ত্রীও আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া অর্দ্ধ পুরুষে পরিণতী হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।" এই বলিয়া দুই জনেই সেই প্রতিমার চরণোপরি মস্তক দুটি রাখিয়া "দুর্গে! দুর্গতিহরে"—মাগো! ওমা!" এইরূপ বলিতে বলিতে গলদেশে ছুরিকাঘাত করিলেন। এদিকে হটাৎ যেন কৈলাস পুরী স্তব্ধবিল হইয়া পড়িল, ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ বিমূর্চ্ছিত হইলেন, কৈলাসের প্রদীপ অন্তর্হিত হইল। কৈলাসেশ্বরী কৈলাস নাথের বক্ষ উপেক্ষা করিয়া "হা বৎস, হা বৎসে!" বলিতে বলিতে আবির্ভূতা হইলেন, এবং সেই সুধা-নিস্যন্দী কর-পল্লব সংস্পর্শনের দ্বারা উভয়ের কণ্ঠ ক্ষত বিদূরিত করিলেন। কালীশরণের ছিন্ন করপদ পূর্ব্ববৎ সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন, শিরোঘ্রাণ আর স্তন্যধারা সেচনের দ্বারা উভয়কেই সমুজ্জীবিত করিলেন। আর বলিলেন, "বৎস বৎসে! গাত্রোত্থান কর, এই আমি আসিয়াছি, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া,কৈলাসপতির হৃদয় ধাম বিসর্জ্জন করিয়া তোমাদের কুটীরে আগমন করিয়াছি। তোমাদের সর্ব্বাভাব বিদূরিত হইয়াছে। শরীর সুপুষ্ট হইয়াছে, শক্তিমান্ হইয়াছে, দেববৎ সাবল্য সম্পদে ভূষিত হইয়াছে। বৎস! কালীশরণ! তোমার কর পদ অক্ষত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। বাবা! উঠ, গাত্রোত্থান কর, তোমার আয়োজিত উপহার আমাকে প্রদান কর,আমি এই প্রতিমাতেই অধিষ্ঠিতা হইয়া, তোমার এই কলম্বী কুসুম আর অলবণ কচ্চী শাক গ্রহণ করিব। তৎপরে, ঐ দেখ, কুবের ও ইন্দ্রাদি তোমার মনের অভিলাষ পরিপূরণের নিমিত্ত আমার স্বর্গীয় উপহারাবলী আনয়ন করিতেছেন, ইহার দ্বারা আমার পূজা করিয়া নিজ তৃপ্তি সংসাধিত করিবে। তৎপরে অতি সত্বরই আমি তোমাদিগকে এই নরকাকার পৃথিবী হইতে, জড়দেহ বিমোচিত করিয়া আমার অক্ষয্য ধামের অধিবাসী করিব। বাবা! তোমরা এইরূপ কষ্ট, এইরূপ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ বলিয়াই এই যোগী-দুর্ল্লভ স্থান সংপ্রাপ্ত হইলে, এবং সেই মহার্ঘ্য ফল দিব বলিয়াই তোমার অতকষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি। বাবা! সে কষ্ট সেবন তোমারই হয় নাই, তোমার শরীরে যাহা কিছু হইয়াছে,এই দেখ, আমার তনুও সেই সমস্তে অদ্যাপি চিহ্নিত আছে। আমার ভক্ত তনয় আমার প্রাণাধিক বস্তু, সুতরাং তাহার সুখ দুঃখ সমস্তই আমার দেহে, আমার আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। বাবা! উঠ,মা! উঠ, তোমাদের সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে। অনন্তর সভার্য্য কালীশরণ আনন্দময়ীকে পাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে মায়ের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার এইরূপে এই ভাবে আনন্দময়ীর শুভাগমন হইল। পৃথিবীতে যিনি এইরূপ করিবেন তিনিই মাকে পাইবেন, নতুবা সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবারাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই কালীশরণের উপাখ্যান চিত্রিত হইল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আ'জ না কা'ল।

নিষ্কাম ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ। যদিচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন, যদিচ ইহাই ধর্ম্মযাজকদিগের একমাত্র লক্ষ্য, তথাপি সংসার ক্ষেত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে উহা বাগবিতণ্ডাতেই পর্য্যবসিত। কার্য্যতঃ সমস্তই সকামত্বদ্যোতক। নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ বড়ই কষ্ট সাধ্য। এই যে কবি সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া জগৎস্থ লোকের প্রশংসা বাদ লাভ করিতেছেন, পাঠক, একবার উহার মূলদেশে দৃষ্টি করিলে দেখিবে সকাম ধর্ম্মের ব্যপদেশে দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন। এই যে পরহিতৈক জীবন বর্ত্তমান সাধুগণ জগতে সাধুত্বের ধ্বজা উড়াইয়া দিতেছেন, পাঠক অনুসন্ধান করুন জানিবেন সকাম প্রবৃত্তি উহাঁদের হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমানা। বস্তুতঃ কেহই "কা'ল" ভাবে না, সকলেই ভাবে "আ'জ"। আমরা "আ'জ" বলিলে বর্ত্তমান জীবন এবং "কা'ল" বলিলে ভবিষ্যৎ জীবন বুঝিব। আমরা দেখি সকলেই "আ'জ আ'জ" করিয়া ব্যতিব্যস্ত, সকলেই চায় বিনা পরিশ্রমে শস্যক্ষেত্র উর্ব্বরা করিতে, বিনা চিকিৎসায় রোগী উপশান্ত করিতে, বিনা ব্যয়ে অর্থোপায় করিতে। আশুসুখ ত্যাগ করিতে পারিব না, অথচ স্থায়ী সুখাভিলাষী। এই যে অর্থ গৃধ্নু আত্মাকে সর্ব্ব প্রকারের সুখবিলাস হইতে বঞ্চিত করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছে—পাঠক উহার উদ্দেশ্য কি, বল দেখি! এই যে পিতা শত সহস্র কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতেছে, পাঠক উহার অভিপ্রায় কি জান? এই যে রাজা অমিত ধন বিতরণ পূর্ব্বক আপনার দানশীলতার পরিচয় দিতেছেন, বল দেখি উহা কিসের জন্য? এই যে বণিক এক সহস্র টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশসহস্র টাকার পণ্যাদি অন্য ব্যবসায়ীকে ধারে দিতেছেন, উহা কিসের জন্য! প্রাণি-জগতে যেরূপ, জড়-জগতেও সেরূপ। এই নিয়ম তুল্য বলবান্। এই যে উচ্ছ্রিতকায় মহীরুহ গগন ভেদ করিবার জন্য নৃত্যোদ্যম হইয়াছে, ইহার পরিণাম কি, জান? কা'ল ইহা প্রচণ্ড বাত্যাহত হইয়া ভূমিসাৎ হইবে। এই যে খরতর প্রবহমানস্রোতস্বতী সাগরসম্মিলনের জন্য অনন্যমনে ছুটিতেছে। উহার পরিণাম কি জান? কিছুকাল পরে প্রতিকূল সলিল-তাড়নে ক্ষীণতেজাঃ হইবে। এই যে শারদীয় পৌর্ণমাসীর বিমল চন্দ্রমা বদন খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে, ইহার পরিণাম কি জান? কিছু কাল পরে ইহা নিবিড় নীরদ জালাবৃত হইয়া বিষাদ-পঙ্কিল মনে আত্মগ্লানির পরিচয় দিবে। এইরূপ দেখি জগৎ শুদ্ধ সমস্তই ভবিষ্যদ্জ্ঞান বিহীন। যাহা হউক এ সকল আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার মনুষ্য জীবনে "আ'জ" এবং "ক'াল" এর প্রতিবিম্ব কিরূপ পরিলক্ষিত হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়াই "আ'জ" কথাটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। বালক দেখে সুখ দুঃখ বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ। বালকের একটু সুন্দর ছবি দেখিলেই মনে সুখ হয়, কিন্তু "দেখিব" বলিয়া মনে করিলে সে সুখ হয় না। সুমিষ্ট আস্রাস্বাদন জনিত সুখ কল্পনাবলে উপলব্ধি হয় না। চপেটাঘাত জনিত দুঃখও কল্পনাবলে যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই রূপ ভাবে বালক দেখিতে আরম্ভ করিল, প্রকৃত সুখের বা দুঃখের সহিত বর্ত্তমান কালেরই সম্পর্ক। কল্পনাবলেও সুখ দুঃখের অনুভূতি হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ দুঃখের ন্যায় সুগম নয়। কিছুকাল পরে বালক দেখিল যে আগে লেখা পড়া করিলে পরে সুখ পাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তক ভালরূপ অভ্যস্ত হইলে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায়—পিতামাতার ভাল বাসা লাভ হয় ইত্যাদি। এই সমস্ত সুখোপকরণই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, কিন্তু কার্য্যলাভ জনিত সুখ এবং কল্পনা প্রসূত সুখ এক নয়। এক শ্রেণী ভুক্ত বটে, কিন্তু পরিমাণতঃ ন্যূনাধিক্য জ্ঞাপক। আর দ্বিতীয় কথা এই যে ঈদৃশ সুখ আমাদের সংজ্ঞানুসারে "আ'জ"এর সুখসীমান্তর্ভূত। পরে ক্রমশ বালক যুবক হইতে চলিল এবং দেখিতে ও শিখিতে আরম্ভ করিল যে দরিদ্রকে ধনদান করিতে হয়, বিপন্ন ব্যক্তির উপকার করিতে হয়। উপার্জ্জন জনিত অর্থ কিছু সঞ্চিত রাখিতে হয়, বৈরনির্য্যাতন করিতে হয়। কিন্তু হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় ইহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমান সুখহেতু। শাস্ত্রাদেশানুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, "রাজসিক বা তামসিক সুখই প্রাগুক্ত সদনুষ্ঠান গুলির মধ্যে অধিকাংশের চরম লক্ষ্য। সুখ ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন। যথা—"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

এই যৌবনের রাজত্বে আর দুঃখের বার্ত্তা নাই; সর্ব্বদা এই সুখের জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেদীপ্যমানা। চারিদিকেই সুখের ছড়াছড়ি, বিলাসের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। উকাল মিথ্যা মোকদ্দমার পোষকতা করিতে যাইয়া, সত্যকে অপমানিত, ভর্ৎসিত ও অপদস্থ করিতেছে, ডাক্তার সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য, ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষিত করিবার জন্য—অর্ব্বাচানতার অকাট্য প্রমাণ দিবার জন্য রোগীকে ধনে প্রাণে মারিতেছেন, ব্যবসায়ী লৌহপেটিকা সুবর্ণ পূরিতা করিবার জন্য মিথ্যা বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, ইত্যাদি সকলই যৌবন রাজ্যের লীলা বিভাগ। আবার যেই যুবক প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিল, অমনি ক্রমশঃ তাঁহার 'আ'জ' ছাড়িয়া কা'লএর প্রতি দৃষ্টিপাত পড়িল। ভাবিল সাংসারিক জীবনের সুখাস্বাদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইল, অধর্ম্মের দাসত্ব মনের সাধে খুব করা গেল, বিষয় ভোগস্পৃহা যথেচ্ছ ভাবে সন্তৃপ্ত হইল, এখন একবার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। কিন্তু ঈদৃশী মনস্কামনা সহজে ফলপ্রসূ হয় না। স্বেচ্ছাচারী মন কিছুতে প্রতিরুদ্ধ হইতে চায় না, স্বীয় শক্তি চিরাক্ষুণ্ণা রাখিতে চাহে। সুজনের উপদেশ পরিগ্রাহ্য নয়, সুসংবাদ ও শ্রোতব্য নয়। মন চিরাভ্যস্ত পথেই বিচরণাভিলাষী। সুতরাং সদিচ্ছা সত্ত্বেও সদনুষ্ঠান বিড়ম্বিত হয়। যে চিরকাল তস্করতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ

দেও; সে তাহা অবহিতচিত্তে শুনিবে, জীবনের অতীত স্মৃতি হৃৎপটে অঙ্কিত করিয়া সন্ত্রাসিত হইবে, নিরুদ্ধবাক্ হইবে। মর্ম্মবেদনা হৃদয়কে সারশূন্য করিবে। কিন্তু তথাপি চিরাভ্যাস পরিহার সুকর নয়, তাহাকে অনবরত পাপপুণ্য সংগ্রামের মধ্যবর্ত্তী থাকিতে হইবে, ন্যায়ের প্রতি মনের টান বাড়াইতে হইবে, সত্যের আদর একটু প্রশস্ত মনে করিতে হইবে, লোভের দাসত্ব ছাড়িতে হইবে। মনের এইরূপ দৃঢ়াবস্থা প্রতিষ্ঠিতা হইলে তবে সে চৌর্য্য বৃত্তি ছাড়িবার পাত্র হইবে। এইরূপ উন্মার্গ প্রস্থিত যুবকেরও ধর্ম্মময় জীবন সংগঠিত করিবার জন্য কতকগুলি উপক্রমণিকার যথারীতি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ তীব্র বিবেক শাসন দ্বারা আত্ম সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই সেই মানব মৃত্যু পথের পথিক হইবে। সে কেবল আ'জই দেখিয়া গেল, কা'লের প্রতি আর দৃষ্টি করিল না। চেষ্টা আরম্ভ হইল, তাহা আবার ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই চেষ্টা কর্ত্তার ইহ লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। পার্থিব জীবনে যে সুখতৃষ্ণার জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব থাকিত, এখন সেই ক্ষণিক সুখ দীর্ঘস্থায়ী অসুখের নিদান হইল।

এখন বুঝা গেল যে 'আ'জ' এবং 'কা'ল' বলিতে আমরা কি বুঝিতে পারি। কিন্তু মনের ঈদৃশ বিকৃত ভাব কোথা হইতে এবং কেনই বা উপস্থিত হয় একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য করা যাউক।

সাধারণ সুখ দুঃখ জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক। সদ্যোজাত শিশু ক্ষুধার উদ্রেক হইবামাত্রই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, এবং মাতৃস্তন্যপান করিবামাত্রই শান্ত হইল। এই স্বাভাবিক জ্ঞান দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সংযোগে উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল; বহু দর্শিতা এই জ্ঞানের সহায়তা করিল। কারণ আমরা দেখি ইংরেজ চেয়ার টেবিলে বসিয়া আহারাদি করে, আলাপাদি করে। আমরাও এই সুখের প্রত্যাশী। আমরা দেখি ইংরেজ নানাবিধ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করে, তাহা দেখিয়া আমাদের রসনা লোলায়মানা, আমরা দেখি ধন-কুবের ত্রিতল অট্টালিকোপরি দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করে, নিদাঘের দুর্ব্বিষহ উৎপীড়নেও শীতানুভব করে, আমরা ইহা দেখিয়া সেই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু যদি না দেখিতাম, তবে হয়ত এই সুখাংশ কল্পনায় ও আসিত কি না সন্দেহ। রেলপথ আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে লোকে রেলে যাওয়ার সুখ পাইত না, কিন্তু এখন দুপাও হাটিতে গেলেই রেল, ট্রাম, জাহাজ ইত্যাদি কত কথা মনে পড়িয়া যায়। এইরূপ তাড়িতালোক, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, জাহাজ ইত্যাদি দেখিয়া সুখ আশা কত বলবতী হইয়াছে সকলেই জানেন। আগ্রার তাজমহল, চীনের প্রাচীর ইত্যাদি যে না দেখিয়াছে, সে তদ্দর্শন জনিত সুখ সম্পদ অজ্ঞান-কল্পনায় তাহার পার্শ্ববর্ত্তীও হইতে পারে না। কিন্তু যে দেখিয়াছে সে এতৎ সম্বন্ধে সজ্ঞান এবং তাহার দর্শন পিপাসা অনিবারিত। সে যত দেখিবে ততই তাহার দর্শনেচ্ছা বলবতী হইবে। আবার যে, না দেখিয়াও ইতিহাসাদিতে প্রাগুক্ত স্থান সকলের বিশেষ বর্ণনা পাঠ করিয়াছে তাহার, এতৎ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সুখ আছে। যেহেতু এতৎ সম্বন্ধে তাহারা কিছু জানিয়াছে। আমাকে যদি কেহ বলে, অমুক স্থানে ১৫ হাত একটা মৎস্য ধরা পড়িয়াছে, ইহা শুনিয়া যদি আমি উহা দেখিতে যাই তবে আমার কিছু সুখ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যদি না দেখিতে যাই তবে আর সে সুখ কিছুতেই পাইব না। কল্পনা বলে সুখচ্ছবি গড়াইয়া নিতে পারি বটে, কিন্তু কল্পনা প্রসূত সুখ এবং যথার্থ সুখ বহু বিভিন্ন। এইরূপ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সুখ মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্তা হয়, এই জ্ঞান আবার প্রধানতঃ, দর্শন জাত এবং শ্রবণ জাত ইত্যাদি। এই সুখের জন্যই লেখা পড়া শিক্ষা করা, দেশ পর্য্যটন করা ইত্যাদি।

এই সুখ আবার নিত্য অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। প্রাবৃট্ কালীন তটিনী বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা দর্শন করিলে যে সুখ হয়, তাহা অনিত্য সুখ এবং নিশীথ কালীন নভোমণ্ডলের তারকাবলী দর্শন করিলেও কতকটা অনিত্য সুখের উপলব্ধি হয়। সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক বলিতে গেলে বলিতে হয় অনিত্য বস্তু দর্শন অনিত্য সুখের কারণ, এবং নিত্য বস্তু দর্শন নিত্য সুখের কারণ। যাহা হউক এ বিষয় বাদানুবাদ করা প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মতর রূপে বলিতে গেলে এক ঈশ্বর ভিন্ন সমস্তই অনিত্য বলিতে হয়।

এই সুখ দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে আত্মদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যেরই আত্মোপরি ফলাফল নির্ণয় করা আবশ্যক। সৎকার্য্য করিলেই বা আত্মার কিরূপ অবস্থা হয় এবং অসৎকার্য্য করিলেই বা আত্মার কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, তৎপ্রতি অভিনিবিষ্টমনে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রথা নাই বলিয়া "আ'জ'এর সম্মান এবং কা'লএর পদ বিমর্দ্দন। এই জন্যই জগতে পাপের প্রশ্রয় এবং পুণ্যের হতাদর, সতের লাঞ্ছনা এবং অসতের শ্রীবৃদ্ধি।

শ্রীকশ্চিদার্য্যতনয়ঃ।

"তত্ত্বমসি"

আমরা প্রথমে (গতশ্রাবণ মাসের বেদব্যাস দেখ) দেখাইয়াছি, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অদ্বয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন। তত্ত্বমসির তাৎপর্য্য অভেদ বোধক ইহা শ্রৌতাচার্য্য সম্মত। অন্যান্য সাক্ষাৎ শ্রুতি ও উহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, দ্বৈত জ্ঞানের নিন্দা বোধক বহুশ্রুতি আছে, কিন্তু অদ্বয় জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা শ্রুতি নাই, প্রত্যুত স্বপক্ষেই আছে। সুতরাং তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শ্রৌত তাৎপর্য্য অভেদ বোধক হইলে উপাস্য, উপাসক, আরাধ্য আরাধক প্রভৃতি ভাব রক্ষিত হয় না। অতএব অভেদ বোধক তাৎপর্য্য অসঙ্গত এইরূপ বহুবিধ আপত্তির উত্থান হইতে পারে। এইরূপ আপত্তির মধ্যে যত সংশয় ও আপত্তির উপস্থিতি হইতে পারে, আদৌ তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

১। তত্ত্বমসির অভেদ তাৎপর্য্য হইলে—আরাধ্য আরাধক ভাবের তিরোধান হয়।

২। পরমেশ্বর নিষ্পাপ নির্লিপ্ত, জীব পাপবত্তাদি দোষ-

দুষ্ট। অপাপত্বাদি গুণকে পাপবত্বাদি গুণে এবং পাপবত্তাদি গুণকে অপাপত্বাদি গুণে জানিতে ও ভাবিতে পারে না এবং ভাবিতে প্রবৃত্তি ও হয় না।

৩। পরমেশ্বর নিষ্পাপ, অসংসারী ; জীব সংসারী, সপাপ, সুতরাং বিপরীত। পরমেশ্বর সংসারী আত্মা হইলে এখন ঈশ্বর নাই, এইরূপ আপত্তির সমাবেশ ও শাস্ত্রোপদেশের নিষ্ফলতা হয়।

৪। সংসারী আত্মাই ঈশ্বর হইলে অধিকারী না থাকায় কে কাহাকে উপাসনা করে ?

৫। ঈশ্বরই সংসারী এ কথা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ।

উপরোক্ত এই প্রশ্নাবলীর উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

শাস্ত্রগুলি শ্রুতি সাপেক্ষ। শ্রুতি নিরপেক্ষ শাস্ত্র শিষ্টানুমোদিত নহে। কারণ শ্রুতি বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা না করিয়া স্বকপোল কল্পিত মত বিন্যাস করিলেই নানা বিচিকিৎসার আবির্ভাব হয়। বেদ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত ইহা অনেকেই জানেন। কিন্তু উপাসনা কাণ্ড তাহার অন্যতম। উপাসনার পর্য্যালোচনা ও মীমাংসিত মত অবগত হইতে হইলে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ দেখিতে শুনিতে হয়। উপাসনা গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গগ্রহ। উহাদের মধ্যে অহং গ্রহ উপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্পের উপাসনা।

"যস্য স্যাদদ্ধান বিচিকিৎসাস্তি, ইতি শ্রুতি

যাহার অহমীশ্বর, আমিই ঈশ্বর এরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, আমি ঈশ্বর কিনা এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি উহার প্রমাণ। এখন পূর্ব্বোক্ত আপত্তি গুলির নিরসন জন্য প্রথমতঃ অভেদ জ্ঞানে যে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ ভূত কতিপয় শ্রুতির উপন্যাস করা যাইতেছে,—

"ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ তত্ত্বমসি দেবতে, হে ভগবতি দেবতে! প্রসিদ্ধ তুমিই আমি, অথবা আমিই প্রসিদ্ধ তুমি।

"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ পশুরেবং।

যে ভিন্ন ভাবে দেবতা উপাসনা করে, উপাস্য দেব ভিন্ন ও উপাসক আমি ভিন্ন এইরূপ ভাবে, সে পশু। এইরূপ ভূয়সী শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা গান করিয়া অহং গ্রহ উপাসনার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং অহং অভেদে উপাসনা করিলেই প্রকৃত উপাসনা হয়। অদ্যাপি শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনার প্রারম্ভে সোঽহং জ্ঞান, এমন কি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়াই সোঽহং ভাবে ভাবিত হইবে এরূপ বিধান প্রচারিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত এক আপত্তি এই যে, অসংসারিত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি গুণের অভেদ ভাবনা হওয়া অসম্ভব। উত্তরে বলা যাইতেছে, একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায় যে, জীবের যে সমস্ত বিরুদ্ধ গুণ দৃষ্ট হইতেছে, উহা মিথ্যা। মিথ্যা গুণ গুলি অপগত হইলেই গুণীর অভেদ সাধিত হয়। যে নির্গুণ তাহার আবার গুণ কি। উপাধির দোষ গুণ গুণীর নহে, গুণী উপাধি যোগে দোষ গুণে অধ্যস্ত হয়, বস্তুতঃ দোষাদি বুদ্ধ্যাদিরই গুণ।

আর এক আপত্তি ছিল যে, ঈশ্বর জীবরূপ ধারণ করিলে ঈশ্বরাভাব প্রসক্ত হইবে, সে কথাও সাধু নহে। কারণ শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অনভ্যুপগম এই দুই কারণে সে আপত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় না। অভেদার্থেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পরমেশ্বর। এই জগৎ তাঁহার একাংশে অবস্থিত। শাস্ত্র ঈশ্বরের সংসারিত্ব প্রতিপাদন করেন না। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সংসারীর সংসারিত্ব বিদূরিতা হউক, ঈশ্বরত্ব বোধ অবিচাল্য হউক। তদ্রূপেই শাস্ত্রে অদ্বয়েশ্বরের অপাপত্বাদি গুণতা নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাহা তদ্বিরুদ্ধ গুণ, তাহা মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত। যদিও আপাততঃ বিরুদ্ধ গুণ প্রতিভাত হয়,তাহা কেবল অবিদ্যান্ধকারের ফল। অবিদ্যার বিনাশ করিয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। এজন্যই পূজককে প্রথমেই সোঽহং চিন্তা করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। আর এক আপত্তি ছিল, অধিকারীর অভাব,—উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক এক হইলে উপাসক থাকে কৈ ? মূলে উপাসকেরই অভাব হয়। বস্তুতঃ তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ, সুতরাং সে কথাও অসঙ্গত। কারণ তত্ত্বজ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বে সংসারিত্ব এবং প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার স্বীকার হইতে হয়। তত্পর আত্ম প্রবোধ উপস্থিত হইলে আর সংসারিত্ব ও প্রমাণাদি ব্যবহার থাকে না।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (শ্রুতি) সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয়, তখন কে কি দেখিবে ? এই সমস্ত শ্রৌতবাক্যে প্রবোধ কালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। সুতরাং ভেদ জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞানাবস্থার পরিচায়ক এবং পূজাদি সাধনার তখনই প্রয়োজন। অবিদ্যামোহে মুগ্ধ জীব পূজ্য পূজক পৃথক্ ভাবে দেখিয়া থাকে, কিন্তু সেই পৃথক ভাব অন্তর হইতে যাহাতে অন্তর্হিত হয়, তাহার জন্যই পূজাদির প্রয়োজন। যিনি পূজা জপ পরায়ণ, অভ্যাস ও অদৃষ্ট বলে বহিরঙ্গ সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া অন্তরঙ্গ সাধনে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তন্ময় হইয়াছে, তাহার দ্বৈতভাব কোন রূপেই থাকিতে পারে না। যদি দ্বৈত ভান থাকে তবে নিশ্চয় সমাধি হয় নাই, সুতরাং পূজ্য পূজক ভাব থাকে না, ইহা সাধকের আপত্তি নহে। শ্রুতি স্পষ্ট রূপে বলিয়া দিয়াছেন।

"দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি"

অতএব আরাধ্য আরাধক ভাব প্রথম মান্য করিলেই যে, জীব পরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকার হয়,তাহা নহে, প্রকাশ-অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধি ভেদে ভিন্ন প্রায় হয়, প্রকাশ-স্বভাব চিদাত্মা সেইরূপ চিত্তোপাধি দ্বারা ভিন্ন প্রায় হন অর্থাৎ উপাস্য উপাসক ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। বস্তুতঃপরমেশ্বর অবিশেষ অর্থাৎ একরকম। অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ॥

পরমার্ষ সূত্রম্ ॥

উপাস্য উপাসক ভাব তাত্ত্বিক নহে, মিথ্যা। এমন কি বেদ পর্য্যন্ত তখন অবেদ হয় "বেদা অবেদাঃ, বেদের প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হয়। যত দিন পূজ্য পূজক ভাব পৃথক্ থাকিবে ততদিন তাহার পূজার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় নাই, সুতরাং পূজ্য পূজক এই আপত্তি সংসারাসক্ত বিষয় সুখীর। উহা একান্ত অকিঞ্চিৎ কর।

এখন উহার সঙ্গে আর এক আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, যদি অভেদই হইল, তবে প্রবোধ কাহার। উত্তর এই।—যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার প্রবোধ। যদি বল শাস্ত্রানুসারে আমি, ঈশ্বর। শ্রুতি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বলিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আবার প্রবোধ কি ? যে অবোধ তাহারই প্রবোধ ? পরন্তু যে নিত্য প্রবুদ্ধ, তাহারঅ াবার বোধ কি ? উত্তরে এই বলা যাইতেছে যে, যদি তুমি আপনাকে নিত্য প্রবুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কাহার ও প্রবোধ ভাব নাই। অন্য কেহ অবোধ নহে, অন্য কেহ প্রবুদ্ধ হয় না। ফলতঃ এসম্বন্ধে যত কিছু পূর্ব্ব পক্ষ হইবে সমস্তই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। অবিদ্যা থাকায় অদ্বৈত ভঙ্গ হয় অর্থাৎ আত্মা স্বরূপতঃ অদ্বয় হইয়াও সদ্বয় হন। সাধক শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত দর্শিত কারণে অভিন্ন ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন, অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

"যদ্যেবং প্রতিবুদ্ধোঽসি নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ

ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

"যদ্যদ্বৈতেন তোষোস্তি যুক্ত এবেসি সর্ব্বদেতি বাচস্পতি মিশ্রোদ্ধৃত বচন।

"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ পরমার্ষ সূত্রম্ ৪ অ ১ পা ৩ সূ

যাহারা প্রকৃত মুমুক্ষু হইতে সযত্ন, তাহারা অভেদ বোধের বাধা বিনাশের উপায় দেখেন, আর যাহারা বিষয় সুখ সাগরে সঞ্চরণ করাকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন, তাহারাই ভেদ জ্ঞানের পক্ষপাতী। বস্তুতঃ ভেদ জ্ঞানের নিন্দা যাবতীয় শাস্ত্রে রহিয়াছে, তথাপি দ্বৈতজ্ঞানের পক্ষপাত কলি রোগ বিশেষ। এই সকল কারণে সনির্ব্বন্ধ বলা যাইতে পারে। অন্যান্য শ্রৌত তাৎপর্য্যের সমন্বয় পরিহার করিয়া কেবল শ্রুতি খণ্ডের উপর স্বকপোল কল্পিত মতানুসারে ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য, প্রকাশ করা বিজ্ঞের কার্য্য, অযথা মত বিস্তারার্থ অপার্থ প্রকটন কাহারও কর্ত্তব্য নহে। শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়িগণ স্বীয় উপাস্যের প্রধান্য জন্য বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিবেন মূল এক অদ্বয় একরস।" "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী।

মনের বিষাদ।

আমরা সংসারের ঘৃণিত, অপবিত্র, মলিনীকৃতান্তঃকরণ প্রাণী, তাই আমরা জগন্মায়ের অপার দয়া-সাগরের অনুপম অমৃত পান করিতে পারিলাম না। যাঁহার দয়া অনন্ত-অপরিসীম, যাঁহার স্নেহ সর্ব্বোপরি ক্রিয়া করিয়া অনন্ত জগৎকে সুস্নিগ্ধ ও আপ্যায়িত করিতেছে, যাঁহার সুবিশাল দয়াম্বুধির কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া আমরা দয়ারসের আস্বাদ জনিত অপরিমেয় আনন্দানুভবে সমর্থ হইতেছি, হতভাগ্য দুঃখী সন্তান আমরা সেই মাতৃ-দয়ায় বঞ্চিত। আমাদের হৃদয় অবিপত্রতা পরিপূরিত, কৌটিল্য-নিসেবিত, বিষয়-তৃষ্ণা-সমাচ্ছাদিত, ইন্দ্রিয়-বাত্যাঘাতে বিঘূর্ণিত, গর্ব্বান্ধতমসে সমাবৃত, তাই মাতৃ-দয়ার সুকোমল ছবি প্রতিফলিত হয় না। যদি হৃদয়-কন্দরে সারল্য-বিবসান্ কখনও বিভাসিত হইত, যদি এ মলিমস হৃদয় হইতে অবিশ্বাস-কলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, তবে আমরা ও এক দিন জগন্মায়ের নিরমল দয়ারসরাশির অনুভবে সমর্থ হইতাম। তাহা হইল কৈ ? মানস-গহ্বর যে, শত শত কুপ্রবৃত্তি-তমোমালায় সমাকুলিত। কি প্রকারে, সে দয়াধিকারী হইব ? তবে কি মা আমার প্রতি দয়া করিবেন না। মা কি আমার এ অজ্ঞান-কালুষ্য বিদূরিত করিবেন না ? মা কি দয়াহীনা ? না, না, না, তা কখন ও বলিতে পারি না। মা দয়াহীনা বলিতে যে, রসনা অগ্রসর হয় না। মুখমণ্ডল যেন মুকুলিত হইয়া আসে। নয়ন যেন কি ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বারিতে ভাসিতে থাকে, অন্য ইন্দ্রিয়গণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। মন ও যেন সেই সঙ্গে অবসন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত রহস্য—যখনই মানস-পবন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণের সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন আর রসনাদি কোন ইন্দ্রিয়েরই আর দীনতা থাকে না। তখন তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী মাতৃ-দয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত নিজেই অনুভব করিতে পারিয়া অপার আনন্দ-বারিধি সলিলে সুখে ক্রীড়া করিতে থাকে।

তাই মন মহাশয় প্রথমতঃ রসনাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রসনে ! তুমি মাতৃ-দয়ার জন্য আকুলিত হইতেছ কেন ? তোমার সম্মুখেইত মূর্ত্তিমতী মাতৃদয়া বিরাজমানা রহিয়াছে,তবে আর তুমি মাতৃদয়া বঞ্চিতা বলিয়া আপনাকে তিরস্কৃত করিতেছ কেন ? এ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াই পার্থিব মাতার প্রস্রুত স্তন হইতে যে অমৃতবিন্দু পান করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা তুমি দিন দিন পুষ্টাঙ্গ হইয়া আজ পূর্ণাকারে পরিণত হইয়াছ,যাহা তোমার নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অতিযতনে, অতি সন্তর্পণে, কত আদরে, কত শিল্পতার সহিত নির্ম্মিত হইয়া ছিল, যাহা দ্বারা তুমি আত্ম-পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিসাধন করিয়া পরোপকারের পূর্ণ অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, তাহা কি মাতৃ-দয়ার ফল নয় ? তাহা কি মাতৃ-স্নেহের রূপান্তর নয় ? তখনই কি তুমি মাতৃ-দয়া অনুভব করিতে পার নাই ? অবশ্যই পারিয়াছিলে। রসনে ! বহু দিনের পরিবর্ত্তনে আর তোমার সে কথা মানস-পটে বিকাশ পাইতেছে না, তুমি ভাবিয়া দেখ,—তাহা (স্তন্য) যদি মাতৃ-দয়ার রূপান্তর না হইত, তবে জড় পিশিতপিণ্ড ঐ অমৃত কোথা হইতে পাইল ? জড় মাংস পিণ্ডের যদি সেই অমৃত সমাহরণের সামর্থ্য থাকিত, তবে হস্ত পদাদি মাংস পিণ্ডে ও উহা পরিলক্ষিত হইত। তাহা কি কখন ও হয় ? হয় না। অতএব রসনে ! তুমি সমাশ্বস্ত হও। তুমি আজীবন মাতৃ দয়ারসে আপ্লুত হইয়া আজ কেন তোমার এতাদৃশ কশ্মল সমুপস্থিত হইল ? মা দয়ার মূর্ত্তি, তুমি ও সর্ব্বদাই সেই দয়ারসে হাবুডুবু খাইতেছ, তথাপি অন্ধ যেমন নয়নোপরি পরিবর্ত্তমান মার্ত্তণ্ড দেবকে দেখিতে পায় না, তুমিও তাদৃশ অজ্ঞানান্ধ, তাই অনুভবে সমর্থ হও না।

রসনে ! তুমি সমাকুলিত হইও না, চিত্ত-নদীর বেগ সম্বরণ কর। মা তোমাকে ভালবাসেন, তুমি মার বড়ই কৃপাপাত্রী। তুমি মার পীযূষবর্ষী নামাবলী উচ্চারণ করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতেছ। তুমি যখন মায়ের "দুর্গে","তারিণী"জগদম্বে" ইত্যাদি

নাম কীর্ত্তন কর, তখন অবনিমণ্ডল তৎশ্রবণে কৃতার্থ হয়। তৎপর মা দয়া করিয়া মাধুর্য্যাদি ষড়্ রসের অধিকারী একমাত্র তোমাকেই করিয়াছেন। অয়ি রসনে! একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি মাধুর্য্যাদি রসের উপলব্ধি সময়ে কতই সুখ, কতই আনন্দ অনুভব কর। মা দয়া করিয়া না দিলে, কি আনন্দ কেহ অনুভব করিতে পারে? মা আমার আনন্দময়ী, তাই তোমাকে ভাল বাসিয়া আনন্দ দেন। রসজ্ঞে! তুমি শান্ত হও, তোমার বিকার অপনীত হউক, তুমি আপনাকে মায়ের দয়াস্পদ মনে করিয়া সুখিত হও।

নয়ন! তুমিও মূর্খ! অজ্ঞানান্ধ! তাই মাতৃ-দয়া অন্বেষণে সচেষ্ট হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত নিরাশ্বস্ত হৃদয়ে ম্লান হইতেছ। একবার তোমার অদূরস্থিত ঐ উদ্যানমালার প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ কর। ঐ দেখ, আবার তোমার উপরে গগনমণ্ডল আলোকিত, সুস্নিগ্ধ ও উপজীবিত করিয়া চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, দেখ! নয়ন! একবার আত্মা, মন ঢালিয়া দিয়া দেখ। ঐ আকাশের কোলে কি অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সুষমা খেলা করিতেছে, উহার অনুপম মাধুরি চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। আহা! কি শোভা, কি সৌন্দর্য্যছটা, ঐ জলদাবলীর প্রতি এক নিমেষের নিমিত্ত ও দৃষ্টি প্রসারণ করিলে আত্মা যেন পরিপূর্ণ হয়, মনটা যেন আনন্দময় হইয়া যায়। ঐ সাদা সাদা খণ্ড খণ্ড বারিদমালার কোন কোন স্তরে আবার নীল, পীত, রক্ত আরো কত কি রঙ্গে অনুরঞ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার প্রতি এক বার নয়ন ফিরাইলে আর প্রতিসংহার করা যায় না। আবার পূর্ব্ব দিকে অবলোকন করিয়া দেখ,—সৌদামিনীর হাসি হাসি মুখখানি যেন সম্মিলন-সুখাশায় প্রসন্ন জলদ কোলে লুক্কায়িত হইতেছে। আহা! উহাদের কতই শোভা। তোমাকে যে ঐ উদ্যানাবলী দেখাইলাম,উহার দিকে আবার চক্ষু ফিরাও, দেখ, উহার কি অভাবনীয় কান্তি। ইহার সুকোমল শোভা মন প্রাণের অণুতে অণুতে যেন অনুপ্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও সমুল্লসিত করিতেছে। কত সুরম্য প্রসূনমালা উহাতে বিরাজ করিয়া অপূর্ব্ব সুশ্রীকতা সাধন করিতেছে। উহার প্রতি একাগ্র মানসে নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, কোন দয়াবতী মালাকরী স্তরে স্তরে মালালহরী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। একবার দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। কতই আনন্দ, কতই শান্তি, কতই সমুল্লাস, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? নয়ন! আর একবার সুধাংশুর কোলে বিশ্রাম কর, তোমার আত্মা আপ্যায়িত হইবে। আহা! দেখ, ঐ কৌমুদীর কি পরমা শোভা। সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণাভিহত আত্মা এখন যেন গভীর সুধাম্বুধির সুধাধারায় সমুন্মীলিত হইল। নয়ন! আর কত দেখিবে, যদি আরো দেখিতে চাও, তবে ইতস্ততঃ আত্মপ্রসারণ কর। জগন্মায়ের অপূর্ব্ব দয়া দেখিতে পাইবে। এতক্ষণ তুমি যাহা দেখিয়া বিস্মিত এবং পরক্ষণেই প্রোৎফুল্ল হইয়াছ, ইহা কি মায়ের দয়ারই রূপান্তর নয়? বস্তুতঃ উহা মায়েরই দয়া। তুমি মায়ের ভালবাসা চাও, তাই মা দশ আশা ব্যাপিয়া দয়া বিতান করিয়া রাখিয়াছেন। নয়ন! মা দয়া করিয়া না দিলে তুমি ঐ অসামান্য আনন্দ কোথা হইতে পাইলে। ঐ যে সুরম্য কত কি দেখিলে, উহাত সমস্তই জড়,—লোষ্টবৎ মলিন, উহাতে আনন্দ নাই, শান্তি নাই। তবে স্বর্গীয় অতুল্য সুখ কোথা হইতে আসিল? উহা জড়ের গুণ নহে, উহা মায়েরই দয়া, মা দয়ার নিধান, তাই তোমাকে সুশান্ত করিতেছেন। যদি ঐ শান্তিধারা জড়পিণ্ডে থাকিত, তাহা হইলে লোষ্ট দেখিয়া তুমি বিহ্বল হও নাই কেন?

ত্বক্! তুমি আবার বিশীর্ণ হইতেছ কেন? তোমারও কি মাতৃ-দয়ার অস্তিত্বে অবিশ্বাস হইয়াছে? হইতে পারে। তুমি অন্ধ, তাই মায়ের জ্বলন্ত দয়ালহরী দেখিতে পাও না, তুমি কোটি কোটি রোম কূপের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিতেছ, যাহা তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে সঞ্জীবিত করিতেছে, যাহা তোমার অস্তিত্বের সহায়, সেই বায়ু;—সেই সুস্নিগ্ধ, সুশান্তিপ্রদ মলয়ানিল তোমাকে কে দিলে? কার দয়ায়, কার ভালবাসায় তুমি সেই অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইলে? অবশ্যই বলিবে, মা'র দয়ায়। যদি আজ অভিমান কর, তবে তুমি কৃতঘ্ন। মা তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তাই তোমাকে ব্যাপক অধিকার দিয়া চরিতার্থ করিয়াছেন। তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অভিনিবিষ্টভাবে চিন্তা কর—মলয়-সমিরণ তুমি নিজে গ্রহণ কর নাই। মা দয়া করিয়া, তোমাকে অনুপ্রাণিত, সুখিত করিবার নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। যদি তুমি বিশ্বাস না কর, তবে একবার রসনাকে, নয়নকে, নাসিকাকে, কর্ণকে, সমাদরে জিজ্ঞাসা কর, "ভাই! আমরাত সকলেই একত্রিত হইয়া থাকি। ভাই! তোমরা পরস্পর কিছু ব্যবহিত হইলেও আমিত ক্ষণকালের জন্যও তোমাদের কাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকি না। সহচারিন্! তোমরা কি কেহ মলয় মারুৎ গ্রহণ করিতে পারিয়াছ"। ঐ দেখ, সকলেই একতানে বলিতেছে, "না, ভাই! না। আমরা পারি নাই। মা তোকেই বড় ভালবাসে, তাই উহা তোকেই দিয়াছে।" ত্বক্! তুমি একবার অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিয়া চিন্তাকর, তবেই বুঝিতে পারিবে। মা'ই তোমাকে দয়া করিয়া ঐ অনুপম সুখ সম্ভোগে নিযুক্ত করিয়াছে, নতুবা তোমার মত নয়নাদি ইন্দ্রিয়বর্গ উহা পায় নাই কেন? অতএব ত্বক্! তুমি ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর, অজ্ঞান-তিরস্করিণী তিরোহিত কর, তবেই প্রতিক্ষণ-অনুভূয়মানা মাতৃ-দয়ার প্রকৃত মধুরিমা উপভোগ করিতে পারিবে।

কর্ণ! "মা দয়াহীনা" শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছ? দুঃখ পরিহার কর। জাগ্রত হও, একবার আত্মা, মন মাতে সমর্পণ কর, তবেই মাতৃ-দয়া বুঝিতে পারিবে। উত্তুঙ্গ মোহ-তরঙ্গে ভাসিও না। মা দয়াময়ী, তাই তোমার প্রতি অগাধ দয়ারাশি বিতরণ করিতেছেন। ঐ শুন—মা এখনই তোমার ভ্রান্তি অপসারণের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র জনৈক সাধককে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। শুন—সাধক কৃতাঞ্জলিপাণি হইয়া কি মধুর মা'র গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রবণ! তুমিই ধন্য! মার গুণ গীতি শুনিতে তুমিই একমাত্র অধিকারী। আমরা তোমার সহচর হইয়াও ঐ পীযূষরস পানে অসমর্থ। সাধক কি বলিতেছেন, একবার অবহিত হইয়া শুন।—"মাগো!

ওমা! দুর্গে! অশেষ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও তোমাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। প্রসন্নময়ি! একবার কৃপা করিয়া তোমার অনাথ হতভাগ্য সন্তানকে রক্ষা কর। মাগো! আমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। নিরন্তর সংসার-বাত্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি। বিষয়-বিষধরবিষে তনুলতা অনিশ জর্জ্জরিত। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদাই আমাকে বঞ্চিত করিয়া অহরহ আমার প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মাগো! আমি শুনেছি, তুই কল্পলতিকা। সাধকের হৃদম্বুজবিহারিণী। তুই অনাথের আশ্রয়। আমি মূঢ়বুদ্ধি তনয়। তোর অনন্ত মহিমা-বিস্তার বুঝিতে না পারিয়া গাঢ়ান্ধতম সমাবৃত দুর্গম নিরয় পথে অগ্রসর হইতেছি। মাগো! তুইত ত্রিতাপহারিণী, শরণাগত ভীতিনিবারিণী। একবার দয়াশ্লিষ্ট হৃদয়ে এ অধম সন্তানের প্রতি নয়ন দে। জগদম্বে! তোর ঐ সুরাসুর-পরিসেবিত সাধুবৃন্দ সুবন্দিত চরণদ্বন্দ্ব দেখিলে আমার মন প্রাণ উহাতে বিলীন হইয়া যায়। তুইত কৃপাময়ী ক্ষণেকের জন্য একবার এ দুঃখীর নিকটে দাঁড়া, আমি এই প্রভূত যত্ন রচিত পুষ্পাঞ্জলি তোর ঐ চরণ প্রান্তে নিক্ষেপ করি।"

শ্রবণ! সাধকের অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী শুনিলে। শুন, আবার ঐ দিকে কোন মহাত্মা গললগ্নীকৃতবাসে উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মা, মা বলিয়া ডাকিতেছেন, আর গাইতেছেন,

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতঃ! জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য।
সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি! দুর্গে! দেবি! নমোস্তুতে॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কি রুক্ষবর্ণনপরৈঃ ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে! ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব! পরং তবৈব॥
জগন্মাতঃ! মাতঃ! তব চরণসেবা ন রচিতা
নবা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

শ্রোত্র! শুন, আর কত কি বলিতেছেন। এমন মধুর ধ্বনি আর শুনিবে না, জীবন সার্থক কর। ধন্য! তুমিই ধন্য! মায়ের ভালবাসা তোমাতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আমরা ত মায়েরই সন্তান। মায়ের গুণাবলী শুনিতে পাইলাম না। শ্রবণ! তোমার পায়ে পড়ি—কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করি। তুই আর একবার ঐ মধুরিমার আস্বাদে আমাকে কৃতার্থ কর। আমি নিরতিশয় হতভাগ্য। আমি ক্ষণেকের জন্য যে তোর সহিত একাগ্র ভাবে মার নাম শুনিব, তাহাতে ও বঞ্চিত। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক হইতে রসনা প্রভৃতি আমাকে আহ্বান করিতেছে। আজ বুঝিলাম তুইই মায়ের দয়ার পাত্র। মা তোমাকে বড় কৃপা করিয়া তাঁর নাম শুনিতে একমাত্র অধিকারী করিয়াছেন। অতএব তুমি শান্ত হও, মায়ের দয়াতে আর সন্দিহান হইও না। মা তোর নিকটে সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছেন।

মনের এতাদৃশী সুমধুর বাক্যাবলী শ্রবণে সকলেই নিজ নিজকে মাতৃ-স্নেহের অধিকারী মনে করিয়া আনন্দ-সাগর-কল্লোলে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু নাসিকা নিতান্ত ম্লানায়মানা। নাসিকার গন্ধ গ্রহণের শক্তি তিরোহিত হইল, অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত প্রায় হইল। মাতৃ-দয়া হীনা কি জীবন ধারণ করিতে পারে? মাতৃ-স্নেহ-বঞ্চিত জীবন কি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে? তাই নাসিকা আজ নিতান্ত বিমৃষ্ট, যেন মৃত। মন ঈদৃশী দশা দেখিয়া বলিলেন,—গন্ধবহে! তুমি উন্মত্তা হইও না, তুমি ও তোমার সহচরবর্গের ন্যায় মাতৃ-স্নেহের অধিকারিণী। মা তোমাকে ও ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, মা তোমাকে সকল অপেক্ষায় অধিক স্নেহ করেন। মার কৃপায় তুমি ত্বদীয় সহচারীগণের অধীশ্বরী। তোমার কৃপাতেই উহারা প্রাণিত থাকে, নিজ নিজ ক্রিয়ায় সমর্থতর হয়। তুমি যদি বাহ্য বায়ু গ্রহণ না কর, তবে উহারা জীবিত থাকিয়া সু সু ক্রিয়ায় উদ্যুক্ত হইতে পারে না। তিলমাত্র সময় তোমার সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের মৃত্যু দশা উপস্থিত হয়। তাই বলি,—তুমি চিন্তা সমাকুল হইও না। মা তোমাকে দয়া করিয়া ইন্দ্রিয় রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়াছেন। কত কত মনোহর গন্ধ উপহার দিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। তুমি চম্পক,মল্লিকা, গোলাপ, বেল প্রভৃতি কত কুসুমনিচয়ের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র, সুখিত ও পরিতৃপ্ত করিতেছ। কতই ঔৎসুক্য, কতই শান্তি উপভোগ করিতেছ, ইহা কি কম সৌভাগ্যের পরিচয়? ইহা কি মাতৃ-স্নেহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? অবশ্যই তুমি বলিবে, মা আমার প্রতি নিতান্ত দয়াবতী, তাঁহার অমৃত সংপৃক্ত দয়া বিকীরণ ব্যতীত এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? অতএব নাসিকে! তুমি স্থির হও, আত্ম-দৈন্য দূর কর, মাতৃ-দয়া হৃদয়ে ধারণ কর, আর পরিক্লিশ্যমান হইও না।

মনোদেব এই প্রকারে নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ত্বক্ এবং রসনাকে সমাশ্বস্ত ও প্রতিবুদ্ধ করিয়া অনন্তর আপনিই পরিম্লান হইয়া পড়িলেন। তখন যেন আর মনের অস্তিত্ব সম্পর্ক অনন্ত গহ্বরে অন্তর্হিত হইল। মনের যেন অনুতাপানলে আত্মদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। আবার যেন ক্ষণ কালের মধ্যে কি এক প্রকার বিষাদ পূর্ণ বাক্যাবলীর পরিস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। মন তখন হা হা করিয়া উঠিলেন। তদীয় হাহারবে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল বিকম্পিত, পরিমূর্চ্ছিত হইল। অচলাবলী হটাৎ চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন বিষাদ-পরিতপ্যমান মন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন।

মানব! তোমরা একবার প্রতিবুদ্ধ হও। একবার অজ্ঞানান্ধতামসে সমাবৃত নয়ন উন্মীলন কর। আমি আমাকেও বলিতেছি, মন! তুমি এখন সাবধান হও, নিজ কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ কর। তুমি চিরদিন যে ইন্দ্রিয়গণের কুহকে পড়িয়া সদসৎ বিবেচনা হারাইয়াছ, যাহাদের সেবার নিমিত্ত অনুগত ভৃত্যবৎ সতত অনুগামী হইয়া বিচরণ করিতেছ, যাহারা

তোমাকে অপার কল্মষরাশি বিজড়িত করিয়া দুঃসহ নরকাবর্ত্তে ঘূর্ণিত করিতেছে, যাহাদের পরিতুষ্টির নিমিত্ত ক্ষণকাল ও আত্মবিশ্রান্তি সুখ উপলব্ধি করিতে পার নাই। অধিক কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া কর্দ্দমাক্ত বার্ষিক গাঙ্গ নীরবৎ ঐন্দ্রিয়িক সত্তার অভেদে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ। যাহারা আপাত রমণীয় বিষয় সুখের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব ধন মায়ের অনুধ্যানে বঞ্চিত করিয়াছে, যাহাদের পরিতৃপ্তি কামনায় বঞ্চনা, শঠতা, অসারল্য, দানতা, ধূর্ত্ত-তা, চৌর্য্য প্রভৃতি অতীব পাপাবহ বিগর্হিত কলুষাকর ক্রিয়া-বলী শতত সঞ্চিত করিতেছ, যে পাপরাশি প্রক্ষালনের নিমিত্ত অপার সপ্ত সাগরও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, নিখিল তীর্থ-বারির পূত অবগাহন ও তাহার তিলমাত্র আবিলতা নিষ্কর্ষণে সমর্থ নহে, যাহার ভাষণ গ্রাসে তোমাকে অনুদিন গ্রস্ত করিয়া ও অনন্ত কালে বিশ্রান্তি শান্তির মৃদুল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না, সেই ইন্দ্রিয়-শরে তুমি প্রতিক্ষণ সংবিদ্ধ হইয়া মৃগযু-শরশত বিত্রস্ত কুরঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান হইয়াও তোমার ক্ষণ কালের জন্য সংজ্ঞা লাভ হইল না। তুমি নিরন্তর ইহাদেরই পরিকর্ম্মে নিযুক্ত। মন! তোমায় ধিক্! আবার ধিক্! তুমি যে নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণের সান্ত্বনায় ব্যগ্র, তাহারা সকলেই সংপ্রবুদ্ধ হইল, সকলেই মাতৃ-দয়া বুঝিয়া সমাশ্বস্ত হইল, আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইল। রে হতভাগ্য মুগ্ধ মন! তুমি কি করিলে, তুমি কার দয়ালয়ে আত্মরক্ষা করিলে, কার স্নেহ-ধন সঞ্চয় করিয়া ধনী হইলে? তুমি ত নির্ধন, নিরাস্পদ। ঐ দেখ, সকলেই তোমাকে দাসবৎ সঙ্গা করিয়া মায়ের আকারে আশ্রয় লইল, মায়ের স্নেহ রসে পরিপ্লুত হইল, কতই আনন্দ, কতই মধুরতা উপভোগ করিল,—নয়ন মনোহর মায়ের রূপ-সাগরে ডুবিয়া গেল। কর্ণ মায়ের অমৃতময় গুণ গান শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া সেই থানেই নিমজ্জিত হইল। ত্বক্ মায়ের সুকুমার গাত্র স্পর্শের আশায় কণ্টকিত হইল। ঘ্রাণ মায়ের শ্রীঅঙ্গ সম্পৃক্ত মলয় পবনের সম্পর্ক আশায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মায়ের শ্রীচরণ সরোরুহ সন্ন্যস্ত প্রসূন মালিকার সৌরভ লালসায় থাকিয়া থাকিয়া প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। রসনা "মা, মা, তারিণী, দুর্গে!" বলিতে বলিতে সম্মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আহা! উহারা কি ভাগ্যধর! কি পবিত্র জীবন! দেখ একবার উহাদের আনন্দোচ্ছাস। মন! যাহারা তোমারই পরিতৃপ্তি কামনায় প্রথমত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শান্তিধামে সুখা-সন সংস্থাপিত করিল, আর তুমি একবারও হৃদয় মন্দিরে শিব-হৃদি বিলাসিনী দীনতারিণী আনন্দময়ীকে ধারণ করিতে পারিলে না। যদি না পারিলে, তবে মা! জগদম্বে! বলিয়া ঐ রক্ত পদ-কোকনদে আত্ম প্রাণ সমর্পণ কর, চিত্তানুতাপ নিবেদন কর। হা মাত! হা শরণাগত বৎসলে! রক্ষা কর, বলিয়া হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অশ্রুবারির দ্বারা মায়ের চরণযুগল বিধৌত কর। হৃদয়ের আর্ত্তধ্বনি মায়ের কর্ণ কুহরকে প্রতিধ্বনিত করুক, তাহা হইলেই মা'র দয়া বিকাশ হইবে। মা তোমার ভালবাসা গ্রহণ করিবেন, তুমিও মাতৃ-স্নেহের অধিকারী হইবে। মায়ের চিদানন্দলহরী তোমার অভ্যন্তরের অজ্ঞান-তমোমালা বিদূরিত করিয়া বিরাজমানা থাকিবে। তুমি কৃতার্থ হইবে, ধন্য হইবে। আর যদি তুমি কেবল মাত্র নয়নাদি ইন্দ্রিয়-গণের সহচারী হইয়া বিচরণ কর, তবে তাহারা আনন্দ পাইবে বটে, মাতৃ-দয়া লাভ করিয়া পূতাত্মা হইবে সত্য, কিন্তু তুমি যাহা, তাহা থাকিবে, চির দিন তৈলকারের (কলুর) ষণ্ডবৎ পরিভ্রান্ত হইয়া ও মাতৃ-দয়া রসের রসিক হইতে পারিবে না। তাই বলি মন! একাগ্র ভাবে ব্রহ্মাদি-সুর-বন্দিত মায়ের চরণ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পরম শান্তি লাভ কর, মাতৃ কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হও।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মা।

রাজধর্ম্ম। *

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

এই জগৎ অরাজক হইলে ভয় প্রযুক্ত লোক সকল ব্যাকু-লিত হইবে, এই হেতু পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করণার্থ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ম-স ৭।৩।

নরেশে জীবলোকোঽয়ং নিমীলতি নিমীলতি।
উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহং॥

যেমন রবির উদয় ও অনুদয়ে সরোরুহ প্রকাশিত ও অপ্র-কাশিত হয়, তদ্রূপ নরপতির আবির্ভাব ও তিরোভাবে জীব-লোকের সৌভাগ্য আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে॥ হি-উ।

পর্য্যণ্য ইব ভূতানামাধারঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিকলেঽপি হি পর্য্যণ্যে জীব্যতে ন তু ভূপতৌ॥

মেঘ ও রাজা উভয়ই সমস্ত জীবের জীবনাধার হয়; বরং মেঘাভাবে প্রাণীগণ বিকল হইয়াও (কিছুকাল) জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজার অভাবে ক্ষণকাল ও থাকিতে পারে না॥ হি-উ।

নিয়তবিষয়বর্ত্তী প্রায়শো দণ্ডযোগা-
জ্জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্ল্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমপি বিকলং বা ব্যাধিতং বাধনং বা
পতিমপি কুলনারীদণ্ডভীত্যাভ্যুপৈতি॥

প্রায় দণ্ডানুরোধেই লোক সকল নিয়ত স্ব স্ব কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, কারণ এই পরাধীন জগতে সচ্চরিত্র লোক অতি বিরল। দেখ, পতি কৃশই হউক বা বিকলেন্দ্রিয়ই হউক, অথবা ব্যাধিতই হউক, কিম্বা দুঃখিতই হউক, তাহাতে যে কুলনারী উপগতা হয়, সে কেবল দণ্ডভয়েই হইয়া থাকে (†)॥ ঐ।

রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততোভার্য্যাং ততোধনং।
রাজন্যসতি লোকেঽস্মিন্ কুতোভার্য্যা কুতোধনং॥

প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পশ্চাৎ দার পরিগ্রহ করিবে, তদনন্তর ধনোপার্জ্জন করিবে, কেননা এই জগতে রাজা না থাকিলে ভার্য্যাই বা কোথা, আর ধনই বা কোথা। (কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না)

ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব।

প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সা বর্দ্ধয়তি পার্থিবং।
বর্দ্ধনাদ্রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্য সৎ॥

রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন এবং প্রজা রাজাকে বর্দ্ধিত করেন, কিন্তু বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণ শ্রেয়স্কর হয়, যেহেতু রক্ষা না করিলে বিদ্যমান বস্তুরও সত্তা থাকিতে পারে না। হি-উ।

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥

যাঁহার প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে বিজয় লাভ হয় এবং যাঁহার ক্রোধে মৃত্যু হয়, তিনি সর্ব্বতে-জোময় নৃপতি বলিয়া প্রথিত হন॥ হি-উ।

বালোপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

ভূপতি বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা নররূপে অবস্থিতি করেন॥ ঐ।

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞোবৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্তসম্পন্নঃ কুলানঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরোরহস্যবিৎ॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥

মহা উৎসাহশালী, বহুবেদার্থদর্শী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবক, বিনীত, সত্ত্বসম্পন্ন (সম্পদাপদে হর্ষবিষাদরহিত), সৎ-কুলোদ্ভব, সত্যবাদা, শুচি, অদীর্ঘসূত্রা, স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন, অক্ষুদ্র (নীচাশয়রহিত), অপরুষ (পরদোষভাষী নহে) ধার্ম্মিক, অব্যসনী, প্রাজ্ঞ, শূর (নির্ভয়), রহস্যবিৎ (গোপনারাথগোপ-নক্ষম), আত্মচ্ছিদ্র গোপনে সুচতুর, ন্যায় ও দণ্ডনীতি বিদ্যায় পারদর্শী, কৃষি ও বাণিজ্যাদি বার্ত্তা শাস্ত্রে সুনিপুণ ও বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এতাদৃশ ব্যক্তিই রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র॥ যা-সং ১।৩০৮-৩১০।

রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে॥

রাজা অতি মনোহর, পশুবৃদ্ধিকর প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ ও বৃক্ষ পর্ব্বতাদিবিশিষ্ট সজল প্রদেশে বাস করিবেন, এবং বাসস্থানের সন্নিকটে আত্মরক্ষা ও ধন জনাদি রক্ষার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন॥ ঐ ৩২০।

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং॥

ধন্বদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ জলশূন্য মরু-ভূমি থাকে), মহীদুর্গ (যাহা প্রস্তর বা ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত), জলদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক অগাধ জলাশয় দ্বারা পরিবৃত), বার্ক্ষ-দুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষ, গুল্ম ও কণ্টকাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত), নৃদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক হস্তি, অশ্ব, রথাদি যুক্ত বহুসংখ্যক সেনা দ্বারা পরিরক্ষিত) ও গিরিদুর্গ (মনুষ্যাদির দুরারোহণীয় পর্ব্বতের উপরিভাগ, যাহা প্রস্রবণাদির জলযুক্ত বহু শস্যোৎপাদক ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদিতে অন্বিত), এই ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে কোন একটী দুর্গকে সমাশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন॥ ম-সং ৭।৭০।

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥

রাজা উক্ত ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে গিরিদুর্গ আশ্রয় করিবেন, যেহেতু অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা গিরি-দুর্গই বহুগুণে বিশিষ্ট হয়॥ ঐ ৭১।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে॥

যেহেতু প্রাকারস্থ এক জন ধনুর্দ্ধর এক শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে এবং এক শত ধনুর্দ্ধর দশ সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু যোদ্ধৃগণ দুর্গ আশ্রয় না করিয়া তাদৃশ যুদ্ধ পটুতা দেখাইতে পারেন না, এই কারণে দুর্গ অতি প্রশস্ত হয়। ঐ ৭৪।

সুসন্ধানানি চার্থানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং শত্রুং নিপাতয়েৎ॥

রাজা আপন দুর্গমধ্যে সুসন্ধানে অর্থ ও অস্ত্র সকল নিবে-শিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই তিনি সতত শত্রুনিপাত করিতে পারিবেন॥ গ-পু ১।১১২।২২।

দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতং।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহং॥

রাজা স্বরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দুই, তিন, পাঁচ বা শত গ্রামের মধ্যে এক একটী গুল্ম, অর্থাৎ সেনা সমভিব্যাহারে এক এক জন প্রধান পুরুষাধিষ্ঠিত স্থান নিরূপণ করিবেন, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এক একটি নগর স্থাপন করিবেন॥ ম-সং ৭।১১৪।

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহং॥

নক্ষত্রগণের মধ্যে ভয়ানক ভার্গব গ্রহের ন্যায় এক এক নগরে অতি ঘোরতর আড়ম্বরশালী সর্ব্বার্থচিন্তক এক এক জন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন॥ ঐ ১২১।

---

* এই "রাজধর্ম্ম" দেখাইবার নিমিত্ত যে সকল উপদেশজনক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায় কি রাজা কি প্রজা উভ-য়েরই সমানরূপে দ্রষ্টব্য। কারণ রাজাদিগের ন্যায় প্রজামাত্রেরই পুত্র, কলত্র, মিত্র, ভৃত্য ও অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাদিগের রক্ষণার্থ আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক যথোচিত নিয়মে উহাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতে হয়।

(†) রাজার দুর্ব্বিসহ বাহুবলে প্রজা সকল প্রতিপালিত হইয়াই অকুতোভয়ে সুখভোগ করিয়া থাকে। পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে লোকে চৌর্য্য বৃত্তির প্রবলতা হইয়া উঠে, সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা মেঘরাজির ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পায়। তখন লোকে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে, একজন অন্যের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিতে থাকে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। তাহারা কুকুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্য করিতে থাকে, ফলতঃ কেবল বর্ণসঙ্করই উৎপন্ন হইতে থাকে।

স তানন্বুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ং।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥

উক্ত নগরাধিপতিগণ নিজ নিজ অধিকার মধ্যে গ্রামাধিপতিগণের কার্য্য সকল দর্শনার্থ স্বয়ং সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিবেন এবং তাহাদিগের আচরণ সকল চর দ্বারা সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন ॥ ঐ ১২২।

স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।
পরস্পরোপকারী চ রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥

স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, ও বল, ইহারা যে রাজ্যে পরস্পর উপকারক ভাবে সম্মিলিত থাকে, তাহাকে সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন রাজ্য বলা যায়। হি-উ।

অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং ॥

দেথ, যে কর্ম্ম অনায়াসসাধ্য হয়, তাহাও কথন কথন এক জনের দ্বারা সম্পাদ্য হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, বিশেষতঃ মহাফলপ্রদ রাজকার্য্য অসহায়ে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে ? অতএব রাজা সর্ব্বদাই সহায়বান্ হইয়া থাকিবেন) ॥

ম-সং ৭।৫৫।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥

রাজা এইরূপ সাত আটটি সচিব রাথিবেন, যাহারা বংশানুক্রমে রাজকর্ম্মে সুদক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, শৌর্য্যশালী, আয়ুধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, সৎকুলোদ্ভব ও পরীক্ষিত হয়েন ॥

ঐ ৫৪।

অম্ভাংসি জলজন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাং।
স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং মন্ত্রী পরং বলং ॥

জলজন্তুদিগের জল, দুর্গবাসীদিগের দুর্গ, শ্বাপদদিগের স্বস্থান, যেমন আশ্রয়, তেমনি রাজাদিগের মন্ত্রীই পরম বল, মন্ত্রিকে আশ্রয় করিয়া রাজা বলীয়ান্ হন ॥ উ-হি।

রাজৈবাদৌ বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।
তেনার্য্যতামুপায়াতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ ॥

রাজার অগ্রে বিবেকসম্পন্ন সন্মন্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত ; কারণ, তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং প্রজাগণও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

যো.বা-রা উৎপত্তি প্রং ৭৮ অঃ।

প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং রাজ্ঞঃ স্যাদ্রাজবিদ্যয়া।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন বা নৃপঃ ॥

রাজবিদ্যার, অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে রাজার প্রভুত্ব ও সমদর্শীত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যিনি রাজবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তিনি (মন্ত্রী হইলে) মন্ত্রী এবং (রাজা হইলেও) যথার্থ রাজা হইতে পারেন না ॥ ঐ

পরস্ত বীর্য্যং স্ববলঞ্চ বুদ্ধা স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম্।
তথা স্বপক্ষেঽপ্যনুমৃশ্য বুদ্ধ্যা বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী ॥

যিনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী ॥ বা-রা ৬।১৪।২২।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে।
কর্ম্মণি প্রেক্ষ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কোবা ন পণ্ডিতঃ ॥

মন্ত্রীদিগের ভিন্ন সন্ধানে ও ভিষকদিগের রোগ সন্নিপাতে কার্য্যদর্শনে বুদ্ধি জানা যায় ; যেহেতু সুস্থাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত না হয় ? ॥ হি-উ।

ধূর্ত্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্ম্মহীপতেঃ।
অনীতিপবনাক্ষিপ্তঃ কার্য্যাব্ধৌ স নিমজ্জতি ॥

ধূর্ত্তলোক, স্ত্রীলোক, অথবা বালক যে মহীপতির মন্ত্রী হয়, তিনি অনীতিরূপ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হন ॥ ঐ।

নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্ ॥

রাজা আপনার রাজ্য সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ যত সংথ্যক কর্ম্মচারী আবশ্যক হয়, তত সংথ্যক অনলস, দক্ষ ও বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করিবেন ॥ ম-সং ৭।৬১।

গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।
পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥

রাজা গুণবান্ ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং গুণহীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেন, যেহেতু পণ্ডিতে সকল প্রকার গুণ এবং মূর্খেতে সকল প্রকার দোষ দেখা যায় ॥

গ-পূ ১।১১৩।২।

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়োগুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥

বিজ্ঞ লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে, রাজার যশ, স্বর্গ ও বিপুল ধন এই তিনটি লাভ হয় ॥ চাণক্য।

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥

মূর্খ লোক রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইলে রাজার অযশ, অর্থনাশ ও নরকপাত, এই তিনটি লাভ হয় ॥ ঐ।

বহুভির্মূর্থসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ ॥

বহু সংথ্যক মূর্খ লোক একত্রিত হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং তাহারা মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় রাজার সকল গুণ ঢাকিয়া রাথে ॥ ঐ।

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োক্তব্যা যথার্হেষু ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নানা প্রকার ভৃত্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ গ-পূ ১।১১২।২।

যো যত্র কুশলঃ কার্য্যে তন্তত্র বিনিযোজয়েৎ।
কর্ম্মস্বদৃষ্টকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি ॥

যে ব্যক্তি যে কার্য্যে দক্ষ হয়, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, কেন না অদৃষ্টকর্ম্মা লোক শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ হি-উ।

মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥

বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মসাধন এবং হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতিবিদ্যার আলোচনা করিবেন। কিন্তু মূর্থগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করিবেন।

ম-ভা বনপর্ব্ব ১৫০।৪৫।

ধার্ম্মিকান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।
স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্ম্মষু।

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের রক্ষাকার্য্যে ক্লীব এবং ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবেন।

ঐ ৪৬।

স্থান এব নিযোজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
নহি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরং শিরসাকৃতং ॥

ভৃত্য ও আভরণ যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হওয়াই কর্ত্তব্য, কেন না পাদদেশে চূড়ামণি ও শিরোপরি নূপুর পরিধেয় হয় না। হি-উ।

কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো যদি মণিস্ত্রপুণি প্রনিধীয়তে।
ন স বিরৌতি ন চাপি শোভতে ভবতি যোজয়ীতুর্বচনীয়তা ॥

কনক ভূষণে থচিত হইবার উপযুক্ত মণি যদি সীসাতে যোজিত হয় ; তাহা হইলে সে মণি রোদন করে না, কিন্তু তাহাতে তাহার শোভা না হওয়াতে যোজন কর্ত্তারই নিন্দা হয়। ঐ।

মণির্লুঠতি পাদেন কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ ॥

যদি পদতলে মণি লুঠিত হয় ও মস্তকে কাচ ধৃত হয়, তথাপি যে যেথানেই থাকুক, কাচ সে কাচই থাকে এবং যে মণি সে মণিই থাকে, কাহারই গৌরবের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। ঐ।

অবংশপতিতো রাজা মূর্থস্য পুত্রপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥

নীচ বংশোদ্ভব লোক যদি রাজা হয়, মূর্থের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং নির্ধন ব্যক্তির যদি ধন প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে। চাণক্য।

নীচঃ শ্লঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাংপ্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা ॥

নীচ লোক প্রশংসনীয় (উচ্চ) পদ প্রাপ্ত হইলে স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে, যেমন এক মূষিক এক মুনি কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে সেই মুনিকেই হত্যা করিতে গিয়াছিল ॥ হি-উ।

ভৃত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যে গুণাঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্‌যদা কথিতানি চ ॥

অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিবেন। যে যে ভৃত্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা এইক্ষণ বলিব ॥ গ-পূ ১।১১২।৩।

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥

যে ব্যক্তি সৎকুলজাত, সৎস্বভাবান্বিত, গুণবান্, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, রূপবান্, ও প্রসন্নাত্মা, তাঁহাকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন ॥ গ-পূ ১।১১২।৫।

মূল্যরূপপরীক্ষাকৃত্তবেদ্রত্নপরীক্ষকঃ।
বলাবলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥

যিনি সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই রত্নপরীক্ষক হইতে পারেন এবং যিনি সকল লোকের বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনিই সেনাধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত। ঐ ৬

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি ইঙ্গিতজ্ঞ, বলবান্ সাবধান ও প্রমাথী, অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, তাহাকে দ্বারবানের উপযুক্ত বলা যায়।

ঐ ৭।

মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেথকঃ ॥

যিনি মেধাবী, বাক্যরচনাচতুর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী, সেই সাধু ব্যক্তি লেথকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ॥ ঐ ৮।

বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে ॥

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, পরচিত্তপরিজ্ঞাতা, ক্রূর ও উচিদ্বক্তা, তিনি দৌত্যকর্ম্মের উচিত পত্র। গ-পূ ১।১১২ ৯।

সমস্তকৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥

যিনি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন। ঐ ১০।

পিতৃপৈতামহোদক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ।
শুচিশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে ॥

যিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি ও কঠিনহৃদয়, সেই ব্যক্তি পাচকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ॥ ঐ ১১।

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে ॥

যিনি অয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সকলের সমক্ষে প্রিয়দর্শন এবং আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই বৈদ্যকার্য্যের যোগ্য পাত্র ॥ ঐ ১২।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ ॥
আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ ॥

যিনি বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদতৎপর, অর্থাৎ সর্ব্বদা রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনিই রাজপুরোহিতত্ব পদের যোগ্য পাত্র। গ-পূ ১।১১২।১৩।

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকং পরীক্ষয়েৎ ॥
ব্রতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥

যেমন ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়ন দ্বারা সুবর্ণের পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম্মদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবেন ॥ গ-পূ ১।১১২।৪।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন তু।
নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মলং॥

আকার, ইঙ্গিত, গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখনেত্রাদির ভঙ্গী, এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনুষ্যের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে॥ গ-পু ১।১০৯।৫৩।

অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ
পরাঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ।
উদীরিতার্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতং॥

মনোগত ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ না করিলেও পণ্ডিতগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন, যেহেতু পরের ইঙ্গিত পরিজ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ত বিষয়ও জানা যায়। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে, পশুগণও তাহা বুঝিয়া থাকে। হস্তী ও ঘোটকাদি পশুরাও প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করে॥ গ-পু ১।১০৯।৫৪।

কেচিন্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ।
তৎস্বরূপবিপর্য্যাসে বিশ্বাসস্তু পদে পদে॥

কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রাকার হরিণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কে কোন পদার্থ, তাহা ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞানেই নির্ণয় করা যায়, অর্থাৎ কেবল আকার দ্বারা কোন বিষয় নিরূপণ করা যায় না। গ-পু ১।১১৪।৬২।

আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতং।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনং॥

আচার কুল প্রকাশ করে, অর্থাৎ লোকের আচার ব্যবহার দেখিলেই সেই ব্যক্তি সৎ কি অসৎ বংশোদ্ভব, তাহা জানা যায়, ভাষা দেশ ব্যক্ত করে, অর্থাৎ ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন্ দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সম্ভ্রম স্নেহ প্রকাশ করে, অর্থাৎ সম্ভ্রম দেখিলেই স্নেহ প্রকাশ পায়, এবং শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন করে, অর্থাৎ শরীর দর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধগম্য হয়॥ গ-পু ১।১১৫।৭৫।

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

লোকের অন্যান্য গুণের পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে স্বভাবের পরীক্ষা করা উচিত, যেহেতু একমাত্র স্বভাবই সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে অবস্থিতি করে অর্থাৎ বলবান্ হয়॥ হি-উ।

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎকিং নাশ্নাত্যুপানহং॥

যাহার যে স্বভাব তাহা চিরকালই অপরিহার্য্য, কারণ কুক্কুরকে যদি রাজা করা যায়, তাহা হইলে সে কি চর্ম্মপাদুকা আহার করে না?॥ হি-উ

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছনৈব নামিতং॥

প্রত্যক্ষ সেব্যমান হইলেও দুর্জ্জন লোক সরল হয় না, যেমন অঞ্জন দ্বারা স্বেদিত হইলেও কুক্কুর পুচ্ছ নমিত হয় না॥ ঐ।

স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তোদ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

কুক্কুরপুচ্ছ স্বেদিত, মর্দ্দিত ও রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দ্বাদশ বৎসরের পরে মুক্ত করিলেও তাহা পুনর্ব্বার তাহার প্রকৃত অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। ঐ।

কাকস্য চক্ষুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা-
স্তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

দেখ, যদি কাকের চক্ষু স্বর্ণযুক্ত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যে মণ্ডিত হয়, এবং এক এক পক্ষ গজমুক্তা দ্বারা খচিত হয়, তথাপি কাক কখন রাজহংস হয় না। ক-বা।

ভিনত্তি সিংহঃ করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

আরও দেখ, সিংহ যদিও করিকুম্ভ ভেদ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়, পবনের অপেক্ষা বেগবান্ হয় এবং গিরিরাজ শৃঙ্গোপরি বাস করে, তথাপি সেই সিংহ পশু ভিন্ন অন্য নহে। ক-বা।

কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ং।
ব্যবহারাংস্ততোদৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ॥

রাজা প্রত্যহ পুর ও আত্মা রক্ষার বিধান করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বয়ং আয় ব্যয়ের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অতঃপর ব্যবহার, অর্থাৎ অর্থী প্রত্যর্থীর বিবাদ শ্রবণ ও নিষ্পত্তির বিষয় পরিদর্শন করতঃ মধ্যাহ্নে স্নানাদি করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন॥ যা-সং ১।৩২৬।

হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততোদূতান্ প্রেষয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ॥

অনন্তর করাদি আহরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ হিরণ্যাদি আনয়ন করিলে, তাহা স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া ভাণ্ডাগারে নিক্ষেপ করিবেন। চর ও দূতগণ সমাগত হইলে, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবেন এবং তাহাদিগের কথিত সংবাদ সকল মন্ত্রীর সহিত একত্রে শ্রবণ করতঃ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবেন॥ যা-সং ১।৩২৭।

ততঃ সৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ॥

তদনন্তর অপরাহ্নে একাকী অন্তঃপুরে গমন, অথবা মন্ত্রীগণের সহিত উদ্যানাদিতে কিংবা যথোপযুক্ত প্রদেশে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিবেন। তৎপরে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সেনাপতিগণের সহিত সেনাদিগের দেশ কালোচিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য বিষয় চিন্তা করিবেন॥ ঐ ৩২৮।

সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতং।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ॥

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সন্ধ্যা উপাসনা করণান্তর চার পুরুষদিগের নিকট গূঢ় বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবেন। পরে নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণে ক্ষণকাল যাপন করিয়া ভোজন করিবেন এবং অবিস্মরণার্থ যথাশক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিবেন॥ ঐ ৩২৯।

সংবিশেত্তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাস্তথা॥

তূর্য্যাদি বিবিধ বাদ্য নিনাদ শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন ও সেই প্রকারে জাগরিত হইবেন এবং জাগ্রত হইয়া শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিবেন॥ যা-সং ১।৩৩০।

সত্যের জয়।

(১)

সত্যের জয় চির দিন। মিথ্যার আবরণে সত্য যখন আচ্ছাদিত হয় তখন অপরিণামদর্শীর চক্ষে মিথ্যার আপাতঃ মনোরম মধুর হাসি অতীব তৃপ্তিকর বোধ হয় সন্দেহ নাই। মেঘাবরণে সূর্য্যলোক স্তিমিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কি সৌর শক্তির কোনরূপ হ্রাস ঘটিয়া থাকে? ক্ষণস্থায়ী জলদমালা অপসারিত হইলেই সঞ্জিবনী রশ্মিমালা আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগতকে আলোকিত করে। মেঘায় শক্তি সূর্য্যদেবের প্রকাশ শক্তির কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধিসাধন করিতে পারে না। তাঁহার প্রকাশ শক্তি যেরূপ সকল অবস্থায় সমভাবে অপরিবর্ত্তনায় রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সত্যের শক্তি আবহমান কাল সনাতন ভাবে—অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা দুষ্ট চক্ষে মিথ্যার আবরণে সত্যের মহিমা যদি বুঝিতে না পারি তবে সে আমাদেরই দুরদৃষ্ট। আমাদের নেত্র মিথ্যার ঘন আবরণে আবৃত। সুতরাং স্বয়ং সত্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব কিরূপে? আমরা সত্যকে চিনি না, চিনিতেও চাই না। কাজে কাজেই সত্যের যে কতদূর মহিমা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না এবং সত্যাবলম্বনের যে অবিনাশী-অমেয় সুখ তাহা অনুভব করিতে পারি না। অহিফেনসেবী যেমন নেশার ঝোঁকে একাদশ অঙ্গুলী পরিমিত ইষ্টক খণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া রাজসিংহাসন ভাবিয়া রাজমদে মত্ত হইয়া সংসারকে তৃণজ্ঞান করেন, তদ্রূপ আমরা মিথ্যাসেবী, মিথ্যা মদে মত্ত হইয়া আপনাকে মিথ্যা রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞান করিয়া বিশ্বরাজের সুতন্ত্র অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাই। সুতরাং আমাদের চক্ষের সম্মুখে মিথ্যার ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হয় না, মিথ্যার ক্ষয় এবং সত্যের জয় প্রতিপদ-বিক্ষেপে নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের মত্ততা ঘুচিল না, প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলাম না। আমরা যদি ক্ষণকালের জন্যও মিথ্যার আবরণ অপসারিত করিয়া প্রকৃত নেত্রে সত্য মিথ্যা উভয়ের পরিণাম পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে ক্ষণ মধ্যেই আমাদের বিকৃত বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বরূপ জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরা এমনি মিথ্যা তিমিরাচ্ছন্ন যে সত্যের ব্রহ্মাণ্ড বিকাশী আলোকও আমাদের নয়ন গোচর হয় না। প্রতিনিয়ত সত্যের মহিমাব্যঞ্জক কত শত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। আজ কএক মাস মাত্র অতীত হইল যশোহরের অন্তর্গত একটী সামান্য পল্লীতে এমন একটী বিস্ময়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—যাহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহার জলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হয়। আমরা সংক্ষেপে আজ সে অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণন করিব। ভদ্র বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা গ্রাম ও ব্যক্তির নাম গোপন রাখিয়া যথাযথ ঘটনা প্রকাশ করিব।

(২)

যশোহরের সন্নিকটে ব্রাহ্মণ কায়স্থ-অধিধাসীপূর্ণ একটী গ্রাম আছে। আমরা গ্রামের নামটী গোপন করিয়া রামকৃষ্ণপুর নামে আখ্যাত করিব। গ্রামটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ। উক্ত গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কএক ঘর সম্পত্তি শালী মুসলমানের বাস। সেখ্ আমানুই ইহাদের মধ্যে সমধিক বিষয় সম্পন্ন। বুদ্ধি বিবেচনা ও স্বজাতি প্রতিবাসী অপেক্ষা কথঞ্চিৎ মার্জিত। মোকদ্দমা মাম্‌লা সম্বন্ধে অমানুর বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও মোকদ্দমায় জেদ্ থাকায় প্রতিবাসীর নিকট বড়ই তাহার প্রতিপত্তি। বয়সে পৌঢ়; দেখিতে দীর্ঘয়াতন ও বলিষ্ঠ। স্বভাবে ধীর কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কেহ বিপদে পড়িয়া আমানুর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিপদ যতই গুরুতর হউক না কেন আমানু প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বিপন্ন শরণাগতের সহায়তায় সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু স্বগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার চির বিবাদ। অথচ সে ব্রাহ্মণ যে নিতান্তই মন্দ প্রকৃতির লোক তাহা নহে। বরং ব্রাহ্মণ নিষ্টভাষী, পরোপকারী। সম্পদের সহিত বিদ্যার সংযোগ থাকায় ব্রাহ্মণকে দশজনে সম্মান করিয়া থাকে এবং সে কারণ ব্রাহ্মণও আপনাকে গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মণের যৌবনমদ-গর্ব্বান্বিতা, কামভোগাতৃপ্তলিপ্সা, বিদ্যুদ্দামতুল্যকটাক্ষনেত্রা, বিগতযৌবনা এক ব্রাহ্মণী এবং সার্দ্ধদ্বিবর্ষ বয়স্ক চন্দ্র বিনিন্দিত সস্মিতানন কমনিয় কান্তি একটী বালক ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। ব্রাহ্মণ সংসারের ভীষণ নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়া যখন মুহ্যমান হন, তখন সেই অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীর অঙ্কশোভন পুত্র রত্নকে তাঁহার ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়া অনিমেষ নেত্রে বালকের মুখ-পদ্ম নিরীক্ষণ করেন এবং ঘন ঘন চুম্বনে সে কমনীয় মুখকমলনিস্থত অমৃত সদৃশ মধু পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এই সময় ক্ষণকালের জন্য ব্রাহ্মণের বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা একেবারে দমিত হয়। তখন অনুতপ্ত হইয়া মনে করেন কেন আমি আমানু সেখের প্রতি এত নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ব্যবহার করি, কেন তাহাকে মকদ্দমা মাম্‌লায় জর্জ্জরিত করিয়া তাহাকে উৎসন্ন দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়। হায়! সে হতভাগাও হয়ত আমার ন্যায় এক দণ্ড ভাল করিয়া তিষ্ঠিয়া এইরূপ পুত্র মুখ নিস্থত সুধা পান করিতে পায় না। আমি তাহাকে সর্ব্বদা বিব্রত ও বিচঞ্চল করিয়া তাহার সংসারের সমস্ত সুখ অপহরণ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু ভাগ্য দোষে আমার কপালেও ভোগ হইল না, তাহার ত নাইই। কি জানি কেন তাহার প্রতি আমার এরূপ বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা জন্মে। মকদ্দমায়

মকদ্দমায় তাহাকেত ক্রমে এতই বিব্রত করিয়াছি যে, সে এখন পথের ভিখারী। ইহাতেও আমার শান্তি নাই। এখনও নিপীড়ন স্পৃহার নিবৃত্তি হয় নাই। আরও যেন দ্বিগুণ তর বেগে আমার হৃদয়ের যাবতীয় হীনবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উহাকে একবারে গ্রাস করিতে উদ্যত! উঃ! একি ভীষণ শত্রুতা, কি ভীষণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা! না, আর তাহার সহিত আমি শত্রুতা করিব না। তাহার সর্ব্বস্ব যখন লইয়াছি, তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছি, তখন বৃথা আর তাহাকে প্রাণে হত্যা করিয়া আমার এই প্রাণের পুত্তলীকে তাহার পরিবারবর্গের দীর্ঘ নিশ্বাসে কি দগ্ধ করিব? ওঃ! তাহা হইলে যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা হইলে যে আমি আপনার কাল আপনি ডাকিয়া আনিব! না। যথেষ্ট হইয়াছে, আর কায নাই। আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাই। তাহা হইলেও যদি প্রাণে শান্তি পাই। আমার এ ভীষণ কুপ্রবৃত্তির হ্রাস হয়।

এইরূপ একদিন ব্রাহ্মণ ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণীর ক্রোড়স্থ সেই অস্ফুটন্ত কোরক সদৃশ শিশু সন্তানের শতবার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! আমায় মাত্র তিন দিনের জন্য বিদায় দাও, আমি একবার মাতুলালয় যাইব। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সর্ব্বস্ব "খোকাধনকে" অতি সাবধানে অতি যতনে রাখিও। আমার প্রাণ তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। বলিতে বলিতে দরদরিত ধারায় ব্রাহ্মণের বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে চক্ষের জল মুছিয়া হৃদয়ের বেগ কোন প্রকারে সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন, প্রিয়ে! অতি সাবধানে থাকিও। সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইও না। প্রতিবাসিনী সচ্চরিত্রা, সাধ্বী পরদুঃখকাতরা বামাদিদীকে রাত্রিতে তোমার নিকট থাকিবার জন্য বলিয়া যাইতেছি। তিনি তোমার নিকট থাকিলে আমার কোন চিন্তা বা ভয়ের কারণ থাকিবে না। মকদ্দমার চিন্তায় ও পরিশ্রমে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মনের শান্তি ও বল লাভাশায় তিন দিনের জন্য আমি মাতুলালয় যাইতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধে ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ এত যে কাতরোক্তি করিল, প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেমভরে কত মুখ চুম্বন করিল, কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তর বা প্রতিদান দিবার জন্য ব্রাহ্মণী কোনরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন না। গৃহিণীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—

ব্রাহ্মণ। তোমার একি ভাব! আমার এত কাতরোক্তিতেও যে কোন উত্তর দিচ্ছ না! তুমি যেন কি ভাব্‌ছ। বলনা কি ভাব্‌ছ?

গৃহিণী। (অপ্রতিভ ভাব দেখাইয়া) এমন কিছু ভাবি নাই। তা তুমি যাবে? ক'বে আ'সবে? আমি একা কেমন করে থা'কব! তুমি যেন শীঘ্র এসো। আমার জন্য কিছুই ভেবো না। আমি সর্ব্বদা খোকাকে বুকে বুকে রা'খব। আর আমি একা থা'কব, তা'তে আর ভয় কি? আমিত আর কচি খুকি নই। আমায় বুঝি তোমার আর বিশ্বাস হয় না। তা বুঝেছি।

ব্রাহ্মণ। না না প্রিয়ে! তাহা বলি নাই।

তোমায় যদি অবিশ্বাস কর্ব্বো তবে এ সংসারে আমার আর কে আছে যে তাহাকে বিশ্বাস কর্ব্বো? পাছে তোমার কোন কষ্ট হয় এই জন্য ভা'ব্‌ছিলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সজল নেত্রে বারম্বার ব্রাহ্মণী ও সুকুমার শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন।

(৩)

আমানু সেখ ব্রাহ্মণের নিকট পরাস্ত হইলেন। ক্রমে সমস্ত মকর্দ্দমায় তাঁহার পরাভব হইল। তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল ব্রাহ্মণ সমস্তই নিলামে বিক্রয় করাইয়া স্ব নামে খরিদ করিয়া লইলেন। আমানু এখন রাস্তার ফকির। এমন কোন সম্বল নাই যাহাতে স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহার দিনাতিপাত হয়। সমস্তই ব্রাহ্মণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। সমস্ত সম্পত্তি যে গিয়াছে তাহাতে আমানুর তত দুঃখ বোধ নাই, অন্নাভাবে একটীর পর একটী করিয়া যদি সমগ্র পরিবার কালের করাল কবলে নিপতিত হইত তাহাতেও হয়ত তত মর্ম্মভেদী যাতনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিবে না; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট যে তিনি পরাস্ত হইলেন ইহাই তাঁহার পক্ষে ভীষণ মর্ম্মদাহকর। সহস্র বৃশ্চিক একত্রে দংশন করিলেও এ যাতনার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভব হইত। যতই তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল ততই আত্মগ্লানি আসিয়া তাহাকে শত ধিক্কার করিতে লাগিল। তাঁহার বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল সুযোগ অনুসন্ধানে সচেষ্ট রহিলেন। এমন সময় এক দিন শুনিলেন যে ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া মাতুলালয় গমন করিয়াছে। আমানু যেন আনন্দে শতধা হইলেন। শত্রু নিষ্পেষণে দৃঢ় সংকল্পিত হৃদয় নাচিয়া উঠিল। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ এই শব্দ আপাদ মস্তক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার সংকল্প সিদ্ধি কামনায় প্রসোৎসুক হৃদয়ে রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাসনা—ঘোর নিশিথে ব্রাহ্মণের গৃহ দাহ করিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণী বধ করিবেন। মানব হৃদয়ে যখন শত্রু-নিপাতন-কামনা বলবতী হয় তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কার্য্যের ফলাফলের প্রতি কোনই লক্ষ্য থাকে না, নিজ প্রাণের পর্য্যন্ত মায়া থাকে না। তখন কেবল অন্তরে বাহিরে "যে কোন উপায়ে শত্রু দমন কর" এই ভাব সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। আমানু সেখের অবস্থা ও ঠিক এইভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাতে যে সমস্ত সৎগুণাবলী ছিল তাহা সমস্তই যেন এই এক ভীষণ ভাবের প্রতাপে কোথায় চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল। কেবল প্রতিহিংসা-বিষ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া আমানু সেখ এক খণ্ড অতি বৃহৎ বংশদণ্ড ও অগ্নিশলাকা (দিয়াশেলাই) হস্তে লইয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময় নিজ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গভীর তমসাচ্ছন্ন নিশা, চারি দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আকাশে মেঘাড়ম্বর। সুতরাং রাত্রি আরও ঘনান্ধতমোময়ী। গ্রাম, গৃহ, পথ, প্রান্তর কিছুই যেন লক্ষ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী চমকিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল নবজলদসমাগমোন্মত্ত ভেককুল অস্পষ্ট ধ্বনি করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে তীব্র ঝিল্লিরব কর্ণকুহর ভেদ করিয়া জাগ্রত ব্যক্তিকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ঘোর নিশাকালে আমানুসেখ ব্রাহ্মণের বাটীর পশ্চিম দক্ষিণ কোনাংশে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি যেমন অগ্নিশলাকা প্রজ্বালিত করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করিতে যাইবেন, এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইলেন। যেন তাঁহার মনে হইল দুই ব্যক্তিতে পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। তিনি তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনুমানে বুঝিলেন একজন স্ত্রী ও অপরটী পুরুষ। দ্বিগুণতর কৌতূহল যুক্ত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

পুরুষ। দেখ, আর এরূপ করিয়া ভয়ে ভয়ে কত দিন চলিবে। এইত দুই দিন পরেই আবার ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবে। তখন কি আর এত আনন্দ ভোগ করিতে পাইব? এরকম করিয়া আর চলে না।

স্ত্রী। তুমি কি করিতে বল? কি করিলে তুমি সুখী হও? তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

পুরুষ। তবে চল আমরা বেরিয়ে চ'লে যাই। কাশীতে গিয়ে পরম সুখে দুই জনে বাস করিব। সেখানে আমাদের প্রণয়ে কেহ প্রতিদ্বন্দী হইবে না। দেশের লোকের গঞ্জনাও সহিতে হইবে না। কি বল?

স্ত্রী। তাই চল। আমি তোমার। তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেইখানেই যাইব।

পুরুষ। তবে আর বিলম্বে কায কি? শুভস্য শীঘ্রং। অদ্যই আমরা যাত্রা করিব। তোমার গহনা গাঁটি, টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে গুছাইয়া লও। কিন্তু এ ছেলেটাকে কি করিবে?

স্ত্রী। কেন আমাদের সঙ্গে যা'বে। আমি আর উহাকে কোথায় রে'খে যাব?

পুরুষ। তা হ'বে না। ওতো আর আমার ছেলে নয়। উহাকে লইয়া যাওয়ায় আমার কি ফল? বরং উহাকে সঙ্গে লইয়া গেলে রাস্তায় নানা বিপদ হওয়া সম্ভব। ইহার আশা ত্যাগ কর। ইহাকে এইখানে শেষ করিয়া যাওয়া যা'ক।

স্ত্রী। আহা! বৃথা কেন মারিবে? সঙ্গে ল'য়ে গেলে যদি কোন বিশেষ ক্ষতি না হয় তবে আমার অনুরোধ যে আমার ছেলেটীকে আমার সঙ্গে লয়ে যেতে দাও।

পুরুষ। না, তাহা কোনমতে হ'বে না। যদি এ ছেলের মায়া তুই ত্যাগ করিতে না পারিস্, তবে আমিও তোকে চাই না। যদি আমার ভালবাসা চাস্ তবে ছেলেটা এখনি মে'রে ফেল্। নচেৎ আমি এই চল্লাম্।

স্ত্রী। না না, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্ব্বো। তোমার জন্য আমি সমস্ত কর্ত্তে প্রস্তুত। এই লও, ছেলে তোমার হাতে দিলাম। তোমার যাহাতে ভাল হয় তাই কর।

আমানুসেখ স্তম্ভিত। পিশাচিনী ব্রাহ্মণীর ব্যবহার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তিনি যে প্রবৃত্তি বশে আজ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ সাধনে আসিয়াছিলেন, সে বৃত্তি যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন পাষণ্ড উপপতি সুকুমার শিশুকে প্রাঙ্গন মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া ভীষণ লগুড়াঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণিত করিয়া উহার জীবন লীলা শেষ করিতে উদ্যত, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। চকিতের ন্যায় প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িলেন। যখন দেখিলেন নিমেষ মধ্যে শিশুর কমল প্রাণ পাষণ্ডের হস্তে শেষ হয়, তখন পূর্ব্বপশ্চাৎ আর না ভাবিয়া তীব্রবেগে হস্তস্থিত বংশদণ্ড সঞ্চালন পূর্ব্বক সেই কমল-শিশু প্রাণ-পিপাসু পাষণ্ডের মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে প্রহার করিলেন যে সেই এক আঘাতেই নরপিশাচ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পুনর্লম্ফে তিনি রাস্তায় পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে রাক্ষসী পিশাচিনী ব্রাহ্মণী অকস্মাৎ অন্য কর্ত্তৃক তাহার উপপতিকে হত হইতে দেখিয়া ভীষণ চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে প্রতিবাসীগণ আসিয়া সমবেত হইলে, সকলকে বলিতে লাগিল যে আমার স্বামী অদ্য সন্ধ্যার পর তাঁহার মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে এই ব্যক্তি তাঁহার নিকট ইহাঁর প্রাপ্য টাকা চাহিতে আইসে। কথায় ২ পরস্পর বচসা হওয়ায় তিনি ইহাঁকে হটাৎ হত্যা করিয়া পলাইয়া গেলেন। ওগো তোমরা আমার এ বিপদ হতে রক্ষা কর।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপর যাহা হইল তাহা পাঠক ইহাতেই অনুমান করিতে পারেন।

(৪)

যশোহরের আদালত গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। আজ এক অভূতপূর্ব্ব খুনি-মকদ্দমার বিচার হইবে। স্বামী খুনি-আসামী, স্ত্রীই তাহার একমাত্র সাক্ষী। উকিল, মোক্তার সকলেই নিজ নিজ কার্য্য ফেলিয়া ম্যাজেষ্টার সাহেবের গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। গম্ভীর ভাবে বিচারক নিজাসনে উপবেশন করিয়া স্থির চিত্তে উপস্থিত মকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ আসামীর আসনে দণ্ডায়মান হইয়া নত মুখে দরদরিত ধারায় চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত বিকম্পিত করিতেছেন। আর সেই পাপীয়সী পিশাচিনী স্ত্রী স্বভাবসুলভ লজ্জা, ভয়, সরলতায় জলাঞ্জলি দিয়া অকুতোসাহসে তাহার স্বামীই যে হত্যাকারী তাহা বিচারকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অতি সাবধানে গুছাইয়া গুছাইয়া হত্যা কার্য্য বর্ণন করিতেছে। উকিলের জেরা, বিচারকের তীব্রদৃষ্টিসহ সুকঠিন প্রশ্নসমূহ তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিতেছে না। এই রূপে স্বামী-হননোদ্যতা নারকীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিচারক ধীরস্বরে আসামী ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

শুন। তোমার বিরুদ্ধে অন্য সাক্ষী না থাকিলেও তোমার নিজ স্ত্রী যেরূপ ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাতে তুমিই যে হত্যাকারী তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং সন্দেহ হইবার

কোন কারণ ও দেখিতে পাইতেছি না। এখন যদি তোমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে তবে বলিতে পার।

ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মাবতার! আমি নির্দোষী, কিন্তু যখন আমারই স্ত্রী আমারই সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অবলীলা ক্রমে আমার প্রাণনাশের জন্য আমার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল, তখন আমার আর বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে বলিব যে আমি নির্দ্দোষী। আমি এ হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানি না। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট দোষে আজ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া আমায় নরহত্যা অপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল! উঃ! আমার স্ত্রীই আমার প্রাণবধে উদ্যতা! কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! এই বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের বাক্য রোধ হইয়া আসিল।

বিচারক। আমি বিশেষ বিবেচনানন্তর তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলাম। তুমিই এই হত্যাকার্য্য সাধন করিয়াছ। অতএব আইনানুসারে তুমি নরহত্যা পাপে পাপী। সুতরাং আমি তোমার প্রাণ বধ আজ্ঞা প্রদান করিলাম।

বিচারকের মুখ হইতে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বাক্য নিস্থত হইতে না হইতে ব্রাহ্মণ থরথর কম্পিত কলেবরে, "ওঃ! আমার কপালে শেষে এই ছিল" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এমন সময় সমস্ত দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া তীব্র বেগে অগ্রসর হইয়া মহানুভব আমানু সেখ বিচারক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল। ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি অনুমতি করেন তবে আমি বলিতে সাহসী হই।

বিচারক। বিচার যখন নিস্পত্তি হইয়াছে তখন আইনানুসারে তোমার কোন কথা শুনিতে আমি বাধ্য নহি তবে তোমার ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে তুমি এ মকর্দ্দমা সম্বন্ধে বেশী কিছু যান। আচ্ছা, আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তোমার কি বলিবার আছে বল।

তখন সাহস পাইয়া আমানু সেখ্ এই নরহত্যা সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সর্ব্ব সমক্ষে নির্ভীক হৃদয়ে ব্যক্ত করিল। আমানু যখন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে পিশাচিনীর ব্যভিচার কাণ্ড, তৎপর তাহার শিশু হত্যায় উদ্যত উপপতির আমানু কর্ত্তৃক পরিণাম বলিতে লাগিল, তখন সোৎসুক হৃদয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া দশকবৃন্দ দেখিলেন স্বামী বধোন্মত্তা পাপচারিণীর মুখমণ্ডল পাংসু বর্ণ গ্রহণ করিল,সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই খানে বসিয়া পড়িল। অমনি আমানু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমিই নরঘাতক। যদি শাস্তি দিতে হয়, প্রাণদণ্ড করিতে হয়, আমায় দণ্ড করুন। ব্রাহ্মণ নির্দোষী। উহাঁকে ছাড়িয়া দিন। ব্রাহ্মণ আমার চিরশত্রু। উহাঁর জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। তথাপি আমার পাপে উহাঁর প্রাণ দণ্ড হইবে ইহা আমি প্রাণ থাকিতে কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তখন সকলে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইল। কুলকলঙ্কিনীও তখন বুঝিল যে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইল।

তৎপর পাপীয়সী মুক্তকণ্ঠে আপন পাপ স্বীকার করিল। উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই আমানু সেখকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আমানুর সহিত ব্রাহ্মণের যে চির শত্রুতা তাহা সকলেই জ্ঞাত ছিল। বিচারকগণ পর্য্যন্ত উহাদের পরস্পরের ভীষণ শত্রু ভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়াছেন। অদ্য আমানু সেখের দেবোপম ব্যবহারে সকলেই ভূয়োভূয় সাধুবাদ করিতে লাগিল। বিচারক মহোদয় অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে ব্রাহ্মণ এবং আমানু সেখ উভয়কে নিষ্কৃতি দিয়া ব্যভিচারিণী পাপিষ্টাকে যাবজ্জীবন দ্বিপান্তর নির্ব্বাসন করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া আমানু সেখকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে নিজকৃত পাপের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি আমানুর যাহা কিছু ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে লোকে দেখিল ব্রাহ্মণ ও আমানু সেখ যেন হরিহর মূর্ত্তি,—অভেদাত্মা।

সত্যের বলে ব্রাহ্মণ-রক্ষা হইল। সত্যাবলম্বী আমানু নরহত্যা করিয়াও এই ভীষণ কালে প্রাণ রক্ষা পাইয়া চির শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া লইল। সত্যের জয় হইল।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধাম।

	বার্ষিক, এককালীন
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ নন্দী একট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনার শ্রীহট্ট	২৲
" লোকনাথ শর্ম্মা জমিদার অনারারি মাজিষ্ট্রেইট ঐ	২৲
" সীতামোহন দাস উকীল মুনসেফি আদালত শ্রীহট্ট	১৲
" জয়চন্দ্র দাস কালেক্টরি মোহরের শ্রীহট্ট	১৲
" কুঞ্জলাল ধর মোক্তার ঐ	১৲
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মোক্তার ঐ	১৲
" কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কবিরাজ ঐ	১৲
" হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মোক্তার ঐ	১৲
" গুরুচরণ দাস মোক্তার ঐ	১৲
" কালীকমল দাস উকীল জজ আদালত, শ্রীহট্ট	১৲
" রুক্মিণীকান্ত গুপ্ত সেরেস্তাদার কালেক্টরি ঐ	১৲

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

তারাষ্টকস্তোত্রং।

মাতর্নীলসরস্বতি! প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে!
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে! শিবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে!।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে! কর্ত্রীকপালোৎপলে!
খড়্গং চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥ ১॥

বাচামীশ্বরি! ভক্তকল্পলতিকে! সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদে!
গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাতরচনা সর্ব্বত্রসিদ্ধিপ্রদে!
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে! কারুণ্যবারান্নিধে!
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্॥ ২॥

সর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেষোজ্জ্বলে!
ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিবীতসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে!।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিত! ভীমে! ভয়ং নাশয়॥ ৩॥

মায়ানঙ্গবিকাররূপললনাবিন্দুর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে!
হুম্ফট্‌কারময়ি! ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে! মাদৃশঃ।
মূর্ত্তিস্তে জননি! ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতি সূক্ষ্মা পরা
বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে॥ ৪॥

ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং
তস্য স্ত্রী পরমেশ্বরী ত্রিনয়ণব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখো যো মন্দধীঃ সেবতে॥ ৫॥

মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণ-
স্তেদেবা জয় সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে
তত্তুল্যং নিয়তং যথাস্থভিরমী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্॥ ৬॥

ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুং চ শক্তা ন তে
ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো-
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ! ক্ষণং ভূতলে॥ ৭॥

লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাতুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বারিণঃ
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গণে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিদ্ধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥ ৮॥

তারাষ্টকমিদং রম্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥ ৯॥

লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিত্তবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥ ১০॥

কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যন্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১১॥

ইতি নীলতন্ত্রে তারাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

মনুষ্য জাতির উৎপত্তির বিবরণ।

মনুষ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুতর নিগূঢ় তত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা ভগবান আত্রেয় ঋষি এ সম্বন্ধে যে সকল গভীরতত্ত্ব মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই চরক সংহিতা হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদিগকে এক মাত্র সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদের পদ প্রান্তেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যথাঃ—

মহর্ষি অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! রজঃক্ষয়ের (ঋতু প্রবৃত্তির তিন দিবস পর, ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যে) অনন্তর ভিন্ন গোত্রীয় পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন দ্বারা স্ত্রীতে পরিত্যক্ত ষড় রস হইতে উৎপন্ন চতুর্ভূতাত্মক যে বস্তু গর্ভরূপে পরিণত হয় তাহা কি?"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিলেন। "যাহা হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণ তাহাকে শুক্র বলিয়া থাকেন। ইহাতে বায়ু, অগ্নি, ভূমি এবং জল এই চতুর্ব্বিধ ভূতের চারটি অংশ বিদ্যমান আছে। মধুরাদি ছয় প্রকার রস হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।"

অনন্তর অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! কি হেতু কি প্রকারে গর্ভের উৎপত্তি হয়? কিজন্য কোন কোন অবন্ধ্যা স্ত্রীও বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে এবং কিজন্য কোন কোন গর্ভ উৎপন্ন হইয়াও নষ্ট হয়?"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন যে, "যে গর্ভের শুক্র, রজ, আত্মা, আশয় (জরায়ুক্ষেত্র) এবং কাল এই সমুদায়ের কোন প্রকার দোষ না থাকে, পরন্তু যদি গর্ভিণীর আহার বিহারাদি হিতকারী হয়, তবে সেই গর্ভ পুষ্টদেহ হইয়া যথা সময়ে সুখে প্রসূত হয়। দুষ্ট আহার, দুষ্ট বিহার, যোনিদোষ, মনস্তাপ, দুষ্ট শুক্র, দুষ্ট রজ, অকাল যোগ এবং কোন কারণ বশতঃ বলক্ষয় এই সমুদায় কারণে স্ত্রীবন্ধ্যা হইলে বিলম্বে গভ সঞ্চার হয়।"

তাহার পর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন? কি জন্য কন্যা, পুত্র, যমজ কন্যা, যমজ পুত্র, যমজ পুত্র কন্যা, এককালে অনেক সন্তান এবং কোন কোন গর্ভ বিলম্বে প্রসব হয়? কিজন্যই বা যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে কখন কখন একটী হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ এবং অপরটী ক্ষীণকায় হয়।"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, "বীজ (মিলিত শুক্র ও রক্ত। রক্তাধিক হইলে কন্যা, শুক্রাধিক হইলে পুত্র, রক্তাধিক বীজ বিভক্ত হইলে যমজকন্যা এবং শুক্রাধিক বীজ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ পুত্র জন্মে। এইরূপে বীজ বিভক্ত হইলে যদি এক ভাগে রক্তের আধিক্য অপর ভাগে শুক্রের আধিক্য থাকে, তবে যমজ, কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হয়। যখন বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মিলিত শুক্র শোণিতকে নানা ভাগে বিভক্ত করে, তখনই উক্ত বিভাগানুসারে অদৃষ্ট বশতঃ কর্ম্মস্বরূপ অনেক অপত্য জন্ম গ্রহণ করে। গর্ভিণী যদি উৎকৃষ্ট আহারাদি প্রাপ্ত না হয়, অথচ যদি গর্ভিণীর কোন রূপে কোন ধাতুর অধিক স্রাব হয়, তবে গর্ভ শুষ্ক হয়, তাহার পর গর্ভ পুষ্ট হইলে সন্তান প্রসব হয়।"

অনন্তর অগ্নিবেশ কহিলেন "ভগবন! কিজন্য নপুংসক, পবনেন্দ্রিয়, সংস্কারবাহী, নরষণ্ড, নারীষণ্ড, বক্রী, বা বাতিকষণ্ড হইয়া থাকে।"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু কহিলেন, "বীজের রক্ত ও শুক্র এই উভয় অংশই যদি তুল্য হয়, তবে স্ত্রীচিহ্ন ও পুং চিহ্ন বিশিষ্ট নপুংসক জন্মে। শুক্রাশয় নষ্ট হইলে পবনেন্দ্রিয়, বায়ু শুক্রাশয় দ্বারা দূষিত হইলে পুরুষ সংস্কারবাহী হয়। যদি পিতা ও মাতা মন্দবীজ বা অল্পবীজ বিশিষ্ট আর দুর্ব্বল এবং অহর্ষ হয় তবে তাহাদের পুত্র নরষণ্ড এবং কন্যা নারীষণ্ড হয়। মাতার সহবাসে অনিচ্ছা ও, পিতার শুক্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বক্রী সন্তান জন্মিয়া থাকে। পিতা ও মাতা ঈর্ষাভিভূত এবং সহবাস কালে মন্দ হর্ষ থাকিলে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, সেই সন্তান ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হয়। যে পুরুষের বৃষণ (কোষ) দ্বয় বায়ু ও অগ্নির দোষে নষ্ট হইয়া যায় সেই পুরুষের নাম বাতিকষণ্ড।"

অগ্নিবেশ ভগবান আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "গর্ভস্থ কন্যা, পুত্র ও নপুংসক ইহাদের পৃথক পৃথক কাহার কি লক্ষণ দৃষ্ট হয়? আর কিজন্যই বা অপত্য সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়?"

ভগবান আত্রেয় বলিলেন, অগ্নিবেশ! যে স্ত্রী পুরুষার্থিনী হইয়া বাম অঙ্গের দ্বারা ধারণাদি ক্রিয়ার আরম্ভ করে। আর গর্ভের সময় স্ত্রীলোকের ন্যায় নিদ্রা, ভোজন, ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়, যে স্ত্রীর বামপার্শ্বে গর্ভ ও বামস্তনে প্রথম দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় কন্যা প্রসব করিবে। আর ইহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষার্থিনী হইয়া দক্ষিণাঙ্গের দ্বারা ধারণ, আর গর্ভাবস্থায় পুরুষের ন্যায় নিদ্রা, পুরুষের ন্যায় ভোজন, পুরুষের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীর দক্ষিণ পার্শ্বে গর্ভ ও দক্ষিণ স্তনে প্রথম দুগ্ধ দৃষ্ট হইলে পুত্র সন্তান প্রসব করিবে। অপর এই উভয় প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে।

গর্ভের প্রথম উৎপত্তি সময়ে স্ত্রী মনে মনে যে জন্তু চিন্তা করিবে, গর্ভস্থ সন্তানের ও প্রায় তাহার আকৃতির ন্যায় আকৃতি হইয়া থাকে। * গর্ভের দেহে যে চতুর্ব্বিধ ভূত বিদ্যমান থাকে, সেই সমুদয় মাতা ও পিতার আহার এবং আত্মকৃত কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এই সমুদয় হইতে উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যেগুলির বিশেষ বল থাকে, সেইগুলি সাদৃশ্য বিষয়ে হেতু হয়। কিন্তু গর্ভের প্রথমোৎপত্তি সময়ে পিতা ও মাতার মনের ভাব যেরূপ থাকে, গর্ভোৎপন্ন সন্তানেরও মনের ভাব সেইরূপ হইয়া থাকে।"

পুনর্ব্বার অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! আত্মা কি প্রকারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে? এবং আত্মার সহিত সর্ব্বদা কোন্ কোন্ পদার্থের আনুগত্য থাকে?"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, "জীবের কর্ম্মানুসারে মনে এক প্রকার সংস্কার জন্মে। মনের এই সংস্কার চারি প্রকার সূক্ষ্ম ভূতের সহিত এক দেহ হইতে দেহান্তরে অনু প্রবেশ করে। দিব্য জ্ঞান ভিন্ন তাহা কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না। *

আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব শরীরধারী, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, চেতন, অতীন্দ্রিয়, নিত্যযুক্ (মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনের অনুসরণকারী) এবং সানুশয় (রাগ দ্বেষাদির অনুগত) এই আত্মা, রস, মাতা, পিতা হইতে সম্ভূত চারিটী ভূত আর আকাশ, দশ ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পাঁচটী অর্থ এবং বিংশতিটী তত্ত্ব এই দেহে বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি চারটী ভূত আত্মাতে আশ্রিত হইয়া আছে এবং আত্মাও ঐ চারটী পৃথিব্যাদি ভূতে আশ্রিত হইয়া আছে। মাতা পিতা সম্ভূত চারিটী ভূত রজ ও শুক্র বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ শুক্র ও রজ যে সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা আবার রস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ চারিটী ভূত কর্ম্ম (অদৃষ্ট) হইতেও উৎপন্ন ও আত্মাতে লীন হইয়া গর্ভে নিবিষ্ট হয়। যেহেতু এই সূক্ষ্ম শরীরী আত্মা যখন অন্য দেহে গমন করে, তখন আত্মার সহিত গমন করিয়া থাকে। শুভাশুভ অদৃষ্টের ফল স্বরূপ পঞ্চ ভূতরূপ হইয়া গর্ভ রূপের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। পৌর্ব্বদেহিক মন হইতে গর্ভস্থ প্রাণীর মনের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকেরই যে আকৃতি ও বুদ্ধির প্রভেদ দেখা যায়, রজঃ তমঃ এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম এই তিনই তাহার কারণ। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ভূতের সহিত আত্মা কখনও বিযুক্ত হয় না। পরন্তু কর্ম্ম, মন, মতি এবং আহঙ্কারিক দোষ হইতেও আত্মা বিযুক্ত থাকে না। রজঃ ও তমঃ এই দুইটী দোষের দ্বারা যদি মন আক্রান্ত থাকে অথচ জ্ঞান না থাকে তবে সেই মনে কেবল নিয়ত রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইতে থাকে। দোষযুক্ত মন এবং বলবৎ কর্ম্ম গতি ও প্রবৃত্তির নিমিত্ত জানিবে।"

অগ্নিবেশ কহিলেন ভগবন! কোন্ কোন্ কারণে রোগের উৎপত্তি এবং কি উপায়ে রোগসমূহের শান্তি হয়? কি নিমিত্ত হর্ষ ও শোক জন্মে, কি কি উপায় অবলম্বনে শারীরিক এবং মানসিক বিকার সমুদয় এককালে নিবৃত্তি হইয়া পুনরুৎপন্ন না হয়?"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, "প্রজ্ঞাপরাধ, শব্দাদির বিষমযোগ (অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ) কাল পরিণাম এই সমুদয় কারণে রোগের উৎপত্তি হয়। সম্যক যোগযুক্ত বুদ্ধি, শব্দাদি বিষয় এবং কাল পরিণাম, বিকার শান্তির এই ত্রিবিধ উপায়। ধর্ম্মজনক ক্রিয়া হর্ষের নিমিত্ত এবং পাপজনক ক্রিয়া শোকের নিমিত্ত হয়।

শারীরিক (পাতপিত্তাদি) এবং মানসিক (রজঃ ও তমঃ) দোষের এককালে নিবৃত্তি হইলে আর কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক রোগের উৎপত্তি হয় না।

শরীর এবং মন এই উভয়েরই ধারাবাহিক উৎপত্তির কোন হেতু আছে, বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহাদের ধারাবাহিক উৎপত্তি অনাদি। বিশুদ্ধ ধৃতি, বিশুদ্ধ স্মৃতি, এবং পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা শরীর ও মনের ধারাবাহিক উৎপত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হিতজনক আহার ও বিহার এবং সর্ব্বদা বিবেচনা পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করেন, যিনি দানশীল, সমদর্শী, সত্যপর, ক্ষমাবান এবং যিনি সর্ব্বদা আপ্তজনের সেবা করেন, তিনি নিয়তই নিরোগ হইয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। পরন্তু যিনি সর্ব্বদা তত্ত্বানুশীলন, তপস্যা, এবং যোগে রত থাকেন, রোগে কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যেরূপ মতি, যেরূপ বাক্য, যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ সত্ত্ব এবং যেরূপ বুদ্ধি পরিণামে সুখপ্রদ হয়, সেইরূপ মতি, সেইরূপ বাক্য, সেইরূপ কর্ম্ম, সেইরূপ সত্ত্ব এবং সেইরূপ বুদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।"

ভগবান আত্রেয় ঋষির এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজ পুত্র অগ্নিবেশ বলিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে না। দেখুন মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, অন্নপান, ভক্ষ্য এবং লেহ্য এই সমুদায়ের উপযোগে কখনই গর্ভের উৎপত্তি হয় না। এবং সত্ত্ব সংজ্ঞক মনও কখন পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ যদি মাতা পিতারই গর্ভ জন্মাইবার শক্তি থাকিত, তবে এমন অনেক স্ত্রী ও অনেক পুরুষ আছে যে তাহারা আপনার পুত্র ইচ্ছা করে। অতএব তাহারা ইচ্ছা করিলেই পুত্র কন্যা জন্মাইতে সমর্থ হইত। পরন্তু এমন কোন স্ত্রী পুরুষ থাকিত না, যাহাদের সন্তান না হইত। এবং অপত্যার্থী হইয়া কেহ কেহ কখনও বিলাপ করিত না। অতএব কেবল পিতা ও মাতা হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর যদি বলেন, আত্মাই আত্মাকে জন্মান, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, জাত আত্মাই কি আত্মাকে জন্মায়? না, অজাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায়? যদি বলেন, জাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায়, কিন্তু তাহাও নিতান্ত অসম্ভব। কেননা যে জাত অর্থাৎ জন্মিয়াছে, সে আবার কেমন করিয়া জন্মিবে? আর যদি বলেন, অজাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায় কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কেননা যাহার সত্তা নাই, সে কখনই আপনাকে জন্মাইতে পারে না। অতএব উভয়ই অসঙ্গত। আরোও দেখুন, যদি আত্মার জন্মাইবার শক্তি থাকিত, তবে

---

* পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও এই গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথাঃ—

"A Strong persistant impression upon the mind of a mother, has appeared to produce a correspounding effect upon the development of the foctus in utro. (See Dr, Carpenter's Physiology. P. 943.)

"What a mental impression made upon the female by a perticular male, will give the offspring a resemllance to him even though she has had no sexual intercourse with him (See Ditto P. 990.)

* ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্ম্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্ম্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপং॥
(চরক সংহিতা, শরীর স্থান, ২য় অধ্যায়।)

কে অভিমত যোনিতে আপনাকে না জন্মায়? যেহেতু প্রত্যেক আত্মাই আপনাকে বশী, অপ্রহিতগতি, কামরূপী ও উৎকৃষ্ট তেজ, বল, বর্ণ, সত্ত্ব ও সংহন বিশিষ্ট, অজর, নিরোগ এবং অমর বা ইহাপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর গুণশালী করিতে ইচ্ছা করেন।

তাহার পর যদি বালক গর্ভ হইতে সাত্ম্য দ্বারা জন্মিয়া থাকে, তবে কেবল সাত্ম্যসেবীদিগের সন্তান হইত এবং যাহারা নিয়ত অসাত্ম্যসেবী, তাহাদের কখনও সন্তান হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয়, অসাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয়। আবার সাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয় না। সুতরাং সাত্ম্য হইতে গর্ভ হয় ইহা বলা অসঙ্গত।

গর্ভ-রসজও বলা যাইতে পারে না, কারণ যদি রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হইত, তবে জগতের কোন স্ত্রী পুরুষই নিঃসন্তান হইত না। যেহেতু এই জগতে এতাদৃশ কোন ব্যক্তিই নাই যে, কোন না কোন রস সেবন না করে। কিন্তু যদি বলেন, উৎকৃষ্ট রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে যাহারা নিয়ত ছাগ, মেষ, মৃগ ও ময়ূর মাংসের রস ও গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, তৈল, সৈন্ধব, ইক্ষু, মুগ এবং শালি তণ্ডুল ইত্যাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা কখনই নিঃসন্তান হইত না! আর যাহারা নিয়ত শ্যামা ধান্য, বরধান্য, কেদোধান্য, কোরদূষ ধান্য, কন্দ, মূল, ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই নিঃসন্তান হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয় না।

তাহার পর সত্ত্বসংজ্ঞক মন যে পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভে প্রবেশ করে, ইহাও যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না। কারণ যদি তাহাই হইত তবে অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মের দৃষ্ট বা শ্রুত কোন না কোন বিষয় স্মৃতি পথে আরূঢ় হইত। পরন্তু দেখা যায়, গর্ভস্থ শিশুর পূর্ব্ব জন্মের কোন কথাই স্মরণ থাকে না। এই জন্য আমরা এরূপ বলিতেছি যে, গর্ভ মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, বা রস হইতে উৎপন্ন হয় না। আর মনও ঐ সমস্ত পদার্থের উপপাদক অর্থাৎ সংযোজক নহে।" *

অগ্নিবেশের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসু কহিলেন "তুমি যাহা বলিলে ইহা সঙ্গত নহে। এই সমুদয় ভাব হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। দেখ উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণীর মধ্যে এমন কোন প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না, যে প্রাণী মাতা ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইয়াছে; অথচ স্বীকার করিতে হইবে যে, মাতা হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। এই গর্ভের যে যে অংশ মাতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কহিতেছি। মাতা হইতে ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বস্তি, পুরীষাধান, আমাশয়, পক্বাশয়, উত্তরগুদ, অধগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বপা (হৃদয়স্থ মেদ) এবং বপাবহ এই সমুদয় অংশ উৎপন্ন হয়।

উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণী কখনও পিতা ব্যতিরেকে জন্ম লাভ করিতে পারে না। এমন কেহ কখন দেখে বা শুনে নাই যে, পিতা ব্যতিরেকে কোন উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, গর্ভ পিতা হইতেও উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে অংশ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি। যথাঃ—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, এবং শুক্র এই সমুদয় অংশ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়।

আত্মা হইতেও গর্ভের উৎপত্তি হয়। গর্ভস্থ আত্মাই "জীব" বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ আত্মা নিত্য নিরোগ, অজর, অমর, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অলেহ্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মা, অব্যক্ত, অনাদি, অবিনশ্বর ও অক্ষয়। এই আত্মা গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক শুক্র ও শোণিতের সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভ ভাবে আপনাকে আপনি জন্মাইয়া থাকে, বস্তুতঃ এই পরমাত্মা অনাদি ও নিত্য। তাহার জন্ম হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব এই আত্মা অজ হইয়াও জাত গর্ভের উৎপাদন এবং জাত হইয়াও অজাত গর্ভের উৎপাদন করে। সেই গর্ভই কালান্তরে বাল্য, যৌবন, ও বৃদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে পিতা, মাতা এবং আত্মা ইহাদের প্রত্যেকের সমস্ত বিষয়ে যথেচ্ছচারিতা নাই। তাহারা কোন কোন কর্ম্ম আত্মবশে থাকিয়া, কোন কোন কর্ম্ম কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বশে থাকিয়া, কোন কোন কর্ম্ম করণ শক্তির (বুদ্ধ্যাদির) অনুসারে এবং কোন কোন কর্ম্ম করণাদির নিরপেক্ষ হইয়াও সম্পাদন করে। যে স্থলে সত্ত্বাদি করণের উৎকর্ষ, সেই স্থলেই বলানুসারে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর যদি তাহা না হয় তবে তাহার বিপরীত হয়। এবং কারণ সমুদয় দূষিত হইলে বা কারণ শূন্য আত্মা গর্ভ জননে সক্ষম হয় না।

যাঁহারা সম্যক রূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষ আপনার আয়ত্তে রাখিয়াছেন। অতএব এই সমুদয় ব্যতিরেকে সুখ দুঃখের আর অন্য কোন কর্ত্তা নাই। এবং অন্য কোন কারণ হইতেও গর্ভের উৎপত্তি হয় না। কারণ বীজ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না।

এই গর্ভের যে যে অংশ আত্মা (জীব) হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই অংশ ব্যাখ্যা করিব। আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রেরণ, ধারণ, আকৃতি, স্বর, বর্ণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রযত্ন এই সমুদয় আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়।

সাত্ম্য হইতেও গর্ভের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অসাত্ম্য সেবী না হইলে কখন স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধ্যত্ব সম্ভবে না এবং গর্ভের কোন প্রকার অনিষ্ট ভাব ঘটিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত না অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী ও পুরুষের বাতাদি দোষত্রয় কুপিত ও সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের শুক্রাশয় এবং স্ত্রীর শোণিতাশয় ও গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভের অনিষ্টোৎপাদনে যোগ্য না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত অসাত্ম্য সেবনেও গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারে। কেবল যে সাত্ম্য হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, এমত নহে, তবে কিনা গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে সমুদয়ই কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

গর্ভের যে যে অংশ সাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়, এইক্ষণে সেই সেই অংশ ব্যাখ্যা করিব। যথা—আরোগ্য, অনালস্য, লোভশূন্যতা, ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা, স্বর, বর্ণ ও বীর্য্যের উৎকর্ষ এবং সর্ব্বদা হৃষ্ট চিত্ততা এই সমুদয় সাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গর্ভ রসজ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গর্ভের কথা দূরে থাকুক, যে মাতা হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়, সেই মাতার প্রাণ যাত্রাই যখন এই রস ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, তখন রস ব্যতিরেকে গর্ভের উৎপত্তি হয় ইহা বলা যায় না। রস সেবা করিলেই যে গর্ভের উৎপত্তি হয় এমত নহে, তবে কিনা রস প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমস্তই গর্ভের উৎপত্তির কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।

গর্ভের যে অংশ রস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা; শরীরের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি, শ্বাস প্রশ্বাসের নিবৃত্তি, পুষ্টি এবং উৎসাহ এই সমুদায় রস হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, সত্ত্বই উপপাদক। এই সত্ত্বই শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে। আর এই সত্ত্বই শরীর হইতে অপগমন করিলে স্বভাবের বৈপরীত্য, ইন্দ্রিয়সমূহের উপতাপ ঘটিয়া থাকে এবং বলের হানি ও বৃদ্ধি হয়। এবং এই মনই ইন্দ্রিয়সমূহের চালক বলিয়া অভিহিত হয়। সেই মন ত্রিবিধ। যথা—শুদ্ধ, রাজস, এবং তামস।

মনুষ্যের মনে সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিন গুণের মধ্যে যে গুণের আধিক্য থাকে, দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্তও মনে সেই গুণের সম্যক রূপে যোগ হয়। কিন্তু মন যদি শুদ্ধ সত্ত্বের সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে অতীত জন্মের কথার স্মরণ করিতে পারে। কারণ স্মৃতির দ্বারাই আত্মার পুনর্জ্জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত মন আত্মার অনুবর্ত্তী হয় বলিয়া জ্ঞানেরও অনুবৃত্তি হয়। জ্ঞানের এইরূপ অনুবৃত্তি অনুসারেই পুরুষ জাতিস্মর হইয়া থাকে।

সত্ত্ব হইতে গর্ভের যে সমুদয় গুণের উৎপত্তি হয়, তাহা বলিতেছি। যথাঃ—ভক্তি, সদ্ভাব, শৌচ, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, দানশীলতা, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয়, ক্রোধ, তন্দ্রা, উৎসাহ, তীক্ষ্ণতা, মৃদুতা, গাম্ভীর্য্য এবং চিত্তচাঞ্চল্য ইত্যাদি ও এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কতক গুলি মানসিক বিকার আছে। তিনটী গুণের মধ্যে যখন যে গুণের অধিক অনুবৃত্তি হয়, তখন সেই গুণানুসারেই ঐ সত্ত্ব এক প্রকার বলিয়া অভিহিত হয় অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণের অনুবৃত্তি, তখন সাত্ত্বিক, রজোগুণের অনুবৃত্তি, তখন রাজস এবং যখন তমোগুণের অনুবৃত্তি হয় তখন তামস সত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ সেই গর্ভ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কারণ ভূত ভাব সমুদয় হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কারণ সমুদয়ের মধ্যে কোনটীর অভাব হইলে গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়। যেমন রথ নানাবিধ রথের অবয়ব সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, তেমন মাতা প্রভৃতি কারণ হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। সুতরাং গর্ভ, মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ, এবং রসজ, আর সত্ত্বসংজ্ঞক মন এই সমুদয়ের উপপাদক অর্থাৎ সংগ্রাহক। ইহা নিশ্চিত হইল।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* মহর্ষি অগ্নিবেশ ভগবান আত্রেয় ঋষির নিকট মীমাংসার জন্যই যে সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। আজ কাল আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীরাও সেই তর্কই সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এই তর্কের মীমাংসার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

রাজধর্ম্ম।

ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ॥

রাজা মন্ত্রাবর্গের সহিত উত্তম বিবেচনা করিয়া বিচারকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য, সন্ধিকার্য্য এবং অন্যান্য সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন॥ ম-নি-ত ৮।১১৮।

দুর্গাধ্যক্ষো বলাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষশ্চ ভূপতিঃ।
দূতঃ পুরোধা দৈবজ্ঞো ভিষজো মন্ত্রিণোমতাঃ॥

দুর্গাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, ভূপতি, দূত, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও ভিষক, এই কএক ব্যক্তি মন্ত্রণাকারী হয়॥ হি-উ।

তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহং।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥

রাজা সচিবগণের সহিত সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহাদি সাধারণ বিষয়, নগর, দেশ, কোষ, হস্তা, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি বিষয়, ধান্য হিরণ্যাদি উৎপত্তি বিষয়, আত্ম ও রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয় এবং লব্ধ ধনাদি দাতব্য বিষয়ের চিন্তা করিবেন॥ ম-সং ৭।৫৬।

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥

রাজা সচিবগণের মধ্যে প্রত্যেকের আভিপ্রায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে, অথবা একেবারে সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনার বিবেচনায় যাহা হিতজনক বোধ করিবেন, তাহাই আচরণ করিবেন॥ ঐ ৫৭।

ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশাননঃ।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥

যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না॥ বা-রা ৬।১২।৩০।

অনুপায়েন কর্ম্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীষ্যপ্রযতেষ্বিব॥

পরামর্শ ব্যতীত যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, অভিচারিক যাগে আহুত ঘৃতের ন্যায় পরিণামে নিতান্ত দোষাবহ হইয়া থাকে॥ ঐ ৩১।

যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্ব্বঞ্চাপরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ॥

যে মহীপাল পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝেন না, অর্থাৎ যিনি পূর্ব্ব

কর্ত্তব্য কার্য্য পরে করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে পশ্চাৎ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নয়ানয় কিছুই বোধ নাই ॥

বা-রা ৬ ১২।৩২।

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ ॥

যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য হইলেও হংসেরা আকাশমার্গ আশ্রয় করিয়া উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষিপ্রকারী চপল লোকের সমধিক বল থাকিলেও শত্রুগণ ছিদ্রানুসারে অনায়াসে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ঐ ৩৩।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুঃকর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥

কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না ॥ গ পু ১।১১৪।৫৫।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং যথা তথা।
মনাগপি ন ভিদ্যেত তদ্ভিন্নং ন প্ররোহতি ॥

মন্ত্ররূপ বীজকে সর্ব্বদা এমন গোপনভাবে রক্ষা করিবেন যে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যেন ভেদ না হয়, যেহেতু বীজ ভিন্ন হইলে অঙ্কুরিত হয় না ॥ হি-উ।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তস্য বার্ত্তয়া।
ইতি মন্ত্রদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা ॥

মন্ত্র ষট্‌কর্ণ গোচর হইলেও বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলে ভেদ হয়, এই কারণে মহীপাল কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবেন ॥ ঐ।

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা মনেতেই করিবেন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবেন না, যেহেতু সেই কার্য্য অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে সিদ্ধ হয় না ॥ চাণক্য ॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহরয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥

রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে রাজ্যের সাম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেন এবং তাহা শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিবেন এবং প্রজাগণের সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন ॥ ম-সং ৭।৮০।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্ ॥

বাণিজ্য দ্রব্য কত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে ও কত মূল্যে বিক্রয় হইবে ও কতদূর হইতে আনয়নার্থ পাথেয় কত ব্যয় হয় ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ কত ব্যয় হয়, এই সমস্ত ব্যয়ের অতিরিক্ত যে নিশ্চয় লভ্য থাকিবে, তদনুসারে বণিকগণের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন ॥ ঐ ১২৭।

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্ষোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পোগ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥

যেমন অল্পে অল্পে দন্তহীন জলৌকা রুধির পান করে, বৎস দুগ্ধ পান করে ও ষট্‌পদ মধুপান করে, সেইরূপে রাজা অল্পে অল্পে স্বীয় রাজ্যের কর গ্রহণ করিবেন ॥ ঐ ১২৯।

বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ।
রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে ॥

যেমন বল্মীক, মধুচক্র ও শুক্ল পক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রাজ্য ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয় ॥ গ-পু ১।১১৩।৮

ব্রহ্মস্বে মা মতিং কুর্য্যাৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি ব্রহ্মদগ্ধো ন রোহতি ॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাপি ব্রহ্মস্বে (ব্রাহ্মণের ধনে) স্পৃহা করিবে না, কারণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেও পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় না ॥ বৃ-সং ২৮।

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকং ॥

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মস্বকেই বিষ বলা যায়, যেহেতু বিষ কেবল এক ব্যক্তিকেই নষ্ট করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব রূপ বিষ পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে বিনাশ করে ॥ ঐ ২৯।

ব্রহ্মস্বং ত্বরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষং।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥

যদি রীতিমত অনুমতি না পাইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা আপনা হইতে পৌত্রপর্য্যন্ত তিন পুরুষ নাশ করে। আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভুক্ত হইলে, পূর্ব্বের দশ ও পরের দশ পুরুষ ক্ষয় করে ॥ ভা-পু ১০।৬৪।২২।

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যাশ্চ নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধুবালিশাঃ ॥

যাহারা ব্রহ্মস্বে স্পৃহা করে, তাহারা নরকে গমনের অভিলাষী হয়, (অতএব) অজ্ঞ রাজা সকল রাজলক্ষ্মীর সহিত যে পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপে দেখিতে পায় না।

ঐ ২৩।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত যঃ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

যিনি, নিজের দত্তই হউক, আর অন্যের দত্তই হউক, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন, তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকেন ॥ ঐ ২৪

অনাদেয়ং নাদদীত পরিক্ষীণোঽপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোঽপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ ॥

রাজা ধনক্ষীণ হইলেও যাহা গ্রহণ করিবার নহে, তাহা গ্রহণ করিবেন না এবং সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাহ্য অত্যল্পধনও পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ম-সং ৮।১৭০।

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিঃক্ষিপ্তরত্নোহি মুখে ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণং ॥

হে রাজন্! অন্যান্য সকল দ্রব্য সংগ্রহাপেক্ষা ধান্য সংগ্রহই উত্তম সংগ্রহ, যেহেতু মুখে রত্ন নিক্ষেপ করিলে প্রাণ ধারণ করা যায় না, অর্থাৎ যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে ধান্য সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক ॥ হি-উ

খ্যাতঃ সর্ব্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতঞ্চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়তে ॥

আর, সকল রসের মধ্যে লবণ রস উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কারণ তদ্ব্যতিরেকে সমুদায় ব্যঞ্জনই গোময়ের তুল্য, অর্থাৎ বিস্বাদু বোধ হয়, অতএব লবণ সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ঐ।

কমণ্ডলূপমোমাত্য স্তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ।
নৃপতে! কিংক্ষণো মূর্খো দরিদ্র কিংবরাটকঃ ॥

মন্ত্রী কমণ্ডলু (গাড়ুর) ন্যায় বহু সঞ্চয় করিবেন এবং অল্প ব্যয় করিবেন। হে মহারাজ! ক্ষণকাল অধ্যয়ন না করিলে কি হইবে, এরূপ যিনি মনে করেন, তিনি মূর্খ হন এবং এক বরাটক সঞ্চয় না করিলে কি হইবে, এরূপ যিনি ভাবেন, তিনি দরিদ্র হন ॥ ঐ

সহস্রাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ কাকিনীঃ যঃ প্রবর্দ্ধয়েৎ।
কোষঃ কোষবতঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ন ভূপতেঃ ॥

যে মন্ত্রী এক কাকিনী, অর্থাৎ পাঁচ গণ্ডা কড়িকে বর্দ্ধিত করেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী, যেহেতু কোষাধিকারীর কোষই প্রাণ, রাজার প্রাণ প্রাণি নহে। হি-উ

অতিব্যয়োঽনবেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ
পোষণং দূরসংস্থানং কোব্যসনমুচ্যতে।

ধনের অতিরিক্ত ব্যয় ও অনবেক্ষণ, অধর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জন এবং দূরস্থ (সম্বন্ধীয়) লোকের পোষণ, এই সকল কোষের ব্যসন বলিয়া উক্ত হয় ॥ ঐ।

ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।
পরিক্ষীয়ত এবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ ॥

কারণ, ধনের শীঘ্র আয় না দেখিয়া আপন ইচ্ছামতে ব্যয় করিলে কুবের তুল্য ধনবান্ ব্যক্তিও দরিদ্র হয়। ঐ।

রাজকর্ম্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্বৃত্তিং স্থানকর্ম্মানুরূপতঃ ॥

রাজা, উপযুক্ত কর্ম্মকর ভৃত্যবর্গ ও সামান্য দাস দাসীগণের দৈনন্দিন বৃত্তি, তাহাদিগের স্থান ও কর্ম্ম অনুসারে অবধারিত করিবেন ॥ ম-সং ৭।১২৫।

দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ ॥

সেবাবৃত্ত্যবলম্বী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা কার্য্যদক্ষ, বিশুদ্ধ আচারপরায়ণ, সত্যবাদী, নিদ্রার অবশীভূত, ভ্রমরহিত ও আলস্যশূন্য হইবে ॥ ম নি ত ৮।১৪২।

প্রভুর্ব্বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা।
মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ ॥

যে সকল ভৃত্য ইহলোকে ও পরলোকে সুখ কামনা করে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণু সদৃশ জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে, তাঁহার পত্নীকে জননীতুল্য জ্ঞান করিবে এবং তাঁহার বান্ধবগণের সম্মান রক্ষা করিবে ॥ ঐ ১৪৪।

ভর্ত্তুর্ম্মিত্রাণি মিত্রাণি জানিয়াত্তদরীনরীন্।
সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাংপ্রতীক্ষয়ন্ ॥

প্রভুর মিত্রদিগকে মিত্র শত্রুদিগকে শত্রু জ্ঞান করিবে এবং সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া সভয়চিত্তে অবস্থান করিবে ॥ ঐ ১৪৪।

অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ।
ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥

প্রভুর অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপনীয় কথা, এবং যাহাতে প্রভুর গ্লানি হয় তাদৃশ বিষয় অতি যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবে ॥ ম-নি-ত ৮।১৪৫।

অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।
তৎসন্নিধাবসদ্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥

স্বামীধনে সর্ব্বদা লোভশূন্য হইবে, স্বামীর হিতসাধনে সতত অনুরক্ত থাকিবে এবং স্বামীর সন্নিধানে অসদ্‌বাক্য প্রয়োগ, ক্রীড়া ও হাস্য, এই সমুদয় পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ১৪৬

ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্‌গৃহকিঙ্করীং।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

স্বামীর গৃহকিঙ্করীদিগকে পাপনয়নে দর্শন করিবে না এবং তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনে এক শয্যায় শয়ন করিবে না ও হাস্য পরিহাস করিবে না ॥ ঐ ১৪৭।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণং শাস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥

প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন, পাদুকা, ভূষণ, শাস্ত্র, এ সমুদয় স্বয়ং ব্যবহার করিবে না ॥ ঐ ১৪৮

ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ পার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ভৃত্য কোন অপরাধ করিলে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ভৃত্য প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না ম-নি-ত ৮।১৪৯।

নানিবেদ্য প্রকুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ং।
কার্য্যমাপৎপ্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতেঃ ॥

আপদের প্রতীকার ভিন্ন প্রভুকে নিবেদন না করিয়া ভৃত্য স্বয়ং কোন কার্য্য করিবে না ॥ হি-উ।

ন চানুশিষ্যাদ্রাজানমপৃচ্ছন্তং কদাচন।
তূষ্ণীঞ্চৈনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়ন্ ॥

রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয় ॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।১৬।

বিদিতে চাস্য কুর্ব্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।
এবং বিরচিতো রাজ্ঞো ন ক্ষতির্জ্জায়তে ক্বচিৎ ॥

রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না ॥ ঐ ১৯।

গচ্ছন্নপি পরাং ভূমিমপৃষ্টোপ্যনিযোজিতঃ!
জাত্যন্ধ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্ ॥

উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।২০।

সমর্ণনাসু সর্ব্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।
সম্বর্ত্তয়েত্তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং বদেৎ ॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যস্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণনা করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্ল্ভ, সেস্থলে প্রভুর প্রিয়বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিতবাক্য বলাই কর্ত্তব্য। ঐ ২৪॥

অনুকূলোভবেচ্চাস্য সর্ব্বার্থেষু কথাসু চ।
অপ্রিয়ং চাহিতং যৎ স্যাত্তদস্মৈনানুবর্ণয়েৎ॥

কদাচ স্বামী-বাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না॥

ঐ ২৫।

নাস্যানিষ্টানি সেবেত নাহিতৈঃ সহ সংবসেৎ।
স্বস্থানান্ন বিকম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ॥

যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতাচারীদিগের সহবাস ও অনধিকার চর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ ২৭

দক্ষিণম্বাথ বামম্বা পার্শ্বমাসীত পণ্ডিতঃ।
রক্ষিণাং হ্যাত্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্বিধীয়তে।
নিত্যং হি প্রতিষিদ্ধন্তু পুরস্তাদাসনং মহৎ॥

পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন; অস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিবেন এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ॥ ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪।২৮।

ন চৌষ্ঠৌ ন ভুজৌ জানু ন চ বাচং সমাক্ষিপেৎ
সদা বাতঞ্চ বাতঞ্চ ষ্ঠীবনঞ্চাচরেচ্ছনৈঃ

রাজসভায় স্থির ভাবে সমাসীন থাকিবে; হস্ত, পদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে।

ঐ ৩৫।

হাস্যবস্তুষু চাপস্য বর্ত্তমানেষু কেষুচিৎ।
নাতিগাঢ়ং প্রহৃষ্যেত ন চাপ্যুন্মত্তবদ্ধসেৎ॥
নচাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্গুরুতাং হি তথা ব্রজেৎ।
স্মিতন্তু মৃদুপূর্ব্বেণ হসয়েদপ্রমাদজং॥

কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট হইয়া অতিহাস্য ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতিহাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সম্বরণে গাম্ভির্য্য প্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য॥

ঐ ৩৬-৩৭।

লাভেন হর্ষয়েদ্যস্ত ন ব্যথেদ্যোঽবমানিতঃ।
অসংমূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ॥

যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হন না এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৩৮।

রাজানং রাজপুত্রং বা সম্বর্ণয়তি যঃসদা।
অমাত্যপণ্ডিতো ভূত্বা স চিরং তিষ্ঠতি প্রিয়ঃ॥

যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চিরকাল প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন।

ঐ ৩৯।

প্রগৃহীতশ্চ যোঽমাত্যো নিগৃহীতশ্চ কারণৈঃ।
ন নির্ব্বদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ॥

যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণ বশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ লাভ করিতে পারেন॥ ঐ ৪০।

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ ক্ষণবাদী বিচক্ষণঃ।
উপজীবী ভবেদ্রাজ্ঞো বিষয়ে চাপি বা ভবেৎ॥

যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে ও পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন॥ ঐ ৪১।

অমাত্যো হি বলাদ্ভোক্তুং রাজানং প্রার্থয়েত্তু যঃ।
ন স তিষ্ঠেচ্চিরং স্থানে গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম্॥

যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচির কাল মধ্যে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়।

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৪২।

শ্রেয়ঃ সদাত্মনো দৃষ্টা পরং রাজ্ঞা ন সংবদেৎ।
বিশেষয়েন্ন রাজানং যোগ্যভূমিষু সর্ব্বদা॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না॥ ঐ ৪৩।

অম্লানোবলবাঞ্ছুরশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
সত্যবাদী মৃদুর্দ্দান্তঃ স রাজবসতিং বসেৎ॥

যে ব্যক্তি বলবান, অম্লান, সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত॥ ঐ ৪৪।

অন্যস্মিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্যঃ সমুৎপতেৎ।
অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ॥

প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, যিনি কি করিব বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র॥

ঐ ৪৫।

অন্তরে চৈব বাহ্যে চ রাজ্ঞা যশ্চৈব সর্ব্বদা।
আদিষ্টো নৈব কম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ॥

যিনি ভূপতি কর্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৪৬।

যোবৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নানুসংস্মরেৎ।
দুঃখেন সুখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসেৎ॥

যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াস্পদ পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে স্মরণ না করেন এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে থাকেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত॥ ঐ ৪৭।

সমবেশং ন কুর্ব্বীত নোচ্চৈঃ সন্নিহিতো হসেৎ।
মন্ত্রং ন বহুধা কুর্য্যাদেবং রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ॥

কদাচ রাজার সদৃশ বেশ ভূষা করিবে না, তাঁহার সমীপে অতিহাস্য করিবে না এবং মন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না॥ ঐ ৪৮।

ন কর্ম্মণি নিযুক্তঃ সন্ ধনং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
প্রাপ্নোতি হি হরন্ দ্রব্যং বন্ধনং যদি বা বধং॥

অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে; কারণ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা॥ ঐ ৪৯।

যানং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যৎ সংপ্রযচ্ছতি।
তদেব ধারয়েন্নিত্যমেবং প্রিয়তরো ভবেৎ॥

প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এইরূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পরিলে রাজার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।৫০।

যো হি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্রা কর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাত্তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥

যিনি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ॥

বা-বা ৬।১।৭।

যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ নৃপতেঃ প্রিয়ম্।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্॥

যিনি ভর্ত্তৃনিয়োগ পালনপূর্ব্বক সাধ্যপক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ॥ ঐ ৮।

নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্যঃ সমাহিতঃ।
ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥

আর, যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তাহাকে অধম পুরুষ বলিয়া জানিবেন॥ ঐ ৯।

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

কেবল রাজারই সেবা করিতে হয় এমত নহে, কিন্তু চক্র ও রাজা উভয়েরই সেবা করা কর্ত্তব্য, যে হেতু চক্রের মাহাত্ম্যে ভগবান্ ভূত হইয়াছিলেন॥ ক-বা।

আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যং
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসঙ্গতং বা।
প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যঃ পার্শ্বতো বহতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি॥

বিদ্যাবিহীন হউক বা অকুলীন হউক অথবা অনিষ্টই হউক, যে লোক রাজার নিকটে থাকে, সেই রাজার প্রিয় হয়, কেন না রাজা, স্ত্রীলোক ও লতা, ইহারা প্রায়ই পার্শ্ববর্ত্তীকে পরিবেষ্ঠন করে॥ হি-উ

জনং জনপদা নিত্যমর্চ্চয়ন্তি নৃপার্চ্চিতং।
নৃপেণাবমতোযস্তু স সর্ব্বৈরবমন্যতে॥

আর, নৃপার্চ্চিত ব্যক্তি জনপদস্থ সমস্ত লোক কর্তৃক সর্ব্বদা অর্চ্চিত হয় এবং রাজার অনাদৃত ব্যক্তি সমস্ত লোক কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হয়॥ ঐ

অন্তসঃ পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ।
স্বস্বামিনা বলবতা ভৃত্যো ভবতি গর্ব্বিতঃ॥

যেমন জলের পরিমাণানুসারে কমলনাল উন্নত হয়, সেইরূপ আপন প্রভুর বলানুসারে ভৃত্যবর্গও গর্ব্বিত হইয়া থাকে॥

গ-পু ১।১১৫।১৭।

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥

যেহেতু প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্যবর্গ প্রায়ই পরধন গ্রাহক ও শঠ হইয়া থাকে, এজন্য রাজা তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন॥

ম-সং ৭। ১২৩।

যস্য পুত্রশ্চ ভৃত্যশ্চ মন্ত্রিণশ্চ পুরোহিতাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসুপ্তানি তস্য রাজ্যং চিরং নহি॥

যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রসুপ্ত, অর্থাৎ সর্ব্বদা সতর্ক নহে এবং ইন্দ্রিয়গণও সক্ষম নহে, সেই রাজার রাজ্য চিরস্থায়ী নহে॥ গ পু ১।১১১।২১।

নিরালস্যাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সুস্বপ্নাঃ প্রতিবোধকাঃ।
সুখদুঃখসমাধীরা ভৃত্যা লোকেষু দুর্ল্ভাঃ॥

আলস্যবিহীন, সন্তুষ্টচিত্ত, সুনিদ্র, শীঘ্রচেতন, সুখদুঃখে অচঞ্চল এবং ধীর, এইরূপ ভৃত্য ইহলোকে অতি দুর্ল্ভ॥

গ-পু ১।১২।২০।

ক্ষান্তিসত্যবিহীনশ্চ ক্রূরবুদ্ধিশ্চ নিন্দকঃ।
দাম্ভিকঃ পেটুকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহয়ান্বিতঃ।
অশক্তো ভয়ভীতশ্চ রাজ্ঞা ত্যক্তব্য এব সঃ।

যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণবর্জ্জিত, সত্যধর্ম্মবিহীন, ক্রূরবুদ্ধি, নিন্দক, দাম্ভিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্য্যকরণে অশক্ত ও ভয়কাতর এবম্প্রকার ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ১২।

চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥

চাট (অর্থাৎ প্রতারক বা বাক্‌কৌশলদ্বারা যে ব্যক্তি পরধন অপহরণ করে,) তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত (ঐন্দ্রজালিক) বাজীকর প্রভৃতি), মহাসাহসিক (দস্যু), ইত্যাদি প্রকার লোক, বিশেষতঃ কায়স্থের (সংখ্যা নির্ণয় কারী করণ জাতি) পীড়ন হইতে প্রজা সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন॥

যা-সং ১।৩৩৫।

যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্নীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনং॥

যে সকল পাপান্তঃকরণ কর্ম্মকারকগণ অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করে, রাজা তাহাদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বাসোচ্ছেদ করিয়া দিবেন॥ ম-সং ৭।১২৪।

যে নিযুক্তাস্তু কার্য্যেষু হন্যুঃ কার্য্যাণি কার্য্যিণাং।
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্নিস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ॥

যাহারা রাজনিযুক্ত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ করতঃ অর্থী প্রত্যর্থীগণের কার্য্য নষ্ট করে, রাজা তাহাদিগকে নিস্ব ও নির্ব্বাসিত করিবেন॥ ম-সং ৯।২৩১।

মুহুর্নিয়োগিনো বোধ্যা বসুধারা মহীপতে!।
সকৃৎ কিং পীড়িতস্নানবস্ত্রং মুঞ্চেদ্দ্রুতং পয়ঃ॥

হে মহারাজ! নিয়োজিত লোকের কার্য্য সকল বারম্বার

বুঝিয়া দেখিবেন, কারণ একবার পীড়ন করিলে কি স্নান-বস্ত্র শীঘ্র জল ত্যাগ করে? হি-উ।

শৌর্বীর্য্যযুক্তা মৃদুমন্দবাক্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ।
প্রাগেব পশ্চাদ্বিপরীতরূপা যে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি ॥

যাহারা বীর্য্যযুক্ত, মৃদুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরে সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, সেই সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী হয় না ॥

গ-পু ১।১১২।১৯।

তুল্যার্থং তুল্যসামার্থং মর্ম্মজ্ঞং ব্যসনায়িনং।
অর্দ্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো হন্যাৎ স ন হন্যতে ॥

যে সকল ভৃত্য রাজার সমান ধনশালী, তুল্য সামার্থবান্, মর্ম্মজ্ঞ, ব্যসনী ও রাজার রাজ্যহরণকারী, তাহাদিগকে রাজা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে রাজা কখনও বিনষ্ট হয়েন না ॥ ঐ ১৮।

যাবৎ স্বশক্তিং শক্তোপি ন দর্শয়তি কর্হিচিৎ।
তাবৎ ন লঙ্ঘ্যঃ সর্ব্বেষাং জ্বলনো দারুগো যথা ॥

শক্তিমান্ পুরুষ যাবৎ স্বীয় শক্তি প্রদর্শন না করেন, তাবৎ লোকে তাঁহাকে কাষ্ঠনিহিত অগ্নির ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া থাকে ॥ কা-থ ১।৮৮।

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
ন তু স্বামিপদপ্রাপ্তিপাতকেচ্ছোরুপেক্ষণং ॥

বরং প্রাণ পরিত্যাগ করাও ভাল, অথবা শির কর্ত্তন করাও ভাল, তথাপি স্বামির পদপ্রাপ্তিরূপ পাতকাকাঙ্ক্ষীকে উপেক্ষা করা ভাল নয় ॥ হি-উ।

বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখং ॥

বিষাক্ত অন্ন, চলিত দন্ত ও দুষ্ট অমাত্য, ইহাদিগের মূলোৎপাটন করাই সুখ ॥ ঐ।

তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপবল্লভাৎ।
নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজা রক্ষেৎ পিতেব হি ॥

তস্কর, নিযুক্ত ব্যক্তি, শত্রু, রাজপ্রিয়-ব্যক্তি, ও নিজের লোভ, এই সকল হইতে প্রজাগণকে রাজা পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন ॥ ঐ।

অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাং ॥

যখন রাজা স্বয়ং বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতে অবকাশ না পাইবেন, তখন তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, দান্ত ও কুলবান্ প্রধান অমাত্যকে বিচারাসনে স্থাপন করিবেন ॥

ম-সং ৭।১৪১।

অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকোবা যৎ কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাত্তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ ॥

যদি অমাত্য বা বিচারকগণ স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য (বিচারাদি) কার্য্যের অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য রাজা স্বয়ং নিষ্পন্ন করিবেন এবং ঐ কর্ম্মচারীদিগের সহস্র পণ দণ্ড করিবেন ॥ ম-সং ৯।২৩৪।

পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনং ॥

রাজারা ন্যায়তঃ (শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে) প্রজা পালন করেন, এইজন্য তাঁহারা প্রজাগণের উপার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং সকল প্রকার দান অপেক্ষা ন্যায়পূর্ব্বক প্রজাপালনের ফল অধিক ॥ যা-সং ১।৩৩৪।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষাঃ পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাং ॥

দুর্জ্জনের দণ্ড, সজ্জনের পুরস্কার, ন্যায়ানুসারে ধন সঞ্চয়-দ্বারা কোষবর্দ্ধন, অর্থীপ্রত্যর্থীগণের প্রতি অপক্ষপাত বিচার এবং শত্রুহস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা, রাজাদিগের পক্ষে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ॥ অত্রি-সং।

রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥

যে নরেন্দ্র সজ্জনের রক্ষণ ও দুর্জ্জনের শাসন করিয়া প্রজাপালনে তৎপর হন, তিনি পরলোকে স্বর্গে গমন করেন ॥

ম-সং ৯।২৫৩।

ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ ॥

যে ব্যক্তির রক্ষক কেহই নাই, যে ব্যক্তি দীন, অথবা যে ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে রাজাই রক্ষা করিবেন, যেহেতু রাজাই প্রজাগণের প্রভু হয়েন ॥ ম-ণি-ত ১২।৮৬।

স্বাদানাদ্বর্ণসংসর্গাত্ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সংজায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে ॥

ন্যায্য ধন গ্রহণ, সঙ্কর জাতি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষণ এবং বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষণ জন্য রাজা ইহলোকে ও পরলোকে বর্দ্ধিত হয়েন ॥ ম-সং ৮।১৭২।

তস্মাদ্যম ইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্ত্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

সেই কারণে রাজা যমের ন্যায় জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ॥ ম-সং ৮।১৭৩।

যস্ত্বধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ ॥

যে নরপতি মোহবশতঃ অধর্ম্মানুসারে কার্য্য সকল সম্পাদন করে, সেই দুরাত্মাকে শত্রু রাজারা অচিরাৎ বশীভূত করে ॥ ঐ ১৭৪।

প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতোহুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে ॥

প্রজাপীড়নরূপ সন্তাপ হইতে যে হুতাশন সমুদ্ভূত হয়, তাহা রাজার কুল, শ্রী, ও প্রাণ দগ্ধ না করিয়া নির্ব্বাপিত হয় না ॥ যা-সং ১।৩৪০।

পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদোরাজানমৃচ্ছতি ॥

অধর্ম্মানুসারে বিচারজনিত পাপের এক পাদ মিথ্যাভিযোগী,

এক পাদ মিথ্যাসাক্ষী, এক পাদ সভাসদ্গণ এবং এক পাদ রাজা প্রাপ্ত হন ॥ ম-সং ৮।১৮।

তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ধর্ম্মকেই দণ্ডরূপে সৃজন করিয়াছেন, এই কারণে রাজারা এবম্বিধ দণ্ডকে ধারণ করিয়া তাহা কেবল দুর্বৃত্ত (বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত, পরদারী, পরদ্রব্যাপহারী, হিংসক প্রভৃতি) লোকদিগের উপরেই পাতিত করিবেন ॥

যা-সং ১।৩৫৩।

যথা শাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানবং।
জগদানন্দয়েৎ সর্ব্বমন্যথা তৎ প্রকোপয়েৎ ॥

ঐ দণ্ড যদি শাস্ত্রোক্তনিয়মানুসারে প্রয়োজ্য হয়, তবেই তদ্দ্বারা দেবতা, অসুর ও মানব পরিপূর্ণ সমুদায় জগতের আনন্দ সমুদ্ভূত হয়, কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে সমুদায় জগতের প্রকোপ জন্মে ॥ ঐ ৩৫৫।

দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥

মহদপরাধে শারীরিক দণ্ড বিধানার্থ স্বায়ম্ভুব মনু দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিবেন, পরন্তু ব্রাহ্মণকে অক্ষত শরীরে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৪।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহং তথৈব চ ॥

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ এই দশটী দণ্ডের স্থান ॥ ঐ ১২৫ ॥

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥

অপরাধের অবস্থা ও তারতম্যতা এবং অপরাধ ঘটনের দেশ কালাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধী ব্যক্তির সামর্থ্যাদি, অর্থাৎ বলাবল, বয়স, বিত্ত প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ড প্রয়োগ করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৬।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরং।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরং ॥

কোন সম্ভ্রান্ত লোক প্রথম বার অপরাধ করিলে তৎপ্রতি বাগ্দণ্ড, দ্বিতীয় বারে ধিগ্দণ্ড, তৃতীয়বারে ধন দণ্ড এবং চতুর্থ বারে বধদণ্ড প্রয়োগ করিবেন ॥ ঐ ১২৯।

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যিনি অধর্ম্ম দণ্ড করেন, তাঁহার ইহকালে যশোনাশ ও (মরণোত্তর) কীর্ত্তি লোপ হয় এবং পরলোকেও ঐ অধর্ম্ম তাঁহার স্বর্গের প্রতিবন্ধক হয়, অতএব রাজা ঈদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৭।

অরক্ষমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্গৃহ্ণাত্যসৌ করান্ ॥

রাজা যদি যথানিয়মে প্রজারক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ অরক্ষমাণ হইয়া যে সকল পাপ সঞ্চয় করে, রাজা সেই পাপরাশির অর্দ্ধাংশভাগী হয়েন, কেননা তিনি প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন ॥ যা-সং ১।৩৩৬।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥

যে রাজা অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করেন এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন, তাঁহার অত্যন্ত অযশ হয় এবং তিনি পরলোকে নরকে গমন করেন ॥ ম-সং ৮।১২৮।

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ ॥

অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূত বলে এবং মেষ মহিষ কুক্কুট ও পারাবত প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে সমাহ্বয় বলে ॥ ম-সং ৯।২২৩।

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ ॥

উক্ত দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া যাহারা স্বয়ং করে কিম্বা অন্য দ্বারা করায়, তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মধ্যে দ্বিজ-চিহ্নধারী শূদ্রকেও রাজা বধ করিবেন ॥ ঐ ২২৪।

দ্যূতমেবং পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥

দ্যূতক্রীড়া যে কেবল এই কল্পেই নিন্দনীয় এমত নহে, পূর্ব্ব কল্পেও ইহা অতি বৈরকর বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহাসার্থও দ্যূতক্রীড়া করিবেন না ॥ ঐ ২২৭।

প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥

যে ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে দ্যূতক্রীড়া করে, তৎপ্রতি রাজা যে কোন দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিবেন ॥ ম-সং ৯।২২৮।

পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশোরাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে ॥

রাজা চৌরদিগের নিগ্রহ বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্ হইবেন। চৌরদিগের নিগ্রহ করিলে রাজার যশ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয় ॥

ম-সং ৮।৩০২।

অধার্ম্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ ॥

চৌরাদি অধার্ম্মিক লোকদিগকে তাহাদিগের কৃতাপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া কারাবাস বন্ধন ও হস্তপদাদি ছেদন বা বধ, এই তিন প্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া নিগ্রহ করিবেন ॥ ঐ ৩১০।

অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পতৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনোরাজনি কিল্বিষং ॥

যাদৃশ ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, তাহাতে ঐ ভ্রূণহত্যাকারীর পাপ সংক্রামিত হয়; ব্যভিচারিণী ভার্য্যার ব্যভিচার জন্য পাপ পতি ক্ষমা করিলে, সেই পাপ পতিতে সংশ্লিষ্ট হয়; শিষ্যের সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য অকরণ জন্য পাপ গুরু সহ্য করিলে, সেই পাপ গুরুতে সঞ্চিত হয়; যাজ্যের

যথাবিহিত নিয়ম অতিক্রম করণ জন্য পাপ যাজক সহ করিলে, সেই পাপ যাজকে সমাক্রান্ত হয়, তাদৃশ চৌরের চৌর্য্যজন্য পাপ রাজা উপেক্ষা করিলে, সেই চৌরের পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়॥ ম-সং ৮।৩১৭।

রাজনির্দ্ধূতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনোযথা॥

যে ব্যক্তি সুবর্ণস্তেয়াদি পাতক করিয়া রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, সে নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য বলে স্বর্গে গমন করে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজ-দণ্ডেও পাপক্ষয় হয়॥ ঐ ৩১৮।

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিং পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ॥

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র যদি চৌর্য্য কর্ম্ম করে, তবে চৌর্য্যাপরাধের যে দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে, এইরূপে বৈশ্যের ষোল গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ, অথবা গুণবান্ ব্রাহ্মণের শত গুণ এবং তদপেক্ষা অধিক গুণবান্ ব্রাহ্মণের একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হইবে॥ ম-সং ৮।৩৩৭-৩৩৮।

ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্য্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ং।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরং॥

সর্ব্বাধিপত্য পদ ও অক্ষয় যশ আকাঙ্ক্ষী রাজা ক্ষণকালের নিমিত্তও সাহসিক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন না॥ ম-সং ৮।৩৪৪।

বাগ্দুষ্টান্তস্করাংশ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ॥

বাক্‌পারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যের প্রতি কটুবাক্যাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক আক্রোশকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যকে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারকারী, এই সমুদায় পাপিষ্ঠ হইতে সাহসিককে অতিশয় পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিবেন॥ ঐ ৩৪৫।

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যোমর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি॥

যে রাজা সাহসকারী ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রজাগণের বিদ্বেষভাজনও হয়েন॥ ঐ ৩৪৬।

ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্॥

রাজা মৈত্রতা কারণবশতঃ অথবা বিপুল ধন প্রাপ্তির আশা প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রাণীর অহিতকারী সাহসিক ব্যক্তিকে কদাচ ত্যাগ করিবেন না॥ ম সং ৮।৩৪৭।

পরদারাভিমর্য্যেষু প্রবৃত্তান্নৃন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥

রাজা পরদার সম্ভোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নাসা ওষ্ঠ কর্ত্তনাদিরূপ নানাপ্রকার উদ্বেগজনক দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ঐ ৩৫২।

তৎসমুত্থোহি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে॥

যেহেতু পরদার হইতে সম্ভূত মনুষ্য বর্ণসঙ্কর হয় এবং বর্ণসঙ্করের যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার না থাকায় সূর্য্যদেবের উপাসনার অভাবে বৃষ্টি না হইলে এই জগৎ উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব বর্ণসঙ্কর সর্ব্বনাশের মূল হয়॥ ঐ ৩৫৩।

আমার কৃষ্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্পণ প্রতিবিম্ব আকার।

বিগত ভাদ্র মাসে "আমার কৃষ্ণ" প্রসঙ্গের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের ইচ্ছাময় অবতারত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে ইচ্ছাময় অবতারের লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে ইচ্ছাময় অবতার দেহে কোনরূপ ভূত ও ভৌতিকাদি স্থূল জড় পদার্থের সম্পর্ক নাই, সুতরাং ভূতাদি নির্ম্মিত অস্থি, মাংস, মজ্জা, শুক্র এবং ইন্দ্রিয়াদি কিছুই তাহাতে নাই অথচ হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট আকারটিও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদৃশ অদ্ভুত দেহের উপাদান কি, কোন পদার্থের দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় কিছুই বলা হয় নাই, সুতরাং সে বিষয় জানিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের বিশেষ কুতূহল থাকিতে পারে। কেবল কুতূহল থাকা নহে, সে বিষয় না জানা পর্য্যন্ত তাদৃশ অদ্ভুত আকারে কোন রূপ বিশ্বাস স্থাপন, করাও বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। অস্থিমজ্জাদি ভৌতিক পদার্থ নাই,অথচ হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট দেহ ইহা বর্ত্তমান মানববৃন্দের প্রায় কেহই দেখিতে পায় নাই। দেখিলেও সকলে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করে না। তাদৃশ ধারণাও রাখে না। আমাদের সচরাচর পরিদৃশ্যমান দেহগুলি ভৌতিক পদার্থে রচিত দেখিয়া দেহমাত্রই ভৌতিক পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে এইরূপ ধারণা অনেকের আছে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিশ্বাস হইবে কেন? প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিষয়। অতএব ইচ্ছাময় দেহ সম্বন্ধে আরো কিছু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথমে আমাদের দৃশ্যরাজ্যে পরিদৃশ্যমান পঞ্চ ভূতের নির্ম্মাণ ব্যতীত হস্তপদাদি বিশিষ্ট আকার কেহ দেখিতে পান কি না তদ্বিষয় চিন্তা করা যাউক। পরে ইচ্ছাময় অবতারের দেহ বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইব।

পৃথিবীর আপামর সাধারণেই বোধ হয় অবগত আছে যে, দর্পণাদির মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রকার আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল আকৃতির মধ্যে হস্তপদাদি অবয়বও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তবে অবশ্যই, ঐ সকল আকারগুলি কি পদার্থ তাহা অনেকেই অবগত নহে। সেই জন্য কেহ উহাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া মিথ্যা পদার্থ রূপেই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কেহ বা অন্য কিছু বলে। কিন্তু জ্ঞানবৎ সমাজে

উহা মিথ্যা পদার্থ বলিয়া পরিগণিত নহে। তাঁহারা তাদৃশ প্রতিবিম্বকে সত্য বস্তু বলিয়া জানেন। তাঁহারা বলেন উহা কতকগুলি বর্ণ সমষ্টির দ্বারা বিরচিত আকৃতি, কিন্তু শূন্য পদার্থ নহে। আমাদের দেহের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে যে পদার্থ নয়ন গোচর হয়, দর্পণেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নানাবিশেষণ বিশিষ্ট নানাভাবাপন্ন তাহার পীত রক্তাদি বর্ণগুলি মাত্রই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। তদ্ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। সেই বর্ণগুলি একএকটী শক্তি পদার্থ বিশেষ। উহারা নদী প্রবাহের ন্যায় আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং নয়নের মধ্যেও যাইতেছে, তাই দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক হইলে আমরা তাহার উপলব্ধি করি। দর্পণ হইতে যাহার উপলব্ধি হয় তাহাও সেই দেহীয় বর্ণেরই সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে। দেহীয় বর্ণাবলী দশ দিকেই বিচ্ছুরিত হইতেছে, সুতরাং সন্নিহিত দর্পণের উপরিও প্রসৃত হয়। পরে দর্পণের পশ্চাৎভাগে যদি পারদাদি কোন বাধক পদার্থ না থাকে তবে সূর্য্যালোকের মত দর্পণ ভেদ করিয়া উহা চলিয়া যায়। আর যদি পারদাদি পদার্থ থাকে তবে তদ্দ্বারা উহার সম্প্রসারণ বাধিত হইয়া দর্পণের সম্মুখ পানে আবার প্রতিচ্ছূরিত হইতে থাকে। আমাদের দেহের বর্ণাবলী যেমন বিকীর্ণ হয়, ঐ দর্পণ সম্পৃক্ত বর্ণাবলীও তেমনই বিকীর্ণ হয়। তাহাও সেইরূপ আমাদের নয়নের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নয়নেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব দর্পণের দৃশ্য আকৃতি শূন্য বা মিথ্যা পদার্থ নহে। উহা সত্য, এবং বর্ণ সমষ্টির দ্বারা বিরচিত, কিন্তু দৃশ্য পঞ্চ ভূত রচিত নহে। উহাতে দৃশ্যমান জল মৃত্তিকাদি কোন ভূতেরই সংস্রব নাই, অথচ হস্ত পদাদি অবয়বের আকার প্রতিভাত হয়। কেবল প্রতিভাত হওয়া নহে; তাহা বাস্তবিক পক্ষেই সত্য। তৎপর উহার ক্রিয়া শক্তি নাই তাহাও নহে। পারদ না থাকিলে উহা দর্পণ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, আবার থাকিলে সম্মুখ পানে প্রতিচ্ছূরিত হইয়া নয়ন প্রান্তে সমাঘাত করিয়া নয়নেন্দ্রিয়ে ক্রিয়া সাধন করে এবং উপলব্ধ হয়। অতএব উহার প্রসারণ ও প্রতিচ্ছুরণাদি ক্রিয়া আছে কিন্তু ভূতারব্ধ হস্তপদাদি অবয়বের যেমন বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া থাকে, তাহা উহার নাই। উহার দ্বারা গ্রহণ, গমন বা দর্শন, স্পর্শনাদি কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। উহাতে কেবল সেই বর্ণগুলির ক্রিয়ামাত্রই হয়। উহা সূর্য্যালোকের মত অচেতন পদার্থ।

কিন্তু তাহা হইক, উহা অচেতন পদার্থ হউক, কিম্বা হস্ত পদাদি অবয়ব নিষ্পন্ন কোন ক্রিয়া না করুক, তাহা আমরা এখানে দেখিব না। এখানে কেবল দেখিব যে উহা একটী দৃশ্যমান আকৃতি কিনা, উহাতে হস্ত পদাদির আকার প্রতিভাত হয় কি না, উহা সত্য একটী ক্রিয়াশীল বস্তু কি না। এই তিনটী বিষয় বোধ হয় এখানে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে। বাস্তবিক সেই টুকুই আমাদের এই প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। উহাতে আত্মা নাই, চৈতন্য নাই, তাহার কোন ক্রিয়া ও নাই, ক্রিয়াশীল হস্তপদাদি অবয়বও নাই, সুতরাং দেহ বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, যাহার প্রতি দেহ কথা ব্যবহার করি, উহা তাহা নহে, কিন্তু দেহাকারে প্রতীয়মান একটী যথার্থ আকৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাদৃশ আকারে পঞ্চ ভূতের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক আছে কেবল এক একটী বর্ণাবলার মাত্র। উহাতে বর্ণের হস্ত, বর্ণের পদ, বর্ণের উদর, বর্ণের মস্তক, বর্ণেরই মুখ, বর্ণেরই চক্ষু, বর্ণেরই কর্ণ এবং বর্ণের নাসিকা, বর্ণেরই জিহ্বা, সমস্তই কেবল বর্ণময় মাত্র। তাহা হইলে জানা গেল যে এ জগতে পঞ্চ ভূত ব্যতীত কেবল শক্তির দ্বারা রচিত আকৃতিও সকলের দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ আকারের দেহ সংজ্ঞা দান করা যায় না, সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক ব্যতীত আয়ুবান্ এবং উপযুক্ত ক্রিয়াশীল দেহের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হয় নাই, অতএব এখন তাহার অন্বেষণ করা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেতাকার

দর্পণ প্রতিবিম্বিত বর্ণ-শক্তিময়ী আকৃতি সকলেরই নয়ন গোচর হয়, সুতরাং তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখন ইহার পর হইতে যে সকল আকৃতির বিষয় উত্থাপিত হইবে তাহা সাধারণের দৃষ্টির বিষয় নহে। তাহা দেখিতে পান কেবল বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কতকগুলিব্যক্তি, সুতরাং তাহা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস যোগ্য হওয়ার আশা করা যায় না। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদের সমুত্থাপ্য বিষয় প্রেতের আকার। এ বিষয়টী সাধারণের সমক্ষে সংশয়ের আবর্ত্তগর্ত্তে নিমগ্ন। প্রথমে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না তাহাতেই সংশয়। তৎপর, যদি কিছু থাকে তবে তাহা কোন আকৃতিবিশিষ্ট কি না তাহা ততোধিক গাঢ়তর সন্দেহের স্থল। তৃতীয়তঃ সেই আকৃতি হস্তপদাদি অবয়ব সমবেত কি না ইহা আরও গুরুতর সংশয়ের বিষয়। ইত্যাদি আরও কত প্রকার সন্দেহ কত জনের আছে,তাহা গণনা করা যায় না। অথচ সেই প্রেতাকারই এবার আমাদের উত্থাপ্য হইতেছে। হউক, তাই বলিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারিব না। লক্ষ মনীষাসম্পন্ন পুরুষগণ যাহার অসংশয়িত সত্যতা অবগত আছেন,তাহা অবশিষ্ট সমস্ত লোকে দেখে নাই বলিয়া মিথ্যা বা হাস্যাস্পদ হইতে পারে না,সুতরাং তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হওয়া সমুচিত নহে। তড়িৎ শক্তির প্রভাবে নিমেষ মধ্যে সহস্র যোজনান্তরের সংবাদ জানা যায়। এবিষয় কএকটি লোক ব্যতীত ভারতের কোটী কোটী লোকেই অবগত নহে, সুতরাং তাহারা তাহা মানেও না বিশ্বাসও করে না! কিন্তু তাই বলিয়া, সেই দ্রব্যের সত্যতা বিনষ্ট হইতে পারে না, এবং সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় সাধারণের হাস্যাস্পদ হইলেও যাঁহারা তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে।

ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেত রাজ্যের অনেক প্রকার তত্ত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আজ কালও করিতেছেন কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, তাই বলিয়া যাঁহারা তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহা হৃদয় হইতে উঠাইয়া দিয়া ভুলিয়া যাইতে পারিবেন কি? কিম্বা পারাই উচিত কি? তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। তাই আমরা সেই বহুজন প্রত্যক্ষীকৃত প্রেতাকার বিষয় উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা যাঁহারা অবিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন থাকুন, তাহাতে আমার কোন হানি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যাঁহাদের এবিষয়ে প্রত্যক্ষ বা বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বুঝিলেই আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

সাধারণ প্রেত জাতি এবং মৃত্যুর পরে যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাদের এক প্রকার দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দর্শন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তবে কার্য্যের দ্বারা তাহার অনুমান করা, বোধ হয় প্রতিগ্রামের, অন্ততঃ, পঁচিশ জন লোকের ও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রেতাধিষ্ঠিত বহুতর ব্যক্তির দেহে প্রেত কৃত নানাবিধ দৈহিক ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির বস্ত্রাঞ্চল এবং কেশাকর্ষণ হইতে দেখা গিয়া থাকে, নখ বিদারণের ন্যায়, সর্ব্ব শরীরে ক্ষত বিক্ষত হইতে দেখা গিয়া থাকে, দন্তাঘাতে চিহ্নিত হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার শরীরে ও অন্নাদির মধ্যে বিষ্ঠা লেপন এবং চতুর্দ্দিকে গবাস্থি নিক্ষেপাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঠক যদি এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে ফরিদপুর জেলার অধীন ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত ফুকুরহাটী গ্রাম বাসী শূঁড়ীর ব্রাহ্মণ তীর্থ শর্ম্মার বাড়ীতে যাও, অথবা ঢাকা মানিকগঞ্জের অধীন কাঞ্চনপুর নামক গ্রামে যাও, না হয় বর্দ্ধমানের অধীন কাটোয়ার অন্তর্গত নলাহাটী গ্রামে অন্বেষণ কর, তবেই শ্রবণ নয়নের বিবাদ মিটাইতে পারিবে। এইরূপ আরো সহস্র সহস্র স্থানে অন্বেষণ করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। কেবল ইহা নহে, আরও শত শত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিতে পারিবে। এবম্বিধ ভূরি ভূরি কারণে প্রেতের দেহ সদ্ভাব অনুমিত হয়। আবার দর্শন কর্ত্তার তাদৃশ অবস্থা বিশেষ হইলে তাহা দৃষ্টি গোচর ও হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সচরাচর যে অবস্থায় যে রাজ্যে যে ভাবে থাকে তাহাতে প্রেত দেহ দৃষ্টিগোচর হয় না। এ অবস্থা এই বহিঃ দৃশ্যমান রাজ্যেতেই সন্নিহিত, বিলিপ্ত, বিশেষ রূপে অভিসম্বদ্ধ, এবং এই বাহ্য রাজ্য দেখিবার ভাবেই নির্ম্মিত, বিন্যস্ত, সজ্জীকৃত এবং অভ্যস্ত। সুতরাং ঠিক এই অবস্থাতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ কেবল বাহ্য রাজ্যেরই বিষয়াবলীর উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই ধরিতে পারে না। কিন্তু কোন ঘটনা বিশেষের দ্বারা যখন ইহার একটু অবস্থান্তর হয়, একটু অন্যবিধ পরিবর্ত্তন হয়, যখন একটু অন্তর্ম্মুখীন হয়, বাহ্য রাজ্য হইতে একটু ভাবান্তরিত হয়, এবং বিশেষ একটু গুণ ও শক্তির দ্বারা সম্মূর্চ্ছিত হয়, তখনই সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের অতি নিম্ন অতি স্থূল স্থানের প্রেত রাজ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখনই প্রেতগণের দেহ ও তদীয় ক্রিয়া কলাপ, বহীরাজ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। সেই অবস্থাটা যথার্থ দিব্য চক্ষুর অবস্থা না হইলেও অতিনিকৃষ্ট শ্রেণীর দিব্য চক্ষু দশা বটে। এ ঘটনা নানা জনের নানা কারণে নানা মতে ঘটে, তাহা আমাদের প্রকৃত প্রসঙ্গের বিশেষ উপযোগী নহে তাই উপেক্ষা করিলাম।

তাদৃশ প্রেত দেহ আকারবান বটে, দেহও বটে, তাহাতে আত্মাও আছে, চৈতন্যও আছে, জ্ঞান ও আছে, দেহীয় ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ও ইন্দ্রিয়গণের তত্তৎ ক্রিয়াও আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিও আছে, মানব দেহের মত সমস্তই আছে, অথচ তাহাতে স্থূলভূতের সম্পর্কমাত্রও নাই। ঐ সকল দেহে অণিমা, মহিমা এবং লঘিমা, গরিমা শক্তি আছে। উহা ক্ষণকাল মধ্যে অণু হইতে অণুতর হইয়া থাকে, আবার মহান্ হইতেও মহত্তর হয়। উহা কাঁচাদি ভৌতিক স্থর ভেদ করিয়া অনায়াসে গতায়াত করে, মনের ন্যায় গতিশীল হইয়া ক্ষণমধ্যে সপ্তবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করিতে পারে। ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে উহাতে স্থূল পঞ্চভূতের লেশ মাত্র কল্পনা করা যায় না। অতএব এখন জানা গেল যে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ব্যতীত ও ক্রিয়াশীল হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহ এবং আকৃতির সদ্ভাব এজগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রেতাকারে যখন স্থূলভূতের সম্পর্কই নাই তখন অস্থি, মাংস, পেষী, স্নায়ু প্রভৃতি যন্ত্র বা রক্ত, বসা, মজ্জাদি পদার্থও নাই এবিষয় বলা পুনরুক্তি ও বাহুল্যমাত্র।

এইত হইল প্রেত দেহের অবস্থা। কিন্তু ঐ দেহে যদি স্থূল পঞ্চভূতের নির্ম্মাণ না থাকে তবে উহা কিশের দ্বারা রচিত ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। উহা যখন বৃদ্ধি ক্ষয়োদয় বিশিষ্ট বস্তু তখন জন্য পদার্থ এবং কিছুর দ্বারা নির্ম্মিত ও বটে। কিন্তু সেই নির্ম্মাণের উপাদান স্থূলভূত না হইলে কোন্ বস্তুর দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে? উহা নির্ম্মিত হয় ভূতের পূর্ব্বোপাদান তন্মাত্র পদার্থের দ্বারা। পঞ্চভূতের পাঁচটি তন্মাত্র আছে। তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রের স্থূলভূত সংজ্ঞা নাই বটে, কিন্তু ভূতের উপাদান বলিয়া উহাকে অনেক স্থলে সূক্ষ্মভূত বা ভূতের সারাংশ বলা গিয়া থাকে। তাহাতে কেবল অতিসূক্ষ্মও অদৃশ্য রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ ব্যতীত ভূতের গুণ আর কিছুই নাই এজন্য তাহাদিগকে রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র। গন্ধ তন্মাত্র এবং শব্দ তন্মাত্র বলা গিয়া থাকে। সেই পঞ্চবিধ তন্মাত্র পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একটু স্থূলাবস্থায় ঐ প্রেতদেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহারাই প্রেতদেহের উপাদান কারণ বা মূলকারণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। "তন্মাত্রা নির্যমুর্দ্দেহাদ্ভূমবর্ণকৃতত্বিষঃ" "তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকং" "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সংহিতা ও সাঙ্খ্য বেদান্তাদি দর্শনই ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তাহা হইলে এই প্রেত দেহের দৃষ্টান্তে স্থূল ভূত নির্ম্মাণ ব্যতীত রূপাদি গুণ ও ক্রিয়া যুক্ত সাকার দেহের সদ্ভাব সপ্রমাণ হইলেও একবারে ভূত সম্পর্ক রহিত তাদৃশ দেহাদির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইল না। উহার উপাদান পঞ্চ তন্মাত্রও একরূপ ভূত বিশেষই বটে। উহা সচরাচর লোকে যাহাকে ভূত পদার্থ বলে তাহা ঠিক না হইলেও ভূতনাম অতিক্রম করে নাই, অতএব সূক্ষ্ম ভূতের বা তাদৃশ তন্মাত্রের ও অসদ্ভাব থাকিয়া তাদৃশ দেহের সদ্ভাব আছে কি না তাহা চিন্তা করা উচিত। কারণ তাহার সদ্ভাব দেখাইতে পারিলেই ইচ্ছাময় অবতার সম্বন্ধে মন্তব্য বিষয়ে অধিকতর অনুকূলতা হইবে। তাহা হউক, তাহা পর পরিচ্ছেদে চিন্তা করিব। পাঠক এখন এই দৃষ্টান্তের দ্বারা যে অংশ টুকু প্রদর্শিত হইল তাহা স্মরণ রাখিবেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আ'জ না কা'ল।

আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবে নিত্যানিত্য কথা দুইটীর অবতারণা করিয়াছি। কথা দুইটী একটু বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

যে পদার্থ জন্মবিনাশাদি ত্রিকারাবচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য এবং যাহা অজ, শাশ্বত এবং নির্ব্বিকার তাহা নিত্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যথা দেহ অনিত্য এবং আত্মা নিত্য। এতৎ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো-
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

পুনরপি—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোয়মবিকার্য্যোয়মুচ্যতে।

* * * *

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টী দ্বারা ইহাও স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইল যে দেহ বিকারাধীন ও অনিত্য, এবং আত্মা বিকারানধীন, অনিত্য। এই যে বিকার কথাটা উল্লিখিত হইল, উহা ষড়্বিধ। যথা (১) জন্ম (২) বিনাশ (৩) জন্মান্তরীণ বিদ্যমানতা (৪) বৃদ্ধি (৫) অপক্ষয় (৬) পরিণাম। দেহ জন্মলাভ করে, উৎকর্ষাপকর্ষের ফলভাগী হয়,—কৌমার যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্তিমকালে অন্তকসদনের আতিথ্য স্বীকার করে, হর্ষবিষাদের রাজত্বকালে সুখদুঃখের অধিকারী হয়, ইন্দ্রিয়সকলের আনুকূল্যসাধনে তৎপর হয়, তাই দেহ অনিত্য। এবং আত্মা জন্মলাভ করে না, বিনাশাদি বিকারের বিষয়ীভূত হয় না, সুখ-দুঃখ ক্রিয়া বিহীন থাকে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রামের গোচরীভূত হয় না, বৃদ্ধিক্ষয়বিহীন, তাই আত্মা নিত্য। এস্থলে গীতা বলিতেছেন "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ যঃ পরতস্তু সঃ॥"

এই অনিত্য পদার্থ-দেহের সুখ ও অনিত্য। সুললিত সঙ্গীত শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলে মন সুখী হয়, সুস্বাদু দ্রব্য রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে মন পরিতৃপ্তি লাভ করে, তুষার মণ্ডিত পদার্থবিশেষ করপৃষ্ঠ হইলে একরূপ ভাববিকাশ হয় এবং সুবাসিতদ্রব্যের পরমাণুগণ নাসিকারন্ধ্রগামী হইলে ভাবস্ফূর্ত্তি হয়। এ সমস্তই অনিত্য পদার্থের বিচিত্র বিলাস। এই আছে এই আবার নাই। এই যে নিস্তব্ধ শীতল বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর দেখিতেছ, হে পাঠক! কিছুকাল পরে হয়ত দেখিবে উহা এক সঞ্চারিণী উর্ম্মিময়ী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কি এক অলৌকিকী ওজাস্বিতার পরিচয় দিতেছে, এবং অভ্রঙ্কষ অচলশেখরে করন্যস্ত করিবার জন্য কত লক্ষ ঝক্ষ প্রদান করিতেছে। কবি প্রবরের অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত কল্পনা ব্যূহের ভিতর দিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে যে এক অপরূপ ভাবোদ্গম হয় তাহা নিত্য না হইলেও কতকটা যেন নিত্যত্বের পরিচায়ক বটে। দেহ বিকারগ্রস্ত সুতরাংই ঘটনা বৈচিত্র্যবশতঃ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করে। বসন্তকালীন কিসলয়পরিবৃত চূতাসীন পিকবরের কুহু কুহু ধ্বনি শুনিলে হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত বিরহ বৈধুর্য্য উদ্বেলিত হয়, প্রাবৃট্কালীন নিশীথ সময়ে শয়নাবস্থায় বর্ষাভূগণের চিত্তোন্মাদকর ঘেউ ঘেউ রব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ঠ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নিদাঘ কালীন প্রদোষ সময়ে কলকলায়মান স্রোতস্বতী তটে মৃদুমন্দবাহী সমীরণসেবনার্থ উন্মুখ হইলে হৃদয় কন্দরে যে এক অভূত পূর্ব্ব সুখ উৎস সৃষ্ট হয়, এ সমস্তই অনিত্যতাসূচক ঈদৃশ সুখ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু চেষ্টা করিলে কিঞ্চিন্মাত্রায় চিরস্থায়ী হইতে পারে। সুখ-দুঃখ বোধ মনের কার্য্য ইন্দ্রিয়নিচয় এই মানসিক জ্ঞানের সহায়তাকারী মাত্র, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় গোচর বস্তু মনের প্রত্যক্ষভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান বিকসিত হয় না। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত কণ্ঠাগত প্রাণ ভিক্ষুকের কষ্ট আনার নেত্রগোচর হইতে পারে অথচ এরূপাবস্থায় আর আমার হৃদয় হইতে শোকোচ্ছাস নির্গত হইবে না। কিন্তু যেই আবার মন উক্ত দৃশ্য পট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সম্মুখস্থিতা শোকোদ্দীপিকা মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট হইবে অমনি আমার মনে দয়ার উদয় হইবে, উপচিকীর্ষা বলবতীহইবে।

এখন একবার অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আত্মা আবার দ্বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাও সর্ব্বথা নির্লিপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মা। উভয়ই স্থূলতঃ সমধর্ম্মা বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে এক কিনা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন আত্মা এবং সর্ব্বতঃ অপরিচ্ছিন্ন আত্মা একবিধ কিনা সে বিষয় একটু সন্দেহাধীন। মানুষের আত্মা সেই পরমাত্মার অংশমাত্র তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যেমন মৃণ্ময়পাত্রস্থিত কূপজল, নদীজল এবং সাগরজল সবই জল বটে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জলের গুণ সমান নয়। কূপজলের একগুণ, স্রোতোজলের অপর একপ্রকার গুণ এবং ঘটস্থিত জলের এক গুণ এবং কলের জলের অন্য এক গুণ। আম্রবৃক্ষ বাঙ্গালাতে ও জন্মে, উত্তর পশ্চিম বিভাগেও জন্মে, বোম্বেতেও হয় এবং মাদ্রাজেও হয়, কিন্তু সকল স্থানের আম্রের একরূপ

আস্বাদন হয় না, আয়তনেও একরূপ হয় না। স্থান ভেদে গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধেও সেই কথা বুঝিতে হইবে। আজন্ম নরহন্তার আত্মা এবং আজন্ম ভগবদ্ভক্তের আত্মা যে একই দশাপন্ন একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে আত্মা সর্ব্বথা নির্লিপ্ত উদাসীন; কিন্তু তথাপি দেহ সম্বন্ধাবস্থায় তাহাতে দেহ মনের দোষগুণাদি সংক্রামিত হয়। যদি আত্মার অবস্থা সেরূপই হইত অর্থাৎ জীবদেহের কলুষাদি হইতে চিরদিন নির্মুক্ত থাকিত; তবেত সকল জীবই চিরকাল মুক্ত—দেহ মন সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও জীব সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত থাকিত।

জড়পিণ্ড দেহের মুক্তি বা অমুক্তি কিছুই নাই তবে এ পর্য্যন্ত যে আত্মা পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলে পুনঃ জীবকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না—মানবদেহ ধারণ করিতে হয় না। আত্মার মুক্তিতেই দেহের মুক্তি—সেই মুক্তির জন্য লোকে কত কি করিতেছে। ভগবদ্ভক্তগণ দিন রাত্রিই মুক্তিকামনায় মুক্তিদাতার চরণারবিন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আবার যাহারা মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না সেই সমস্ত ঘোর বিষয়ীগণ হয়ত তাহার বৈষয়িক চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্য অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক সারাদিনের ঘটনাবলী স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া বিষম পরিবেদনা সহ্য করিতেছে। আবার ব্যসনী দিবাভাগে নিভৃত স্থলে আপনার নৈশবিহারের কথা মনে করিয়া কত কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবার্চ্চনায় একটু মনোনিবেশ করিতেছে। যাহা হউক, এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য নহে। এখন একবার আত্মার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

আত্মা নিত্য—সুতরাং আত্মার সুখও নিত্য। আত্মার সুখ ঐহিক নয়, আত্মার সুখ পারত্রিক সুখ। আত্মা অর্থ চায় না আত্মা চায় পরমার্থ! এই পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে কিরূপ হইতে হয় তদ্বিষয়ে গীতা বলিতেছেন: "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্ব্বিশিষ্যতে। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং সচ মম প্রিয়ঃ॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন আমাকে চতুর্ব্বিধ লোক ভজনা করে—আর্ত্ত অর্থাৎ পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ও আমি (ঈশ্বর) উভয়ই উভয়ের প্রিয়। পুনরপি গীতা বলিতেছেন—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ অনেকবার জন্মগ্রহণের পর জ্ঞানী আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন। এই জ্ঞান বলিতে আজ কালের বি,এ, এম,এ পাস নয় "তত্ত্বভূষণ", "শিরোভূষণ" ইত্যাদি উপাধি নয়। এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান; পরমার্থজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিরূপ ক্রম করিতে হয় তৎসম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন "সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মর্ম্ম এই যে সমস্ত কামনাগুলি এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত রাখিবে। মনকে স্ববশে আনিবে। তবেই মন ক্রমশঃ ব্রহ্মধ্যান পর হইবে এবং প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে থাকিবে। ভগবৎপ্রিয় হইতে হইলে কিরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎ সম্বন্ধে অন্যত্র গীতা বলিতেছেন। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীং অভিজাতস্য ভারত॥" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইলে দৈবী সম্পদ সম্পন্ন হইতে হইবে। ঈদৃশী রীতি নীতির পথাবলম্বন করিলে কিরূপ ফল দাঁড়ায় তদুপক্ষে গীতা বলিতেছেন "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তি পরব্রহ্মে লীন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়। এই মুক্তিই তত্ত্বজ্ঞানীর একমাত্র কামনা। তত্ত্বজ্ঞানী যত কিছু ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ করিয়া থাকেন সকলেরই অন্তিম লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্নস্বরূপতা।

শ্রীকশ্চিদার্য্যতনয়ঃ

পরকাল তত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মনুষ্য মাত্রেই পরকাল নামক একটা কথা অবগত আছেন। বিশ্বাসে হউক আর অবিশ্বাসেই হউক পরকাল বিষয়ের অনেক প্রকার কথা বার্ত্তাও সকলেরই বিদিত আছে। স্বল্প কিম্বা অধিক ব্যতীত একবারে কিছুই জানা নাই এমত লোক, বোধ হয়, একজনও নাই। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসবান্ সকলে নহেন! জড়বাদী নাস্তিকগণ পরকালে বিশ্বাস করেন না। সশক্তিক ভূতগ্রাম ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সুতরাং জড়পিণ্ড দেহাদি ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহারা পরকাল মানিতে পারেন না। মানিতে পারেন বা মানিতে বাধ্য আস্তিক মানবগণ, আর নাস্তিকের মধ্যেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ। ইহাঁদের সকলের ধর্ম্ম গ্রন্থেই দেহাদি ব্যতীত আত্মার কথা আছে, দেহ বিনাশে তাহার সদ্ভাবের কথা আছে, তাহার নানা প্রকার বর্ণনাও আছে কিন্তু তাই বলিয়া যে ঐ সকল সম্প্রদায় মাত্রেই তাহার সমস্ত কথা যথাযথ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা নহে। অনেকে উহার কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না, কেহবা কিছু কিছু বিশ্বাস করেন, কেহ সমস্তই বিশ্বাস করেন কিন্তু বিশ্বাস করিলেও তদনুরূপ ধারণা থাকা এবং তাহার চিন্তা করার লোক নিতান্তই বিরল। বিরল হইবারই কথাও বটে। যত দিন পর্য্যন্ত রুধিররাশি উত্তেজিত থাকে, প্রবল বেগশালী ইন্দ্রিয়গণ অনর্গল ভাবে দশদিকে বিচরণ করিয়া আত্মাকে অস্তিত্ব হারা করে, সর্ব্বজ্ঞান অপহরণ করিয়া বিমূর্চ্ছিত করে, তত দিন পর্য্যন্ত এতৎকালেরই পরিণাম বা পৌর্ব্বাপর্য্য জ্ঞান অপহৃত হয়। কাল বাদে পরশ্ব কিম্বা আজ বাদে কাল কি হইবে তদ্বিষয়েও অনেকে জ্ঞান শূন্যহয়। এমন কি একটু ভাবিয়া দেখিলে গো মহিষাদি পশু অপেক্ষায় একটু উচ্চস্থানে তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা সংস্থাপিত করা যায় না। তাহারা যেমন দশটা ইন্দ্রিয়ের কোলে আপনার অস্তিত্ব ঢালিয়া দিয়া আত্মহারা রূপে অবস্থিতি করে, ইন্দ্রিয়গুলিও যেন স্থূল জড় দেহে মিশিয়া গিয়া দেহের মত জড়তা এবং আন্ধ্য মান্দ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া যায়। সেই জন্য তাহাদের কোন কার্য্যের মধ্যেই কোন রূপ অভিসন্ধান বা অনুধ্যান চিন্তাদি নাই। সমস্ত কার্য্যই উপস্থিত মতে নিষ্পন্ন হয়, স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারা যত দূর সম্ভব তাহাই হয়। খাদ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই খাওয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, স্বস্বাশয়ে মল মূত্র যমিলেই তাহার রেচন হইতে থাকে, বৃষস্যন্তা উপস্থিত হইলেই কাম ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, মশক দংশক পড়িলেই পুচ্ছ এবং কর্ণাদির পরিচালন হয়, আবার না পড়িলেও অনেক সময়ে সেই সংস্কার বলে যান্ত্রিক শক্তির পরিপ্রেরণায় কর্ণ পুচ্ছাদি চালিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও এই ভাবেই পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহার কোন কার্য্যেরই কোন পৌর্ব্বাপর্য্য ও নাই, ন্যায় অন্যায়ও নাই, সম্ভবাসম্ভবও নাই, কোন ভাবনা ও নাই, কোন চিন্তাও নাই, কোন ধ্যান ও নাই, কোন জ্ঞান ও নাই। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজেও আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক প্রাণী আবির্ভূত হইতেছে, যাহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি উল্লিখিত পাশব প্রকৃতি অপেক্ষায় বড় অধিক বিসদৃশ বলিয়া বিবেচনা হয় না। এমন কি, তাহারা মানবোচিত ছত্রোপানৎ বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত কথা না বলিয়া, যদি চুপ চাপ ভাবে যেমন ক্রিয়া করিতেছে, তেমনই করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে মনুষ্য লোকাতীত মনুষ্যের মত প্রতীয়মান পশু সদৃশ এক প্রকার জন্তু বলিয়া বিশ্বাস হওয়া বোধ হয় নিতান্ত চমৎকারাবহ নহে। গো গর্দ্দভাদির মত, উহাদেরও আত্মা সমূহ ইন্দ্রিয়গণের কোলে কোলে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একভাবে মিলিয়া গিয়াছে। হানা, ঢালা, বা খাল গুলি অতি বৃহত্তর ও বলবদ্বেগবান্ হইলে যেমন তাহার উপাদান নদী গুলির আয়তন ও শক্ত্যাদির হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে তাহার পৃথক অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া খাল নালের অস্তিত্বেই একীভূত হয়, উহাদের আত্মাগুলি ও যেন সেইরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আত্মা হইতে প্রসারিত ইন্দ্রিয়গণের

অতিশয় প্রবলতা হইয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রক্ষীণ হইয়াছে, আত্মার অস্তিত্ব এখন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের মধ্যেই পরিণত হইয়াছে, আত্মা নষ্ট হইয়া এখন ইন্দ্রিয়গুলিই আত্মার স্থানীয় হইয়াছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি আবার দেহের সঙ্গে মিলিয়া যেন একতাপন্ন হইয়াছে, উহাদের শক্তি এবং ক্রিয়াদি দৈহিক শক্তির ও ক্রিয়ার অধীন হইয়াছে। দেহের পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হয়। উহাদের দেহের পরিচালন হয় অগ্রে, ইন্দ্রিয়ের পরিচালন হয় শেষে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার অধীন ভাবে দেহের পরিচালনা হয় না। ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের পরিচালনা যেমন ভাল মানুষের পক্ষেও সর্ব্বদা আত্মার যত্ন সাপেক্ষ নহে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই আত্মার পরিচালনা হয়। উল্লিখিত জড় মানবগণের সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াই প্রায় সেইরূপে নিষ্পন্ন হয়। উহাদের চক্ষু যন্ত্রের ক্রিয়ার অধীন দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিচালনা, এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, শ্রবণ যন্ত্রের ক্রিয়ার অধীন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিচালনা এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, শিশ্ন যন্ত্রের অধীন উপস্থেন্দ্রিয়ের পরিচালনা এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, কিন্তু আত্মার অধীন উহাদের পরিচালনা নহে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়াতেও উহাদের এইরূপই নিয়ম। সেই জন্য উহারা সমস্ত ক্রিয়াই প্রায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় অজ্ঞান ভাবে করে। উহাদের মেধ্যামেধ্য, ও সময়াসময়াদি বিচারের ক্ষমতা নাই কিন্তু খাদ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই খায়, দেখিবার দ্রব্য উপস্থিত হইলেই দেখিয়া ফেলে, মল মূত্রের উদ্বেগ হইলেই রেচন ক্রিয়া করে, স্ত্রী পাইলেই রিরংষু বা রত হইয়া থাকে। অন্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও উহাদের এই নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়। এজন্য উহারা এতৎকালেরই পরিণাম চিন্তা করিতে পারে না, এমন কি কল্য পরশ্বের ভবিতব্য ও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য কত দুর্ভাগ্য পিতা পুত্র, মাতা পুত্র, সহোদর সহোদরে, বন্ধু বান্ধবে, এবং জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদ বিসংবাদ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, যাহার জন্য বিবাদ করিয়াছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও চাকরির অভাব হইলে তৎপর দিবস হইতেই কত জনকে উপবাস করিতে হয়, কত বড় বড় চাকুরের মৃত্যুর পরে দুই চারিটা চিনের বাসন আর পাঁচ সাত খানা চেয়ার টেবল ব্যতীত আর কিছুই ঘর হইতে বাহির হয় না, কত হতভাগ্য মানব ১০৲ টাকা বেতনের সেবা বৃত্তি করিয়া সপরিবারে চলে চলিবার চেষ্টায় কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে, ব্যভিচার সুরাপানাদির দ্বারা কত দুর্ভাগ্য কত যন্ত্রণা, কত দুর্ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং এরূপ লোকের কল্য পরশ্বের নিমিত্তও কোন চিন্তা নাই, একথা অবশ্যই বলিতে হইবে। যাঁহার ভবিতব্য বিষয়ে চিন্তা আছে, যিনি পরিণামদর্শী পুরুষ, তাঁহার দ্বারা কদাপি এই উল্লিখিত রূপের অদ্ভুত ব্যাপারাবলী অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তবেই ভাবুন দেখি ইহাদের পক্ষে সেই কত কালের পরবর্ত্তী অদৃশ্য পরকাল বিষয়ে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা উপস্থিত হইবে কিরূপে? যাহারা, কল্যকার

অবস্থা বুঝিতে অক্ষম তাহারা সেই দূরবর্ত্তী বিশেষ বিজ্ঞান লভ্য অদৃশ্য পরকালের বিষয়ে কদাপি কোন কল্পনা বা সন্ধানাদি করিতে সমর্থ হয় না। তাই শ্রুতি ও বলিয়াছেন যে, "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।" যাহারা বিষয়াশক্তির দ্বারা বিমূঢ়, যাহারা পরিণাম চিন্তায় অসমর্থ, সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অবধান শূন্য, ঈদৃশ বালকবৎ মানবের পক্ষে পরকাল বিষয়ক বোধ থাকিতে পারে না।" অতএব ইহাদের নিকট পরকাল বিষয়ক কোন কথা বার্ত্তা বলা না বলা সমান, সুতরাং তাঁহাদের নিকটে আমার কোন বিষয় বলিবার নাই, সেইজন্য কোন প্রয়াসও করিতেছি না। কিন্তু আস্তিকই হউন আর নাস্তিকই হউন যাঁহারা প্রকৃত মানব তাঁহাদের নিকটে পরকাল বিষয়ে কিছু বলিবার আছে, এবং সেই জন্যই কিছু পরিশ্রম করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনস্বি-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিশ্বাস থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বিশ্বাস গুলি পরস্পরে নিতান্তই বিরুদ্ধ অথবা বিপরীত। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ বলেন, মানবের পরকাল পূর্ব্বকালাদি সমস্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত পরিকল্পনা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে তাহার কিছুরই সদ্ভাব থাকিতে পারে না। এই দেহের মধ্যে দেহাদি জড় বস্তু ব্যতীত আত্মা নামক অন্য কোন পদার্থের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেহই আমাদের আত্মা, দেহই দেহের কর্ত্তা হর্ত্তা বিধাতা। উৎপত্তি বিনাশ ও দেহের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরকাল পূর্ব্বকাল ও নাই।

আবার ক্রিষ্টিয়ানগণ বলেন, মৃত্যুর পরে সকলকেই সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে কয়েব্বরের, মধ্যে থাকিতে হয়, থাকিবার শেষ সময় সৃষ্টির বিনাশ কাল। যত দিন পর্য্যন্ত সৃষ্টির শেষ সময় উপস্থিত না হইবে তত দিন উত্তম অধম সকলকেই কারাগারে (হাজতে) থাকিতে হইবে। পরে সৃষ্টির নাশ হইলে এককালীন সকলেই কারাগার রূপ কয়েব্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের বিচারালয়ে উপস্থাপিত হইবেন। তখন যাঁহারা ক্রিষ্টিয়ান তাঁহারা সকলেই অনন্ত কাল স্বর্গ ভোগ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ক্রিষ্টিয়ান্ নহেন তাহাদের বড়ই দুর্গতি। তাঁহারা অনন্ত কালের জন্য সকলে নিপাতিত হইবেন। কারণ যিশুক্রিষ্ট এক দিনেই সমস্ত ক্রিষ্টিয়ানদিগের যাবৎ পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বলিয়া কহিয়া তাহার ক্ষমা করাইয়াছেন, সুতরাং ক্রিষ্টিয়ান হইলে আর তাহার কোন পাপকার্য্য হইতে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা ক্রায়িষ্টকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া মানেন না সুতরাং ক্রিষ্টিয়ান হইতে পারিলেন না তাঁহাদের পাপ ক্ষমা করাইতে যিশুক্রিষ্ট বাধ্য নহেন, সুতরাং তাহা করেন ও নাই, তাই তাদের এত দুর্গতি। তাহা হইলে একরূপ জানা গেল যে ক্রিষ্টিয়ান হওয়া আর না হওয়াই এমতের পুণ্য আর পাপ। এবং তাহাই সেই অনন্ত স্বর্গ আর নরকের কারণ। এক্ষণে যাঁহাদিগকে দাহ করিয়া ফেলান হয়, কিম্বা ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদির উদরসাৎ হইয়া যাঁহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদের পরকালের কোন ব্যবস্থাই নাই, সুতরাং এই মতে বোধ হয় তাঁহাদের আত্মাই নাই, সুতরাং পরকালের ব্যবস্থাও নাই।

এমতে ভূত প্রেত পিশাচাদি কিছুই নাই। তাহার কোন কথা বার্ত্তাও নাই। নরকে যাওয়ার অর্থই যদি ভূত প্রেত হওয়া বল, আর স্বর্গে যাওয়ার অর্থই দেবতা হওয়া বল তাহার সম্ভাবও এখন পর্য্যন্ত সম্ভাবিত নহে। কারণ সৃষ্টির শেষ হওয়ার পরে তবে বিচার হইবে, তবে আদেশ হইবে, তাহার পর স্বর্গ নরকে যাইবে। ভূতপ্রেত বা দেবতা হইলেও তখনই হইবে। কিন্তু সেত অনেক পরের কথা, এখনত কিছুই হয় নাই। এখন নূতন সৃষ্টিই বিরাজ করিতেছে।

এইত ক্রিষ্টিয়ানের কথা। প্রকৃত ক্রিষ্টিয়ানের বিশ্বাসও বোধ হয় এই রূপই হইবে। তৎপর মুসলমানগণ যাহা বলেন তাহাও প্রায় সর্ব্বাংশেই এই সিদ্ধান্তের সমান, প্রভেদ কেবল পাপ পুণ্যের ক্ষমা অক্ষমা বিষয়ে। তাঁহাদের মতে মহম্মদের মুশলমানীয় পাপ ভার গ্রহণ করিবার কথা নাই, মুশলমান হইলেই অনন্ত স্বর্গে যাইবে আর না হইলে অনন্ত নরকে যাইবে, তাহা শুনিতে পাই না। কিন্তু মুশলমান হইলেও তাহার পাপ পুণ্য বিচার হইয়া অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গ হইবে। আর মুশলমান না হইলে তাহার ভাগ্যে কেবল অনন্ত নরকই নির্দ্দিষ্ট আছে। অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত সিদ্ধান্তই সমান।

বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস আবার ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার মধ্যে আবার সকলেও একপ্রকার নহে। বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ে পরকালের যম যন্ত্রণা প্রভৃতি স্বীকার করেন, কোন সম্প্রদায়ে ভূত প্রেত হওয়াও মানেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে তৎসমস্তই অস্বীকার করেন। তাঁহারা পাপ পুণ্যের কোন বিচার বা দণ্ডাদি অঙ্গীকার করেন না, আত্মার অধোগতিও মানেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা ক্রমেই উন্নতির রাজ্যে উত্থিত হইতেছে, সুতরাং চিরদিন পর্য্যন্ত কেবল উন্নতই হইবে, কোন কারণেও তাহাদের আর অধঃপতন বা নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ইহাই বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস।

কিন্তু হিন্দুদিগের বিশ্বাস এবং শাস্ত্রের সহিত উল্লিখিত কোন মতেরই একতা বা কিছু মাত্র সংস্রব নাই। তাহা এই সকল মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। হিন্দুর পাপ পুণ্যও অন্যপ্রকার, পরকালও অন্যপ্রকার, আত্মাও অন্য প্রকার, বিচারও অন্য প্রকার, স্বর্গ নরকাদিও অন্য প্রকার, গতিবিধির ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুর মতের পাপপুণ্য আত্মার অবস্থাঘটিত, কিন্তু কেবল ক্রিয়াঘটিত বা কিছু মানা না মানা ঘটিত নহে। যিনি যে কোন প্রকারে ঈশ্বরকে মানিয়া সদাত্মা হইতে পারেন কিম্বা তাঁহাকে একবারে না মানিয়া ও যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পুরুষ হইতে পারেন তবে তিনি হিন্দু মতে পাপাত্মা বলিয়া পরিগণিত নহেন। আবার তাহা মানিলেও যাঁহার আত্মা নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় নাই তিনি সৎপুরুষ বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরূপে পরিগৃহীত হয়েন না। ক্রিষ্টিয়ান হও, মুসলমান হও, বৌদ্ধ হও, আর চার্ব্বাক মতাবলম্বীই হও বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারিলে হিন্দুর নিকট পাপী পুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইবে না আর হিন্দু হইয়া কদাত্মা হইলেও পুণ্যবান্ বলিয়া আদৃত হইবে না। এইরূপ, হিন্দুর পরকালাদি বিষয়ও অন্য কাহারো সহিত মিলিত হয় না। এবিষয় পরেই প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

মরণ।

ভগবানের কৃত কোন নিয়মই আমাদের অহিতকর নহে। আমরা ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, সংসারে যাতায়াত করিতেছি। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারায় তাঁহার প্রতি অযথাতথ দোষারোপ করিয়া থাকি। সেই পাপে অশেষ কষ্টের অনুভব করিতেছি। যে মরণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য প্রতিনিয়ত শরীরের পোষণাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকি, যে মরণের উপদ্রবে শোকগ্রস্ত হইয়া কর্ত্তব্য মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হই, যে মরণের তীব্র-যন্ত্রণায় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যে মরণের গলগ্রহে পুত্র, কলত্র, ধন, জন-বিরহিত হইয়া অসহায়ের সহায় শ্মশানে শায়িত হই, দুর্বিসহ সে মরণও আমাদের মঙ্গলের তরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মরণ না থাকিলে সংসার পাপ-সাগরে ভাবিত। অসংযত ইন্দ্রিয়াশ্ব কর্ত্তৃক আমরা ভীষণ হইতে ভীষণতর কান্তারে নীত হইতাম। মরণই সেই অশ্বের প্রধান প্রতিরোধক, পাপবৃত্তির বিঘাতক, মায়া বিজৃম্ভিত সংসারে একমাত্র ছেদকাস্ত্র। আমরা অতি নীচাশয়, পামর; তাই মরণে এত অনিষ্টাশঙ্কা করি। আবার প্রায়শঃ ঘোর বিষয়-মদে মত্ত হইয়া মানুষের যে মরণ আছে, তাহাও বিস্মৃত হই। ভাবি, এইরূপেই আমোদ-প্রমোদে চিরদিন অতিবাহিত হইবে।

দন্ত-বিগম হইলেও উপাদেয় চর্ব্ব্য বস্তু ভক্ষণে বিরতি নাই। অকৃত্রিম দন্তের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দন্তে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। দন্তপতন যে চর্ব্ব্য বস্তুর জীর্ণ-শক্তির নাশসূচক, তৎকালে চর্ব্ব্য যে শরীরের পোষক নহে, প্রত্যুত শোষক; উহা যে ঐশ্বরিক নিয়তির ঈঙ্গিত—মরণের প্রত্যাসত্তিজ্ঞাপক, একবারও তাহা মনে ধারণা হয় না। অঙ্গ লুলিত, কেশ পলিত, করধৃত দণ্ডই চরণের সহকারী, তাহার উপর অদ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নির্গম, কল্য অবষ্টম্ভ-শক্তির বিগম, পরশ্বঃ অবশ্যম্ভাবী মরণের আগম—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তথাপি ধর্ম্মাচরণের প্রতি আস্থা নাই। আর মরিতে না হয়, আর অপরিমিত জঠরযাতনা সহ্য করিতে না হয়, সে বিষয়ে অবধান নাই, তখনও ভোগস্পৃহা বলবতী। রুগ্ন ব্যক্তির মুখে তত রুচি নাই, যথারুচি জীর্ণ করিবারও শক্তি নাই; অথচ ভোজনের রুচি যেমন দিন দিন বৃদ্ধ হয়, বয়োবৃদ্ধেরও ভোগস্পৃহা সেইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। ভগবানের নিয়তির ঈঙ্গিতানভিজ্ঞ হইলে এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

সত্য বটে মানস-পটে সর্ব্বদা মরণ ভীতি চিত্রিত দেখিলে অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা যথাযথ বলবতী থাকে না, বিদ্যার আলোচনা ঘটে না, পরিজন প্রতিপালিত হয় না, সামাজিকতা রক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে নিজেই ভগবানের সৃষ্টি বিসর্জ্জনের কারণ হইতে হয়; তথাপি অন্ততঃ স্বয়ং প্রাতরুপাসনা সময়ে চিত্তে মরণের বিচিত্র চিত্র দর্শনান্তে ত্রস্ত হইয়া ধর্ম্মের উপার্জ্জন করা উচিত। অতএব কবি বলিয়াছেন,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা এবং অর্থের উপার্জ্জন কালে চিন্তা করিবে, আমি চিরকাল জরামৃত্যু রহিত হইয়া বিদ্যার অনুশীলন এবং অর্থের উপভোগ করিব। কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জন কালে ইহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। তখন ভাবিবে, মৃত্যু কেযাকর্ষণ করিতেছে, আর অবসর নাই। এই অবকাশে যথাসাধ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া লই।

কালিদাস বলিয়াছেন—

শৈশবে হভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥

রঘুবংশীয়েরা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতেন, চরমে যোগ আশ্রয় করিয়া জীবনের বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহারা অসময়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইতেন না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম সুসঙ্গত হইতে পারে। আমরা অনিয়ত-মরণ—আমাদের এ নিয়মে চলিলে আত্মবঞ্চনা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমাদের পক্ষে—

শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চামরাহ্নিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমধ্যে নবাকৃতং॥

আগামী কল্য কর্ত্তব্য কার্য্য অদ্য করাই উচিত, আপরাহ্নিক কৃত্য পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য, কেননা এই ব্যক্তির অমুক কার্য্য করা হয় নাই বলিয়া মৃত্যু অপেক্ষা করিবে না। নির্দ্ধারিত কালে মৃত্যুর প্রসর কেহই প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না।

সংসার ক্রয় বিক্রয়ের প্রশস্ত আপন (বাজার)। ভৃত্য যেমন বাজার হইতে প্রভুর অভিপ্রেত বস্তু ক্রয় করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়, সেই বস্তু অভিপ্রেত না হইলে প্রভু যেমন তিরস্কার করেন, অগত্যা ভৃত্যেরও প্রভুকৃত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। অবশেষে অভিমত বস্তুর তরে পুনর্ব্বার বাজারে প্রেরিত হয়, সেইরূপ আমরাও প্রভুর অভিপ্রেত অধর্ম্ম বিক্রয় এবং ধর্ম্ম ক্রয় করিতে সংসার বাজারে প্রেরিত হইয়াছি। জীবনরূপ চিন্তামণি বিক্রয় করিয়া অকিঞ্চিৎকর কাচ সদৃশ দুষ্কৃত রাশি ক্রয় করিয়া (মরণান্তে) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে নিশ্চিত তাঁহার তিরস্কারের পাত্র হইব এবং তৎকৃত অশেষ যন্ত্রণা (নরক) ভোগ করিব। পরিশেষে আবার প্রভুর অভিপ্রেত বস্তুর তরে সংসার-বাজারে প্রেরিত হইব। পুনর্ব্বার যে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে পারিব, তাহারই বা স্থিরতা কি? সময় যেমন অহোরাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পাপ-জীবনও তদ্রূপ জন্ম, মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

মর্ত্ত্যভূমি ভোগভূমি ও কর্ম্মভূমি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। প্রাক্তনদেহকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের পরিণাম সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে আমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রারব্ধ-ফল কর্ম্ম ভোগ করিতেই হইবে। অতএব স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

শতকোটি কল্পেও ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। * এই বিষয়ের অন্যান্য কথা পরে বলিব। ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধাম।

		বার্ষিক,
"	শশিভূষণ মজুমদার নারায়ণ গঞ্জ, রেলিব্রাদার্স আফিস	১৲
"	রাজমোহন ধর ঐ	১৲
"	কৃষ্ণচন্দ্র সেন ঐ	১৲
"	হরিচরণ সাহা ঐ	১৲
"	শ্যামসুন্দর শীল ঐ	১৲
"	ভুবনমোহন দাস ঐ	১৲
"	রাধামোহন সাহা ঐ	১৲
"	মহিমচন্দ্র সেন ঐ	১৲
"	নিশিকান্ত মিত্র ঐ	১৲
"	রাজমোহন বসু সোমপাড়া, বজযোগিনি ঢাকা	১৲
"	প্রসন্ন কুমার রক্ষিত	১৲
"	মাণিক গঞ্জ, মত্ত	১৲
"	প্রাণনাথ রায় বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা।	বার্ষিক
"	ক্ষেত্রমোহন দাস ফিরিঙ্গি বাজার, মুনসিগঞ্জ ঢাকা	
"	শ্রীনাথ গুণ রাড়িখাল, মাইজ পাড়া ঢাকা	১৲
		এককালীন
"	গোবিন্দচন্দ্র দাস ফরিদাবাদ, ঢাকা	১৲
"	ঈশান চন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ নং নিমতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা	২৲
"	জিতেন্দ্রনাথ কর মহানাদ, মহানাদ পো ; হুগলি	৩৲ ১০৲
"	বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দায়াগঞ্জ, এলাহাবাদ	১২৲

* কর্ম্ম বলিতে পাপ ও পুণ্য বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম সদ্যঃই নষ্ট হয়। যেদিন ব্রহ্মহত্যা করে, সেইদিন ব্রহ্মহত্যারূপ কর্ম্ম ক্ষীণ হয়। ক্ষীণ কর্ম্ম কখনই ফলোৎপাদন করে না; কেননা কার্য্যকারণের সমকালীনতা না হইলে ফল উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট বা পাপ পুণ্য স্বীকার করিতে হয়। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ংবিনা।" চির নষ্ট কর্ম্ম অদৃষ্টকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়া ফল প্রসব করিতে পারে না।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ধৃত বচন।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আজ ১৩০০ সনের সাতমাস চলিয়া গেল, দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য না করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন! যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোস্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম ধাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাসের বিনিময়ে সংবাদ পত্রাদি সম্পাদকের ঠিকানা ৭০ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। পৌষ ও মাঘ।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র।	... ...	১২৯
মরণ।	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ	১৩০
মাতৃতত্ত্ব।	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৩২
রাজধর্ম্ম।	... ...	১৩৪
উন্নতি চিন্তা।	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ	১৪১
কর্ম্ম।	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৪৪
উপায় আছে।	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রি স্বরস্বতী	১৪৬
আমার কৃষ্ণ।	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।	১৪৯
পরকাল তত্ত্ব।	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৫২
বিবেকীর চিন্তা।	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৫৪
শৌচাচার।	... ...	১৫৬
ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতাগণের নাম	... ...	১৫৮
ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি ব্যবস্থা।	... ...	১৬০
সমালোচনা।	... ...	১৬০

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৩ নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চি... ...নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় না পাঠাইয়া, ৩ নং ... ...তা, এই ঠিকানায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ... ...হবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী ও বেদব্যাস কার্য্যাল... ৩ নং ভীমঘোষের লেনে উঠি... আসিয়াছে।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, পৌষ ও মাঘ। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং।

বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ১॥
রাধেশং রাধিকাপ্রাণবল্লভং বল্লবীসুতম্।
রাধাসেবিতপাদাব্জং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্॥ ২॥
রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃতমানসম্।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্॥ ৩॥
রাধাহৃৎপদ্মমধ্যে চ বসন্তং সততং শুভম্।
রাধাসহচরং শশ্বদ্ রাধাজ্ঞাপরিপালকম্॥ ৪॥
ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যম্।
তং ধ্যায়ে সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৫॥
সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৬॥
নির্লিপ্তং চ নিরীহং চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যং চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৭॥
যং সৃষ্টেরাদিভূতং চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৮॥
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণকারণম্।
বেদাবেদ্যং বেদবীজং বেদকারণকারণম্
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৯॥
ইত্যেবমুক্ত্বা গন্ধর্ব্বঃ পপাত ধরণীতলে।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ দেবদেবং পরাৎপরম্॥ ১০॥
ইতি তেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরং যাতি পরাং গতিম্॥ ১১॥
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদপ্রবরত্বং চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

মরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনারব্ধ-ফল কর্ম্ম সমূহের ক্ষয়ের দুই উপায়—প্রায়শ্চিত্ত ও ভোগ। কুপথ্যসেবীর রোগ নিয়ত। ভোগে অর্থাৎ কেবল উপবাসে সেই রোগের উপশম স্বাভাবিক। বিনা ঔষধে কেবল উপবাসে দু দশ দিন পরে জ্বরের উপশম হইবেই হইবে, সুতরাং কুপথ্যের পরিণতি সেই জ্বরের ভোগে ক্ষীণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি ঔষধ-সেবনরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র সে রোগের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পায়। পাপ কর্ম্মও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ক্ষীণ হয় মঙ্গল, নতুবা আজ হউক, পরে হউক, সে পাপ ভোগ ব্যতীত উপায়ান্তরে ক্ষীণ হয় না।

সকল কুপথ্যের ফল সদ্যই পরিলক্ষিত হয় না। শরীর ধাতু যদি সেই কুপথ্যের সহকারী হয়, তবে সেই কুপথ্যের ফল সদ্যঃ সদ্যঃ প্রত্যক্ষগোচর হয়। পাপরূপ কুপথ্যের ফলও সেইরূপ,—অর্থাৎ পাপ যদি উৎকট হয়, যদি পাপান্তর তাহার সহকারী হয়, তবেই পাপের ফল সদ্যঃ প্রসূত হয়। নতুবা মাসান্তে, বৎসরান্তে বা জন্মান্তে সেই পাপের ফলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

স্থূলদৃষ্টিতে বহির্জগতের বৈষম্য দর্শন করিয়া অর্থাৎ পাপীর ক্ষণিক ইহ জীবনের সুখভোগাদি দেখিয়া এবং পুণ্য জীবন যুধিষ্ঠিরাদির ঐহিক দুঃখ পরম্পরার অনুধ্যান করিয়া স্থূলদর্শীর ধর্ম্মে বিরতি এবং অধর্ম্মে রতি হয়। সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ এরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান কার্য্য কারণের বৈষম্য দশন করিয়া এতাদৃক বিসদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাঁহাদের ধারণা—

"ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখং।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

ধর্ম্ম হইতে ধন, জন প্রভৃতি সম্পৎ প্রসূত হয়। ধর্ম্ম ঐ সকল সম্পৎ দ্বার করিয়া সুখ প্রদান করেন। ধর্ম্ম হইতে সকল বস্তুরই লাভ করা যাইতে পারে। অতএব পৃথিবীর সার ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মজীবনে তাদৃশ উৎকট দুঃখভোগের অবান্তর যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। যদি ধর্ম্ম ক্ষুদ্র হয়, অধর্ম্ম বৃহৎ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের ফল অগ্রে ফলে। প্রত্যুত যদি অধর্ম্ম ক্ষুদ্র, ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মের ফল অগ্রে ফলে। লোকতঃ দেখা যায়, অগ্রে ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল ধরে। আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ বিলম্বে ফলে। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মবৃক্ষ অতি বৃহত্তর, অধর্ম্ম অতি ক্ষুদ্রতর; সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অধর্ম্ম ইহ জীবনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাপ ইহজীবনে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাও পরকালে প্রথম সঞ্জাত নরক দর্শনে ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে অনন্ত কালের জন্য সুবৃহৎ পুণ্যফলে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। আবহমান কাল আমাদের মত যাতনা প্রতিনিয়ত ভোগ করিতে হয় নাই। যে যুধিষ্ঠির সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও পথের ভিখারী, যে যুধিষ্ঠির প্রবল পরাক্রান্ত ভীম, অর্জ্জুনের অগ্রজ হইয়া অপার দুঃখসাগরে নিয়তি-স্রোতে ভাষিতে ভাষিতে দুঃখের অতিভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে যুধিষ্ঠির ভক্তবৎসল ভগবানকে সহায় পাইয়াও ধন, জন, মান, রাজ্য রহিত বনে পরিশ্রান্ত প্রাকৃতজনবৎ ছদ্মবেশে বিরাট রাজের পরিচর্য্যায় রত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির অপেক্ষা রোগ শোক পরিতাপগ্রস্ত, অভাব-বিষে জর্জ্জরিত অধর্ম্মের অবতার আমরাও ইহজীবনে সুখী। এ ঐহিক সুখেরও কারণ আমাদের পুণ্যের খর্ব্বতা, পাপের বৃহত্তা। আমাদের পুণ্য অতি ক্ষুদ্রতর, সুতরাং তাহার অগ্রভাবী ফল ইহজীবনে প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। আমাদের পাপ অতি বৃহৎ সুতরাং তাহার বৃহৎ ফল পরকালের জন্য তোলা রহিয়াছে। পরকালেও হিমালয় সদৃশ পাপরাশি অশেষরূপ ভোগে নিঃশেষ করিয়া উঠিতে পারিব না, ইহা নিশ্চিত। জন্মে জন্মে কিছু কিছু ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারি, যদি সে পাপ নিঃশেষ হইতে না হইতে পাপ ফলের বীজ রোপণ না করি। আমরা একটী বৃক্ষের ফল ধরিতে না ধরিতে বৃক্ষান্তরের বীজ রোপণ করিয়া থাকি।

সাধারণ লোকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের পুরস্কার, অধর্ম্মের নীকার দেখিতে না পাওয়ায় ধর্ম্মে অনাসক্ত, পাপে আসক্ত হয়। কিন্তু মনে মনে পাপের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে; নতুবা মরণে এত ভয় কেন? একটু শিরঃ শূল হইলে মৃত্যু দূর হইতে কটাক্ষপাত করে কেন? কৈ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধর্ম্ম জীবন মনীষিগণ এতাদৃশ মরণের ভয়ে ভীত হইতেন না। ভীত হওয়া দূরের কথা—ধর্ম্মপুত্র স্বশরীরে স্বর্গারোহণে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইহার কারণ—তাঁহার ধারণা ছিল এ সংসার-পরিহার করিতে পারিলে ধ্রুবানন্দ ভোগ করিব। সকলেই অপকৃষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অগ্রসর হয়। যুধিষ্ঠিরের ইহকাল অপকৃষ্ট—শোকতাপময় এবং নিত্য সুখের একমাত্র অন্তরায়। পরকাল উৎকৃষ্ট,—নিত্যধামে নিত্যানন্দ ভাব। তাই তিনি ইহলোক পরিত্যাগবাসনায় মহাপ্রস্থান স্বীকার করিয়া ছিলেন। আমাদের ইহকাল উৎকৃষ্ট—মেঘান্তরিত সুখ-জ্যোৎস্নার ক্ষণিক আলোকে আলোকিত; কিন্তু পরকাল অতি নিকৃষ্ট—সুখের লেশ মাত্র শূন্য, ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন-নরকযন্ত্রণার রঙ্গভূমি। তাই ইহজীবনের ত্যাগে এত কষ্ট, এত ইতস্ততঃ, এত হা হুতাশ। দ্বিতীয় কারণ আমরা বড় মায়াবী। মহামায়ার মায়ার ঘোরে মত্ত আছি। মায়ার খাতিরে ও সংসার পরিহার করিতে বড়ই কষ্ট অনুভূত হয়। মাতালে মদ খায়। মদের অনিষ্টকারিতাও উপলব্ধি করিয়া থাকে, তথাপি মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেইরূপ আমরাও মায়ার অকিঞ্চিৎকারিত্ব বুঝিতে পারিয়াও তাহার সেবায় নিযুক্ত আছি। যুধিষ্ঠির মায়ার আশ্রয়ে বাস করিতেন না, মায়ারও ধার ধারিতেন না; সুতরাং মায়ার মোহে সংসার পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হন নাই। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কোন কোন নবোঢ়া শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে ক্রন্দন করিয়া থাকে,কেহ বা অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাহিরে ক্রন্দনের রোল করিয়া অবলীলা ক্রমে শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করে। এ বৈষম্যের প্রথম কারণ একত্র মায়ার সদ্ভাব, অন্যত্র অসদ্ভাব। দ্বিতীয় কারণ উভয়ের সৌন্দর্য্য, দয়া,দাক্ষিণ্য, সরলতা, উদারতা ও গৃহকার্য্য তৎপরতা প্রভৃতি গুণের তারতম্য। কোন কোন বালিকা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহে অন্ধ, বাল্য-সহচরীগণের ভালবাসায় প্রমুগ্ধ, জন্মভূমির তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট; সে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে যায়। যাহার হৃদয় পূর্ব্বোক্ত মায়াশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত নয়, যে নবোঢ়া রূপবতী ও গুণবতী, তাহার মানসিক ধারণা—"আমি দর্শনমাত্রে রূপজমোহে স্বামীকে বশীভূত করিব, শ্বশ্রূ শ্বশুরের প্রিয়পাত্রী হইব, তাঁহাদের স্নেহে পিতা, মাতার বাৎসল্য উপভোগ করিব। স্বামীর প্রেমে সহচরীগণের ভালবাসা লাভ করিব। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় উৎকৃষ্ট, তবে উৎকৃষ্ট স্থানে যাইতে কাঁদিব কেন? পাঠক, ইত্যাদি মনে করিয়া সে কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাইতে দুঃখানুভব করে না, প্রত্যুত আনন্দ স্রোতে ভাসিতে থাকে। আমরা নির্গুণ, পরকাল আমাদের শ্বশুরালয়,—তাই মরিতে এত ভয়। যুধিষ্ঠির জানিতেন, মরিলে ইহা অপেক্ষা সুখী হইব, তাই মরণ তাঁহার প্রিয় ছিল। আমরা জানি, আমরা এখানে এক প্রকার সুখে আছি। মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? পঞ্চভূতে, স্বর্গে বা নরকে? আমি যদি ভূতপঞ্চকে লীন হই, অথবা স্বর্গ ও নরক যদি কবি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ হয়, তবে কেন সুখের বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত এসংসারক্ষেত্র পরিহার করি? প্রত্যুত স্বর্গ ও নরক যদি বাস্তব-পদার্থ হয়, তবে নরক আমাদের অবশ্যম্ভাবী, আমরা ঘোর পাপী। কোন গুণ নাই যে নরকে সুখ শান্তি লাভ করিব। আমাদের যে অতি অল্প পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহা প্রায় এই দুঃখাবৃত ঐহিক সুখভোগে পর্য্যবসিত হইবে। ইত্যাদি কারণে পাপীর মরণ ক্লেশকর, পুণ্যাত্মার মরণ সুখপ্রদ। পাপী ভাবে অমর হইয়া এই সংসারে অবস্থানই মঙ্গল। পূর্ব্বকালে অধর্ম্মাচারী পাপরতি রাক্ষস প্রভৃতি কথায় কথায় অমরত্ববর প্রার্থনা করিত। এসংসারে ধর্ম্ম জীবন মানব কখনও অমরত্ববর শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।

আজ না হউক, সময়ের ক্রোড়ে মৃত্যু শয্যায় শয়ন নিয়ত। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইত্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ অজ্ঞাত থাকিলেও, অহরহ পরিদৃশ্যমান মানবের অনিত্যতা দর্শন করিয়া মনে মনে তুমিও বোঝ, আমিও বুঝি—সকলেই বোঝে, একদিন মরিতে হইবে। অতএব মুমূর্ষুর পাপাচরণ জনিত দুর্ব্বিষহ অনুতাপ-বৃশ্চিকের তীব্র দংশনের যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সুস্থ-শরীরে সময় বিভাগে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত। শাস্ত্র বলেন,—

ভোগভূমিঃ স্মৃতঃ স্বর্গঃ কর্ম্মভূমিরিয়ং মতা।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বর্গে তদুপভুজ্যতে।
যাবৎ সুস্থশরীরত্বং তাবদ্ধর্ম্মং সমাচর॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

এই আর্য্য ভূমি কর্ম্ম ভূমি, এবং স্বর্গ ভোগ ভূমি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত আছে। এখানে যে কার্য্য কৃত হয়, স্বর্গে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। অতএব শরীর সুস্থ থাকিতে থাকিতে ধর্ম্মাচরণ কর।

ধন, জন, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, তখন একমাত্র ধর্ম্মই সঙ্গের সঙ্গী হইবেন।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে প্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

যদি বিষয়ের সে মোহের ঘোরে সুস্থভাবে কাল অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ অসুস্থ-শরীরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পরকালের মঙ্গলের তরে সংসারের আসক্তি পরিহার করা উচিত। কিছু কাল অনিঃশেষিত কার্য্যের জন্য অনুতাপ না করিয়া চরমে গলার ঘড় ঘড়ানির কালে রুদ্ধবাক্য পরিবার বর্গের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের রূপ দর্শন করিবে। আর মন্ত্র জপ করিবে। যখন আত্মীয়বর্গ তারস্বরে কর্ণকুহরে তারক ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিবেন, তখনও যেন পুত্র, কলত্রের কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারিলাম না বলিয়া আক্ষিপ্ত হৃদয়ে সময় সমতিবাহিত করিও না। তাহা হইলেও পরিণামে অপেক্ষাকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন।

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে
পুরুষো ভবতি,তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত।" ইতি

অর্থাৎ সকল পুরুষই পরমার্থবিষয়ে আসক্তিবান্ হইবে। যেহেতু কোন না কোন বিষয়ে পুরুষের মন, তৎপ্রবণ হয়। ইহ জীবনে মরণ পর্য্যন্ত যেরূপ যে বিষয়ে পুরুষের আসক্তি থাকে, মরণের পর সেইরূপ ফলভাগী হয়। স্বর্গাদি ভোগ ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী পুত্র পরিবার আসক্ত হইলে সংসার ভোগ ঘটিয়া থাকে। গীতায় ও আছে।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনো হর্জুন!।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!॥

* * * *

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজন্ত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা মদ্ভাবভাবিতঃ॥"

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদিগ্রস্ত, ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ধন কামী ও ভগবত্তত্ত্ববিৎ (জ্ঞানী)—এই চতুর্ব্বিধ সাধক প্রাক্তন জন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে আমাকে ভজনা করে। যে মরণ সময়ে আমাকে (পরমেশ্বরকে) স্মরণ করত কলেবর পরিহার করিয়া অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে, সে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রাণ প্রয়াণকালে যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সেই সেই ভাবই তাহার অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপের ফল স্বরূপ। তাই পুণ্যাত্মা মরণ কালেও সুখী—মরণ জনক রোগাদি তাঁহাকে ক্লেশিত

করিতে পারে না। মরণের প্রধান নেতা শ্বাস-কষ্ট তাঁহাকে কেশাগ্রেও স্পর্শ করিতে অক্ষম। তাদৃশ পুণ্যশালী নরোত্তম সচরাচর দর্শন গোচর হয় না, বলিয়াই আমরা সুকৃতের পুরস্কার চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে পাই না, তাই শাস্ত্রদৃষ্টির প্রয়োজন।

পাপীর মরণের তীব্রতা পদ্মপুরাণে অভিহিত হইয়াছে যথা

"যানি কানি চ পাপানি পূর্ব্বমেব কৃতানিচ।
আয়ান্তি কণ্ঠমূলং হি মহাপাপস্য নান্যথা॥
পীড়াভিঃ দারুণাভিশ্চ কণ্ঠে ঘূরঘূরায়তে॥

পূর্ব্বে যে সব পাপ আচরণ করে, সেই সকল পাপ কর্ম্মরূপে মহাপাপীর কণ্ঠস্থলে আগত হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা করে। অবশেষে দারুণ যন্ত্রনার সহিত গলায় ঘড় ঘড়ানি জন্মায়।

মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃনু তান্যপি।
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা নরঃ॥
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্জ্বনলবান্বিতঃ।
হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু॥
এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতাব মমতাকুলঃ।
মর্ম্মবিদ্ভিঃ মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ॥
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাসুবন্ধনঃ।
বিবর্ত্তমানতারাক্ষি হস্তপাদো মুহুঃ ক্ষিপন্॥
সংশুষ্যমানস্তালোষ্ঠপুটো ঘূরঘূরায়তে।
নিরুদ্ধকণ্ঠদোষোঽথৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ॥
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্ত্বরা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা।
ক্লেশাদ্যুৎক্রান্তিমাপ্নোতি বাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

মাতৃতত্ত্ব।

আমরা নিরন্তর জাগতিক ব্যাপারে বিনিযুক্ত থাকিয়া তদ্দ্বারাই পরিতুষ্ট থাকি। জগৎ বিম্বকেই অস্তিত্বের সত্যতায় আরূঢ় করিয়া তদ্দ্বারাই বিমুগ্ধ হই, জগন্মায়ের সত্তায় সুদৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন করা আমাদের হতভাগ্যে সংঘটিত হয় না। যদিও কখন মনে মনে আন্দোলনের স্রোত কিঞ্চিৎ মাত্রায়ও প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাও তর্ক, বিতর্ক, জল্পনা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। তর্কই মায়ের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ মনে করিয়া তদনুসরণ করিতে করিতে তর্কেই এ ক্ষুদ্র জীবনের শেষ হইয়া যায়, সত্য নিশ্চয় অতি দূর পারে অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থান করে। আমাদের এতাদৃশ তর্ক পিপাসার কারণ অন্বেষণ করিলে আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বামদেব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি জাগতিক প্রাণীই ছিলেন, তর্ক বিতর্কের প্রবাহ তখন ও ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহাদের প্রতিকূল ছিল না। তাই জগন্মায়ের নাম মাত্রেই মনের কপাট উদ্ঘাটিত হইল, মন প্রসন্ন হইল, জগন্মায়ের সত্তা বুঝিতে পারিলেন, সংশয় রাশি ছিন্ন হইল। একবার ও তর্কের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইবার অবকাস পাইল না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" মায়ের সত্তা অবধারণ করিতে হইলে অলীক তর্কের আশ্রয় না করিয়া বিবেক দৃষ্টির অবলম্বন করিতে হইবে। সদ্গুরুর পদারবিন্দে চিত্তমধুকরকে সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত আত্মোন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

তর্ক বিতর্ক ব্যতীত অন্য কোন সুখ লভ্য প্রমাণের দ্বারা মাতৃ সত্তার উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রস্তাবের মুখ্য লক্ষ্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মনের চেষ্টাদি বিষয়ে কিছু চিন্তা করা আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেকের মনই অশান্ত—অতৃপ্ত। মনের নিকট যতই বিষয় উপস্থিত কর না কেন, মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। প্রথম ক্ষণে পরিতৃপ্ত হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে আর তাহার তাহাতে তৃপ্তি থাকে না। বিষয়ান্তরের গ্রহণের জন্য লালায়িত হয়। আবার প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয় তৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে, এই প্রকারে মনের উৎপত্তিকাল হইতে বিনাশ কাল পর্য্যন্ত এমন এক তিল সময়ও নাই যে, কোন নূতন বিষয়ে মন বিনিযুক্ত না হইয়া থাকে। যেমন মন মধুর রস গ্রহণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইল। মধুর রস গ্রহণ ও করিল। জিঘৃক্ষার সম কালে মন ভাবিল ইহা পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। দ্বিতীয় ক্ষণে মধুর রস আর তৃপ্তিদায়ক হইল না। তখন উহা বিষের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন পুনরায় তিক্ত রস গ্রহণ করিল, উহাই বড় স্বাদু, বড়ই প্রতিদায়ক বোধ হইল। কিন্তু উহাও শান্তিদায়ক হইল না; দ্বিতীয় ক্ষণে উহা পূর্ব্ববৎ শান্তি ভঙ্গ করিল, এই রূপে প্রতিক্ষণে কত শত শত বিষয়ের গ্রহণ, কত শত শত বিষয়ের পরিহার করিতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা করে কার সাধ্য? অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এই জিজ্ঞাসা হয় যে, মনের এতাদৃশ বিষয় বিচরণশীলতার কারণ কি? এক বিষয়েই মনের চির শান্তি হয় না কেন? অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সুখই বিষয় বিচরণের একমাত্র লক্ষ্য। যাহাতে মন সুখানুভূতি করিতে পারে, বা আশ্বস্ত হয়, মন সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। যদি মন সেই দিকেই প্রধাবিত হয়, যদি মন সুখই যায়, তবে সুখাস্পদ দ্রব্য উপেক্ষা করে কেন? যাহাতে একবার সুখ পাইল, চির জীবন তাহাতেই বিলিপ্ত হইয়া থাকে না কেন? ক্ষণ পরেই সুখাকর বস্তু বিষবৎ উপেক্ষিত হয় কেন? সংসারে এমন প্রাণী কেহই নাই যে কোন এক বিষয়েই চির জীবন মনকে সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছে, কদাচ নহে। যদি কেহ পারিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা আমরা এখন বলিব না। আমরা কত সময়ে কত সুখাস্পদ বিষয়ে মনকে সন্নিরুদ্ধ করি, মন তাহাতেই নিরুদ্ধ না থাকিয়া ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করে কেন? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মন যেখানে যাইতে চায়; যাহাকে পাইতে চায়, তাহাকে পায় না। মন যদি বিষয়কেই পাইতে চাহিত, বিষয়ই যদি মনের প্রকৃত লব্ধব্য হইত, তবে তাহা পাইয়া মন প্রত্যাবৃত্ত হইবে কেন? মন শত শত বিষয় পাইয়াও তাহাতে

পরিতৃপ্ত হয় না, আবার বিষয়ান্তরের অন্বেষণে প্রধাবিত হয়।

বিষয় জনিত সুখই মনের প্রাপ্তব্য বিষয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কেন না মন বিষয় রসের আস্বাদ কালে তাহাতে সুখের অনুভূতি করিয়া থাকে, কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। কিছু কাল সেই সুখেরই আস্বাদ করিয়া করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, পুনরায় বিষয়ান্তরের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যদি সুখই মনের লব্ধব্য হইত, তবে কোন এক সুখাস্পদ বস্তু পাইয়া তাহাতেই নিরন্তর সমাসক্ত থাকিত। কারণ সুখাকর দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন সত্য এবং তাহার উপলব্ধি ও ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রণালীর দ্বারা বিভিন্নাকারে হয় সত্য কিন্তু তদুৎপন্ন-সুখানুভূতি একই আকারে হয় এবং তজ্জনিত তৃপ্তির ও কোন বৈসাদৃশ্য নাই। রাসনিক স্নায়ুর দ্বারা মধুর রস গ্রহণ কালে মন যেমন তৃপ্তি-সুখের অনুভব করে, নাসিক স্নায়ুর দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ কালে ও তেমনই তৃপ্তি-সুখের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুখগত কোনই পার্থক্য নাই। সুখ পদার্থ টী একই আকারে গৃহীত হইয়া থাকে। সুখের তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ইহাই সুপ্রমাণিত হয়। সুতরাং মন সুখই চায় ইহা বলা যায় না।

চেতন প্রাণি-জগতে যেমন মনের পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন প্রাণীর মধ্যে ও মনের কোন প্রকার পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু উহাদের ও গতির পর্য্যবসান নাই ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উহারাও সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, কোথায় যাইবে, কোন অবলম্বনে বিশ্রাম করিবে তাহারই অন্বেষণে ব্যগ্র। সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, চেতন অচেতন সমস্ত জগতই কোন এক পদার্থের জন্য উৎসুক। সামুদ্রিক জল রাশি হইতে জল উত্থিত হইয়া গগন মেঘাকারে পরিণত হইতেছে, পরে বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোথায় যাইতেছে, আবার বৃষ্টি আকারে পতিত হইয়া সাগরাভিমুখে স্যন্দিত হইতেছে, এই প্রকারে কত কাল, কত যুগ অতীত হইতেছে কিন্তু জলক্রিয়ার অবসান নাই, জলরাশির বিশ্রাম নাই, অবিরত ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। এই প্রকার পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রপঞ্জরও অনন্ত কাল ঘূরিতেছে, কি যেন অন্বেষণ করিতেছে। কাহারই বিশ্রাম নাই। অনন্ত জগৎ যেন কোন এক স্থানের দিকে প্রধাবিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘূরিতেছে, গন্তব্য স্থানের অন্বেষণ করিতেছে, অথচ তাহা এত গূঢ়, এত দুষ্প্রাপ্য যে খুজিয়া পাইতেছে না। সেই এক বস্তু অন্বেষণের নিমিত্তই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবান্তর শত শত ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে। যেমন দিক ভ্রান্ত পান্থ দিক্ হারা হইয়া কত গ্রাম, নগর, নগরী পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য এক স্থান ব্যতীত তত্তৎ গ্রামাদি নহে এবং সেই প্রাপ্তব্য গ্রাম পাইলে তাহার ভ্রমণের শেষ হইয়া যায়, তেমন অনন্ত জগতের ও একই গন্তব্য স্থান, সেই খানে উপস্থিত হইবার নিমিত্তই চেষ্টা, কিন্তু ভ্রান্ত হইয়া বহু পথে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ লক্ষ্য এক ব্যতীত বহু নহে। সেই লক্ষ্য অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ক্রিয়া সমাহিত হইতেছে।

অনন্ত জগৎ যে একই লক্ষ্য অন্বেষণের নিমিত্ত অনন্ত ক্রিয়া করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রমাণাদির আবশ্যক। নতুবা হঠাৎ চিত্ত প্রশান্ত হইবে কেন? অতএব এই বিষয়ে জগৎতত্ত্বের একটী স্তর উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছি।

এই অনন্ত জগতের সর্ব্বদা উপাদান সম্মিলন চেষ্টা হইতেছে। যে উপাদান হইতে যাহা বিকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই পুনরায় মিলিয়া যাওয়া বস্তু মাত্রেরই স্বভাব। আবার অবান্তর উপাদানে যেমন মিলন চেষ্টা, তেমনি মূল উপাদানের দিকে ও নিরন্তরই হইতেছে। কিন্তু অবান্তর মিলন আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, চরম মিলন বা মৌলিক মিলন আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। তাহা অনুমানের দ্বারা স্থির করিতে হয়। যেমন বৃক্ষ, তৃণাদি মৃত্তিকা-উপাদানে নির্ম্মিত, আবার মৃত্তিকায়ই পরিণত হয়, এইরূপ মৃত্তিকাও যে তদুপাদানে সম্মিলিত হইবে, ইহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করিতে হয়। যদি প্রত্যেক পদার্থেরই উপাদান সম্মিলন চেষ্টা না থাকিত, তবে বৃক্ষ পচিয়া মৃত্তিকা হইবে কেন? বৃক্ষ পচিয়া জল ও হইতে পারিত অথবা উহা না পচিয়া চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও থাকার সম্ভব ছিল কিন্তু তাহা কদাচ হয় না। এই প্রকার উপাদান সম্মিলন চেষ্টা কেবল বৃক্ষ তৃণাদিরই নহে, উহা প্রত্যেক বস্তুরই স্বভাব সিদ্ধ। যত্ন করুক আর নাই করুক কাল বশতঃ সমস্ত বস্তুই আপন আপন উপাদানে সম্মিলিত হইবেই হইবে। বলা বাহুল্য যে, যে পর্য্যন্ত বস্তু স্বীয় উপাদানে সম্মিলিত হইতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্ত স্বীয় উপাদান খুজিতে থাকে এবং সেই অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। একবার আপন উপাদানে মীলন হইলে আর কাহারও কোন ক্রিয়া থাকে না। প্রত্যেক বস্তুরই তত্তৎ আকারে ক্রিয়া না থাকিলে ও তাহার উপাদানের ক্রিয়া অব্যাহতই থাকে। কারণ বস্তু মাত্রই যখন সূক্ষ্ম রূপে উপাদানে অনুপ্রবেশ করে, তখন স্থূলরূপে ক্রিয়া না থাকিলেও উপাদান সহ যোগে ক্রিয়া হইবেই হইবে। সুতরাং কোন বস্তুরই আর বিশ্রান্তি থাকিল না। তাই বস্তু মাত্রই নিজ নিজ উপাদানে সম্মিলিত হইয়া আপন বিশ্রান্তির জন্য ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রত্যেক পদার্থের নিজ নিজ উপাদানই শান্তি স্থান। এবং কোন পদার্থই যখন আপন উপাদানে সম্মিলিত হইয়াও সূক্ষ্মরূপে (অন্য আকারে) ক্রিয়াশীল থাকে, তখন অবশ্যই উহার চরম উপাদানে মিলন চেষ্টা অব্যাহতই থাকে, সুতরাং চরম উপাদানই পরম শান্তি নিকেতন ইহা বুঝিতে হইবে। এইজন্যই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা-অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" এই শ্রুতির দ্বারা উপাদেয় অপেক্ষায় উপাদানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক উপাদানই স্বস্ব উপাদেয়ের প্রবর্ত্তক এবং বিশ্রামের স্থান। শ্রেষ্ঠত্বের আরও কারণ আছে, তাহা এখানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। পরমাত্মারূপিণী জগদম্বাই যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান এবং অন্বেষ্টব্য ও গন্তব্য স্থান তাহাও "না

কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” এই কথার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখানে পাঠকের একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, আত্মাই উপাদান এবং গন্তব্য স্থান, ইহা স্বীকার করার মূল কারণ কি? আত্মা ব্যতীত অপর কোন বস্তুও মূল উপাদান হইতে পারে। এখানে বুঝা আবশ্যক যে, অনন্ত জগতের একটী মূল কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা জগতের মূল কারণ নির্ণীত হইতে পারে না। ধারাবাহিকরূপে কারণ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ দুষ্পরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কারণ সূক্ষ্মভূত সমষ্টি, সূক্ষ্মভূত সমষ্টির কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতিরও কারণ কিছু স্বীকার করিলে তাহারও কারণের জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এইরূপে কোন বস্তুরই মূল কারণ নির্ণীত হইতে পারিবে না। কেহ কেহ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অনন্যগতি ভাবিয়া স্বভাবকেই কারণ স্থলাভিষিক্ত করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাও ভ্রান্তিমূলক। কারণ স্বভাবও যখন কোন স্বাধীন বস্তু নহে, তখন স্বভাবকে কারণ বলিলে তৎকারণের জিজ্ঞাসা অনিবার্য্য। পরন্তু যাহারা নাম লইয়া বিবাদ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সহিত কোন বিবাদই নাই। কারণ আমরা যাহাকে মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা ও তজ্জাতীয় কোন পদার্থকেই মূল উপাদান স্বীকার করেন। আমরা মূল উপাদানের নাম পরমাত্মারূপিণী জগদম্বা বলিয়া স্বীকার করি। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের কোন অভীপ্সিত নাম দিয়া থাকেন। সুতরাং বস্তুগত কোনই পার্থক্য নাই। যেমন আমরা যে পদার্থটীকে জল বলিয়া ব্যবহার করি, দেশ বিশেষে তাহাকে অন্য নামে ব্যবহার করিয়া থাকে, বস্তুতঃ জল পদার্থটী কাহারই অস্বীকারের বস্তু নহে। তেমনি জগতের মূল উপাদান সকলকারই স্বীকার করিতে হইবে, তবে অনেকে অনেক নামে সেই বস্তুকেই নাম দিয়া থাকেন মাত্র, সুতরাং বস্তুর সত্তা বিষয়ে কাহারই কোন বিবাদ নাই।

এখন একবার আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, এতাবৎ আলোচনার দ্বারাই জগন্ময়ীর সত্তা বিষয়ে কতটুকু জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাহা বুঝিতে পারিলেই এই প্রবন্ধ উপসংহৃত হইবে। আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি—বিষয় বা বিষয়জনিত সুখ আমাদের লক্ষ্য নহে, সুতরাং তাহার অন্বেষণও আমরা করি না, আমরা নিরন্তর জগন্ময়ী জগদম্বারই অন্বেষণ করিয়া থাকি, তাঁহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। অতএব যাঁহা আমরা সতত অন্বেষণ করি, তাহা নাই এ কথা আমাদের বিশ্বসনীয় নহে। বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক আমরা সকলেই লুক্কায়িত ভাবে মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহার প্রাপ্তি বিষয়ে—তাঁহার সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা হইতে পারে না। অনেকে মাতৃসত্তা স্বীকার না করিয়া তাঁহাকেই মূল উপাদান বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রকৃত বস্তু স্বীকার করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বিশেষ এই যে পুষ্পফলিনী লতাকে সর্প বোধে বিমূর্চ্ছিত হয়েন, অন্যথা-অবস্থিত বস্তুকে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য আহরণে বঞ্চিত হয়েন। এখন বুঝিতে পারিলাম যতদিন জীবের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন জীব মাতৃসত্তায় সম্মিলিত না হইবে, ততদিন জীব নিরন্তর জগন্ময়ীর প্রতিই ধাবিত হইতেছে, সুতরাং মানব যদি বলে আমি মাতৃসত্তায় বিশ্বাস করি না, তাহা তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আমি গুড়ের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতেছি, অথচ গুড়ের সত্তা মানি না। ইহা উন্মত্ত ব্যতীত আর কে স্বীকার করিবে? যদি কেহ মাতৃসত্তায় সম্মিলন চেষ্টাকেই ভ্রান্তি কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহাও বিচার সহ নহে, কারণ সকলেরই একটী নির্দ্দিষ্ট চরম উপাদান স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়া আসিয়াছি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

রাজধর্ম্ম।

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥

যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া নিজ পতিকে অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুজনসমাজে আনয়ন পূর্ব্বক কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন।

ঐ ৩৭১।

যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্।

যে রাজার রাজ্যে চৌর, পরদারগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসিক ও দণ্ডপারুষ্যকারী, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি না থাকে সে রাজা ঐ পুণ্য বলে মরণোত্তর ইন্দ্রপুরে বাস করেন।

ম-সং ৮।৩৮৬।

ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্রাজা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ইহারা অপতিত হইলে পোষণ ও শুশ্রূষাদি অকরণহেতুক ত্যাগযোগ্য হইবে না; যদি কেহ ইহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন। ঐ ৮।৩৮৯।

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুশীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥

রাজা বৈশ্যদিগকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি এবং কৃষি ও গবাদি পশুরক্ষণ কার্য্য করাইবেন এবং শূদ্রদিগকে দ্বিজাতিগণের দাস্য কর্ম্ম করাইবেন, অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্বস্ব কার্য্য না করিলে রাজা উহাদিগকে দণ্ড করিবেন। ঐ ৪১০।

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদংজগৎ॥

রাজা প্রযত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্বস্ব কার্য্য করাইবেন, যেহেতু উক্ত জাতিদ্বয় স্বকর্ম্মচ্যুত হইয়া অশাস্ত্রীয় ধনোপার্জ্জনে মত্ততাদ্বারা জগৎকে ব্যাকুল করিয়া থাকে।

ম-সং ৮।৪১৮।

যে ত্যক্তারং স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরকীয় ধর্ম্মে অনুরক্ত ব্যক্তিকে যে রাজা শাস্তি প্রদান করেন, তিনি স্বর্গগামী হয়েন।

অত্রি-সং।

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি য স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।

পিতা, আচার্য্য, সুহৃৎ, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও পুরোহিত ইহারা স্বধর্ম্মে না থাকিলে, রাজা ইহাদিগেরও দণ্ড বিধান করিতে ত্রুটি করিবেন না। ম-সং ৮।৩৩৫।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥

যে অপরাধে অপর সাধারণ লোকের এক কার্ষাপণ দণ্ড হইতে পারে, রাজা স্বয়ং সেই অপরাধ করিলে তাঁহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে। (রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ অথবা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে)। ম-সং ৮।৩৩৬।

বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ॥

রাজা যদি এরূপ পাপ করেন যে তজ্জন্য আপনাকে আপনি বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ম-নি-ত ১১।২১।

ধর্ম্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তক্রুরো ভবেৎ।
নহি হস্তস্থমপ্যন্নং ক্ষমাবান্ ভক্ষিতুং ক্ষমঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ লোক নিতান্ত দয়ালু হইবেন না, কেন না ক্ষমাবান্ লোক হস্তস্থিত অন্নও ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। হি-উ।

ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণং।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণং॥

শত্রু ও মিত্রের প্রতি ক্ষমাগুণ যতীগণেরই ভূষণ, কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা রাজাগণের পক্ষে দোষাবহ। ঐ

আজ্ঞাভঙ্গকরান্রাজা ন ক্ষমেৎ স্বসুতানপি।
বিশেষঃ কোঽনুরাগস্য রাজচিত্তগতস্য চ॥

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে রাজা আপনার পুত্রকেও ক্ষমা করিবেন না, অতএব রাজার মনোগত অনুরাগের বিশেষ আর কি আছে? হি-উ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ॥
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥

রাজা কার্য্য বিশেষে কোথাও তীক্ষ্ণভাবে কোথাও বা মৃদুভাবে কার্য্য সকল দর্শন করিবেন, কেন না তীক্ষ্ণ অথচ মৃদুভাবাপন্ন রাজাই সকলের প্রিয় হয়। ম-সং ৭।১৪০।

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা।
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণং॥

অত্যন্ত মৃদু হইবেন না এবং অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মাও হইবেন না, কিন্তু মৃদু উপায়দ্বারা মৃদু ব্যক্তিকে এবং দারুণ উপায় দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। গ-পু ১।১১৪।৫০।

নাত্যন্তং সরলৈর্ভাব্যং নাত্যন্তং মৃদুনা তথা।
সরলাস্তত্র ছিদ্যন্তে কুব্জাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।

কোন ব্যক্তি অতিশয় সরল কিম্বা অতিশয় মৃদু হইবে না, কেন না সরল বৃক্ষকেই সকলে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ বিদ্যমান থাকে। গ-পু ১।১১৪।৫১।

কারণেন বিনা ভৃত্যে যস্তু কুপ্যতি পার্থিবঃ।
স গৃহ্ণাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পং প্রদর্পিতঃ॥

যে গর্ব্বিত রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন, তিনি বিষোন্মত্ত কৃষ্ণসর্পকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিরপরাধী ভৃত্যের প্রতি কোপ রাজার নিতান্তই দোষাবহ।

গ-পু ১।১১১।২৮।

যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ।
স তথা তপ্যতে মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্‌যথা॥

যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়, তাহাকে অনুতাপগ্রস্ত হইতে হয়, যেমন এক মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলের জন্য হইয়াছিল। হি উ।

গুণদোষাবনিশ্চিত্য বিধির্নং গ্রহনিগ্রহে।
স্বনাশায় যথা হ্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ॥

গুণ বা দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করা সদর্প সর্পমুখে কর প্রদানের ন্যায় আপনার নাশের কারণ হয়। ঐ

হুঁকারং ভ্রূকুটীং নৈব সদা কুর্ব্বীত পার্থিবঃ।
বিনা দোষেণ বো ভৃত্যান্নাজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥

রাজা সর্ব্বদা হুঙ্কার ও ভ্রূকুটী প্রকাশ করিবেন না, পরন্তু তিনি নিরপরাধী ভৃত্যদিগকে রাজধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন।

গ-পু ১।১১১।৩১।

পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতমর্থদূষণমেব চ।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ব্যসনানি মহীভুজাং॥

মাদকদ্রব্য পান, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অন্যায়রূপে ধনসঞ্চয়, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই সকল রাজাদিগের ব্যসন। হি-উ।

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানিপ্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥

কামজ দশ প্রকার ও ক্রোধজ অষ্ট প্রকার দুরন্ত ব্যসনকে রাজা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। ম-সং ৭।৪৫।

কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বিত্যেব তু॥

মহীপাল কামজ ব্যসনাশক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিযুক্ত হন এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হন।

ঐ ৪৬।

মৃগয়াক্ষো দিবা স্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ॥

মৃগয়া (পশুবধ), অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা,

স্ত্রীসম্ভোগ, মাদকদ্রব্য পান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্য্যটন, এই দশটী কামজ ব্যসন। ঐ ৪৬।

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণং ॥
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ ॥

পিশুনতা (পরাপবাদ), সাহস (নিরপরাধীর দণ্ড), দ্রোহ (পরানিষ্টাচরণ), ঈর্ষা (পরশ্রীকাতরতা), অসূয়া (পরগুণে দোষারোপ), অর্থদূষণ (পরধনাপহরণ বা অবশ্য দেয় ধন না দেওন), বাক্‌পারুষ্য (কটু বাক্য প্রয়োগ), ও দণ্ডপারুষ্য (প্রহার), এই আটটী ক্রোধজগণ, অর্থাৎ ক্রোধের অনুচর হয়। ঐ ৪৮।

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যংসর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥

পণ্ডিতগণ লোভকে উক্ত ব্যসনদ্বয়ের মূলাধার বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, অতএব লোভকে জয় করিতে পারিলেই উভয়বিধ ব্যসনকে জয় করা হয়। ম-সং ৭।৪৯।

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোধোব্রজতি স্বর্য্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥

ব্যসন এবং মৃত্যু, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যসন অধিক কষ্টদায়ক, যেহেতু ব্যসনী লোক মরিয়া নিরয়গামী হয় এবং অব্যসনী লোক মরিয়া স্বর্গগামী হয়। ঐ ৫৩।

কামঃ ক্রোধস্তথা মোহোলোভোমানোমদস্তথা।
ষড়্বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিংস্ত্যক্তে সুখী নৃপঃ ॥

রাজা কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, মান ও মদ, এই ষড়্বর্গকে ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি সুখী হইতে পারিবেন। হি-উ।

লীলাং করোতি যো রাজা ভৃত্যস্বজনগর্ব্বিতঃ।
সম্বাদে বিহগে ক্ষিপ্রং রিপুভিঃ পরিভূয়তে ॥

যে রাজা ভৃত্যবর্গ ও স্বজনগণ দ্বারা গর্ব্বিত হইয়া আমোদে মত্ত হইয়া থাকেন, তিনি অবিলম্বেই শত্রুগণ কর্তৃক পরিভূত হয়েন। গ-পু ১।১১১।৩০।

লীলাসুখানি ভোগ্যানি ত্যজেদিহ মহীপতিঃ।
সুখপ্রবৃত্তাঃ সাধ্যন্তে শত্রবো বিগ্রহে স্থিতৈঃ ॥

মহীপাল কদাচ লীলাসুখভোগে আসক্ত হইবেন না, যেহেতু সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ অনায়াসেই যুদ্ধে পরাভূত করিয়া থাকে। গ-পু ১।১১১।৩২।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥

রাজা সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে যত্নবান্ হইবেন, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে সক্ষম হয়েন। ম-সং ৭।৪৪।

যেনার্জ্জিতাস্ত্রয়োপ্যেতে পুত্রাভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
জিতা তেন সমং ভূপৈশ্চতুরব্ধির্ব্বসুন্ধরা ॥

যে রাজার পুত্র, ভৃত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ বশীভূত থাকে, সেই রাজা সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে পারেন। গ-পু ১।১১১।১২।

লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ যথাতথ্যেন পণ্ডিতং ॥

লুব্ধ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান দ্বারা বশীভূত করা যায়, গর্ব্বিত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলে বশীভূত করা যায়, মূর্খলোককে তাহার অভিমত কার্য্যদ্বারা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিকে সত্যব্যবহারদ্বারা বাধ্য করা যাইতে পারে। গ-পু ১।১০৯।১১।

সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষদ্বিজাঃ।
ইতরো খাদ্যপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ ॥

দেবতা, সৎপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট সদ্ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন, সাধারণ লোকেরা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সদ্বাক্য দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন। ঐ ১২।

উত্তমংপ্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ ॥

উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত করিলে এবং শঠের সহিত শঠতাচরণ করিলে, তাহারা বশীভূত হয়। নীচাশয় লোককে অল্প ধন দান করিলে এবং সমকক্ষ ব্যক্তিকে তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে তাহারা বাধ্য হয়। গ-পু ১।১০৯।১৩।

যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হি তং বদন্।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥

যে ব্যক্তি যে ভাবের ভাবা হয়, বুদ্ধিমান লোক সেই ভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিবেন। গ-পু ১।১০৯।১৪।

স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ ॥

আপন স্থানে ও আপন পদে অবস্থিত হইলেই তাহাকে লোকে পূজা করিয়া থাকে, যেহেতু কেশ, দন্ত, নখ ও নর ইহারা স্থানচ্যুত হইলে কেহ তাহাদিগকে আদর করে না। গ-পু ১।১১৫।৭৪।

রাজা কুলবধূর্বিপ্রা মন্ত্রিণশ্চ পয়োধরাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশা নরা নখাঃ ॥

বিশেষতঃ রাজা, কুলবধূ, বিপ্র, মন্ত্রী, পয়োধর, দন্ত, কেশ, নর এবং নখ, ইহারা স্থানভ্রষ্ট হইলে শোভা পায় না। হি-উ।

বিষমোহি যথা নক্রঃ সলিলান্নির্গতোঽবশঃ।
বনাদ্বিনির্গতঃ শূরঃ সিংহোপি স্যাচ্ছৃগালবৎ ॥

যেমন দুরন্ত কুম্ভীর সলিল হইতে বিনির্গত হইলে অবসন্ন হয়, তদ্রূপ মহাবিক্রমশালী সিংহও বন হইতে বিনির্গত হইলে শৃগাল সদৃশ হয়। হি-উ।

ঐশ্বর্য্যমধ্রুবংপ্রাপ্য রাজা ধর্ম্মে মতিঞ্চরেৎ।
ক্ষণেন বিভবো নশ্যেন্নাত্মায়ত্তং ধনাদিকং ॥

রাজা অস্থির ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে মত্ত হইবেন না, পরন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবেন। যেহেতু বিভব ক্ষণভঙ্গুর এবং ধনাদি আপনার আয়ত্ত নহে। গ-পু ১।১১১।৯।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং ॥

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা, এই চতুষ্টয়ের

প্রত্যেকই অনর্থমূলক হয়, কিন্তু যে স্থলে এই চারিটীই একাধারে বর্ত্তমান্ থাকে, সেস্থলে কি হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। হি-উ।

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতং।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়োহন্তি জরা রূপমিবোত্তমং ॥

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া রাজা কাহারও সহিত অপ্রণয় করিবেন না, কেন না জরা যেমন মনুষ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, অবিনয়ও তদ্রূপ সৌভাগ্য নষ্ট করে। ঐ।

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা ॥

রাজা, ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্, মিত্রাদি স্নেহযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সরল, শত্রুর নিকট ক্রোধী এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যা-সং ১।৩৩৩।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠোদ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি।
ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥

জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বলবান্ ক্ষত্রিয় পূজনীয়, ধনধান্যসম্পন্ন বৈশ্য পূজনীয় এবং দ্বিজসেবায় তৎপর শূদ্রও পূজনীয় হন। হি-উ।

চাপল্যাদ্বারয়েৎ দৃষ্টিং মিথ্যাবাক্যং ন চাব্রবীৎ।
মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভৃত্যবর্গে সুখায়তে ॥

রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না। সর্ব্বদা প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবেন। গ-পূ ১।১১১।২৯।

বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিংনপ্রদীপস্য প্রকাশনং ॥

বুদ্ধিমান লোক বালকেরও ন্যায়সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করিবেন, কেন না রবির অনুপস্থিতিতে প্রদীপ কি প্রকাশমান্ হয় না ?। হি-উ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদর সহকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযুক্তিকর কথা কহেন, তাহা হইলে তাহাকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। যো-বা-রা মুমুক্ষু প্রঃ।

অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥

রাজাদিগের শত্রু দুই প্রকার ; আপন জ্ঞাতি ও নিকটবর্ত্তী অপর নরপতি। বা-রা ৬।১৮।১০।

অপাপাস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ ॥

জ্ঞাতি হইলেই যে শত্রু হইবে তাহা নহে, পরস্পর অনিষ্ট সাধনে বিরত এবং পরস্পর হিতকামনা করিয়া থাকে, এরূপ জ্ঞাতিও অনেক আছে, কিন্তু রাজাগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। ঐ ১১।

অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোঽন্যস্য ভয়মাগতম্ ॥

প্রথমতঃ ভ্রাতৃগণ নিরাকুল, সন্তুষ্ট ও একমতাবলম্বী হইয়া থাকে, কিন্তু রাজ্যাদি লোভে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদিগের সৌভ্রাত্রেয় অবসান হইলেই যুদ্ধকোলাহল এবং পরস্পর হইতে পরস্পরেরের শঙ্কা উপস্থিত হয়। বা-রা ৬।১৮।১৪।

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥

(রাক্ষসরাজ রাবণ কহিয়াছিলেন) দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই, এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্বলোকেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হইয়া থাকে। বা-রা ৬।১৬।৩।

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োপ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ ॥

জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, বিষয়রক্ষক, বিদ্বান্, অথবা ধর্ম্মশীল হয়, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এক জন বীর পুরুষও হয়, তাহা হইলে তাহারা সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করে। ঐ ৪।

নিত্যমন্যোঽন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ ॥

জ্ঞাতিগণ প্রাণান্তকর অতি ভয়ানক লোক, উহাদের হৃদয় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ; উহারা পরস্পর পরস্পরের বিপদে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বা-রা ৬১।৬।৫।

শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা।
পাশহস্তান্নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম ॥

পূর্ব্বে পদ্মবনে কতকগুলি হস্তী কয়েক জন মনুষ্যকে পাশহস্তে আসিতে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল, এস্থলে আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ ৬।

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥

হস্তীরা কহিল দেখ, আমরা অস্ত্র, অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। ঐ ৮।

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
কৃৎস্নাদ্ভয়াজ্জ্ঞাতিভয়ং সুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ ॥

জ্ঞাতিগণই আমাদের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়, সন্দেহ নাই। অতএব সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই নিতান্ত কষ্টদায়ক। ঐ ৯।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ ॥

ধেনুতে দুগ্ধ, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য, ব্রাহ্মণে তপস্যা এবং জ্ঞাতিতে ভয় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। ঐ ১০।

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে ॥

যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন, তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ ঘটিত হয় এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। বা-রা ৬।৬৩।২০।

বহূনামল্পসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণঃ।
তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোপি বধ্যতে॥

দেখ, অনেক অসার বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই অসার বস্তুরাশিও দারুণ হইয়া থাকে। তৃণদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে সেই রজ্জুও হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে। গ-পু ১।১১৪।৬৭।

সর্ব্বথা সংহতৈরেব দুর্ব্বলৈর্ব্বলবানপি।
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব॥

যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে ও শমন সদনে গমন করিতে হয়।

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩৩।৭০।

সুখচ্ছেদ্যো হি ভবতি সর্ব্বজ্ঞাতিবহিষ্কৃতাঃ।
তে জ্ঞাতয়ো বিনিঘ্নন্তি জ্ঞাতয়স্ত্বাত্মসাৎকৃতাঃ॥

সমুদায় জ্ঞাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি সুখচ্ছেদ্য হয়, কারণ জ্ঞাতিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে অনায়াসেই নষ্ট করে।

হি-উ।

সংহৃতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তূষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

(পক্ষান্তরে) জ্ঞাতিগণ সামান্য লোক হইয়াও যদি সকলে সংমিলিত হয়, তাহা হইলে তাহারা পুরুষের কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টান্তস্থল এই যে, তণ্ডুল তুষবিহীন হইলে তাহাতে কদাচ অঙ্কুর হয় না। ঐ

বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ॥
স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ॥

রাজা বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়া জিজ্ঞাসু, এবং বহু সম্মানভাজন হইয়াও দম্ভরহিত হইবেন। তিনি দণ্ডপ্রদান কালে বা প্রসন্নতার সময় অধীর হইবেন না। তিনি স্বয়ং বা চারচক্ষুদ্বারা প্রজাবর্গের ভাব অবলোকন করিবেন এবং ভৃত্য ও স্বজনগণের ভাবও প্রত্যক্ষ করিবেন।

ম-নি-ত ৮।১২৭-১২৮।

স্থানীচসঙ্গাদ্বিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী॥
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎশিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্॥

রাজাগণ কদাপি নীচ সংসর্গে রত হইবেন না, পরন্তু সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন। তাঁহারা বিপৎকালে ধীরপ্রকৃতি, সুশীল, দক্ষ, পরিমিতব্যয়ী এবং দুর্গসংস্কারে নিপুণ হইবেন। শস্ত্রশিক্ষায় তাঁহাদের বিলক্ষণ বিচক্ষণতা থাকিবে। তাঁহারা নিজ সৈন্যগণের মনের ভাব অনুসন্ধান করিবেন এবং সৈন্যগণকে রণ কৌশল শিক্ষা করাইবেন। ম-নি-ত ৮।১২১-১২২।

সুপ্রণীতো বলৌঘো হি কুরুতে কার্য্যমুত্তমম্।
অন্ধং বলং জড়ং প্রাহুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ॥

সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

ম-ভা সভাপর্ব্ব ২০।১৬।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ॥

রাজা যোদ্ধাদিগের শূরত্ব ও চরিত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত হইবেন। যে রাজা আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কখনই এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের অধিপতি করিবেন না।

ম-নি-ত ৮।১২৫।

মনস্তাপং ন কুর্ব্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমোভবেৎ॥

রাজা কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলেও কদাচ মনস্তাপ করিবেন না, পরন্তু তিনি সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে থাকিবেন, ইহাই রাজার উচিত কার্য্য। গ-পু ১।১১১।২৪।

ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্তা ন ভবন্তি বিষাদিনঃ।
প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী

পণ্ডিতগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে তাহারা বিষণ্ণ হয়েন না, যেহেতু চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার কি সেই চন্দ্রের উদয় হয় না? অর্থাৎ সময়ে অবশ্যই বিপদের অবসান হয়; গ-পু ১।১১১।২৫।

উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতং।
মরণব্যাধিশোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি॥

পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া, অর্থাৎ সতত সাবধানে থাকিয়া উপস্থিত মহাভয় সকলের অনুধাবন করিবেন, যেহেতু মৃত্যু, রোগ ও শোক, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী অদ্য নিপতিত হইবে তাহা জানিতে পারা যায় না। হি-উ।

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতন্তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥

যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবেন; কিন্তু ভয় আগত হইলে নির্ভয়ে প্রহানের চেষ্টা করিবেন।

ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪২।৮০।

পরিচ্ছেদোহি পাণ্ডিত্যং যদাপন্না বিপত্তয়ঃ।
অপরিচ্ছেদকর্ত্তৃণাং বিপদঃ স্যুঃ পদে পদে॥

বিপদাবস্থায় যে সদসৎ বিবেচনা তাহাই পাণ্ডিত্ব, আর অবিবেচক ব্যক্তির পদে পদেই বিপদ। হি-উ।

পরাভবং পরিচ্ছেত্তুং যোগ্যাযোগ্যং ন বেত্তি যঃ।
অস্তীহ যস্য বিজ্ঞানং কৃচ্ছ্রেণাপি ন সীদতি॥

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না; আর যাহার বুদ্ধি আছে, সে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও অবসন্ন হয় না। ঐ।

সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

রাজা আপনার সমতুল্য অথবা আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিম্বা হীনবল অন্য কোন রাজা কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইলে, তিনি নিজ প্রজাগণের রক্ষা বিধান করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবেন না। ম-সং ৭।৭৮।

সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং॥

সংগ্রামে নিবৃত্তি না হওয়া, সুচারুরূপে প্রজাপালন করা এবং ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করা রাজাদিগের পরম কল্যাণদায়ক হয়। ম-সং ৭।৮৮।

যথোদ্ধরতি নির্দ্ধাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥

যেমন শস্যচ্ছেদক ধান্য রক্ষা করিয়া তৃণকে ছেদন করে, তদ্রূপ রাজা নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিবেন। ঐ ১।১০

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনং।
তদ্‌যুদ্ধং হস্তিনা সার্দ্ধং নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ॥

বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া কোন ব্যবস্থাই নাই, অর্থাৎ বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ, হস্তীর সহিত মনুষ্যগণের যে যুদ্ধ, তাহা কেবল মৃত্যুকেই আবাহন করে। হি-উ।

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্ব্বিবাদো মৈত্রী চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

যদি উভয়ের ধনসাম্য থাকে, এবং যদি উভয়ই তুল্যবল হয়, তাহা হইলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বা মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু প্রবলে ও দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ব্র-বৈ-পু ৪।১১৫।২১।

সর্ব্ব এব জনঃ শূরো হ্যনাসাদিতবিগ্রহঃ।
অদৃষ্টপরসামর্থ্যঃ সদর্পঃ কো ভবেন্নৃতি॥

অনুপস্থিত যুদ্ধে সকল লোকই আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে; কারণ, পরের শক্তি না দেখিয়া কে গর্ব্বিত না হয়?

হি-উ।

সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুধি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং নষ্টৌ তুল্যবলৌ ন কিং॥

রাজা আপনার সমতুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিবেন, কারণ যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দিগ্ধজনক হয়; দেখ, তুল্যবল সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করিয়া কি উভয়েই নষ্ট হয় নাই? হি-উ।

উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদোদণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিদ্ধ্যেয়ুর্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ॥

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্ব্বিধ উপায় সম্যক্‌রূপে প্রয়োজিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু উক্ত উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডটী গত্যন্তর অভাব স্থলেই প্রয়োগ করা বিধেয় হয়। যা-সং ১।৩৪৫।

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন॥

সাম, দান ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা, কিম্বা ইহার প্রত্যেকের দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন, কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। হি-উ।

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ॥

রাজা সন্ধি (ব্যবস্থা করণ), বিগ্রহ (অপকার করণ), যান (শত্রুর প্রতি যুদ্ধযাত্রা), আসন (উপেক্ষা করণ), সংশ্রয় (বলবানের আশ্রয় গ্রহণ) ও দ্বৈধীভাব এই সকল গুণ যথোপযুক্ত দেশ ও কালানুসারে কল্পনা করিবেন।

যা-সং ১।৩৪৬।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ॥

রাজা উপায় অর্থাৎ কৌশল দ্বারা কার্য্য সাধন করিবেন এবং উপায় দ্বারা শত্রুগণের সহিত সন্ধিও বিগ্রহ করিবেন। উপায় দ্বারা যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ম-নি-ত৮।১২০।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা॥

উপায়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হইতে পারে না, যেমন শৃগাল কর্ত্তৃক হস্তী পঙ্কপূর্ণ পথে আনিত হইয়া হত হইয়াছিল। হি-উ।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ॥

অপিচ, উপায়ের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হয় না, যেমন এক কাকী কনকসূত্রের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে নিপাতিত করিয়াছিল। হি-উ।

স্কন্ধেনাপি বহেৎ শত্রুন্ কার্য্যমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
যথা বৃদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডূকা বিনিপাতিতাঃ॥

বুদ্ধিমান্ লোক স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে, যেমন এক বৃদ্ধ সর্প মণ্ডূকদিগকে নিপাত করিয়াছিল। হি-উ।

একদা ন বিগৃহ্নীয়াৎ বহূনাজাতিঘাতিনঃ।
সদর্পোপ্যুরগঃ কীটৈর্ব্বহুভির্নশ্যতি ধ্রুবং॥

রাজা এককালে অনেক শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না, কেন না বলবান্ সর্পও বহুসংখ্যক কীট কর্ত্তৃক অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। হি-উ

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং॥

আপনার উপকারার্থ একজন শত্রুকে হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে অন্য শত্রু হইতে উদ্ধার হইবেন, যেমন কর দ্বারা কণ্টক ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদবিদ্ধ কণ্টককে উদ্ধার করা যায়। গ-পু ১।১১০।২২।

বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি।
সবৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোহি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত ভাবে থাকে, সেইব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয়।

গ-পু ১।১১৪।৪৯।

নোপেক্ষিতব্যো দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোপ্যবজ্ঞয়া।
বহ্নিরল্পোপ্যসংগ্রাহ্যঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ॥

দুষ্টাশয় অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে। ঐ ৭৩।

শত্রোরপত্যানি প্রিয়ম্বদানি নাপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ।
তান্যেষু কালেষু বিপৎকরাণি বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি॥

শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগের সেই প্রিয়বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত এবং তাহাদিগকে কখন বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাহারা সময় পাইলে অবশ্যই বিপৎপাতের চেষ্টা করে। যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। গ-পু-১।১১০।২১।

যথাময়োঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুং।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥

যেরূপ দেহজাত রোগ রোগী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে তাহার চিকিৎসা করা যায় না এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ উপেক্ষিত হইলে আর তাহাদিগকে স্ববশীকৃত করা যায় না, সেইরূপ প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমূলোৎপাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভা-পু ১০।৪।২৪।

মিত্রামাত্যসুহৃদ্বর্গা যদা সুদৃঢ়ভক্তয়ঃ।
শত্রূণাং বিপরীতাশ্চ কর্ত্তব্যা বিগ্রহস্তদা॥

যখন মিত্র, অমাত্য, ও সুহৃদ্বর্গ অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে এবং শত্রু পক্ষে তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ হয়, সেই কালেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। হি-উ।

স মূর্খঃ কালমপ্রাপ্য যোঽপকর্ত্তরি বর্ত্ততে।
কলির্ব্বলবতা সার্দ্ধং কীটপক্ষোদ্গমো যথা॥

উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত না হইয়া যে ব্যক্তি বলবান্ অপকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে নিতান্ত মূর্খ; যেহেতু বলবানের সহিত দুর্ব্বলের কলহ পিপীলিকাদি কীটের পক্ষোদ্গমের ন্যায় কেবল তাহার মরণান্তকর হয়। হি-উ।

দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধংবিজয়দং ভবেৎ।
হীনকালং তদেবেহ ফলদং ন ভবত্যুত॥

উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয় লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না। ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪৮।৩।

কালে সিংহঃ শৃগালঞ্চ শৃগালঃ সিংহমেবচ।
কালে ব্যাঘ্রং হন্তি মৃগো গজেন্দ্রং হরিণ স্তথা।
মহিষং মক্ষিকা কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ॥

সময়ে সিংহ শৃগালকে এবং শৃগাল সিংহকে নিহত করে। কাল উপস্থিত হইলে মৃগ ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্রকে, মক্ষিকা মহিষকে এবং সর্প গরুড়কে বিনাশ করে। ব্র-বৈ-পু ৩।৪০।৪৩।

কৌর্ম্মং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালে তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ॥

নীতিজ্ঞ লোক কচ্ছপের ন্যায় আপনার শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রহারও সহ্য করিবেন, পরে কাল প্রাপ্ত হইলে ক্রূর সর্পের ন্যায় উত্থিত হইবেন। হি-উ।

অযুদ্ধে হি যদা পশ্যেন্নকিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুদ্ধ্যমান স্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে আপনার মঙ্গল দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই কালেই জ্ঞানীলোক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হি-উ।

যাত্রাযুদ্ধে ধ্রুবোমৃত্যু র্যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তৎকালমেকং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু নিশ্চয় ও যুদ্ধ করিলে জীবন সংশয় বিবেচনা হয়, পণ্ডিতেরা সেই কালকেই যুদ্ধের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ।

ভূমির্মিত্র হিরণ্যঞ্চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ং।
যদ্যৈতন্নিশ্চিতং ভাতি কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥

ভূমি মিত্র ও হিরণ্য এই তিনটী বিগ্রহের ফল, যখন তাহা নিশ্চিত হয়, তখনই বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ।

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্।
স্বামিনাধিষ্ঠিতঃ শ্বাপি কিং ন সিংহায়তে ধ্রুবং॥

রাজা আপনার সৈন্যগণকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন, যেহেতু স্বাম্যাধিষ্ঠিত কুক্কুর ও কি সিংহ তুল্য বীরতা প্রকাশ করে না?। ঐ।

কর্ষিতং ব্যাধিতং ক্লিন্নমপানীয়মঘাসকম্।
পরিবিশ্বস্তমন্দঞ্চ প্রহর্ত্তব্যমরের্ব্বলম্॥

শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও তাহাদিগকে প্রহার করিবেন। ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪২।৭৬।

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তোমহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥

রাজারা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরের হননেচ্ছায় যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে রাজ্যাদি দৃষ্ট ফল লাভ করেন, আর মৃত হইলে স্বর্গে গমন করেন। ম সং ৭।৮৯।

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥

বীরপুরুষ যদি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এবং যদি সে সময় কাতরোক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় পুণ্যলোকে গমন করেন। প-সং ৩।৩৮।

জীবতো রাজ্য ভোগঃ স্যাৎমৃতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।
যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্ব্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ॥

জীবিত থাকিয়া রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলে অখণ্ড রাজ্যভোগ হয় এবং যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গে আনন্দ সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে জয়ই হউক বা মৃত্যুই হউক উভয়ই পরম সুখাবহ। কল্কী-পু ৩।৮।৭।

জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাং।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুষ্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥

জয় হইলে লক্ষ্মী লাভ হয় এবং মৃত্যু হইলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়; কিন্তু দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব মরণে ও রণে চিন্তা কি? প-সং ৩।৩৯।

ন সমুদ্রে চ ম্রিয়তে নাগ্নিনাশৌ বিষানলে।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে ও শস্ত্রেও কাহার মৃত্যু হয় না, যেহেতু আয়ুই মর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকে। না-প ১।৩।১৯।

নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে সহস্র শরে বিদ্ধ হইলেও কাহার মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্রভাগে পৃষ্ট হইয়াও মানবলীলা সম্বরণ করে। ঐ ২০।

যস্মাচ্চ যস্য নির্ব্বাণং বিধাত্রা লিখিতং পুরা।
তদেব নিত্যং সত্যঞ্চ নিষেধঃ কেন বার্য্যতে॥

বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবার নহে, সে ঘটনা অবশ্যই হইবে, কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্র-বৈ-পু ৪।১১৫।৩৬।

সংগ্রামে কাতরো যো হি নিষ্ফলং তস্য জীবনং।
জয়াজয়ৌ চ সমরে মৃতঃ স্বর্গঞ্চ গচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি সংগ্রামের নাম শ্রবণে শঙ্কিত হয়, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। জয় ও পরাজয় সমরের নির্দ্দিষ্ট ফল। বিশেষতঃ রণমৃত্যু স্বর্গের সোপান। ঐ ৩৭।

জাতস্য মৃত্যু র্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কৢপ্তা।
লোকোযশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তং॥

যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যে স্থানেই হউক, মৃত্যু তাহার নিশ্চিতই আছে। এই সংসারে মৃত্যুর কোন প্রতিক্রিয়াও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মৃত্যু দ্বারা যদি স্বর্গ ও যশ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি "আমার মৃত্যু উপযুক্তই হইল" এই বলিয়া ঐ মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করেন? ভা-পু ৬।১০।২৫।

দ্বৌ সম্মতামিহমৃত্যু দুরাপৌ যদ্ব্রহ্ম সন্ধারণযাজিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্ যদগ্রণীর্বীরশয়োঽনিবৃত্তঃ॥

এই সংসারে দুই প্রকার মৃত্যু শাস্ত্রসম্মত ও দুর্ল্লভ। সে দুই প্রকার মৃত্যু এই, ব্রহ্মচিন্তা করিয়া প্রাণ জয় করতঃ যোগে রত হইয়া দেহ ত্যাগ করা এক প্রকার, আর রণভূমি হইতে নিবৃত্ত না হইয়া সেনানায়কের কলেবর বিসর্জ্জন করা দ্বিতীয় প্রকার। ভা-পু ৬।১০।২৬।

ন বিভেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

(অতএব) যে ব্যক্তি রণে ভীত হয় না ও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই পুণ্যফলে ত্রিভুবন জয় করে। কা-ত ৯।৫৪।

যস্য ছেদক্ষতং গাত্রং শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্ত তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ॥

সংগ্রামে যাঁহার শরীর শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গরাদি দ্বারা ছেদিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহাতে রত হন এবং তাঁহার যশোগান করিতে থাকেন। প-সং ৩।৪১।

বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতং।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি॥

যে বীর সংগ্রাম স্থলে নিহত হন, তাঁহার অনুসরণার্থ সহস্র সহস্র দেবকন্যা ও নাগকন্যা ধাবমান হয় এবং সকলেই প্রার্থনা করে যে, ইনি আমার স্বামী হউন। ম-সং ৩।৪২।

ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তৎ সোমপানেন হি তস্য তুল্যং সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥

যে বীরপুরুষ শত্রুবাণে পরিতপ্ত হইবেন এবং যাঁহার ললাটনিঃসৃত রুধিরধারা মুখবিবরে প্রবেশ করিবে, সংগ্রাম যজ্ঞে যথাবিধানে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য ফল দৃষ্ট হইবে। ঐ ৪৩।

যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥

স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসমূহ দ্বারা, তপস্যা দ্বারাও বিদ্যা দ্বারা যে সকল লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বীর পুরুষেরাও সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ঐ ৪৪।

মায়া হি বহবঃ সন্তি শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং যুদ্ধন্ত পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ॥

শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪৮।২

য আহবেষু বধ্যন্তে ভূতার্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥

যাঁহারা ভূমির জন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা যদি কূটযুদ্ধ বা কূটাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যোগীগণের মত স্বর্গে গমন করেন। যা-সং ১।৩২০।

তবাহং বাদিনং ক্লীবং নির্হেতিং পরসঙ্গতং।
ন হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকং॥

"আমি তোমার" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শরণাগত, ক্লীব, নিরস্ত্র, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যুদ্ধ দর্শক, অশ্ব, সারথি প্রভৃতিকে কদাচ বধ করিবেন না। যা-সং ১।৩২৫।

নহি ভাতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গঃ সুরমানিনাং।

যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, ভীত ব্যক্তিকে সংহার করিয়া তাঁহারা প্রশংসা বা স্বর্গ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। ভা-পু ৬।১১।৪ শ্লোকার্দ্ধ।

পদানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেষ্ববিনিবর্ত্তিনাং।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাং॥

স্ববল ভগ্ন ও পলায়নপর হইলেও যে রাজা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া পরবলাভিমুখে অগ্রসর হন, তিনি যত পদ অগ্রবর্ত্তী হন, তত সংখ্যক যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন এবং হত ও পলায়িত যোদ্ধাদিগের সুকৃত বা পুণ্য ফল লাভ করেন। যা-সং ১।৩২৪।

যএব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্॥

রাজা ন্যায়তঃ স্বরাষ্ট্র পরিপালন দ্বারা যে সকল ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, ন্যায়ানুসারে পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিলেও সেই সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করেন। ঐ ৩৪১।

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥

রাজা পরদেশ আত্মসাৎ করিয়া সে দেশের যেরূপ আচার,

ব্যবহার ও কুলধর্ম্ম প্রচলিত থাকে, সে সমুদায়ই রক্ষা করিবেন, কোন মতে তাহার অন্যথা করিবেন না। বা-রং ১।৩৪২।

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ॥

এইরূপে রাজা (অর্জ্জিত ভূমিও হিরণ্যাদি) অলব্ধ ধন লাভ করিবেন, জয়লব্ধ ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন (কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা) বর্দ্ধন করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন সংপাত্রে নিঃক্ষেপ করিবেন। ম সং ৭।৯৯।

এষাং সর্ব্বানিমান্রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥

এইরূপে রাজা সকল ব্যবহার সমাপন করতঃ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণান্তে স্বর্গাদি পরমগতি লাভ করেন।

ম-সং ৮।৪২০।

উন্নতি চিন্তা।

যাহা মনের অনুকূল, তাহাই বিশ্বাসের বিষয়। যাহা মনের প্রতিকূল তাহা অবিশ্বাসের আকর। যুক্তি বিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রতিপালিত,—বিশ্বাসের ক্রোড়ে শয়ান থাকিতেই ভাল বাসে। বিশ্বাসের অনধিকৃত স্থানে পদার্পণ করিলেই প্রায় যুক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া আত্মহারা হয়। যুক্তি সর্ব্বদা বিশ্বাসের নিকট থাকিয়া বিশ্বাসেরই সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং লোকের যেরূপ মন সেইরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ যুক্তি।

অনেকের বিশ্বাস,—আজকাল অধঃপতিত হিন্দু সমাজে যুগ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া সমাজ দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। এতদিন মৃতবৎ অবস্থিত ছিল, কয়েক বৎসর যাবৎ কে যেন মৃত সঞ্জীবনী রসে মুমূর্ষু হিন্দু সমাজকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, অকস্মাৎ কে যেন হিন্দু শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবরণ উন্মোচিত করায় শাস্ত্র জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জ্যোতিতে পাশ্চাত্য সভ্যমণ্ডলী চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জ্যোতিতে অনেক ভারতবাসীর ও দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছে। আমরা ও দেখিতে পাই, সহরে সহরে সভা, ধ্বজায় ধ্বজায় হরিনামের পতাকা, কথায় কথায় ধর্ম্মের অবতারণা, পত্রে পত্রে তীব্র আলোচনা। এই সকল কার্য্যে হিন্দুতেজ দিন দিন বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। এ তেজ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের কি জ্বলনোন্মুখ প্রদীপের ইহা স্বধর্ম্মহিতৈষীর চিন্তার বিষয়। আমার কিন্তু বিশ্বাস বিপরীত।

হিন্দু সমাজ স্রোতে গা ভাষাইয়া চলিতেছে। এ স্রোত সমুদ্রগামী। এ সমুদ্র সুধা সমুদ্র নয়—লবণ-সমুদ্র। একবার পড়িলে প্রাণ রক্ষা ভার, অতএব সমুদ্রে না পড়িতে পড়িতে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। তাই আজ হিন্দুর ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ পত্র বেদব্যাসে এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী হিন্দু সমাজের রক্ষক। অধুনা তাঁহারা বিকৃত অতএব শক্তিশূন্য, উৎসাহ বিহীন, একতা বর্জ্জিত ও দৃঢ়তারহিত হইয়া রক্ষাকার্য্যে নিতান্ত অপটু হইতেছেন। তাঁহারা অবনতি সমুদ্রের কুলে বসিয়া আছেন, পদমাত্রস্খলনে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। কি নৈতিক, কি আর্থিক, কি আধ্যাত্মিক—সমস্ত বিষয়ে অবনত হইয়া পড়িতেছেন। দোষ তাঁহাদের নয়,—সমাজের নেতা ধনকুবের গণের মতি গতির আর কলি সুলভ হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় অদৃষ্টের।

সম্প্রতি প্রায় দেখা যায়, অর্থবান্ হইলে বিলাসিতায় সামর্থ্য প্রকাশ করিতে হয়, বুদ্ধিমান্ হইলে বিষকুম্ভ পয়োমুখ হইতে হয়, শক্তিশালী হইলে খ্যাতির দিকে কটাক্ষক্ষেপ করিতে হয়, কৃত বিদ্য হইলে বাঙ্‌মাত্র সার হইতে হয়, সেইরূপ করচরণাদিমান্ মনুষ্য হইলে বাবু হইতে হয়। মনুষ্য মাত্রই দুর্ব্বল হৃদয়; দুর্ব্বলতা পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি ও অনুকরণ প্রিয়তা উৎপাদন করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সে দুর্ব্বলতার হাত হইতে নিস্তার পাইবেন কেন? তাঁহারা বাবুর সংসর্গে বাবুরূপে পরিণত হইতেছেন। বাহ্যাকারে সেই প্রাচীন অধ্যাপকের ন্যায় চটি জুতা ধারণ, শিখা শিরো ভূষণ, যথাশক্তি অধ্যাপনা ও যাজনা; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সময় সুলভ ঘোর বাবু। পুত্র, কলত্র, পাত্র, মিত্র সকলেই বাবু। অহরহ সেই বাবু সংসর্গ করিতে হয়। রক্ত জবার সংসর্গে বিশদ স্ফটিক যেমন অনুরঞ্জিত হয় অর্থাৎ তাহার ভিতরে ভিতরে রক্ত জবার বর্ণ সংক্রান্ত হয়, বাহিরে স্ফটিকের চাকচিক্য ময় আভা; সেইরূপ সংসর্গ জাত বাবুভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বাহিরে কেবল প্রাচীন ভাবের ক্ষীণালোক চক্ চক্ করিতেছে। যাহ হউক, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবু। বাবুত্বের সহচর অভাব এবং অর্থ পিপাসা তাঁহাদের নিকটে লালিত, পালিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সর্ব্বদা অবিনাভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের অভাব ও অর্থ পিপাসার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। তাহারাও কৃতজ্ঞতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিতেছে। অসৎ কার্য্যানুষ্ঠান কালে তাহাদের কেশাগ্র মাত্র পরিলক্ষিত হয়। সৎকার্য্যের সময় বাধা দিতে বিলক্ষণ পটু। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অসৎকার্য্যে আলস্য পর হইতেছে।

আহার-ব্যবহারে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনে, যজন-যাজনে ও আদান-প্রদানে সে প্রাচীন ভাবে মৌলিকতা অন্তর্হিত হইতেছে। সে কুলক্রমাগত স্বার্থ শূন্যতা, পরার্থ পরতা, ধর্ম্ম প্রবলতা, স্বজাতি প্রিয়তা, স্বদেশ হিতৈষিতা, ছাত্র-পালকতা, জিতেন্দ্রিয়তা, আড়ম্বর শূন্যতা ও বীতস্পৃহতা কি জানি—কালবশে কোথায় চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সে অমায়িকতা আর নাই, সে বেদাভ্যাস জড় বিষয়-বিমুক্ত বুদ্ধি আর নাই,—সে ভ্রান্ত আশুতোষ স্বভাব আর নাই। আছে কেবল পল্লব গ্রাহিতা আর সভায় শঠতা মিশ্রিত বাচালতা। যে দিন হইতে সভায় বিচার পদ্ধতির আদর হইয়াছে, সেই দিন হইতে এ নৈতিক অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি এ যাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভূয়োগুণে মণ্ডিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে পাশ্চাত্য বাতাসে সে গুণগ্রাম উড্ডীন হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে সেই বায়ুসহাগত অপগুণ আশ্রয় করিতেছে। এই আমদানি রপ্তানি ভারতের মৌলি-

কতা রক্ষার প্রধান অন্তরায়। অকৃত্রিম ভাব তিরোভূত হওয়ায় ভারত কৃত্রিমভাবে অভিভূত হইতেছে। প্রকৃত বস্তু বুঝি ভারতে মিলিবে না। সকলেই অমিশ্র ভাব বস্তু (খাঁটিমাল) চায়। মিশ্রভাব (ভেজাল) বস্তুমাত্রই ঘৃণেয়। জল মিশ্রিত দুগ্ধে না হয় পিপাসার শান্তি, না হয়, শারীরিক পুষ্টি। দুর্ভাগ্য ক্রমে আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র এই মিশ্রভাব অবস্থিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আদর দেখিয়া অধিকাংশ লোকই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শীর মনে বিষাদ বই হর্ষের উদয় হয় না। খাটি বৈদ্যক চিকিৎসক পাওয়া ভার। অনেকেই মকরধ্বজ সহকৃত কুইনাইনের বটিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কেহ বা পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসায় বাহবা লইতেছেন। তাই বলিতেছি—খাঁটিমাল ভারতে আর আমদানি নাই। গৃহিণীতে আর সে প্রাচীন পুরন্ধ্রী ভাব পরিলক্ষিত হয় না। কি জানি কেমন কেমন বিবিয়ানা ভাব আসিয়া জুটিয়াছে। এই সঙ্ক্রামক রোগে ভারত নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে রোগ হইতে নিস্তার পাইবেন কেন? প্রায়শ খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্ববৃত্তি পরিহার করিয়া কেহ চাকর, কেহ দোকানদার, কেও কবিরাজ, কেহ ব্যবসায় দার ইত্যাদি হইয়া আসরে চঙ্ক্রমণ করিতেছেন। অথচ মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি অম্বষ্ঠ—কেহই প্রায় স্ববৃত্তিতে বৃত্তি নির্ব্বাহ করেন না। আততায়ী ভাবে ভিন্নজাতির বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন। যদি অম্বষ্ঠজাতি স্ববৃত্তি চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তাহা হইলে আর ব্রাহ্মণাদির সে অভাব পূরণ করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ যদি ধর্ম্মোপদেষ্টৃরূপে সমাজে বিরাজ করেন, তাহা হইলে আর জাত্যন্তরের সে অভাব পূরণ করিতে হয় না। অথচ সম্মানের সহিত স্ব স্ব বৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এ কলির রাজ্যে এ সকল আন্দোলনে ফলের সম্ভাবনা নাই। এ গতিরোধ করিবার শক্তি ভগবান ব্যতীত অন্যের নাই। তবে যতদূর সাধ্য সমাজ হিতৈষীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অনেকের বিশ্বাস, এই বৃত্তি বিপর্য্যয় উন্নতির সোপান। তাঁহাদের স্বার্থ জড়িত দৃষ্টিতে এ বৃত্তি বিপর্য্যয়ে সাম্য ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু পরিণাম দর্শীর দৃষ্টিতে ঘোর অসাম্য ভাবের বিভীষিকার অভিনয় হয়। সাম্য বাদের আকর, বিপর্য্যস্তবৃত্তি ইয়ুরোপ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহার বিষময় ফল তথায় প্রতিনিয়ত কত অনর্থ উৎপাদন করিতেছে। তথায় সাম্যপতাকা কথায় কথায় উড়িতেছে; অথচ কার্য্যতঃ লর্ড অলর্ড, কৃষিজীবি, শিল্পজিবী, ধনবান্ নির্ধন অশান্তির প্রবল স্রোতে ভাষিতেছে। সে স্রোত ভারতেও প্রবাহিত হইতে আরব্ধ হইতেছে। আজ না হউক, দু দশ দিন পরে—পরিণামে আমরাও এই দুর্নিবার্য্য স্রোতে অবনতি স্রোতস্বিনীর অতলতলে নীত হইব। তখন "হা অন্ন' বলিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। একবার কল্পনা চক্ষে প্রাচীন হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তথায় দেখিতে পাইবে, কেমন সাম্যভাব অসঙ্কীর্ণ রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অসমান হইলে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন স্পর্শ না করিলেও, সদ্ ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহ না করিলেও দেখ তথায় অসাম্য জনিত কিছুমাত্র অশান্তি নাই। স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রত্যেক বর্ণই পরিতৃপ্ত। পিপাসার তীব্র দংশনে অদষ্ট। শূদ্রের চাকরি-লব্ধধনে ব্রাহ্মণাদির ঈর্ষা নাই। ক্ষত্রিয়ের বিজয় লব্ধ ধনে ব্রাহ্মণাদির অন্তর্দাহ নাই। অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসা সুলভ অসীম সম্পত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণাদির তদ্‌বৃত্তির অবলম্বনে স্পৃহা দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ ও যাজনাদি লব্ধ ধনে অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতেন। কালের কুটিলচক্রে সে সব কল্পনার আকাশ-কুসুম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভিত্তিশূন্য চিত্রের ন্যায় অসম্বদ্ধ জ্ঞান হয়। এখন কোন ব্যক্তির বৃত্তির স্থিরতা নাই। কাহারও জীবনের লক্ষ্য নাই। পবিত্র ধর্ম্ম মানব-নিয়মের প্রতিপালন নাই। অর্থোপার্জ্জনে সকলেরই পুরুষকার বুদ্ধি। অর্থ কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

প্রাচীন জাতিগত বৃত্তিবৈষম্যে সুখের সাম্য সংস্থাপিত ছিল। পরাচীন বৃত্তি-গত সাম্যে সুখের বৈষম্য ফল উৎপন্ন হইতেছে। বৃত্তিবিপর্য্যয় হিংসার জনক; হিংসা একতা নাশক। তাই ঘরে-বাহিরে, সহরে-নগরে, ব্রাহ্মণে-জাত্যন্তরে এত অনৈক্য হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক দিন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মণ বিপর্য্যস্তবৃত্তি হইয়াছেন। এ যাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলী স্ববৃত্তিপালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অধুনা অভাবের তীব্র দংশনে, সম্মানের অন্তর্ধানে বিলাসিতার মোহকর প্রলোভনে স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও তত বেশীদূরে আসিয়া পড়েন নাই,—চেষ্টা করিলে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। সেই কারণে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহাদের অভাব দূরীকরণ, সম্মান সংস্থাপন, বিলাসিতার মূলোৎপাটন করিবার চেষ্টা সমাজ হিতৈষীর একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণের তিনটী বৃত্তি—যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ। যাজনের আর মর্য্যাদা নাই। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাদি বৈতরণী পার হইতেছে। দেবদেবীর পূজাও কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। আধুনিক সমাজ প্রচলিত আদ্যশ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও পাণিগ্রহণ প্রভৃতি যাজন ক্রিয়ার অর্থাগমে সংসার ভরণপোষণ দুর্ঘট। শাস্ত্রানুমোদিত অধ্যাপনায়ও অর্থোপার্জ্জনের পথ খিলীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

পল্লীগ্রামীণ চতুষ্পাঠীর অবনতির বহু কারণ সংঘটিত হইয়াছে। ব্যাকরণপাঠী বা দুর্গত অথবা দুর্ম্মেধ ছাত্রবর্গ প্রায় পল্লীগ্রামে অধ্যয়ন করে। অধিকাংশ ভাল ছাত্রই সহরে পড়িতে ইচ্ছা করে। যাহার সহরে পড়িবার সুযোগ হয় না, সেই পল্লীর টোল অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। বিলাস-ক্ষেত্র স্বাধীনতার আকর সহরের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হয়, আজ কাল এরূপ দৃঢ়চেতা লোক অতি অল্প। লক্ষ্মীপুত্র জমিদারগণ ও বড় বড় চাকুরেগণ সহরের আসরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের বিহারাদি যে কিছু কার্য্য প্রায় সহর হইতে পর্য্যবসিত

হয়, সুতরাং নিমন্ত্রণের পত্রের আয়ও সহরবাসী অধ্যাপকেরই সম্ভবনীয়। অবশিষ্ট পল্লীগ্রামের লোক অন্ন চিন্তায় অস্থির, অথচ নিরুদ্যম, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-বিহীন ও সহরের কুদৃষ্টান্তের অনুকারী। শ্রীমান্‌দের পল্লীগ্রামের প্রতি দৃষ্টি নাই। রাজপুরুষেরাও সহর লইয়া ব্যস্ত। তাঁহাদের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, উপাধি-প্রয়াসী ও যশোলিপ্সু দেশীয় ধনীরাও সহরের উন্নতি-কল্পে সর্ব্বদা প্রয়াস পাইয়া থাকে। সহর যেন রাজার দুয়োরাণীর গর্ভসম্ভূত। এইরূপে উপেক্ষিত পল্লী কি স্বাস্থ্যে, কি ব্যবহারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে, কি বিদ্যাবত্তায়,—সকল বিষয়েই পল্লী অবনতির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। খ্যাতনামা বহুদর্শী পল্লীর অধ্যাপকগণ এক এক করিয়া সহরে উপনিবেশ করিতেছেন। অগত্যা পল্লী সারহীন তুষে পরিণত হইতেছে।

ব্যষ্টিগত উন্নতিতে সমষ্টির উন্নতি সাধিত হয় সত্য, কিন্তু ২।১টী নাগরিক সংস্কৃত বিদ্যালয়ের উন্নতিতে সমগ্র ভারতীয় পল্লীর সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, যিনি বিবেচনা করেন, তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী। এখন আর মহেশপুর, হিংসি-কলেয়া প্রভৃতি প্রল্লা স্থানে কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতির ন্যায় অধ্যাপক দৃষ্ট হয় না। আর যে পল্লীতে ভাল অধ্যাপক হইবে, বা থাকিবে, আমার ধারণা হয় না। পল্লীবাসী ধনীগণের কিন্তু চিন্তার বিষয়। এখনও যে ২।১ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেছেন, নানা কারণে তাঁহাদিগের বিদ্যায় উন্নতি হইবার আর বড় আশা দেখিতেছি না। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছি, অচিরাৎ পল্লী অধ্যাপক শূন্য হইবে। এখনই পুরোহিতাভাবে পৌরহিত্য কার্য্যে পল্লীবাসী অনভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। পল্লী সমাজে পশ্বাচারের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে, পল্লীবাসী স্বকর্ত্তব্য-মূঢ়,—হিতাহিত বিবেক শূন্য; সে আপনার সর্ব্বনাশ দেখিতে পায় না, দেখিলেও তাহার প্রতীকার করিতে জানে না। তোমারই তো সহোদর ভাই। একবার সৌভ্রাত্র গুণে ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। নতুবা কালে ইহার ফলভোগ তোমারও ভুগিতে হইবে।

ধারান্তরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আধ্যাত্মিক অবনতি বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। হিন্দুর প্রধান নেতা অধ্যাপকগণের যখন এই দুরবস্থা, তখন হিন্দুর দুরবস্থার কথা পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মমণ্ডলী এ দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টায় আছেন। অত দীর্ঘ সূত্রতায় সুফল ফলিবে, বিশ্বাস হয় না। ভারতে কি এমন দাতা নাই, যাঁহারা অচিরাৎ এই দীর্ঘ সূত্রতার অপনোদন করিতে পারেন। ধন্য ভূদেব! তোমার মত আর ২।৪টি লোক থাকিলে, আর আমাদের এ অরণ্যে রোদন করিতে হইত না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিতীর্থ।

কর্ম্ম।

আজ কাল অনেককেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই ইচ্ছা নিষ্কর্ম্মী হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি পথের অধিকারী হওয়া। দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ম্মত্যাগীগণও শাস্ত্রেরই দোহাই দিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্ম বলিতে ইহাঁরা উপাসনাদি কর্ম্মই ধরিয়া লয়েন, সুতরাং উপাসনাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ ভাবে বিচরণ ও ইহাদের সুখকরই হইয়া থাকে। এই শ্রেণীয় লোকেরা কর্ম্ম ত্যাগ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে না পারিয়া ভ্রান্তিজালে বিজড়িত হয়েন, এবং ইহাঁদের পন্থানুসারীদিগকে অধঃপাতিত করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করেন। শাস্ত্রের রহস্য অতি দুর্গম, সুতরাং গুরুপদারবিন্দ অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছা প্রবর্ত্তিত পথে বিচরণ করিলে বিপদ্‌জালে জড়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি অলস প্রকৃতি লোক মনে করে, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইলে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, যদি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া না করিয়াও শাস্ত্রাদিষ্ট পথের অধিকারী হইতে পারা যায়, তবে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ক্লিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এই জাতীয় লোকের আহারাদি কোন ক্রিয়াই অনিষ্পন্ন থাকে না, কেবল উপাসনাদি ক্রিয়া কালেই শাস্ত্রের নাম করিয়া নিরস্ত থাকে। কিন্তু ইহাদের একবার চিন্তা করা উচিত যে, শাস্ত্রে যদি কর্ম্ম পরিত্যাগের বিধান থাকে, তবে ক্রিয়া মাত্রই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। উপাসনাদি ক্রিয়া করিও না, অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান কর, এ প্রকার উপদেশ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রিয়া শব্দের তাদৃশ অর্থও সঙ্গত হয় না, কর্ম্ম বলিতে ক্রিয়া মাত্রই লক্ষিত হয়; সুতরাং যাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের যত্ন বিপ্লুততরি নাবিকের সাগরতরণের ইচ্ছার ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

জ্ঞানিনাহজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবৎ বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম মুক্তয়ে॥

যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হইবে তাবৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকেই স্বস্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। স্ববর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মই মুক্তির নিদান হইয়া থাকে। এই স্থলে যেমন অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তেমন জ্ঞানীর সম্বন্ধেও কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ স্থানান্তরে সুব্যক্ত করিয়াছেন।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃগুণৈঃ॥ (গীতা)

নহীতি। তত্র কর্ম্মজন্যশুদ্ধ্যভাবে বর্হিন্মুখঃ হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিৎ কশ্চিদপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ অকর্ম্মকৃৎসন্ ন তিষ্ঠতি, অপি তু লৌকিকবৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানব্যগ্র এব তিষ্ঠতি,তস্মাদশুদ্ধ চিত্তস্যবিশুদ্ধ সন্ন্যাসোন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ পুনরবিদ্বান্ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণোন তিষ্ঠতি হি যস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রাণী চিত্তশুদ্ধিরহিতঃ অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ এব সন্ প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতোজাতৈঃ অভিব্যক্তৈঃ কার্য্যাকারণ সত্বরজস্তমোভিঃ স্বভাবপ্রভবৈর্ব্বা রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ কর্ম্ম লৌকিকং বৈদিকং বা কার্য্যতে, অতঃ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন কশ্চিদপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যতঃ স্বাভাবিকা গুণাশ্চালকা অতঃ পরবশতয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম্যাণি

কুর্ব্বতোহশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্ব্বকর্ম্মন্যাসোন ভবতাতি ন সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ (মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা)

"যাহাদের চিত্ত কর্ম্ম জনিত শুদ্ধি সম্পন্ন নহে, সে সমস্ত অজিতেন্দ্রিয় লোকেরা কখনই ক্রিয়াশীল না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহারা হয় বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া, না হয় লৌকিক কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেই করিবে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত চিত্ত পরিশুদ্ধ না হয়, তাবৎ কর্ম্ম সন্ন্যাস কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কারণ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি স্বতন্ত্র নহে; তাহারা প্রকৃতি সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অথবা রাগ দ্বেষাদির অধীন, অতএব গুণ প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে অবশ্যই কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত মানবের সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস অথবা সন্ন্যাসজনিত জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না।"

ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, যে কোন প্রকারে কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কর্ম্ম অধিকারী ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। আবার অধিকারীও তিন ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সাত্বিক কর্ম্ম, দ্বিতীয় রাজস কর্ম্ম, তৃতীয় তামস কর্ম্ম। ১ম সাত্বিক অধিকারী, ২য় রাজস অধিকারী, ৩য় তামস অধিকারী। সাত্বিক অধিকারীর পক্ষে সাত্বিক কর্ম্ম, রাজস অধিকারীর পক্ষে রাজস কর্ম্ম, এবং তামস অধিকারীর পক্ষে তামস কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। যথা—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে॥ (গীতা)

অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগ, দ্বেষ এবং অভিমান বিরহিত ভাবে যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সাত্বিক কর্ম্ম। এই কর্ম্মে কোন প্রকার গর্ব্ব এবং এই কর্ম্মের দ্বারা আমি রাজ-সম্মানাদি লাভ করিব এই প্রকার রাগ অথবা ইহার দ্বারা আমি শত্রুবর্গকে জয় করিব এইরূপ দ্বেষ এবং কোনরূপ লৌকিক বা স্বর্গীয় ফলের আশা কিছুই থাকিবে না। এতাদৃশ সাত্বিক কর্ম্মই চিত্ত পরিশুদ্ধি বিষয়ে সমর্থ। এখন রাজস কর্ম্মের লক্ষণ শুনুন। যথা—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেন বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥ (গীতা)

কর্ম্মফল ইচ্ছু ব্যক্তি সাহঙ্কার ভাবে অতি কষ্ট বোধে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম রাজস কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সাত্বিক কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন তামস কর্ম্মের লক্ষণ শুনুন।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে॥

ভাবি শুভাশুভ, ধনক্ষয়, প্রাণিহিংসা এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল অবিবেক বশতঃ যে ক্রিয়ার আরম্ভ করে, সেই ক্রিয়ার নাম তামস ক্রিয়া।

এই পর্য্যন্ত ক্রিয়ার ত্রিবিধ বিভাগ দেখান হইল। এখন সাত্বিকাদি অনুষ্ঠাতার লক্ষণ শুনুন।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে॥

যাঁহার ক্রিয়াফল প্রাপ্তি বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি নাই, যিনি অহঙ্কার পরিশূন্য, ধৃতি ও উদ্যম সম্পন্ন এবং ক্রিয়াফলের লাভ ও অলাভে হর্ষ বিষাদ রহিত, তাঁহাকে সাত্বিক কর্ত্তা বলে।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধোহিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি কামনাদি দ্বারা আকুলান্তঃকরণ, কর্ম্মফল লিপ্সু, পরদ্রব্যাভিলাসা এবং ধর্ম্মার্থ স্বকীয় দ্রব্য ত্যাগে অসমর্থ, যিনি হিংসাত্মক, শাস্ত্রোক্ত শৌচ বিবর্জ্জিত এবং কর্ম্মফলের সিদ্ধি অসিদ্ধি নিবন্ধন হর্ষ বিষাদ সম্পন্ন, তাঁহাকে রাজস কর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় বিমুগ্ধতা নিবন্ধন কর্ত্তব্য কার্য্যে অসমাহিত, যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জ্জিত নহে, অর্থাৎ বিবেক পূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠানে অসামর্থ্য প্রযুক্ত বালকবৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, যে গুরু দেবতাদির নিকট বিনম্র নহে, যে পরবঞ্চনার নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, এবং আপনাকে পরোপকারী জানাইয়া পরবৃত্তি উচ্ছেদে তৎপর, অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য রহিত এবং সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট চিত্ত এবং নানাপ্রকার শঙ্কা নিবন্ধন দীর্ঘ সূত্রা, এতাদৃশ কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা কহে।

এখন ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় বুঝিতে পরিণাম। এখন একবার দেখা আবশ্যক যে তাদৃশ কর্ত্তার মধ্যে কে কোন প্রকার বুদ্ধি সম্পন্ন, তবেই কর্ত্তব্য বিষয় পরিস্ফুট রূপে বুঝিতে পারিব।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥

যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ বন্ধ কারণ কর্ম্ম মার্গ, নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষহেতু সন্ন্যাসমার্গ; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভয়, অভয়, বন্ধ মোক্ষনাদি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাত্বিক বুদ্ধি বলে।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী॥

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া অন্যথা প্রকারে জানা যায়, তাহার নাম রাজসী বুদ্ধি। এখন তামসা বুদ্ধির লক্ষণ শুনুন।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী॥

যে বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এমন কি সমস্ত পদার্থই যেন বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে।

এই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিভাগ অনুসারে বুঝিতে পারিলাম যে, সাত্বিকী বুদ্ধি সম্পন্ন, সাত্বিক কর্ত্তা, সাত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন, রাজসী বুদ্ধি সম্পন্ন রাজস কর্ত্তা, রাজস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন আর তামসী বুদ্ধি সম্পন্ন তামসা কর্ত্তা তামসী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। এই পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের প্রকৃত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছু ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ না

করিয়া আপনার অধিকারানুরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তবেই কল্যাণ হইবে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী।

উপায় আছে।

—*—

ঘোর কলির দুর্দ্দিনে, নাস্তিক পাষণ্ডাদির প্রভব প্রচারে, শাশ্বত ধর্ম্মানুযাজীর প্রতিপদে নানাবিধ অন্তরায়। ইহা যেমন বাহিরে, তেমন ঘরে। বহিঃশত্রু বাহিরে থাকিয়া যত দূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, অন্তঃশত্রু অভ্যন্তরে থাকিয়া ততোধিক অপচয় করিতেছে। শত্রু শঙ্কুল ভারতে বিঘ্ন বহুল-ক্ষপা নিয়ত বিরাজিত। বহু দিন যাবৎ জ্ঞান-বিভাকর অস্তমিত। বোধেন্দুর বিকাস নাই, নক্ষত্ররাজি ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া যেন বিলয় পাইতেছে, ঘোর তামসী-রাক্ষসী ভারতকে গ্রাস করিতেছে, আর উদ্ধার নাই। কুমারিকা হইতে মানস-সরস পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত প্রতি জন পদে প্রায় বিভিন্ন রীতি, নীতি ও আচার প্রচলিত। কোন প্রদেশ বা সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে এমন কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় না, যদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে উহা কদাপি ভারতাংশ ছিল। উপনিষদ্ যাহার আত্মা, আম্নায় যাহার প্রাণ, ষড়্ দর্শন যাহার বাহু, তাহার এতাদৃশী দুর্দ্দশা একান্ত সন্তাপের বিষয়। এই সন্তাপের নিদান কলি প্রভাব এবং কলি প্রসূত বহিঃ শত্রু ও অন্তঃ শত্রু। ভারত বহুজনাকীর্ণ, বহু জন-পদ-ময় হইলেও সর্ব্বত্রই বেদ বেদাঙ্গাদি উপাসিত হইয়া এক প্রাণ ও একাত্ম ভাবে মাল্য মধ্যস্থ কুসুমাবলীর ন্যায় এক সূত্রে গ্রথিত ছিল। একমন্ত্রে দীক্ষিত। সমস্বরে নিনাদিত। ভারতের যেখানে বিচরণ কর, দেখিবে, বেদ মূল। অন্যান্য শাস্ত্র বেদাধীন, শাস্ত্রগুলি বেদানুধ্যানে বিরচিত। যাহা বেদ বিরুদ্ধ তাহা অগ্রাহ্য। বেদ স্বাধীন, নিত্য, সত্য, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, অপৌরুষেয়, যুক্তি বা প্রত্যক্ষাদি প্রামাণের মেয় নহে। শব্দ অর্থাৎ বেদই তখন মনুজগণের শরণ ছিল। এই সনাতন অপৌরুষেয় বেদের বিরুদ্ধে, চার্ব্বাক, বৌদ্ধাদি বহু প্রয়াসে দণ্ডায়মান হইয়াও, ছিন্ন পদে ভিন্ন দেহে আবর্ত্ত গতিতে সুদূরে পলায়িত। এই অন্তঃশত্রুতার ক্ষতি পরিপূর্ণ হইতে হইতে যবনাদি বহিঃ শত্রুগণ যথেচ্ছ স্বার্থ সাধন করিয়াছেন, পুরাবৃত্তে তাহা দীপ্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। এতদুভয় শত্রু ব্যতীত আরও দ্বিবিধ অন্তঃ শত্রু বর্ত্তমান সময়ে প্রাবল্য ধারণ করিতেছে। তাহার একতর, সতত সর্ব্বথা স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন, শাস্ত্র-শাসনে নিয়মিত নহে, অথচ সমাজে থাকিয়া সমাজাবয়ব কর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং বেদ ইহাদের নিকট পুরাকালের গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গৌরব পাইতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। অনন্তর অন্তঃ শত্রুগণ মৌখিক শ্রৌতাদর প্রকাশ করিয়াও প্রকারান্তরে বেদের প্রতিপক্ষাবলম্বী। ইহাদের কেহ বলেন বর্ত্তমান সময়ে কথঞ্চিৎ প্রকারে বৈদিক ক্রিয়ার সমাধান হয় না এবং হইতে পারে না। যাজক ও আয়োজন দ্রব্যের পূর্ণ অভাব। প্রকৃত দ্রব্যাভাবে ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে না। পুরাণ ইতিহাসে বৈদিক বিধি যাহা অনুদিত ও অনুমিত হইয়াছে, তাহার আদর ও পূর্ব্বোক্ত হেতুতে হেয়। কেবল পুরাণ বিশেষের নাম কীর্ত্তনাদি বিধি একান্ত উপাদেয় ও পরিপালনীয়। "হরের্নামৈব কেবলম্" এই বৃহন্নারদীয় উক্তি তাঁহাদের প্রধান প্রমাণ। অন্যতর জনগণ বলেন বেদমাতা গায়ত্রীর মোক্ষদায়িকা শক্তি নাই, দ্রব্যাভাবে বৈদিক ক্রিয়ার নিষ্পাদন হয় না। কলিতে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষিত হইয়া কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাতেই মুক্তি হইবে, "কলাবাগমসম্মতম্" এই বচন তাঁহাদের প্রমাণ।

আমরা এই উভয় মতের আজ সমালোচনা করিব এবং সমালোচনার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি উভয়তঃ বেদের প্রতিকূলে যে সমস্ত আপত্তি অবতারণা আছে, তর্কস্থলে তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও বেদে উপায় আছে। অনুপায় হইলে গত্যন্তর অবলম্বনীয়। যদি উপায় থাকে তবে এই যুক্তিতে উহার অবলম্বন সাধন হয় না। অন্য হেতু প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমরা সকল শাস্ত্রকে নমস্কার করি কিন্তু বেদ বিরুদ্ধ হইলে সর্ব্বথা পরিহার্য্য বোধ করি। এবং বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে, বেদের বিরুদ্ধতা, অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন না করিয়া অন্যোপায়ে শাস্ত্র সমর্থন করিলেই যেন শিষ্টানুমোদিত হয়।

প্রথম পক্ষের "হরের্নামৈব কেবলম্" এই বচন আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কেবল নামেই কৈবল্য হয় না ইহা শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছি। হরি কি ? বৈদিক বলিবেন ব্রহ্ম। বেদে ব্রহ্মাভিধানে হরি আছে এবং শান্তি পাঠে হরি নামোচ্চারণ আছে। পৌরাণিক বলিবেন হরি দ্বিভূজ কি চতুর্ভুজ মুরলী বা শঙ্খ চক্রাদিধারী। হরি বিষ্ণু কৃষ্ণ একাভিধান। পৌরাণিক আরও বলিবেন বিষ্ণুই হরি। হরি, হর নহে। হরি হর বিভিন্ন। বৈদিক বলিবেন ঐ সমস্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি নারূপ ব্রহ্ম। মায়ায় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে ঐ রূপভেদ।

"এক এব মহেশ্বরঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাদিভেদেন
ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রশব্দবাচ্যতাং ভজতে।

অথর্ব্বাস্ত্রঃ

ব্রহ্ম ত্রিমূর্ত্তিতে বিকাসিত এই জন্য শাস্ত্রের কোন স্থলে ইহাও লিখিত আছে। পরব্রহ্মের উপাসক ব্রহ্মা, পরব্রহ্মের উপাসক বিষ্ণু; পরব্রহ্মের উপাসক রুদ্র। এই জন্য শিব বৈষ্ণব ছিলেন অর্থাৎ রুদ্রের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু, এস্থলে মহাবিষ্ণু পরব্রহ্ম। এইরূপ বিষ্ণুও শৈব ছিলেন, এস্থলে শিব পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম, শিব, হরি ইহারা তুরীয় ব্রহ্মাভিধান। সুতরাং ঐ সকল উপাস্য উপাসক ভাব যাহা বর্ণনা করা যায় অসঙ্গত হয় না। আবার যেখানে হরি পূজার অনুষ্ঠান হয় তখন পুরোহিত কৃষ্ণের ধ্যান পড়িয়া পূজা করেন। পর ব্রহ্মের কোন মূর্ত্তি নাই। কিন্তু পরম্পরা ক্রমে তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। যে যে ভাবে পূজা করুক, পরব্রহ্ম পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হরি পূজাতেও হরির মূর্ত্তি নাই। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মূর্ত্তিদ্বারা হরি পূজা সাধিত হইয়া থাকে। পুরাণ বিশেষে শ্রদ্ধাধিক্য প্রদর্শনে হরি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। কিন্তু হর বা রুদ্র হরি নহে।

বৈদিক বলিবেন, হরি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, হরি হর। হরি হর অভেদাত্মা। হরি পর ব্রহ্মের অপর অভিধান। যাহারা বৈষ্ণব তাঁহারা ও জপ সময়ে হরিনাম জপ না করিয়া নামান্তর জপ করিয়া থাকেন। অথচ ব্যবহারে হরিনাম জপ ব্যবহৃত হয়। এস্থলে কেহ এরূপ বলিতে পারেন—ব্রহ্ম নামে জপ হয় না। যখন জপিত হয় তখন অন্য নাম। জপে ব্রহ্মের নেদিষ্ঠ নামই জপিত হয়। যদি হরির নেদিষ্ট নাম বৈষ্ণবগণ করিয়া থাকেন এরূপ বলেন তবে প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, নেদিষ্ঠ নাম অনেক হয় না একটী হইবে! বৈষ্ণব যদি বিষ্ণু মূর্ত্তি যন্ত্রে, ব্রহ্ম জপ করেন না, ব্রহ্মদৃষ্টি করেন না এরূপ বলেন তবে তাঁহারা উপসনার অতি নিম্নে ক্রীড়া করিতেছেন বলা যাইতে পারে। বেদ বা পুরাণ ব্রহ্মোপাসনার কথাই বলিয়াছেন। যেভাবেই হউক যদি তাহা নাই হয় অথবা আর কিছুই হয়, তর্ক স্থলে তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও নামোপাসনায় নাম গানে কি হইতে পারে দেখা যাউক।

বেদ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। এই কাণ্ডবোধ না থাকিলেই কাণ্ডজ্ঞান নাই এইরূপ কথা প্রচলিত হইয়া থাকে। বেদ যাহা বলিবেন স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি তাহার অনুবাদ করিবেন, উপকার করিবেন বা সাহায্য করিবেন কিন্তু বিরুদ্ধে বলিবেন না, যদি বলেন তাহা অগ্রাহ্য "বিরোধেত্বনপেক্ষ্যংস্যাদসত্যহ্যনুমানম্" এই জৈমিনীয় সূত্র তাহার প্রমাণ। বেদে বহুবিধ উপাসনার বিধান বিনিয়োগ আছে এবং ফল শ্রুতি ও আছে যেখানে নামোপাসনার কথা আছে সেইখানেই নামকীর্ত্তনে কাম্য ফল প্রাপ্তির কথা আছে। এই জন্য ভগবান বেদব্যাস জ্ঞান কাণ্ড মীমাংসায় সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

"অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা
অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥ ৪অ ৩পা·

এই সূত্রের সংক্ষেপার্থ এই যে, প্রতীকোপাসক—নামাদি উপাসক ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক নীত হয়। প্রতীকোপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। প্রতীক—ধারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম। নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যস্ত করিয়া উপাসনার বিধান আছে, তাহাকে প্রতীকোপাসনা বলে। ঐ সকল উপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্ম বুদ্ধি ব্রহ্ম সমর্পিত না হইয়া নামাদি অবলম্বনে সমর্পিত হয়, এই জন্য তাহাতে ব্রহ্ম অপ্রধান ও নাম প্রধান হয়। উহার পরবর্ত্তী সূত্রে বাদরায়ণ ঋষি বলিয়াছেন।

"বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬

শ্রুতি প্রতীকের তারতম্যানুসারে ফলের তারতম্য বলিয়াছেন। তাহাতেও বুঝা যায় প্রতীকধ্যায়ীদিগের ব্রহ্ম গতি হয় না।

"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি মনোবাব বাচো ভূয়ঃ, (শ্রুতিঃ)" ভাষ্য—

নামাদিষু প্রতীকোপাসনেষু পূর্ব্বস্মাৎ ফলবিশেষমুত্তরস্মিন্নুপাসনে দর্শয়তি যাবন্নাম্নো গত মিত্যাদিনা। সচায়ং ফলবিশেষঃ প্রতীকতন্ত্রাদুপাসনানামুপপদ্যতে। ব্রহ্মতন্ত্রত্বে তু ব্রহ্মণো অবশিষ্টত্বাৎ কথং ফলবিশেষঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রতীকালম্বনানামিতরৈস্তুল্যফলত্বমিতি। ভাষ্যানুবাদ—

নাম ও বাক্য প্রভৃতি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন। যে স্থলে ঐ সকল উপাসনার বিধান আছে, সে স্থলে দেখা যায় পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীকোপাসনার ফল অধিক। একরূপ ফল বর্ণনা নাই। প্রতীকানুসারে বিভিন্ন। "নাম ধ্যানকারী যখন নামত্ব পায়, তখন তাহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে। বাক্য নামাপেক্ষা বড়, উপাসক যখন তাহাতে অবস্থান করে তখন সে তদনুরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড় ইত্যাদি, এখানে প্রতীকের তারতম্যানুসারে ফলের ও তারতম্য হইতেছে। হওয়াও যুক্তি সঙ্গত। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান। এ সকল উপাসনায় ব্রহ্ম প্রধান হইলে ফল বিশেষ হইবে কেন ? ব্রহ্ম অবিশিষ্ট একরূপ, সেই হেতু বলা যায় যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত, উপাসকগণ ব্রহ্ম লোকগামী হয়, প্রধান রূপে ব্রহ্ম ক্রতু হইতে পারিলেই তাহারা ব্রহ্মলোক গামী হয়। অতএব বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন।

"প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নামানবোনয়েৎ "

"ভবতু পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়া মব্রহ্মক্রতূনামপি ব্রহ্মলোকনয়নম্ বচনাৎ। কিমিব হি বচনং ন কুর্য্যাৎ নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ইহ তু তদভাবাৎ তং যথাযথোপাসস্তে তদেব ভবতীতি শ্রুতেরৌৎসর্গিক্যাং নাসতি বিশেষবচনে অপবাদো যুজ্যতে। ন চ প্রতীকোপাসকো ব্রহ্মোপাস্তে। সত্যপি ব্রহ্মেত্যনুগমে কিন্তু নামাদি বিশেষ ব্রহ্মরূপতয়া তথাচ খল্বয়ং নামাদি তন্ত্রো ন ব্রহ্মতন্ত্রঃ। আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতি হি বৃদ্ধাঃ। ব্রহ্মাশ্রয়শ্চ প্রত্যয়ো নামাদিষু প্রক্ষিপ্ত ইতি নামতন্ত্রঃ। তস্মান্ন তদুপাসকো ব্রহ্মক্রতুত্বে নামাদ্যুপাসকানামবিশেষাদুত্তরোত্তরোৎকর্ষঃ সম্ভবী। ন চ ব্রহ্মক্রতুস্তদবয়বক্রতুঃ যেন তদবয়বাপেক্ষয়োৎকর্ষোবর্ণ্যেত। তস্মাৎ প্রতীকালম্বানান্ বিদ্বুষো বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়ত্যমানবো ব্রহ্মলোকম্। ন হ্যেবমুভয়থা ভাব উভয়ার্থত্বে কাংশ্চিৎ প্রতীকালম্বনান্ নয়তি বিকারালম্বনান্ বিদুষস্তু নয়তীত্যভ্যুপগমে কশ্চিদ্দোষোঽস্ত্যনিয়মঃ সর্ব্বেষামিত্যস্য ন্যায়স্যেতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ বাচস্পতিমিশ্রঃ।

এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্য ও প্রামাণিক টীকা দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে, নামোপাসনায় নামগানে উদ্ধার নাই, একান্তমনে কীর্ত্তিত হইলে অদৃষ্ট জন্মিতে পারে এবং তাহাতেও নামের বিশেষ আছে। যদি পুরাণ কলিতে নাম গানে উদ্ধার বর্ণনা করিয়া থাকেন তবে তাহা সম্পূর্ণ স্তুতিবাদ মাত্র। কারণ বেদ অপেক্ষা বিজ্ঞান বা জ্ঞান পুরাণে নাই। বেদ বচনের অনুধ্যান, উপকার করা পুরাণের কর্ত্তব্য, বিরুদ্ধে বলিলে অগ্রাহ্য। উপাসনা কাণ্ডীয় শ্রুতি স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন নামে উদ্ধার নাই। পুরাণ একমাত্র উদ্ধার পথ নাম-গানও কীর্ত্তন বলিলে উহা অর্থবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অপর সম্প্রদায়ের আপত্তি গায়ত্রী দ্বারা মোক্ষ সাধন হয় না। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বঞ্চনা জনক। উহা গায়ত্রী প্রবন্ধে শ্রুতি স্মৃতি ও শিষ্টাচার বর্ণনা দ্বারা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। পিষ্ট পেষণ নিষ্প্রয়োজন। আর "কলাবাগমসম্মতম্, এই বচনাংশ না বলিয়া বচনের উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি বলিয়া "আগমসম্মতম্, বলা উচিত। এবং ঐ বচন কাহার? কোন্ অধিকারী অভিলক্ষ্য করিয়া এই বচন-রচনা হইয়াছে। আমূল বর্ণনা পূর্ব্বক বিচার করিলে এই আগমোক্ত ক্রিয়া, শ্রুতি স্মৃতিভ্রষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখ অধিকারীর লক্ষ্য; তাহা শ্রৌত-বর্ত্ম লাভের জন্য এবং বেদের অবিরোধভাবে। কেহ কেহ বলেন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে যে দীক্ষার আদেশ আছে তাহা গ্রাহ্য, কারণ ঐ আদেশ শ্রুতির অনুমাপক। বিরুদ্ধ না হইলে জৈমিনির মীমাংসামতে উহা অনুমান ও গ্রাহ্য। প্রত্যাপত্তিতে এই বলা যায় যে, জৈমিনি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন, আগম সম্বন্ধে ঐ মীমাংসার প্রমাণ কি? যদি বা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও দেখিতে হইবে। উহা উপাসনা কিনা? যদি উপাসনা হয় তবে কেমন উপাসনা—অহংগ্রহ, কি তটস্থ, অথবা অঙ্গগ্রহ। উপাসনার ত্রৈবিধ্য ব্যতীত অন্য নাই। "উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ, পরমার্থ সূত্রম্—অঙ্গগ্রহ উপাসনায় ক্রিয়ার সঙ্গে উপাসিত হয় তাহা হইলে তৎকর্ম্ম ফলানুরূপ ফল হয়, যুক্তি নহে। তটস্থ উপাসনায় কাম্য ফল লাভ স্বর্গাদি অভ্যুদয়। অহংগ্রহে মুক্তি। বেদেও বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এস্থলে ভগবান বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন। বহুবিধ অহংগ্রহ উপাসনা থাকিলেও সাধক সমুচ্চয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। করিলে শ্রুতিলঙ্ঘন এবং চিত্ত বিক্ষেপ জন্মিয়া কোন ফলসাধন হইবে না এই জন্য নিম্নলিখিত সূত্র সূত্রিত হইয়াছে।

"বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥ ৫৯॥ ৩অ ৩পা

অহংগ্রহ উপাসনার সমুচ্চয় নাই, বিকল্প। অতএব পুরাণাদির অহংগ্রহ সাধনা অনুষ্ঠান বেদাধিকারীর নিমিত্ত নহে। আর যদি আগম স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয় তবে বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎশাসন শিরোধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এবম্বিধ বিচার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বেদে কিছু হইবে না, এই কথা বলা একান্ত অসঙ্গত।

"উপায় আছে" বলিবার পূর্ব্বে আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে সংস্কৃত হইতে হয় তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতেছে, আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা ও সাধারণ রীতি অনেকেই জানেন। সাধককে ৪৮ টী সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। গর্ভাধান হইতে পত্ন্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, মহাযজ্ঞ ৫, ৭টী সোমযজ্ঞ, ৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাক যজ্ঞ, অভুক্ত থাকিয়া বেদ সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ দৈহিক কর্ম্ম, ভস্ম সমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ এই ৮, সমুদায়ে ৪৮। ১৪+৫+৭+৭+৭+৮=৪৮। জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক অথবা আশ্রমীর করণীয় বলিয়াই হউক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক, ইহা শ্রুতি স্মৃতির সাধারণ নির্দ্দেশ। যে এইরূপ সংস্কারে সংস্কৃত তাহারই জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া সুসম্ভব। সংস্কার বলে অনুষ্ঠাতার চিত্ত মল নির্ম্মূল হয় সুতরাং পরিমার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব হয়। এই বিধি উৎসর্গ (সাধারণ)। অপবাদ (বিশেষবিধি) এই যে, ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি উক্তবিধ সংস্কারে সংস্কৃত না হইলেও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্ম-দ্বারাও বিদ্যাফল হয়। কারণ শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সম্পন্ন জীব রাগ দ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। অভিভূত না হওয়াতে অপ্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়।

"এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। শ্রুতিঃ।

যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা অনুভবারূঢ় হন সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শন গত হন না।" অতএব

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি॥ ৩৫॥ ৩অ ৪পা পরমার্থসূত্রং

উৎসর্গ বিধানে যজ্ঞাদি আশ্রমীর কর্ত্তব্য এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারী। অপবাদ বিধানে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে। এই উভয় হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি অনাশ্রমী বিধুর, তাহার উপায় কি? উপায় আছে। বেদ সকলেরই উপায় দেখাইয়াছেন অথচ তৎস্কন্ধে দোষ প্রদর্শন দ্বারা পাপার্জ্জন ভিন্ন আর কিছু হয় না। বেদ অধিকারিভেদে সকলেরই উপায় করিয়াছেন। অধিকারানুরূপ বেদবর্ত্মাবলম্বনে বহুলোক ভববারিধির পরপারে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা পুরাণেতিহাসে বর্ণিত আছে। তাহার বিচারও মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র হইতে নিম্নে বিবৃত হইল। পাঠকগণ অবগত হইবেন।

ব্যাসাধিকরণ

"নাস্ত্যনাশ্রমিণো জ্ঞানমস্তি বা নৈব বিদ্যতে।
ধীশুদ্ধ্যর্থোশ্রামস্তস্য জ্ঞানহেতো রভাবতঃ॥
অস্ত্যেব, সর্ব্বসম্বন্ধিজপাদেশ্চিত্তশুদ্ধিতঃ।
শ্রুতা হি বিদ্যা রৈক্কাদেরাশ্রমে ত্বতিশুদ্ধতা॥

অনাশ্রমীদিগের বিদ্যা হইবে কিনা এইরূপ সংশয়াবেশে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আবির্ভাব হইল যে, জ্ঞান বিকাসের হেতু আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে বিদ্যা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, বিচারে মীমাংসিত হইল জপাদি দ্বারাও বিদ্যালাভ হইবে। এখন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সমাবর্ত্তনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই, বনব্রজ্যা (তৃতীয় আশ্রম) করে নাই, পত্নী বিয়োগানন্তর আর দার পরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই এইরূপ লোককে বিধুর বলে। দারিদ্র্য বশতঃ দ্রব্যাদি সংগ্রহের ক্ষমতা নাই অথবা দ্রব্যাদি অপ্রাপ্য বলিয়া সংগৃহীত হয় না এরূপ লোকও দরিদ্র। বিধুর ও দরিদ্রদিগের উপায় বর্ত্ম মীমাংসার জন্য পূর্ব্বোক্ত অধিকরণ নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্র চতুষ্টয় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ॥৩৬

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যোৎপত্তির কারণ ইহা সাধারণ বিধি। অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের বর্ণ ধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের দেবারাধনায় ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব। রৈক্ক বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত।

এইরূপে শ্রুতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মার্ত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য আর এক সূত্র গ্রথিত হইল।

অপি চ স্মর্য্যতে॥৬৭

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্ন চর্য্যায় থাকিয়া কোনও আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস স্মৃতিতে বর্ণিত আছে তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে—পূর্ব্ব সূত্রস্থ শ্রুতিও এতৎসূত্রস্থ স্মৃতির উদাহরণ কেবল জ্ঞাপকমাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শ্রুতি স্মৃতি কোথায়? বিধায়ক শাস্ত্রব্যতাত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তির জন্য ভগবান বাদরায়ণাচার্য্য আরও দুইটী সূত্র সঙ্কলন করিয়া অধিকরণ সম্পন্ন করিলেন।

"বিশেষানুগ্রহশ্চ," ৩৮

জ্ঞানের অবিরোধী কেবল পুরুষমাত্র কর্ত্তব্য জপ, উপবাস, ও দেব সেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা বিধুরও দরিদ্রদিগের প্রতি ও বিদ্যার অনুগ্রহ (উৎপত্তি) হইতে পারে। মনু, আপস্তম্ব, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ গায়ত্র্যাদি জপ কর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রম ধর্ম্ম করুন বা না করুন তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ। মৈত্র মিত্রতায় অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান। এই স্মৃতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রম কর্ম্ম সম্ভাবনা হইলেও দরিদ্রদিগের আশ্রম কর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার বলিয়াছেন এবং সেইজপে মুক্তি বলিয়াছেন এবং মন্বাদি-স্মৃতি সুস্পষ্ট বিধায়ক এবং উহা শ্রৌত। এখন এই আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে যে, তাহা হইলে আশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজন প্রায় নাই বলিলেও হয়। এই জন্য নিম্ন সূত্রে সমাধান হইল।

"অতস্তিতরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ॥ ৩৯॥

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা শ্রেষ্ঠ। কারণ আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রম বিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে থাকে, আশ্রমাবস্থানের জ্ঞান সাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ নিকট সাধন। আশ্রমিত্ব ও অনাশ্রমিত্ব এই উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্ব শ্রেষ্ঠ ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি সমস্বরে বলিয়াছেন। অধিকন্তু অনাশ্রমীকে স্মৃতি নিন্দাও করিয়াছেন "তৈনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" আশ্রম ধর্ম্মে নিরত থাকিলে ক্রমে ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ ও তেজঃ সম্পন্ন হয়। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একদিন ও অনাশ্রমী থাকিবে না। বিধুরের বিধান সাধারণ বিধি নহে। এই বিচারে শ্রুতি স্মৃতির অনুবলে স্থির হইল যাহারা বেদের স্কন্ধে দোষ প্রদর্শন করিয়া অভিনব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের তাদৃশ বাক্য শাস্ত্র ও শিষ্ট জনানুমোদিত নহে। তৎপথে কি হইবে? গুরূপদেশ সংযোগে একবার পরিত্রাণের তরণী মূল বেদ অনুসারে নিরন্তর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখ ভাগবতপুরাণে বেদে অনধিকারীর জন্য পুরাণাদির অবতারণা বলিয়াছেন। তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণাদি বেদাধিকারিগণ পুরাণ-ইতিহাস হইতে বেদাদিবোধিত তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না এমত নহে। কিন্তু পুরাণাদি প্রধান নহে। বেদই হৃদয়ে রাখিয়া অধিকার অনুরূপ পুরাণ ইতিহাসের সঙ্কলন করিলে যেন ঠিক হয়। অধুনা মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে গ্রন্থ প্রাপ্তি অতি সুলভ। অনেকে তাহার ভাষা অনুবাদাদি দেখিয়া সঙ্গতি বোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। মীমাংসার সেবা না করিয়া অর্থবাদ ও প্রৌঢ়বাদে বিমুগ্ধ হইয়া বেদ বিচ্যুত হইয়া পড়েন। কাজেই উপায় থাকিতেও অনুপায় হইয়া উঠিয়াছে। উপায় আছে।

উপায়ের অনুসন্ধান না করিলে উপায় নিজে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। মণি মন্ত্র ঔষধ নিজে আসিয়া কাহাকেও দেখা দিয়া সম্পন্ন ও নিরাময় করিয়া থাকে কি? অনুসন্ধান করিয়া তাহা লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রমাত্রেই উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, প্রায় শাস্ত্রই বৈদিক উপায়গুলি বিভিন্নরূপে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহারা স্বতন্ত্রোপায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহার ফল ও স্বতন্ত্র। যাহাতে পুনরাবর্ত্তন হয় না এইরূপ মোক্ষামৃত লাভের উপায়, বৈদিক উপায়ই প্রকৃত উপায়। যিনি যথার্থ উপায় প্রদর্শক বেদাদেশের বিরুদ্ধে বিতণ্ডা বিস্তার করেন, তাহাদের বাসনা ভারত বিনাশ। সুতরাং উহারাও একরূপ অর্দ্ধবৈনাশিক বিশেষ। সুসংযত মনে সাধনা করিয়া শিষ্টাচারে লোকসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শিষ্টাচার বেদ সেবা ভিন্ন হইতে পারে না। বেদে উপায় নাই, বেদে কিছু হয় না এরূপ উপদেশ একান্ত হেয়। বেদে যাহার উপায় নাই, তাহার উপায় ত্রিজগতে ও নাই। এই জন্যই ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং শ্রুতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

বেদে উপায় আছে, পুরাণে আছে, শ্রুতিতে আছে, ইতিহাসে আছে। উপায়ের বশবর্ত্তী হইয়া গন্তব্য স্থলে গমন করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত উপদেশ। স্বকার্য্যোদ্ধার করাই মতিমানের কর্ত্তব্য। কার্য্যোদ্ধার না করাই মূর্খতা। কার্য্য আদায়ের চিন্তা না করিয়া শাস্ত্র স্কন্ধে দোষ প্রদান কর্ত্তব্য নহে। বেদে দোষ ও ভগবানে দোষ দেওয়া তুল্যাপরাধ। অনর্থক অপরাধ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বেদেই উপায় আছে, ইহা আস্তিক জন সম্মত। অন্যত্র তদুপায়ের অনুবাদ মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকামিনী মোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

আমার কৃষ্ণ।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লিঙ্গদেহ।

কৃষ্ণের ইচ্ছাময় দেহপ্রদর্শন প্রসঙ্গে গতবারে বিশ্বদেহ এবং প্রেতদেহের অবতারণা করা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা ইচ্ছাময় দেহের সদ্ভাব সপ্রমাণ হয় নাই। প্রমাণ হইয়াছে বর্ণময়

অচেতন দেহের, আর সূক্ষ্মভূতময় দেহের। দর্পণের বিম্ব দেহ দর্শনে জানা গিয়াছে যে, মৃত্তিকাদি ভূত পদার্থ ব্যতীত কেবল শক্তি পদার্থের দ্বারা ও রূপযুক্ত দেহাকার বিনির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাতে দেহের উপযুক্ত কোন ক্রিয়াও নাই, সংজ্ঞা চৈতন্যও নাই, আত্মাও নাই, তাহার স্থায়িত্বও নাই। তৎপর প্রেত-দেহের দ্বারা আর একটু অধিক দূরে যাওয়া গিয়াছে। সেখানে দেখা গিয়াছে যে, স্থূলভূত এবং তদ্দ্বারা গঠিত রক্ত, মাংস, অস্থি-মজ্জাদি রহিত রীতিমত ক্রিয়াশীল চেতন দেহেরও সদ্ভাব আছে। কিন্তু ঐরূপ দেহে ভূক্ষ্মভূতের সংস্রব থাকে। সুতরাং সেই দৃষ্টান্তের দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধির শেষ হইতে পারে না। আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ইচ্ছাময় দেহের মত একটি দেহ দেখিতে পাইলে—যে দেহের মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার ভূত ভৌতিক পদার্থেরই সম্পর্ক থাকিবে না, অথচ তাহা কার্য্য কারক একটি দেহ হইবে, তাহাতে সংজ্ঞা থাকিবে, চৈতন্য থাকিবে, আত্মা থাকিবে, কার্য্যনিস্পাদনের উপযুক্ত হস্তপদাদি অবয়ব-গুলিও থাকিবে, এইরূপ একটি দেহ বুঝিতে পাইলে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ করা হয় নাই। কারণ উল্লিখিত। প্রেতদেহে অন্যান্য সমস্তই থাকিলেও সূক্ষ্মভূতের সম্পর্ক আছে এজন্য উহা প্রকৃত বিষয়ের পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থলে উপনীত হইতে পারে না। অতএব সূক্ষ্মভূত পদার্থের সম্বন্ধ না থাকে এবম্বিধ উল্লিখিত মতের একটি দেহ প্রদর্শন করান আবশ্যক। তাহা হইলে, বোধ হয়, পাঠকগণ, ইচ্ছাময় দেহের অস্তিত্ব বিষয়ে কতকটা ভরসা করিতে পারিবেন। এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহাই আমাদের প্রদর্শনীয় বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থলে যাহা উত্থাপিত হইবে তাহা সাধারণ পাঠক বর্গের কিরূপ সমাদৃত হয় বলিতে পারি না, কারণ তাহা এই চর্ম্মচক্ষের একবারেই অগোচর বস্তু। তাহার প্রসিদ্ধ নাম লিঙ্গশরীর। লিঙ্গশরীর বহির্নয়নের সম্পূর্ণ অবিষয় দ্রব্য। সুতরাং বর্ত্তমান কালের পাঠকদের মধ্যে এইরূপ বস্তুতে আস্থাবান্ হওয়া বোধ হয় নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার। যাহা প্রতি গ্রামের পচিশজন লোকের অন্ততঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, নয়নের জড়তা একটু কমিলে এবং একটু অন্তর্নয়ন হইলেই যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রেত দেহের প্রতিই যখন প্রায় সকলে সন্দিহান হয়েন তখন তদপেক্ষায় সূক্ষ্মতর এবং কেবল যোগীজন দৃশ্য লিঙ্গ শরীরে যে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে সাহসী হইবেন এমত ভরসা করা যায় না। কিন্তু তথাপি তাহা না বলিলে চলিবে না। তোমার বিশ্বাস বা প্রত্যক্ষ হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যক্ষ মূলক বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া তুলিয়া লইতে পারা যায় না। সুতরাং তাহা বলিতেই হইবে। প্রথমে লিঙ্গশরীরের অবস্থা বলা যাইতেছে, তৎপরে ইহার উপাদান এবং সদ্ভাবের প্রমাণাদির অন্বেষণ করিব।

শাস্ত্র বলেন,—"সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরী-রাণি। অবয়বাস্তু, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি" (বেদান্তসার)। ইহার অর্থ এই,—সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে। ইহার মধ্যে সপ্ত-দশটি বস্তু আছে, অর্থাৎ সপ্তদশটি অবয়বের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, এবং পঞ্চ-প্রাণ ইহারাই সেই সপ্তদশ অবয়ব।" তাহা হইলে জানা গেল যে লিঙ্গশরীরের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য আছে, চিন্তা অধ্যবসাদি ক্রিয়াও আছে, এবং হস্ত, পদ, বাক্, বায়ু, উপস্থ, নয়ন, শ্রবণ, রসনা, ত্বক্, ঘ্রাণ, আর প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, এই পাঁচ প্রকার প্রাণশক্তিও আছে। কিন্তু ইহাতে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার ভূত ভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক নাই। সুতরাং মজ্জা, বসা, রুধির বা অস্থি, পেশী, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ফুস-ফুসাদি যন্ত্রও নাই অথচ একটী দেহও বটে, দেহের অবয়বাদি সমস্তই ইহাতে রহিয়াছে।

এখন এস্থানে চারিটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম,—এরূপ দেহ কোথা আছে। দ্বিতীয়,—এরূপ শরীর স্থূলদেহের মত ক্রিয়াশীল বস্তু কি না। তৃতীয় লিঙ্গ শরীরের স্থূল দেহের মত আকৃতি ও রূপ আছে কিনা। চতুর্থ বিদ্যমান দেহ থাকার প্রমাণ কি। এই চারিটি বিষয় নির্দ্দিষ্ট না হইলে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। অতএব নিম্নে ইহার একএকটি করিয়া যথাক্রমে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

লিঙ্গদেহের অন্বেষণের নিমিত্ত প্রেতান্বেষণের ন্যায় দেশে দেশে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হয় না। উহা প্রতিমানবের নিজ দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীতে এমত কোন মানবই নাই, যাহার দেহের মধ্যে উল্লিখিত লিঙ্গশরীর বিদ্যমান নাই। সুতরাং তোমার দেহের মধ্যেই ইহা বিরাজ করিতেছে, এজন্য ইহার প্রমাণ সন্ধানের নিমিত্তও অন্যত্র যাইতে হয় না। নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হইতে পারিলেই লিঙ্গশরীরের জলন্ত সত্তা অনুভূত হয়। চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সমভিব্যাহারে আপন মনটাকে বাহ্য বিষয়-রাজ্য হইতে ফিরাইয়া তাহার বহির্গতি অবরুদ্ধ করিয়া, যদি তাহাকে অন্তর্মুখীন করা যায়, আন্তর রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত করা যায়, এবং আন্তর রাজ্যেই সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, যখন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোন রূপ ক্রিয়া হইবে না, বাহ্য বিষয় মাত্রেরই কোনরূপ জ্ঞানও থাকিবে না, সম্পর্ক ও থাকিবে না, মনেরও কোনরূপ ভাবনা চিন্তা ধ্যানাদি থাকিবে না, সে আন্তর রাজ্য এবং বহীরাজ্যের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে—আপনার অস্তিত্বের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া অবস্থিতি করিবে, তখনই তাহার কেবল আপনার উপলব্ধি হইতে থাকে। অন্তঃকরণ চেতন বস্তু, সে কখনো অজ্ঞান, অচেতন, অপ্রকাশ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে অব-স্থিতি করে না, সর্ব্বদা সচেতন এবং প্রকাশমান ভাবেই থাকে, সুতরাং অন্যকোন বিষয়ের সহিত যখন কোন সংস্রব থাকে না, তখন অন্যজ্ঞানও থাকে না। অতএব কেবল নিজে নিজে নিজের উপলব্ধি করে। তাহা হইলেই লিঙ্গদেহের উপলব্ধি হইল। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সহিত অন্তঃকরণের নামই লিঙ্গশরীর ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্য কিম্বা আন্তরিক অন্য কোন বিষয়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কোন মতেও লিঙ্গশরীরের অনুভূতি হইতে পারে না। তখন সেই সকল বিষয়েরই

উপলব্ধি হয়। যাহার সহিত সম্পর্ক থাকে তাহারই জ্ঞান হইতে থাকে। তবে বিশুদ্ধ নিজের সত্তা কিপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইবে? অতএব উপলব্ধি করিয়া লিঙ্গশরীরের প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে তৎকালের জন্য বাহ্য বিষয়াদি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আন্তর রাজ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ হইলে লিঙ্গদেহের অবিতর্কিত এবং নিসংশয় প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম হয়। আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের জন্য অন্য প্রমাণের অন্বেষণ করা আবশ্যক, এজন্য তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

লিঙ্গদেহের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ আমাদের নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি। লিঙ্গশরীর না থাকিলে নিদ্রাবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু ঘটনা হইত। লিঙ্গ দেহ আছে বলিয়া তাহা ঘটে না। এবিষয় বোধ হয় সকলেই অবগত আছ যে, নিদ্রাবস্থাতে আমা-দের বাহ্য দেহের সহিত কোনরূপ সংস্রব থাকে না। তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কাহারোই কোনরূপ ক্রিয়া সাধন হয় না, কিছু দেখাও যায় না শুনাও যায় না, আঘ্রাতও হয় না, স্পৃষ্টও হয় না, আস্বাদিতও হয় না, অথবা কর চরণাদির দ্বারা গ্রহণ গমনাদিও হয় না, কোনরূপ ভাবনা চিন্তা বা স্মরণ স্বপ্নাদিও একবারেই তিরোহিত হয়, দেহায় সুখ দুঃখ যন্ত্রণাদিও অনুভূত হয় না, সুতরাং দেহের সত্তা বা কোন দেহাবয়বের অবস্থা ক্রিয়াদিও সম্পূর্ণরূপ অপরিজ্ঞাত হয়। দেহের মধ্যে কোন রূপ নিয়োগ প্রয়োগাদিও থাকে না। কিন্তু "আমার" অস্তিত্বটী বিলক্ষণই থাকে,তাহা পরমানন্দ—পরমামোদের সহিত অতিগুহ্য আন্তর রাজ্যে অবস্থিতি করে। তাহা না হইলে নিদ্রার নিমিত্ত কেহ এত প্রার্থনা করিত না, এত লালায়িত হইত না, নিদ্রা ভঙ্গ হইলেও এত প্রব্যথিত হইত না। তবেই জানা গেল যে, নিদ্রাবস্থাতে "আমি" থাকি, এবং তখন এইস্থূল দেহের সহিত "আমার" কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না। "আমি" ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত ও পৃথকভাবে অবস্থিতি করি। এখন তুমি যদি একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হইলেই লিঙ্গ শরীরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। নিদ্রাবস্থায় স্থূল শরীর হইতে পৃথক রূপে যাহা অবস্থিতি করে, তাহাই সেই লিঙ্গশরীর, অথবা ইন্দ্রিয়গণ সমভিব্যাহৃত অন্তঃকরণের সমষ্টি। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণবর্গের মধ্যে মিলিয়া গিয়া একাভাব প্রাপ্ত হয় ("পরে দেবে মনস্যেকীভবন্তি" শ্রুতি) অন্তঃকরণ গুলিও সকলে একত্র হইয়া পরমানন্দে বিরাজ করিতে থাকে। সুষুপ্ত-স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতো-মুখঃ প্রাজ্ঞ-স্তৃতীয়ঃ পাদঃ" (শ্রুতি) সেই বস্তুর নামই লিঙ্গশরীর। সুতরাং নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতির দ্বারা লিঙ্গশরীরের সত্তা সপ্রমাণ হই-তেছে।

পাঠক! যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া থাক তবে আর এক প্রকার প্রমাণের কথা শুন। পরপুর প্রবেশ নামে যে ভারতের আপামর সাধারণ একটী কথা প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় তুমিও অবগত থাকিবে। যদি তাহাতে বিশ্বাস থাকে তবে তাহাও লিঙ্গশরীর সদ্ভাবের একটা প্রবলতম প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই দেহটা সবাকারে সংস্থাপিত করিয়া অন্যের মৃত শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তদাকারে জীবিত হইয়া উঠার নাম পরপুর প্রবেশ। ইহা যে প্রকারে সংসাধিত হয়, পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে তাহা বর্ণিত আছে। "বন্ধ-কারণ শৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ" (৩৭সূ) ইহার অর্থ এই,—লিঙ্গ শরীর এই স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেহ হইলেও অনেক দিনের বদ্ধমূল সংস্কারানুসারে উভয়ের অভেদ ভাব ঘটিয়া গিয়াছে, সেই জন্য সকলেই এই স্থূল দেহটাকে "আমি"র মধ্যে মিশাইয়া লইয়া সর্ব্বদা "আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছে। এই অভেদ ভাব হওয়ার নাম লিঙ্গ দেহের সহিত স্থূল দেহের বন্ধন। সেই চিরাভ্যস্ত বদ্ধমূল সংস্কার রাশিই ইহার কারণ। যাঁহারা সমাধিবলে সেই সংস্কার সমষ্টিকে ছিন্ন ভিন্ন রূপে শিথিল করিয়া ফেলিতে পারেন, এবং নিজ স্থূল দেহের মধ্যে যে সর্ব্বদা লিঙ্গশরীরের প্রচার হইতেছে, মস্তক হইতে হস্ততল পদতল পর্য্যন্ত গতিবিধি বা আকুঞ্চন প্রসারণ হইতেছে তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই দেহটি ফেলিয়া অনায়াসে লিঙ্গশরীরটি লইয়া অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলেই সেই দেহটা পরিত্যাগ করিয়া এই স্থূল দেহে প্রত্যুপ-স্থিত হইতে সমর্থ হয়েন।

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের জৈবনিক ইতিহাসে (শঙ্করদিগ্বিজয়ে) যে তাহার রাজকীয় শবদেহে প্রবেশের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছ, তাহাই এই ঘটনার ফল। আবার অন্যান্য মহাত্মগণের যে সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণের বিষয় শুনা যায় তাহাও এই ঘটনারই ফল। অতএব ইহার দ্বারাও লিঙ্গশরীরের সদ্ভাব সপ্রমাণ হইল।

এতদ্ব্যতীত, আমাদের সচরাচর মৃত্যুও এই লিঙ্গশরীর আর স্থূল শরীরের বিয়োগ ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লিঙ্গশরীরটি যখন এই দেহটা পরিত্যাগ করিয়া "কালবশে" বহির্গমন করে তখনই মৃত্যু হইল বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্র সমূহ এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং" (সাঙ্খ্যকারিকা) "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" (বেদান্ত দঃ)। সুতরাং ইহাও লিঙ্গ শরীর সদ্ভাবেরই প্রমাণ।

সর্ব্বশেষে আর একটি প্রমাণের বিষয় বলিতেছি, ইহার দ্বারাই বোধহয় পাঠকবর্গের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। পাঠক! তোমার জীবনের মধ্যে এমত ঘটনা কখন ঘটিয়াছে কি, যে, তুমি বাস্তবিক অদৃষ্ট পূর্ব্বক কোন স্থান বা কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছ বলিয়া মনে হইয়াছে কিম্বা কোন দিন স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ দর্শন হওয়ার স্মরণ হইয়াছে? তুমি একটু অভিনিবিষ্ট ভাবে স্মরণ করিয়া দেখ। আমার বিশ্বাস এরূপ ঘটনা তোমার, অনেক সময় ঘটিয়া থাকিবে। যদি নিতান্তই না হইয়া থাকে, তবে অন্য মনস্বী মানবদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে তাঁহারা নিজের মধ্যে এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যদিইহা সত্য হয় তাহা হইলেই লিঙ্গ শরীরের জাগ্রত অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতেছি,—কোন আশ্চর্য্যাবহ অথবা বিশেষ কোন রূপ দোষ বা গুণ সম্পন্ন

অর্থাৎ যে কোন রকমে মনের বিশেষ উদ্বোধনকারি কোন স্থানাদির কথা শ্রবণ করিলে,সম্ভব সত্তে, তাহার সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত মনের ঔৎসুক্য হওয়া স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। এই ঔৎসুক্য যদি অতি প্রবল ভাবে সমুন্নত হয় তবে সর্ব্বাবস্থায়ই তাহা মনোরাজ্য অধিকার করিয়া থাকে। অন্য কোন ঘটনা আসিয়া যতক্ষণ তাহা বিস্মৃত না করিতে পারে তত দিনই মনের মধ্যে আধিপত্য করিবে সুতরাং সপ্নাবস্থায়ও তাহার সংস্কারের ক্রিয়া হইতে থাকে অর্থাৎ সেইখানে গিয়া তাহা দেখিবার নিমিত্ত মনের মধ্যে এক প্রকার আবেগ হইতে থাকে। উক্ত আবেগ যদি তেমন বলবান না হয় তবে মন আপনার স্থানে থাকিয়াই সেই বস্তুর যথাশ্রুত স্মরণ করিতে থাকে। যাহার নামান্তর স্বপ্ন। এই স্বপ্নাবস্থার পর বাস্তবিক যদি কখনও ঐ বস্তুর সন্দর্শন ঘটে তাহা হইলেও অনেক সময়ে এমত মনে হয় যে, "ঐ বস্তুটি যেন অন্য কোন সময়ে দেখিয়াছিলাম' ইহাকে স্বাপ্নপ্রত্যভিজ্ঞা বলে, আবার স্বপ্ন দর্শন না হইয়া সেই পূর্ব্বের শ্রবণ কালে যে মনের মধ্যে উহার একটা কাল্পনিক চিত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার স্মরণ হইয়াও ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা উপস্থিত হইতে পারে। তাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ প্রত্যভিজ্ঞাই ভ্রম সম্বলিত,সুতরাং নিতান্ত অসম্পূর্ণ, কারণ এই প্রত্যভিজ্ঞা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ মূলক নহে। ইহা কেবল পূর্ব্বকল্পনা মূলক। লোকের মুখে বর্ণনা শুনিয়া সেই স্থান বা ব্যক্তিটার যেরূপ অবস্থাদি মনের কল্পনার দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রত্যভিজ্ঞায় স্ফুরিত হইতেছে। অবশ্যই সেই মনঃ কল্পিত চিত্রের সঙ্গে শেষের দৃষ্ট বিষয়ের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভব বটে, কেন না অন্য লোকের নিকট ইহার অবস্থাদি শুনিয়াই মনের চিত্র গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই চিত্র আর ঐ দৃশ্য সর্ব্বতোভাবে কদাপি এক বা সমান হইতে পারে না, সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি এমত্ মনে হয় যে "এই বস্তুটি পূর্ব্বে কখনো দেখিয়া থাকিব" তাহা হইলে ইহার মধ্যে ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা এতদুভয়ই বিমিশ্রিত থাকিল। কারণ লোকের মুখে শুনিয়া বা চিত্রপটে দেখিয়া উহার যে চিত্র মনের মধ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ইহার সম্পূর্ণ আদর্শও নহে, অথবা সর্ব্বতোভাবে যথার্থও নহে, এজন্য এই প্রত্যভিজ্ঞা সংশয়ের আকারে সমুত্থিত হয়, অর্থাৎ "ইহা হয়ত কোনখানে দেখিয়া থাকিব, বোধ হয় কোন দিন দেখিয়াছি" এইরূপ আকারে পরিণত হয় কিন্তু ঠিক ইহাই দেখিয়াছি এইরূপ নিশ্চয় ধারণা রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় কেবল সত্য দর্শনের পরে। যদি যথার্থই কোন বস্তুর দর্শন করিয়া কালান্তরে তাহার পুনর্দর্শন ঘটে,তবেই এরূপ অবধারিত প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিত হয়। বাস্তবিক এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লইয়াই আমাদিগের কথা, এবং প্রকৃত প্রসঙ্গের উপযোগিতা। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যভিজ্ঞা লইয়া নহে। এশরীরের দ্বারা বাস্তবিক পূর্ব্ব দর্শন না ঘটিলেও যে মধ্যে মধ্যে নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাই আমাদের লিঙ্গশরীরের অক্ষুণ্ণ প্রমাণ। ফলতঃ, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও তোমার অনেক বার ঘটিয়াছে। তুমি একটু নিপুণভাবে দেখিলেই তাহা স্মরণ করিতে পারিবে। এই নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা ভ্রান্তির চিহ্ন থাকে না। ইহা কল্পনামূলক মনের চিত্র ঘটিত নহে কিন্তু সাক্ষাৎ সন্দর্শন মূলক। তুমি ক্ষণকালের জন্য লিঙ্গশরীরের সহিত নির্গত হইয়া সেই স্থানে গিয়া কখনো উহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে, সেই জন্য নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আর কোন মতেই এই প্রত্যভিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না।

এইরূপ ঘটনার কারণ সেই মনের আবেগ। পূর্ব্বোল্লিখিত মতে সেই অন্য বর্ণিত বস্তুর সন্দর্শনের নিমিত্ত হৃদয়ের প্রবলতর আবেগ জন্মিলে তোমার নিদ্রাবস্থাতে তুমি লিঙ্গশরীর লইয়া সেই স্থানে গিয়া তাহার দর্শন করিয়াছিলে। উক্ত অতিপ্রবল আবেগই তোমার লিঙ্গশরীরকে এদেহ হইতে পৃথক করিয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিল। পরে সেই সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই আবার সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধকারণসংস্কারের দ্বারা এই দেহের মধ্যে প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থায় সমুপস্থিত হইল। তখন প্রকৃত নিদ্রা হইল। ঐ সময়ে যে ক্ষণকালের জন্য তুমি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলে, তখন সংস্কার নিবদ্ধ সম্বেগের বলে শরীরের শ্বাস প্রশ্বাসাদি হইয়াছিল, সেই জন্য তোমার মৃত্যু হইতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ ঘটনা অধিক সময় স্থায়ী হইলে শরীরের তাদৃশ ক্রিয়া হইতে পারে না, সুতরাং মৃত্যু ঘটিতে পারে। ফলতঃ তাহা হয় না। লিঙ্গশরীর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আবার প্রত্যাগত হয়। এইরূপে উল্লিখিত প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা লিঙ্গশরীরের সদ্ভাব সপ্রমাণ হয়। লিঙ্গশরীর না থাকিলে এরূপ ঘটনা কস্মিন্ কালেও সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে যতটুকু বলা হইল তদ্দ্বারাই বোধ হয়, ইহার ক্রিয়া বিষয়ে সন্দেহও নিরাকৃত হইয়াছে। কারণ যাহা অন্যত্র চলিয়া গিয়া দর্শনাদি কার্য্য সাধন করিতে পারে, অন্যের দেহে প্রবেশ করিতে পারে তাহাতে এই স্থূল দেহের মত ক্রিয়া কলাপের সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাহা না থাকিলে উল্লিখিত ব্যাপারাবলী কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব এবিষয় লইয়া আর আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করি না।

এখন লিঙ্গদেহের রূপের কথাটি বলিতে অবশিষ্ট থাকিল। পর পরিচ্ছেদে তাহা বলিব।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

পরকাল তত্ত্ব।

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গতবারে অন্যান্য আস্তিক এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ের পারলৌকিক বিশ্বাসের বিষয় আখ্যাত হইয়াছে। এবার আর্য্যজাতির দৃষ্টির বিষয় উত্থাপিত করিব। পরন্তু এব্যাপারটি বড় সহজ নহে, ইহা অতি দুরূহ বিষয়, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাও

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। ফাল্গুন ও চৈত্র।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শ্রী লক্ষ্মী-স্তোত্রং	... ...	১৬১
শৌচাচার	... ...	১৬২
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম	... ...	১৬৩
মনোজয়	... ...	১৬৫
ব্রাহ্মণ-রক্ষা	... ...	১৭৩
আমাদের চাই কি ?	শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ...	১৭৭
ব্রাহ্মণ-রক্ষার আবশ্যকতা	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ...	১৮১
এ কি ভারত না শ্মশান ?	... ...	১৮২
বিশেষ দ্রষ্টব্য	... ...	১৮৪
ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতাগণের নাম ও ধামাদি	... ...	১৮৫
ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি-ব্যবস্থা	... ...	১৮৬
ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তি-ব্যবস্থা	... ...	১৮৭
গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন	... ...	১৮৮
বিজ্ঞাপন	... ...	১৮৮

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৩ নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠী পত্রাদি ৬৩ নং আমর্হাষ্টষ্ট্রীটের ঠিকানায় না পাঠাইয়া, ৩ নং ভীমঘোষের লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী ও বেদব্যাস কার্য্যালয় ৩ নং ভীমঘোষের লেনে উঠিয়া আসিয়াছে।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, ফাল্গুন ও চৈত্র। | ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীলক্ষ্মী স্তোত্রং।

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব! ক্ষমাশীলে! পরাৎপরে!।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে! চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে!॥ ১
উপমে! সর্ব্বসাধ্বীনাং দেবীনাং দেবপূজিতে!।
ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃততুল্যং চ নিষ্ফলম্॥২
সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী।
রাসেশ্বর্যধিদেবি! ত্বং তৎকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ॥৩
কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বং চ ক্ষিরোদে সিন্ধুকন্যকা।
স্বর্গে চ স্বর্গ-লক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে॥৪
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মী র্দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বং চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ॥৫
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলকে রাধিকা স্বয়ম্।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বং চ বৃন্দাবনবনে বনে॥৬
কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডিরে চন্দ্রা চন্দনকাননে।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী॥৭
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতী বনে।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকী বনে॥৮
কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মী র্গৃহে গৃহে॥৯
ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ মনবস্তথা।
রুরুদুর্নম্রবদনাঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ॥১০
ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতং শুভম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈ সর্ব্বং লভেদ্ধ্রুবম্॥১১
অভার্য্যঃ লভতে ভার্য্যাং বিনীতাং চ সুতাং সতীম্।
সুশীলাং সুন্দরীং রূপামতিসুপ্রিয়বাদিনীম্॥১২
পুত্রপৌত্রবতীং শুদ্ধাং কুলজাং কোমলাং বরাম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বৈষ্ণবং চিরজীবিনম্॥১৩
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঞ্চ বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
ভ্রষ্টোরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ভ্রষ্টশ্রী র্লভতে শ্রিয়ম্॥১৪
হতবন্ধু র্লভেদ্বন্ধুং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ।
কীর্ত্তিহীনো লভেৎ কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং চ লভেৎ ধ্রুবম্॥১৫
সর্ব্বমঙ্গলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম্।
হর্ষানন্দকরং শশ্বৎ ধর্ম্মমোক্ষসুহৃৎপ্রদম্॥১৬
ইতি শ্রীদেবতাকৃত শ্রীলক্ষ্মীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

শৌচাচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলং।
প্রস্রবে চ শুচির্ব্বৎসশ্বা মৃগঃ গ্রহণে শুচি॥

স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি, আর পক্ষীগণ যে সকল ফল পতিত করে, সেই সকল ফলও শুদ্ধ। আর বৎসগণ মুখ দ্বারা দুগ্ধস্রাবিত করে বলিয়া সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না এবং মৃগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত হয়। গ-পু ১।২১৪।২৪।

উদকে চোদকস্থস্ত স্থলেষু স্থলজঃ শুচিঃ।
পাদৌ স্থাপ্যৌ চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥

জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলে সেই জল অশুদ্ধ হয় না এবং স্থলেতে কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হইতে পারে না। সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ঐ ২৫।

আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহশ্চ কালসম্ভবাঃ॥
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥

অপক্ব মাংস, ঘৃত, মধু, দ্রব দ্রব্য অন্ত্যজাতির ভাণ্ডে যাবৎ অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেই উহারা শুদ্ধ হয়। ঐ ৬০।

কালোঽগ্নিকর্ম্মমৃদ্বায়ুমনোজ্ঞানন্তপোজপঃ।
পশ্চাত্তাপোনিরাহারঃ সর্ব্বেষাং শুদ্ধিহেতবঃ।
অকার্য্যকারিণাং দীনং বেগোনদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ॥

কাল, অগ্নি, কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মনঃ, জ্ঞান, তপঃ, জপ, অনুতাপ ও নিরাহার, এই সকল সর্ব্ব প্রকার শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও বেগ নদীর শুদ্ধির কারণ হয়। গ-পু ১।১০৬।২০-২১।

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্শূদ্রাঃ কুৎসিতাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ।
জন্ম তেষাং ম্লেচ্ছযোনৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে যাহারা কুৎসিতাচারী ও শৌচবর্জ্জিত হয়, তাহারা সহস্র বর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৯০।

অশৌচন্তু প্রবক্ষ্যামি জন্মমৃত্যুনিমিত্তকম্।
যাবজ্জীবং তৃতীয়ন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥

জন্ম মৃত্যু নিমিত্ত যে এক প্রকার অশৌচ হয়, তাহা দ্বিতীয় বিধ। তৃতীয়, যাবজ্জীবন অশৌচ। এক্ষণে এই সকল অশৌচের বিষয় যথাক্রমে বলিতেছি। দ-সং ৬।১।

গ্রন্থার্থং যো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকী॥

যিনি সাঙ্গ, সকল্প ও সরহস্য বেদের পাঠ ও অর্থ অবগত আছেন, এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ, তিনি জননাশৌচভাগী হন না। ঐ ৮।

রাজর্ত্বিগ্দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

রাজা, যজ্ঞাদি কর্ম্মে দীক্ষিত ঋত্বিক্, বালক, দেশান্তরস্থ, ব্রতী ও যজ্ঞে প্রবৃত্ত, ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচের বিধি আছে। দ-সং-৬।৫।

একাহস্তু সমাখ্যাতোযোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বিত্রিচতুরহস্তথা॥

সাগ্নিক অথচ বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যাঁহারা তদপেক্ষা হীন ও হীনতর, তাঁহাদিগেয় ক্রমান্বয়ে দুই, তিন ও চারি দিনে অশৌচান্ত হয়। ঐ ৭।

শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥

বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে, এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়েন। ঐ ৮।

রাজ্ঞাং যুদ্ধেষু যজ্ঞাদৌ দেষান্তরগতেষু চ।
বালে প্রেতে চ ষণ্মাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

ক্ষত্রিয় যুদ্ধেও যজ্ঞাদিতে এবং দেশান্তরগমনে প্রাণত্যাগ করিলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। আর যণ্মাসের বালক মরিলেও জ্ঞাতিগণ সদ্যঃ শুদ্ধ হইয়া থাকেন। গ-পু ১।২১৪।৩৫।

অবিবাহা চ যা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবর্জ্জিতঃ।
জাতদন্তস্য বালস্য কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা॥
তেষাং শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ।
সূতায়াং মাসতুল্যাশ্চ চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা॥

অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষা বালিকা, ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা উক্ত আছে। কন্যাজননে সর্ব্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। গ-পু ১।২১৪।২৬-৩৭।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসংপাতে সূতকে মৃতকেপি বা।
নিয়মাশ্চ ন দূষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা॥

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচে দানধর্ম্মাদি পূর্ব্বাচরিত নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হইতে পারে না। ঐ ৩৮।

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজ নিমন্ত্রিতে।
পূর্ব্বসংকল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে॥

দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে শ্রাদ্ধের দেবব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতসূতকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ঐ ৩৯।

ভৃগ্বগ্নিপাশকাম্ভোভির্ম্মৃতানামাত্মঘাতিনাং।
পতিতানাঞ্চ নাশৌচং বিদ্যুচ্ছস্ত্রহতাশ্চ যে॥

যাহারা উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা যাহারা গলপাশে কিম্বা জলে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, সেই সকল আত্মঘাতী ও পতিতদিগের অশৌচ গ্রহণ করিবে না। আর যাহারা বিদ্যুৎপাত ও অস্ত্রাঘাতে মরে তাহাদিগেরও অশৌচ গ্রহণ করা অবিধেয়। অ-পু ১৫৭।৩২।

অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চ ভুঙ্‌ক্তেঽদত্ত্বাথ যঃ পুনঃ।
এবং বিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতং॥

যে ব্যক্তি স্নান করে না, জপ করে না, হোম করে না, দান করে না, কেবল ভোজনই করে, এবম্বিধ লোকের সর্ব্বদাই অশৌচ। দ-সং ৬।৯।

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ॥

বিশেষতঃ যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত, কদাচারী, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, বৈদিক ক্রিয়াহীন, মূর্খ (গায়ত্রী রহিত) ব্যসনাসক্ত, নিত্য-পরাধীন. শ্রদ্ধা (গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস) রহিত ও দান বিহীন, এই সকল ব্যক্তি যাবৎ ভস্মসাৎ না হয় তাবৎ অশুচি। ঐ ১০।১১।

দানং প্রতিগ্রহোহোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে।
দশাহাত্তু পরং শৌচং বিপ্রোঽর্হতি চ ধর্ম্মবিৎ॥

অশৌচ হইলে দান, প্রতিগ্রহ, হোম, বেদাধ্যায়নাদি কর্ম্মে বিরত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশাহের পর শুদ্ধ হইবেন, তখন তিনি দেবার্চ্চনাদি বৈদিক কার্য্যে অধিকারী হইবেন। দ-সং ৬।১৫।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নান্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা॥

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, এই তিনটী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর চতুর্থ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নাই। কিন্তু আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে অন্য ধর্ম্মেরও আশ্রয় লইতে পারে।

যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপরিগ্রহঃ।
এবা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তিত হইতেছে, যাজন (সাধু ব্যক্তির পৌরহিত্য) অধ্যাপন, এবং পবিত্র প্রতিগ্রহ (যাচনাদি রহিত ভাবে সৎব্যক্তির নিকট হইতে সাধুভাবে দান গ্রহণ) এই তিনটীই ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্যাপ্যয়ং ত্রিধা।
ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ ক্ষিতে রক্ষা শস্ত্রাজীবঞ্চ জীবিকা॥

ক্ষত্রিয়ের দান, অধ্যয়ন, এবং যজ্ঞ এই তিনটীই ধর্ম্ম এবং পৃথিবী রক্ষা, ও অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনাই জীবিকা।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিধৈব সঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা॥

দান, অধ্যয়ন, এবং যজ্ঞ এই তিনটী বৈশ্যের ধর্ম্ম, বানিজ্য, পশুপালন এবং কৃষিকর্ম্ম এই তিনটী জীবিকা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধা ময়া।
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোপি জীবিকা কারুকর্ম্ম চ।

দান, যজ্ঞ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের শুশ্রূষা, এই তিনটী শূদ্রের ধর্ম্ম, এবং শিল্প কর্ম্ম ইহাদের জীবিকা।

তদ্বদ্দ্বিজাতিশুশ্রূষা পোষণং ক্রয়বিক্রয়ৌ।
বর্ণধর্ম্মাস্ত্বিমে প্রোক্তাঃ শ্রূয়ন্তাং চাশ্রমাশ্রয়াঃ॥

শূদ্রগণের দ্বিজাতিশুশ্রূষা, পশু রক্ষা, এবং ক্রয় বিক্রয়ও জীবিকা বলিয়া পরিগণিত। ইহাই বর্ণধর্ম্ম বলা হইল, এখন আশ্রমের ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

স্ববর্ণধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নাতি নচ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ॥

স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরায়ণ ব্যক্তি সম্যকরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে মৃত্যুর পরে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে।

যাবত্তু নোপনয়নং ক্রিয়তে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কামচেষ্টোক্তিভক্ষশ্চ তাবদ্ভবতি পুত্রকঃ॥

বৎস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যাবৎ পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ ইচ্ছানুসারে ব্যবহার, সংলাপ ও ভক্ষণাদি করিতে পারে। ব্রাহ্মণাদি উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করিতে পারিবে, ইহা যেন কেহ না বুঝেন। যথেচ্ছ ব্যবহার— যেমন, ব্রাহ্মণে দিন রাত্রিতে দুইবারের অতিরিক্ত ভোজন করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু অনুপনীত ব্রাহ্মণ তিনবার ও খাইতে পারিবে ইত্যাদি।

কৃতোপনয়নঃ সম্যক্ ব্রহ্মচারী গুরোর্গৃহে।
বসেৎ তত্র চ ধর্ম্মোঽস্য উচ্যতে তৎ নিবোধ মে॥

দ্বিজাতিগণ উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু গৃহে বাস করিবেন। গুরু গৃহে বসতি কালে যাদৃশ ধর্ম্মের অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোর্নিবেদ্য তচ্চান্নমনুজ্ঞাতেন সর্ব্বদা।
গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্ প্রীত্যুপপাদনং॥

ব্রহ্মচারী নিত্য স্বাধ্যায় পাঠ, অগ্নিসেবন, স্নান, ভিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন, গুরুকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা অন্নভক্ষণ, গুরুর কার্য্যে উদ্যোগ, তাঁহার প্রীতিসমুদ্ভাবন এই সমস্ত কার্য্য করিবে।

তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরোনান্যমানসঃ।
একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্ম্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতোঽথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ।
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থং স্বেচ্ছয়াত্মনঃ॥

গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অনন্যমনে একাগ্রভাবে পাঠ করিবে। এইরূপে গুরুর মুখ হইতে যথাসম্ভব এক, দ্বি, বা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করতঃ গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বন্দনাপুরঃসর দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর যদি গৃহস্থাশ্রমে অভিলাষ থাকে, তবে গৃহস্থাশ্রমই অবলম্বন করিবে,

আর যদি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা বাসনা ও আশক্তি ক্ষীণ হইয়া উহাতে অনুরক্তি না থাকে, তবে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে, যদি তাহাতেও চিত্ত বিরক্ত হইয়া থাকে, তবে চতুর্থ ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিবে। এই যে আশ্রমের বিভাগ করা হইল, ইহা নিজের অধিকারানুসারে গ্রহণ করিতে হয়, ইচ্ছা হইলেই এক আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তরের গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

অত্রৈব বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ।
গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতং বিনা।
শুশ্রূষুর্নিরভিমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ॥

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, তাঁহারা গুরুগৃহেই বাস করিতে পারেন। যদি গুরুর অভাব হয়, তবে গুরুপুত্রে, গুরুপুত্রের অভাবে গুরুর প্রধান শিষ্যের শুশ্রূষাকামী হইয়া নিরভিমান চিত্তে সেই আশ্রমেই বাস করিবেন।

উপাবৃত্তস্ততস্তস্মাৎ গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়া।
ততোঽসমানর্ষিকুলাং তুল্যাং ভার্য্যাম্বরোগিণীং।
উদ্বহেৎ ন্যায়তোঽব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণাৎ॥

আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহী হইতে ইচ্ছু, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহের নিমিত্ত অসমান গোত্র প্রবর, ব্যাধিরহিতা, আত্মতুল্যা, অব্যঙ্গা স্ত্রীকে ন্যায় অনুসারে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে।

স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধা পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
সম্যক্‌সম্প্রীণয়ন্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চাশ্রিতাংস্তথা॥
ভৃত্যাত্মজান্ জাময়োথ দীনান্ধপতিতানপি।
যথা শক্ত্যান্নদানেন বয়াংসি পশবস্তথা॥

নানাপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তির অবলম্বন না করিয়া নিজ কর্ম্মোপাত্ত ধনের দ্বারা পিতৃ, দেব, এবং অতিথিগণকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্প্রীণিত করিবে এবং আশ্রিতগণকে পোষণ করিবে। আর ভৃত্য, পুত্র, দীন, অন্ধ, পতিত, পক্ষী, এবং পশুদিগকে যথাশক্তি অন্নদানের দ্বারা পোষণ করিবে।

এষ ধর্ম্মোগৃহস্থস্য স্বদারাভিগমস্তথা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু যথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ॥

ঋতুকালে পত্নীতে অভিগমন করাও গৃহস্থের একটী ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং পঞ্চযজ্ঞ ও গৃহস্থের ধর্ম্ম জানিবে।

পিতৃদেবাতিথিজ্ঞাতিভুক্তশেষং স্বয়ং নরঃ।
ভুঞ্জীত চ সমং ভৃত্যৈর্যথা বিভবমাদৃতঃ॥

পিতৃ, দেব, অতিথি এবং জ্ঞাতিগণের ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য ভৃত্যবর্গের সহিত অতি আদর পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থস্যাশ্রমোময়া,
বাণপ্রস্থস্য ধর্ম্মং তে কথয়াম্যবধার্য্যতাং॥

বৎস! সামান্যভাবে গৃহস্থাশ্রমের ইতি কর্ত্তব্যতা তোমায় বলিলাম, এখন বানপ্রস্থাশ্রমের বিষয় অবধারণ কর।

অপত্যসন্ততিং দৃষ্ট্বা প্রাজ্ঞোদেহস্য চানতিং।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণাৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অপত্যবান হইয়া দেহের অবনতি হইলে অর্থাৎ দেহ যখন ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন আত্মার শুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থ আশ্রমে গমন করিবেন।

তত্রারণ্যোপভোগশ্চ তপোভিশ্চানুকর্ষণং।
ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়া॥

বনবাসী হইয়া আরণ্য ফলাদি উপভোগ, তপস্যা দ্বারা শরীরের অনুকর্ষণ, ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, পিতৃগণ দেবগণ, ও অতিথিগণের সেবা করিবে।

হোমস্ত্রিসবন স্নানং জটাবল্কলধারণং।
যোগাভ্যাসঃ সদা চৈব বন্যস্নেহনিষেবণং॥

হোম, ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, জটাবল্কল ধারণ, যোগ্যাভ্যাস এবং বন্য স্নেহের (ইঙ্গুদীতৈল) নিষেবণ করিবে।

ইত্যেষ পাপশুদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চোপকারকঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমস্তস্মাৎ ভিক্ষোস্তু চরমোপরঃ॥

পাপশুদ্ধির কারণ আত্মোপকারক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কথিত হইল, অতঃপর চরম ভৈক্ষ আশ্রম কথিত হইতেছে।

চতুর্থস্য স্বরূপন্তু শ্রূয়তামাশ্রিমস্য মে।
যঃ স্বধর্ম্মোঽস্য ধর্ম্মজ্ঞৈঃ প্রোক্তস্তাত! মহাত্মভিঃ॥

হে তাত! চতুর্থ আশ্রমের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাগণ ইহার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমকোপিতা।
যতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং॥

ভিক্ষু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস করিবেন। এক আবাসে অনেক দিন বসতি করিবেন না।

অনারম্ভস্তথাহারো ভৈক্ষান্নেনৈককালিনা।
আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা তথাচাত্মাবলোকনং॥

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা এক কালে আহার করিবেন। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া নিধিধ্যাসনের দ্বারা আত্ম প্রত্যক্ষ করিবেন।

চতুর্থেত্বাশ্রমে ধর্ম্মো মমায়ং তে নিবেদিতঃ।
সামান্যমন্যবর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ মে শৃণু॥

চতুর্থ আশ্রমের ধর্ম্ম তোমায় বলা হইল, সমস্ত আশ্রমী এবং সমস্ত বর্ণের যাহা সামান্য ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যং শৌচং অহিংসা চ অনসূয়া তথাক্ষমা।
আনৃশংস্যমকার্পণ্যং সন্তোষ শ্চাষ্টমোগণঃ॥

সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, পরপীড়া রাহিত্য, অকৃপণতা, সন্তোষ, এই আটটী সকল আশ্রমী ও বর্ণের সামান্য ধর্ম্ম।

এতে সংক্ষেপতঃ প্রোক্তাধর্ম্মা বর্ণাশ্রমেষু তে।
এতেষু চ স্বধর্ম্মেষু স্বেষু তিষ্ঠেৎ সমন্ততঃ॥

তোমাকে বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিলাম, এই সমস্ত স্বকীয় ধর্ম্মে সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকিবে।

যশ্চোল্লঙ্ঘ্য স্বকং ধর্ম্মং স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিতং।
নরোঽন্যথা প্রবর্ত্তেত সদণ্ড্যোভূভৃতোভবেৎ॥

যিনি স্বীয় বর্ণও আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যভাবে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে রাজা দণ্ড করিবেন।

যে চ স্বধর্ম্মসন্ত্যাগাৎ পাপং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
উপেক্ষতস্তান্ নৃপতে রিষ্টাপূর্ত্তং প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগকে রাজা উপেক্ষা না করিয়া দণ্ড করিবেন। যে রাজা ইহাদিগকে উপেক্ষা করেন, তাঁহার ইষ্টাপূর্ত্ত জনিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

যৎ কার্য্যং পুরুষাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমনুবর্ত্ততাং।
বন্ধশ্চ স্যাদকরণে ক্রিয়ায়া যস্য চোচ্ছ্রিতিঃ॥
উপকারায় যন্নৃণাং যচ্চ বর্জ্জ্যং গৃহে সতা।
যথাচ ক্রিয়তে তন্মে যথাবৎ পৃচ্ছতোবদ॥

ইদানীং গৃহস্থাশ্রমী পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা না করিলে আত্মার বন্ধনই হইয়া থাকে, যাহা মানবের উপকারক, এবং বর্জ্জনীয়, সেই সমস্ত আমার প্রশ্ন অনুসারে আপনি বলুন।

বৎস! গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতং॥

বৎস! মানব গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত জগৎ রক্ষা করেন, সেই কারণে প্রকৃত গৃহস্থ আপন অভীপ্সিত লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন।

মনোজয়।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ, এবং পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (স্ত্রী বা পুং চিহ্ন) হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচ, এতদুভয়ে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। ম-সং ২।৯০।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষতে॥

পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপূর্ব্বক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। ঐ ৯১।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়; মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক হয়। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয়ের একমাত্র মনই নিয়ন্তা হয়েন। সেই মন হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থিত হয়েন এবং তাঁহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, যেহেতু ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আন্তরিক কার্য্যে তিনি স্বাধীন এবং বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়পরাধীন হয়েন। আর রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হয়, অথবা যাহাদিগকে লইয়া কার্য্য করা যায়, তৎসমূহের নাম বিষয়। ঐ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণেতে অর্পিত হইলে সেই পূর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন তাহাদিগের দোষ ও গুণ বিচার করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই মনের সত্ব, রজঃ এবং তম এই তিন প্রকার গুণ আছে; সেই সকল গুণদ্বারা মন বিকৃত হয়েন। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি মনের সত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক প্রযত্ন ইত্যাদি মনের রজোগুণের বিকার। আলস্য, ভ্রান্তি এবং তন্দ্রা ইত্যাদি মনের তমোগুণের বিকার। কাম ক্রোধাদি দোষবিশিষ্ট মনই পাপকার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপদ্বারা লিপ্ত হয় না। যথা,—মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ। মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুন্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥ জ্ঞা-সংত ৪৫। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। ম সং ২।৯২

ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহিতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ॥

ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১১।১৯।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছন্ত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ॥

ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে রাগ দ্বেষাদিরূপ দোষ সকল প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ঐ ২১।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥

যেমন সারথি অশ্বগণের নিয়ামক হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয় সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে (দমনে) যত্নবান্ হইবেন। ম-সং ২।৮৮।

রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টনাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলৈঃ সদশ্বৈর্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত (বশীকৃত) ও সদশ্ব-সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন। ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১১।২৩।

যস্নামাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম্।
যো ধীরো ধারয়েদ্রশ্মীন্ স স্যাৎ পরমসারথিঃ॥

যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, এবং যিনি একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি। ঐ ২৪।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ধ্রুবং॥

যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথি মধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ ২৫।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

বিষয়ে ঐকান্তিক আসক্তি প্রযুক্ত দুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না।
ম-সং ২।৯৭।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥

কামবশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি পঞ্চবিধ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত একান্ত আসক্ত হইবে না; বিষয় সকল অস্থির এবং স্বর্গ ও মোক্ষের বিরোধী হয়, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। ম-সং ৪।১৬।

আত্মাধীনঃ পুমান্ লোকে সুখী ভবতি নিশ্চিতং।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ।
তথা চ বিষয়াধীনো দুঃখী ভবতি নিশ্চিতং॥

আত্মাধীন পুরুষ নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ। সেই শব্দস্পর্শাদি বিষয়াধীন মনুষ্য নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করে,
গ-পু ২।২।১৭।

জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্ রাগদ্বেষোহথ জায়তে।
লোভোমোহঃ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশ্চরেৎ॥

যাহারা শব্দাদি বিষয় সকল জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি জন্মে; তখন তাহারা লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে।
গ-পু ১।২২৭।৬।

হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্‌চতুর্থী চতুষ্টয়ং।
এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধঃ॥

যাহার হস্ত, উপস্থ, উদর ও জিহ্বা এই চারিটী ইন্দ্রিয় সংযত থাকে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। ঐ ৭।

পরবিত্তং ন গৃহ্নাতি ন হিংসাং কুরুতে তথা।
নাক্ষক্রীড়ারতো যস্ত হস্তৌ তস্য সুসংযতৌ॥

যে ব্যক্তি পরবিত্ত গ্রহণ করেন না, কোন প্রকার হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হন না এবং অক্ষক্রীড়াতে আশক্ত হন না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসংযত বলা যায়। ঐ ৮।

পরস্ত্রীবর্জ্জনরতস্তস্যোপস্থং সুসংযতং।
অলোলুপমিদং ভুঙ্‌ক্তে জঠরং তস্য সংযতং॥

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরত থাকে, তাহারই উপস্থ সুসংযত বলা যায়। - আর যে ব্যক্তি অলোলুপ হইয়া ভোজন করে, তাহার উদরকেই সংযত বলা যায়। ঐ ৯।

সত্যং হিতং মিতং ব্রুতে যস্মাদ্বাক্ তস্য সংযতা।
যস্য সংযতান্যেতানি তস্য কিং তপসাধ্বরৈঃ॥

যিনি হিত, পরিমিত ও সত্য বাক্য বলেন, তাঁহার জিহ্বাই সংযত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ফলতঃ যে ব্যক্তির উক্ত হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাঁহার তপস্যা ও যাগ-যজ্ঞাদিতে কোন প্রয়োজন নাই। গ-পু-১।২২৭।১০।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥

যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহার সেই গৃহে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থই বিরাজমান্ থাকেন। ব্যা-সং ৪।১৩।

বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

বিষয়ানুরাগী লোকদিগের বনেতেও দোষের প্রভুত্ব হয়, অতএব গৃহবাসী হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করাই তপস্যা। যে ব্যক্তি অকুৎসিত অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বিরাগী লোকের গৃহই তপোবন। গ-পু ১।১১৩।১০।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতার্পণের ন্যায় তাহা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দেখ, যদি এক জনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। ম- সং ২।৯৪।

সর্ব্ব এব হি সৌখ্যেন সঙ্কটান্যবগাহতে।
এষ এব হি লোভস্য কার্য্যোহয়মতিদুষ্করঃ॥

সকল লোকই সুখের লালসায় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইটী লোভের কার্য্য। মনুষ্য লোভপরতন্ত্র হইলেই দুষ্করকার্য্য করিয়া থাকে।
গ-পু ১।২১৩।১১।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর এব চ॥
রাগদ্বেষানৃতক্রোধা লোভমোহমদোজ্‌ঝিতঃ।
যঃ স শান্তঃ পরং লোকং যাতি পাপবিবর্জ্জিতঃ॥

মনুষ্যের অন্তঃকরণে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে। লোভ বশতঃ মনুষ্য হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মোহ,মায়া, অভিমান, মাৎসর্য্য, রাগ,দ্বেষ, মিথ্যা আচরণ, এই সমস্তই লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে শান্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার পাপবিহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অজ্ঞানতাকে মোহ এবং পরবঞ্চনেচ্ছাকে মায়া কহে। অহঙ্কারকে অভিমান বলে। অহঙ্কার দ্বারাই "আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে, ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম। ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকে পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর কহে, যেমন জলপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর অভিমুখে গমনোদ্যত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উদাসীন ব্যক্তির নিবারণেচ্ছা। সুখকর বিষয়ে অন্তঃকরণের অভিলাষকে রাগ কহে। দুঃখজনক

বিষয়ে যে বিদ্বেষ ভাব তাহাকে দ্বেষ কহে এবং অসত্য ব্যবহারের নাম মিথ্যা আচরণ।
গ-পু ১।২১৩।১২-১৩।

সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ছেত্তারঃ সংশয়ানাঞ্চ ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ॥

মহা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বহু-শ্রুত ও সমস্ত সংশয়-ছেদনক্ষম ব্যক্তিও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করে এই বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি রহস্যজনক জ্ঞানগর্ভ উপন্যাস কথিত হইতেছে। কোন সময়ে এক সুপণ্ডিত ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার তীর্থ পর্য্যটনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে নানা তীর্থ ও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালে এক দিন পথ-ভ্রমে এক প্রাচীন নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নগরটী অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য অট্টালিকা সকল জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে; কোন বাড়ীতেই মনুষ্যের সমাগম নাই এবং কোথাও কোন মনুষ্যের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ-পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল, তাহা বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরিভাগে একটী মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি মানুষের মুখ দেখিতে পান নাই; ঐ লোকটী অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্র, তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিকেই ধাবমান্ হইলেন। ক্রমে সেই বাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অট্টালিকাটী অতিশয় সুন্দরও পরম রমণীয়; ইহার চতুর্দ্দিক বিচিত্র ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রাচারের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে এক একটী সুসজ্জিত বৃহৎ দ্বার, চারিদিকে সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কৃত পথ এবং পথের দুই পার্শ্বে মনোহর পুষ্পোদ্যান সৌগন্ধ ও শোভা বিস্তার করিতেছে। যে গৃহের বাহিরে এত শোভা, না জানি তাহার অভ্যন্তরে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তখন তিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে তথাকার দ্বাররক্ষক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন," এই বলিয়া একটী সুরাপূর্ণ-কাচপাত্র হস্তে করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া কহিল, "ইহাতে কি আছে, দেখিতে পান?" ব্রাহ্মণ সেই সুরাপাত্র দর্শন করিবামাত্র, পাছে সুরার ঘ্রাণ শরীরে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আপনার নাসারন্ধ্র শীঘ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি, উহা সুরা।" দ্বারপাল কহিল, "মহাশয় এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে এক পাত্র সুরা পান করিতে হয়। দেখুন, ইহা সামান্য লোকের বাটী নহে, ইহাতে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, ইহার অবারিত দ্বার, ইহার মধ্যে কাহারও যাইবার নিষেধ নাই এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে লোকের এত আনন্দ লাভ হয়, যে তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, অধিক কি বলিব, যে সকল মহাত্মা ইহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই প্রাণান্তেও ইহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমাদের প্রভুর এমন আজ্ঞা আছে যে, একপাত্র সুরাপান না করিলে কেহই এই দ্বার দিয়া বাটীর ভিতরে যাইতে পারিবে না।" সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সুরাপান করা দূরে থাকুক, কখন স্পর্শও করেন নাই। সুতরাং তিনি নিরাশ হইয়া বিষণ্ণভাবে সেই দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্য দ্বার দিয়া যাইবার মানস করিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, এক জন আরক্ত চক্ষু, কাল ঘন শ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলও দীর্ঘাকার কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারী যবন একখানি সুশাণিত ছুরিকা হস্তে লইয়া গোমাংস ছেদন করিতেছে। এই ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র দ্বিজকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যবন তাঁহাকে দেখিয়া অতি সত্বরে দ্বারের বাহিরে গিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আসুন, এখানে আস্‌তে আজ্ঞা হয়; বোধ করি আপনি এই বাটীমধ্যে যাইবার অভিলাষ করেন, আপনার ভয় নাই, আপনি অনায়াসে যাইতে পারিবেন।" এই বলিয়া যবন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরাইল এবং সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে আহ্লাদযুক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, এবার বাটীর মধ্যে যাইবার সুবিধা হইল।" কিন্তু যবন সেই সময়ে একপাত্র সুপক্ক গোমাংস তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিল, "মহাশয়! এই টুকু আহার করিয়া বাটীর ভিতর গমন করুন।" তাহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ অমনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহো! আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কোন্ সাহসে গোমাংস ভক্ষণ করিব? এমন কুকর্ম্ম আমি কখনই করিতে পারিব না!" যবন উত্তর করিল "মাংস ভক্ষণ না করিলে এই দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে কাহারও প্রতি আমার প্রভুর আদেশ নাই। তখন ব্রাহ্মণ এ দিকেও নিরাশ হইয়া উত্তর দ্বারে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অপর একটী অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। এক পরমাসুন্দরী যুবতী রমণী মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় অবনত মস্তকে সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সেই রমণী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! এ বাটীর অবারিত দ্বার, ইহার ভিতরে যাইতে কাহারও বাধা নাই; কিন্তু আমার প্রভুর আদেশ আছে যে, আমাকে সহচরী না করিলে কেহই এ দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি আমাকে সহচরী করিয়া স্বচ্ছন্দে এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করুন। আমি আপনার সমভিব্যাহারে থাকিয়া আপনাকে ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী বিচিত্র কার্য্যসকল প্রদর্শন করিব।" যুবক ব্রাহ্মণের চরিত্র অত্যন্ত সৎ ছিল; পরস্ত্রী গমন করা দূরে থাকুক, তিনি কখন পরস্ত্রীর মুখও

দর্শন করিতেন না। তিনি ঐ স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "আমার একবার বিবাহ হইয়াছে; সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমানে অন্য দার পরিগ্রহ করিলে গুরুতর পাপাচরণ করা হয়, অতএব এমন অসৎকর্ম্মে যেন কখন আমার প্রবৃত্তি না হয়।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্বার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাহ্যাড়ম্বরশালী আপাত মনোহর ভবনের আভ্যন্তরিক শোভা দর্শনের লালসা ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে, তিনি তাহাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গমন করিতে করিতে পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, ভদ্রলোকের ন্যায় এক ব্যক্তি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি শয়ান রহিয়াছে। সে ব্যক্তি ঐ বিদেশী যুবক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন? ব্রাহ্মণ তাঁহার ভদ্রতা দেখিয়া ভাবিলেন, "বুঝি এই বার আমার আশা পূর্ণ হইল" এবং ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি এই বয়সে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক উত্তম উত্তম পুরী দেখিয়াছি কিন্তু এমন মনোহর পুরী কোথাও দেখি নাই! আবার শুনিতে পাই যে, ইহার বাহ্য শোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক শোভা শতগুণে উৎকৃষ্ট; আরও শুনিতে পাই যে, ইহার ভিতরে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে মনুষ্যের চতুর্ব্বর্গলাভ হয়।" সেই ভদ্রলোকটী ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়! আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে, সকলই সত্য; আর ইহাতে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য নহে, আপনি অনায়াসেই যাইতে পারিবেন, কেহ নিবারণ করিবে না; কিন্তু আপনি এক কার্য্য করুন। এই যে তরবারিটী দেখিতেছেন, আপনি ইহা গ্রহণপূর্ব্বক ইহা দ্বারা অগ্রে আমার মস্তকটী ছেদন করুন, তাহা হইলে আপনি এই বাটীতে প্রবেশ করিতে পাইবেন। দেখুন যখন আমাদের রাজারই এইরূপ আদেশ, তখন ইহা পাপাচরণ বলিয়া অণুমাত্রও আশঙ্কা করিবেন না।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন এবং এখানে থাকা আর কর্ত্তব্য নহে, এই ভাবিয়া ত্বরায় সেই দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে তাঁহার অন্তঃকরণ এত বিচলিত হইয়া পড়িল যে, তিনি তখন কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া এক প্রকার উন্মত্তের ন্যায় হইলেন এবং আপনার মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা,—সুরাপান, গোমাংসভক্ষণ, পরদার গমন এবং নরহত্যা, এই চতুর্ব্বিধ পাপের মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর পাপ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আমাদের এই দেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বদেশেই সুরাপান প্রচলিত আছে। আর পুরাণাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে এদেশেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যজ্ঞাদিতে সুরাপানের রীতি বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। পরন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছিলেন যে, "যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পশ্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ"। অর্থাৎ অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। তদবধি এ দেশীয় লোকেরা সেই শাপানুসারে মহাপাতক জন্মিবার ভয়ে সুরাপানে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়াই সুরাপান দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে এবং মত্ততা প্রযুক্ত সুরাপায়ী ব্যক্তির অশেষ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতই পূর্ব্বকালীন শাস্ত্রকারেরা পঞ্চবিধ মহাপাতকের মধ্যে সুরাপানকেও একটি মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেবল তাঁহাদিগের শাসন বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা একবার মাত্র অল্প পরিমাণে সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, এ কথা নিতান্ত অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, এই সুরা অমৃত তুল্য ও পরম স্বাস্থ্যকরী যেহেতু নিদানে লিখিত আছে,—"কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং॥ প্রাণাঃপ্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং॥ বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথা বলং। প্রহৃষ্টো যঃ বিবেন্মদ্যং তস্যস্যাদমৃতোপমং॥ * * * বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পানান্ননিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ। সংপাঠগীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোত্তিরম্যঃ প্রথমো মদোহি॥ অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্বিচেষ্টঃ, সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ। আলস্যনিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥ গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ, খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসঙ্গঃ। ব্রূয়াশ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি, মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥ চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ। কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্যপরে মৃতঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যের পক্ষে অন্ন পানাদি যেরূপ উপকারী, সুরাও তদ্রূপ উপকারী। কিন্তু উপকারী হইলেও উহা বিধিপূর্ব্বক সেবিত না হইলে রোগ উৎপাদন করে এবং বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়, যেমন প্রাণনাশক বিষ অবস্থানুসারেও মাত্রানুযায়ী সেবন করিলে শরীরের রোগকে বিনষ্ট করিয়া পুষ্টি সম্পাদন করে। এমন কি, যে অন্ন প্রাণীদিগের জীবন, তাহাও অধিক পরিমাণে ভক্ষিত হইলে জীবন নাশ করে। যথাকালে পরিমাণানুসারে এবং বিধিপূর্ব্বক হিতকারী (স্নিগ্ধকর) দ্রব্যের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সুরাপান করিলে ঐ সুরা অমৃতের ন্যায় বলকারক হয়। সুরা প্রথম মাত্রা সেবনে বুদ্ধি, স্মৃতি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধ্যয়ন ও গান করিবার শক্তি জন্মায়; দ্বিতীয় মাত্রা সেবনে—বুদ্ধি, স্মৃতি ও বাক্‌শক্তির অল্পতা জন্মায় এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; তৃতীয় মাত্রা সেবনে সুরাপায়ী ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অগম্যাস্ত্রীতে গমন, অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন এবং গুপ্তকথা প্রকাশ করে, গুরুজনদিগকে মান্য করে না এবং শরীর রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়; চতুর্থ মাত্রা সেবনে মদ্যপায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া মৃত ব্যক্তির ন্যায় পতিত থাকে। এই প্রকারে লোভোপহতবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ মনে মনে নিদানোক্ত মদ্যের গুণাগুণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে এই মীমাংসা করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম মাত্রার অর্থাৎ অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিলে কোন দোষ বা পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি আপনার মনকে এই রূপে প্রবোধিত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিলেন এবং একেবারে দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "ওহে বাপু! আমাকে কিঞ্চিৎ মদ্য দাও, আমি তাহা খাইয়া এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিব।" এই কথা শুনিয়া দ্বারপাল অতিশয় আনন্দিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া একপাত্র সুরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং তিনিও তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে পান করিয়া পরমানন্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে না করিতেই তাঁহার বিলক্ষণ মত্ততা জন্মিল। তখন তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে গোমাংস ভক্ষণ, পরদার গমন ও নরহত্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিলেন। আর তিনি প্রাণান্তেও সেই বাটীর বাহির হইতে চাহিলেন না। আপনার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই ভুলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বে যাহাকে দেখিবামাত্র বস্ত্রদ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়াছিলেন এবং পরেও যাহাকে আপনার বিচারে লঘু পাপ বা পাপ নহে অথচ পরম হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই প্রভাবে—সেই একবিন্দু সুরার প্রভাবে—জগতস্থ কোন পাপের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটী করিলেন না।

অতএব একমাত্র লোভই মনুষ্যের যাবতীয় অনিষ্ট সাধন করে। মহাভারতে কথিত আছে, যে, "লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদারিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা-শ্রবণ-প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ, ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন।" শান্তিপর্ব্ব ১৫৮ অধ্যায়।

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

লোভে বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং লোভে তৃষ্ণা (আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে) জন্মে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহ ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। হি-উ।

তৃষ্ণয়া চাভিভূতস্তু নরকং প্রতিপদ্যতে।
তৃষ্ণামুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে॥

যে সকল মনুষ্য তৃষ্ণাতে অভিভূত, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করে। গ-পু ২।২।১৬।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥

মূঢ় ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদৃশ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন। বি-পু ৪।১০।১২।

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি॥

মনুষ্য জীর্ণ হইলে মস্তকের কেশ জীর্ণ (পক্ক) হয়, আর মনুষ্য জীর্ণ হইলে দন্ত জীর্ণ হয়, পরন্তু মনুষ্য জীর্ণ হইলেও ধনাশা ও জীবিতাশা কখনই জীর্ণ হয় না। ঐ ১৩।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ॥
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং নাশা তৃপ্যতি সম্পদা॥

অগ্নির যেমন কাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের যেমন নদীতে পরিতোষ হয় না এবং যমের যেমন সর্ব্বপ্রাণীতেও পরিতৃপ্তি হয় না, আশারও সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তিতেও সন্তোষ জন্মে না। না-প ১।১৪।৯৯।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতং।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতং॥

সেই ব্যক্তিই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছে ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, যে ব্যক্তি আশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া নৈরাশ্যকে অবলম্বন করিয়াছে। হি-উ।

ন যোজনশতং দূরং বাধ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ॥

যাহার মানস তৃষ্ণার বশীভূত, তাহার পক্ষে শত যোজনও দূর নহে, কিন্তু সন্তুষ্ট ব্যক্তির করস্থিত অর্থেও আদর নাই। ঐ।

বিপাকে দুঃখকামস্য নাধুনা সর্ব্বদেহিনাম্।
বিপাকেঽপ্যধুনা ক্রোধঃ সর্ব্বদা দুঃখদঃ স্মৃতঃ॥

জীবের চিত্তক্ষেত্রে যখন কাম সমুদ্ভূত হয়, তখন সে কষ্টকর হয় না; কিন্তু ক্রোধ রিপু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই দুঃখদ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ রসাদি বিষয় লাভার্থ অন্তঃকরণের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে কাম কহে। ইহা ইচ্ছা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, আশা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানাবিধ শব্দে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অভিলষিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়

লাভে বঞ্চিত বা অসমর্থ হইলে অন্তঃকরণে যে তাপ সমুদ্ভূত হয় তাহাকে ক্রোধ বলে। আত্ম-পু ২।১৭১।

জায়তে যত্র স ক্রোধস্তং দহেদেষ সর্ব্বতঃ।
বিষয়ং চ ক্বচিৎ ক্রোধঃ সফলো নির্দ্দহেদয়ম্॥

যে ব্যক্তির কামের উদয় হয়, কাম তাহাকেই পরিণামে দগ্ধ করিয়া থাকে, পরন্তু যে ব্যক্তিতে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ তাহাকে এবং তাহার বিষয় পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তিকে বিপক্ষের তাড়না প্রভৃতিও সহ্য করিতে হয়। ঐ ১৭২।

চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং ক্রোধাদ্ভবতি হিংসনম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্তং ক্রোধং সমাশ্রয়েৎ।
নাশয়ত্যেষ বৈ কীর্ত্তিং স্ফাতাং রোগ ইব ত্বচম্॥

ক্রোধের উদয় হইলে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা এই চতুর্ব্বিধ জীবেরই হিংসা করা হইতে পারে; ঈদৃশ ক্রোধের বশীভূত হওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। শ্বিত্র (ধবল) রোগ হইলে যেরূপ মনুষ্যের চর্ম্ম নষ্ট হয়,ক্রোধের উদয় হইলে সেইরূপ কীর্ত্তিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিধ জীব যথা,—অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি জীব অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মশক ও মক্ষিকাদি জীব স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বেদজ কহে। বৃক্ষ, গুল্ম, ও লতা প্রভৃতি ভেদ করিয়া উদ্ভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। এই উদ্ভিদ পদার্থদিগের জীবন আছে বটে, কিন্তু ইহাদিগের চেতনা শক্তি অত্যন্ত অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবগণকে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয় বা গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে জরায়ুজ বলে। ফলতঃ শুক্র ও শোণিত সংযোগে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয় তাহারাই জরায়ুজ। এই জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার; পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব। আত্ম-পু ২।১৭৩।

স্বর্গাগ্নিঃ সারয়ত্যেষ সংজাতঃ সফলো নৃণাম্।
সফলো দুর্জ্জনো যদ্বৎ ফলদং রাজমন্দিরাৎ॥

যেমন কোন দুর্জ্জন ব্যক্তি দ্বারা রাজদ্বারে প্রতিপন্ন হইয়া পরিশেষে সেই পরিচারককেই রাজভবন হইতে নিষ্কাশিত করে, ক্রোধও সেইরূপ মনুষ্যদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সফল হইয়া নিজের আশ্রয় ব্যক্তিকেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। ঐ ১৭৪।

অশ্ববারং যথাদুষ্টো বাজী গর্ত্তে নিপাতয়েৎ।
এবং ক্রোধোঽপি নরকে নরমাশু নিপাতয়েৎ॥

দুষ্ট তুরঙ্গ যেরূপ আরোহীকেই গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করে, ক্রোধও সেইরূপ আপনার অবলম্বিত ব্যক্তিকেই অবিলম্বে নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে। আত্ম-পু ২।১৭৫।

সুখার্থিনস্ততঃ পুংসো নাস্তি কোপসমোরিপুঃ।
ততঃ কোপো নিয়ন্তব্যঃ কামাদপ্যতিকষ্টদঃ॥

ক্রোধের সদৃশ শত্রু এ জগতে আর কিছুই নাই। যিনি শুভ কামনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে ক্রোধ দমন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হয়েন, কারণ ক্রোধ কাম হইতেও কষ্টদায়ক। ঐ ১৭৬।

যথা বহির্ম্মহান্ দীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রং চ নির্দ্দহেৎ।
এবং কোপোঽত্র সঞ্জাতো বিশ্বমেতদ্ধি নির্দ্দহেৎ॥

অতীব প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ শুষ্ক ও আর্দ্র সমুদায় কাষ্ঠই দগ্ধ করে, সেইরূপ মনুষ্যদেহে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া অভ্যুদয় (কল্যাণ) ও নিঃশ্রেয়সের (সুখের) কারণ সমুদায় পুরুষার্থ দগ্ধ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু এই চারিটী লাভ করাই পুরুষমাত্রের উদ্দেশ্য। যথা,—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ। বি-পু। ঐ ১৭৭।

ন যমং যমমিত্যাহু রাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি॥

সর্ব্বভূতান্তক যমরাজকে যম বলা যায় না, কিন্তু আত্মাকেই যম বলিতে হয়, কেননা যে ব্যক্তি আত্মাকে সংযম অর্থাৎ আপনাতে দমন করিয়াছে, তাহার প্রতি যমরাজ কি করিতে পারেন? যাহার আত্মা বশীভূত নহে, এই সংসারে তাহার অরাতির অসদ্ভাব নাই, সে স্বয়ংই আত্ম শত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, যমও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে। আ সং ১০।৩।

ন তথাসিস্তথা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা দুরধিষ্ঠিতঃ।
যথা ক্রোধো হি জন্তূনাং শরীরস্থোঽবিনাশকঃ॥

জীবের শরীরাধিষ্ঠিত ক্রোধ যেমন শরীর বিনাশক শত্রু হয়, দুরধিষ্ঠিত সুতীক্ষ্ণ অসি অথবা বিষাক্ত সর্প তদ্রূপ নহে। ঐ ৪।

ক্ষমাগুণোহি জন্তূনামিহামুত্র সুখপ্রদঃ।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে॥

জীবের ক্ষমা (ক্রোধ-নিবৃত্তি) গুণই ইহ ও পরলোকে সুখপ্রদ হয়, কেননা ক্ষমাভ্রষ্ট দোষ অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর নাই। ঐ ৫।

একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া মুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥

ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটা মাত্র দোষ আছে, তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত হয় না। ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে। গ-পু ১।১১৪।৬৩।

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্দ্বিজ!।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥

হে দ্বিজ! যাহারা রাগ দ্বেষাদিদ্বারা অভিভূত, কোনস্থলেও তাহাদিগের সুখ হয় না। আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, যাহার অন্তঃকরণ শান্তগুণে বিভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে। ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে এবং অক্রোধই মনুষ্যের মঙ্গলের কারণ হয়, অতএব সমস্ত অশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল, কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। একমাত্র ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে। মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণবিনাশ করিতে পারে। অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ

ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারশা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমন সদনে প্রেরণ করে। পরন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে, সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর উভয়েরই অপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযত-চিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়, অতএব দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। আর বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দসন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করেন। অতএব তেজস্বী পুরুষেরও ক্রোধ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ! ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, ধৈর্য্য, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটী তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোৎপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার না থাকে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে। বিধাতা লোকসংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণ পরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে; যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিবে তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। গ-পু ১১৩।৫৮।

কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তের্ন শক্যতে সর্ব্বগুণপ্রমাথঃ।
অধঃ খলেনাপি কৃতস্য বহ্নের্নাধঃশিখা যাতি কদাচিদেব॥

ধৈর্য্যশীল সাধুব্যক্তি তিরস্কৃত হইলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না, যেমন অগ্নিকে অধোদেশে স্থাপন করিলেও তাহার ঊর্দ্ধজ্বলন শক্তির অন্যথা হইয়া অধোগতি হয় না, কারণ অগ্নির শিখা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখেই থাকে। গ-পু ১।১১০।১৭।

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্নাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে॥

সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মিগ্রাহীকে সারথি না বলিয়া, যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ম-ভা-আদিপর্ব্ব ৭৯।২।

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েহ নিরস্যতি।
যথোরগস্ত্বচং জীর্ণং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥

যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। ঐ ৬।

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতিবাদাংস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢং সোঽর্থস্য ভাজনম্॥

যিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এবং সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত না করেন, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ ৫।

যো যজেদপরিশ্রান্তো মাসি মাসি শতং সমাঃ।
ন ক্রুদ্ধেদ্যশ্চ সর্ব্বস্য তয়োরক্রোধনোঽধিকঃ॥

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। ম-ভা আদিপর্ব্ব ৭৯৬।

মানবঃ ক্রোধযুক্তশ্চ গর্দ্ধভঃ সপ্তজন্মসু।
মানবঃ কলহাবিষ্টঃ সপ্তজন্মসু বায়সঃ।

ক্রোধযুক্ত মানব সপ্ত জন্ম গর্দ্দভ ও কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্তজন্ম কাক রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ব্র-বৈ-পু-৪।৮৫।১০৭

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

ইহলোকে কোন ব্যক্তিকে অপমান করিলে তিনি যদি তন্নিমিত্ত ক্ষুব্ধ না হন, তবে তিনি সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন, সুখে প্রতিবুদ্ধ হইতে পারেন, এবং সুখে বিচরণ করিতে পারেন, কিন্তু অপমান কর্ত্তাই সেই পাপে বিনষ্ট হয়। ম-সং ২।১৬৩।

সমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসনকৃৎসাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলং॥

যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও মাৎসর্য্যরহিত এবং যে সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গফল অতি তুচ্ছ বলিতে হইবে।

বি-পু ৩।১২।৩৭।

পাপোঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥

কোন ব্যক্তি অপকার করিলে যিনি তাহার প্রত্যপকার না করেন, কেহ পরুষবাক্য কহিলে যিনি তাহাকে প্রিয়বাক্য কহেন এবং সর্ব্বভূতে মৈত্রাচরণ দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দ্রবীভূত হইয়া রহিয়াছে, মুক্তিপদ তাঁহার করতল স্থিত বলিতে হইবে। ঐ ৪১।

পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ॥
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্টার্থং তাড়য়েত্তু তৌ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া পরকে মারিবার জন্য দণ্ডাদি উৎক্ষেপ করিবে না, অথবা পরের গাত্রে উহা পাতিত করিবে না, কিন্তু কৃতাপরাধ পুত্র, শিষ্য, ভার্য্যা ও ভৃত্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা উহাদিগকে তাড়ন করিতে পারিবে।

ম-সং ৪।১৬৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি শরীরং ত্রিগুণাত্মকং।
তচ্চ নানা প্রকারঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে॥

শরীর সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক, তাহাও আবার

বিভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৬২।

কিঞ্চিৎ সত্ত্বাতিরিক্তঞ্চ কিঞ্চিদেব রজোধিকং।
তমোতিরিক্তং কিঞ্চিচ্চ ন সমং কুত্রচিন্মুনে॥

কোন কোন দেহ সত্ত্বগুণাতিরিক্ত কোন কোন দেহ রজোগুণাতিরিক্ত এবং কোন কোন দেহে তমোগুণাতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু কোন দেহে গুণের সমতা বিদ্যমান্ নাই। ঐ ৬৩।

সত্ত্বা দয়া চ মুক্তীচ্ছা কর্ম্মেচ্ছা চ রজোগুণাৎ।
তমোগুণাজ্জীব হিংসা কোপাহঙ্কার এব চ॥

সত্ত্বগুণ হইতে দয়া ও মুক্তির ইচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেচ্ছা এবং তমোগুণ হইতে জীবহিংসা, ক্রোধ ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ঐ ৬৪।

কোপাৎ কটূক্তির্নিঃসৃতং কটূক্ত্যা শত্রুতা ভবেৎ।
তয়া চাপ্রিয়তা সদ্যঃ শত্রুঃ কঃ কস্য ভূতলে॥

সেই ক্রোধ হইতে কটূবাক্য সমুদ্ভূত হয় এবং নিয়ত সেই অপ্রিয় কটূক্তিযোগে সর্ব্বদা শত্রুতা সম্ভূত হইয়া থাকে; প্রত্যুত বিচার করিয়া দেখিলে ইহলোকে কেহ কাহারও শত্রু নহে।

ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৬৫।

কোবা প্রিয়োঽপ্রিয়ঃ কোবা কিংমিত্রং কো রিপুর্ভুবি।
ইন্দ্রিয়াণি চ বীজানি সর্ব্বত্র শত্রুমিত্রয়োঃ॥

এই ভূমণ্ডলে কেহ কাহারও প্রিয়, অপ্রিয়, শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল ইন্দ্রিয় সমুদায় সর্ব্বত্র শত্রু ও মিত্রের জীব স্বরূপ হইয়া থাকে। ঐ ৬৬।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণ লোকই করিয়া থাকে, কিন্তু উদারমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে আত্মীয় জগৎময়। যো-বা-রা-উপশক প্রকরণ।

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ॥

যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতেরই অন্তরাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? সকল প্রাণীইত সমান।

বি-পু ১।১৯।৩৭।

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ম্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽহং মিত্রং যে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

যখন ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য সমুদায় পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র ও এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে।

বি-পু ১।১৯।৩৮।

অজ্ঞান প্রভবাহংধীঃ স্ব পরেতি ভিদায়তং॥

অহং বুদ্ধি অজ্ঞান হইতেই জন্মিয়া থাকে; সেই অহং বুদ্ধি হইতে "নিজ" ও "পর" এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভা-পু১০।৪।১৭।

শোক হর্ষ ভয় দ্বেষ লোভ মোহ মদান্বিতাঃ।
মিথোঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্দৃশঃ।

পৃথগ্দর্শী (জীবগণ) দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করে; ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে,—"বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ প্রাণিহিংসা করিবেন না; করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাঁহার হিংসা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রাণিহিংসায় তৎপর, বিধাতা স্বয়ং রুষ্ট হইয়া, তাহাদের পুত্র, কলত্র, সম্পদ ও যশঃ বিনাশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাহার হৃদয়ে হিংসা এই অক্ষরদ্বয় সর্ব্বদা বিরাজ করে, তাহার তপোজপে ফল কি, দানের আবশ্যক কি, আর যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি? নিখিল জগদ্বিধাতা ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বপ্রাণির শরীরে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। অতএব যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিংসা করে, সে সেই ভগবান্ হরির হিংসক। ভূতভাবন ভগবান্ আপনাকে নানাপ্রকারে সৃষ্টি করিয়া শিশুর ন্যায় এই সংসাররূপ কৌতুকগৃহে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শরীরীর শরীরই পরমাত্মার নিলয়। ভগবান্ বিষ্ণুই স্বয়ং সেই পরমাত্মা। অতএব সর্ব্বথা হিংসা পরিহার করিবে। পরের প্রাণ বিনাশ করিলে কখন আত্মার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না; যদিও হয়, তাহা ক্ষণিকমাত্র।" কিন্তু অন্যের প্রাণ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়, সংসারে লোকের চরিত্র কি পরম বিস্ময়াবহ! তাহারা যত্নপূর্ব্বক পরের প্রাণ সংহার করিয়া অনায়াসেই আত্মতুষ্টি সাধন করে। যাহা হউক, ধীমান্ ব্যক্তি কদাচিৎ আত্মপর জ্ঞানের বশীভূত হন না। আমিই বিষ্ণু সর্ব্বদা মনোমধ্যে এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা পরসুখে সুখ ও পরদুঃখ দুঃখ অনুভব করেন, তিনি এই সংসারে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া পরিগণিত হন। লোকে মোহবিহ্বল হৃদয়ে পরের হিংসা করিয়া যে সুখ অনুভব করে, সেই সুখে ধিক্। লোকে অজ্ঞানবশতঃ অন্যকে যে সুখ অথবা যে দুঃখ প্রদান করে, অচিরাৎ আপনি সেই সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়"। (ক্রিয়াযোগসার ৮অ-১২০—১৩০) ঐ ১৮।

নহ্যন্যে জুষতো জোষান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদি যত্র স্ত্রীদ্যূত মাসবঃ॥

ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব ভিন্ন কি আভিজাত্যাদি, কি রজোগুণের কার্য্য হর্ষ বিবাদাদি, অন্য কিছুতেই অভীষ্ট-বিষয়-ভোজী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভ্রংশ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-মদে স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য, (তিনই) আছে। ভা-পু ১০।১০।৬।

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈ রজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈ রিমং দেহ মজরং মৃত্যু নশ্বরং॥

ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব হওয়াতেই, অজিতাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তি সকল নশ্বর দেহকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া প্রাণীহিংসা করে। ঐ ৭।

ব্রাহ্মণ রক্ষা।

হায়! আজ কিনা দুর্ব্বহ সংসার ভারের নিদারুণ ও নিরন্তর নিষ্পেষণে সেই সংসার রাজ্যে প্রাকৃতিক পরিচারক সেবক ও চির রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অন্তরাত্মার জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে! কেবল গৃহস্থ জীবনে ভরণ পোষণের অসদ্ভাবে আধ্যাত্মিক ভরণ পোষণের শোচনীয় অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় হিন্দু সমাজ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিশ্চিন্ত ও শান্ত করিতে না পারিলে কদাচ হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ নাই। পুরাকালে ভারতীয় রাজগণ বিশেষ ভাবে এবং হিন্দু সমাজ সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণের সংসার চিন্তার ভার গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক হিন্দু সমাজ তদর্থে দায়ীত্ব অনুভব করিতেন, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ ও সোৎসাহে তাঁহাদের সমস্ত অন্তর্জ্জগৎ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অবকাশই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র সেবায় নিয়োগ করিতেন। তাহারই ফলে এক দিন জগতের ভাগ্যে—বিশেষতঃ ভারতের ভাগ্যে রত্ন ঘটিয়াছিল। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অশ্রু অসম্বরণীয় হয়, আজ কিনা সংসার দায়ে আমাদের সমস্ত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন, নিত্য প্রীতি পূজাস্পদ সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অসৎ প্রতিগ্রহ, নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা প্রভৃতি দীনজন-সুলভ বহুবিধ হীন কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছেন।

তাই বলি, ভাই হিন্দু! আমাদের প্রাণ পূজ্য ইহ পরকালের পরম বন্ধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ শুদ্ধ পেটের দায়ে কেবল মাত্র পোষ্য পোষণের দায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে—আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ অপেক্ষায় আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মণের এই হত্যা কি আরও দেখিতে চাও? চক্ষু উৎপাটিত হউক, এ দৃশ্য দর্শন হিন্দুর সাধ্যাতীত। যাহার শিরায় একবিন্দু ও পবিত্র আর্য্য শোণিত বহমান, এ দৃশ্য দর্শন তাহার পক্ষে মহাপাপ।

ভারত প্রকৃতই জগৎ প্রকৃতির আদর্শ, ভারতীয় মানবই সমগ্র মানব জাতির আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের আদর্শ, ভারতের জ্ঞান নিখিল জ্ঞানের আদর্শ, ভারতের সমাজনীতি সকল সমাজের আদর্শ। "যা নাই ভারতে তা নাই মরতে" এ মহাবাক্য, এ প্রাচীন উক্তি স্থূলতঃ অত্যুক্তি নহে। তাই প্রকৃত ভাবুক জ্ঞানী হর্ষস্থগিত বক্ষে, প্রেমাশ্রু বিগলিত চক্ষে, অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন "ভারত জগতের আদর্শ"। ভারত যে জগতের আদর্শ ইহা এখন ও অবিতর্কিতভাবে সিদ্ধান্তিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত। ভারতের আদর্শ মুখ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শ যাঁহাদের লইয়া আর্য্যাবর্ত্ত সেই ভগবানের সাধের সৃষ্ট আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতির আদর্শ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পরমার্থ তত্ত্ববিধায়িনী শুদ্ধ সত্য জ্ঞানই "পণ্ডা" শব্দের বাচ্য; তাহাতে অধিকারী সার্থকজন্মা মহাত্মাই যথার্থ "পণ্ডিত"। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শ ধর্ম্ম বা মানবাত্মার যথার্থ স্বরূপ, সুতরাং একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সমস্ত জগতের আদর্শ। কিন্তু হায়! আজ আমাদের সেই আদর্শের কি শোচনীয় অবস্থা! যেমন গুরুর দোষে শিষ্য নষ্ট, প্রভুর দোষে ভৃত্য নষ্ট, রাজার দোষে প্রজা নষ্ট হয়, তেমনি আদর্শ-ব্রাহ্মণের দোষে হিন্দু জাতির নষ্ট হওয়ায় আমাদের এ শোচনীয় পরিণাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুষ্ট তাই আমরা অধঃপতিত। আমরা কি ছিলাম কি হইলাম! স্বাধীন ছিলাম, অধীন হইলাম, বলী ছিলাম দুর্ব্বল হইলাম, দীর্ঘায়ু ছিলাম অল্পায়ু হইলাম, সুস্থ ছিলাম, রুগ্ন হইলাম, মানী ছিলাম, অপমানিত হইলাম, চূড়ায় বিরাজিত ছিলাম, পদতলে দলিত হইলাম। পদে পদে কত মতে বিড়ম্বিত প্রতারিত ও অধঃপতিত হইতেছি। এ ঘোর বিপদে ঐহিক জ্ঞানধর্ম্ম, সংসার শান্তি ও পারত্রিক স্বর্গাপবর্গ লাভ পাইবার পথিক আর্য্য সন্তানগণের উপায় কি? কাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ প্রকৃতিস্থ হইবে? যাহার ব্রাহ্মণ শক্তিই একমাত্র পথ প্রদর্শিকা, যে সমাজে ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্প বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমান অধীন, দুর্ব্বল, অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ জাতির সাহায্যে সেই সমাজ, সেই কলিকাল-তিমিরাচ্ছন্ন সমাজ অবশ্য গন্তব্য পথে কিরূপে অগ্রসর হইবে? যিনি প্রকৃত হিন্দু তিনিই জানেন যে সংসার-সাগরে ব্রাহ্মণই হিন্দু সমাজ-তরীর কর্ণধার, ব্রাহ্মণই বিরাট হিন্দু সমাজ শরীরের শীর্ষদেশ; ব্রাহ্মণই সঙ্গত হিন্দু সমাজের বন্ধন, রক্ষণ, পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের মজ্জাগত শক্তি স্বরূপ। হিন্দুর রত্নরচিত সিংহাসনে ক্ষত্রিয় রাজা; কিন্তু হিন্দুর হৃদয় সিংহাসনে ব্রাহ্মণই একমাত্র অধীশ্বর। বহ্বৈশ্বর্য্য, রাজবেশ ও রাজদণ্ড লইয়া ক্ষত্রিয় হিন্দুর রাজ্য জগৎ শাসনে নিযুক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণেরই অন্তর্জ্জগৎ রাজ্যে সেই জটাবল্কলধারী ফলমূলাহারী, বিজন বন-গিরিকন্দর বিহারী, নিস্পৃহ—নিরাহ ব্রাহ্মণই চির পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর। ব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব কোথায়? হিন্দু সমাজ যন্ত্রের চক্রে২ এখনও সেই ব্রাহ্মণ শক্তির খেলা। তোমার গুরু ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ, সামাজিক ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ, সংক্ষেপত, হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার যাহা কিছু সামাজিক সুখ শান্তি বা মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান তাহার প্রত্যেকটীতেই ব্রাহ্মণ শক্তির অপ্রতিহ প্রভাব দেদীপ্যমান। তোমার সংস্কৃত শাস্ত্র, যাহা পাঠে এখন-ইউরোপ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত, সেই মহামূল্য রত্ন এক মাত্র ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া আজ তুমি তাহার নাম শুনিতে পাইতেছ। অন্য কোন কারণেও যদি ব্রাহ্মণের পূজা করিতে না চাও এই কেবল অমূল্য, অতুলনীয় অপূর্ব্ব সংস্কৃত শাস্ত্রের রক্ষক বলিয়া তাঁহারা যে সম্মানের আস্পদ তাহার শতাংশের একাংশ ও সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি লাভের যোগ্য নহেন। অতএব এরূপ সর্ব্বাদর্শ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ রক্ষায় যাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে না, তিনি কদাচ হিন্দু নামের যোগ্য হইতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ শক্তি, ব্রাহ্মণ প্রকৃতির অভ্যুত্থান হইলেই মানব সমাজের কল্যাণ, ব্রাহ্মণই জগতের আদর্শ, ব্রাহ্মণই যখন জগতের

একমাত্র আশ্রয়স্থল তবে কেন তাঁহার এত দুরবস্থা! যে প্রকৃতির অভ্যুত্থানে জগতে সত্যযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, যে প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলে মানবসমাজ কোন শোক, পাপ, তাপ, বিবাদ, বিসম্বাদ ও দুঃখ দারিদ্র্যকে সংহত করিয়া গভীর অপার আনন্দের বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তির আধার হইয়া থাকে, যে প্রকৃতির সারূপ্য কামনা করিয়া আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া প্রতিদিন তপশ্চর্য্যা করিতেছেন; কোথায় শ্রদ্ধা ও স্পৃহাবলে অবনত হৃদয়ে আর্য্য সমাজে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতির অভ্যুদয় কামনা করিবে, কোথায় যাহাতে আসুরিক প্রকৃতির তিরোধান কামনা করিয়া এবং ব্রহ্ম প্রকৃতির জয় ও উন্নতি ঘোষণা করিয়া পৃথিবীতে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করিবে; কোথায় ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে ধর্ম্মপ্রভাব কামনা করিয়া জগতকে পুনরায় স্বাধীন পারমার্থিক আদর্শ সমাজের ছবি দেখাইতে থাকিবে; না কলির সহচর হইয়া বিদেশীয়ের ন্যায় আর্য্য সমাজে বাস করিয়া বিজাতীয় আসুরিক ভাবে চীৎকার করিতেছ যে "ব্রাহ্মণ প্রভুত্বেই আর্য্যসমাজের এত অধঃপতন ও এত দুর্দ্দশা। ধর্ম্মবলে নয়, পরন্তু প্রতারণা বলেই ব্রাহ্মণগণ এযাবৎ কাল আর্য্যগণের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন উদ্দেশে সমুদায় ভারতকে দুঃখ দারিদ্র্যে ও অজ্ঞান-তিমিরে ভাসমান রাখিয়াছে।" আজও তো স্মৃতি সকল লোপ পায় নাই—আজও তো পুরাণ ও তন্ত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, কৈ বল দেখি, ধন, মান ও যশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখ সাধন জন্য ব্রাহ্মণগণ কি কোন কালে আর্য্য সমাজের উপর প্রভুত্ব বাসনা করিয়াছেন,না সাংসারিক ঐশ্বর্য্য কামনা ব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে কখন অধিষ্ঠান করিয়াছিল? আজও তো আর্য্য সমাজ জগৎ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই; প্রাচীনের সহিত তুলনা করিয়া কৈ বল দেখি, ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে আর্য্য সমাজে যে প্রকার ক্ষমা, দান, দম, সত্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইয়াছিল; ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব কালে যে প্রকার স্বচ্ছল জীবিকায় সদাচার প্রতিপালনে দীর্ঘায়ু হইয়া লোকে আনন্দে জীবন যাপন করিয়াছে, এক্ষণে আসুরিক প্রভাব বলে তাহার শতাংশের একাংশও, ধর্ম্মভাব কি আনন্দভাব আর্য্য সমাজে বিরাজ করিতেছে? যদি বীর পুরুষ সকল কোন সমাজে কখন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, যদি অলৌকিক শক্তিমান্ তপস্বীর অভ্যুদয় জগতে কখন হইয়া থাকে; যদি এই পৃথিবী কোন কালে দেব লোকের সান্নিকর্ষ্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, যদি শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্য চরমসীমা কখন দেখিয়া থাকে; যদি জীবিকা স্বচ্ছলে প্রজাবৃন্দের মুখশ্রীতে ধরিত্রী কখন শোভমানা হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব কালে আর্য্য সমাজেই তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে যে সমুদয় আর্য্য সমাজ ইন্দ্রিয় সুখে ভাসমান থাকিয়া কেবল মাত্র বিষয়-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মুখ ব্যাদান করিতেছে; রাজভয় ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম ভয় যে এক্ষণে কাহারও নিরঙ্কুশ বিষয় চেষ্টার পরিপন্থী হইতে পারিতেছে না; বিষয় চর্চ্চা, বিষয়ালাপ, বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত এক্ষণে যে আর্য্য সমাজে অপর কোন কার্য্যই বিদ্যমান দেখিতেছ না, আর্য্য সমাজ যে এক্ষণে ধর্ম্মতঃ চৈতন্য বিহীন হইয়া রোগ,শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে, ধর্ম্মপ্রভু ব্রাহ্মণ শক্তির খর্ব্বতা যদি কালক্রমে সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে আর্য্য সমাজকে কি এইরূপ শোচনীয় পরাধীন দশায় উপনীত দেখিতে পাইতে? যাহাতে নাম বা অহং দৃষ্টি নাই এরূপ বিষয় সহস্র-গুণে সৎকার্য্য হইলেও আজ যে ধনীর নিকট তজ্জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে অর্থ বা স্বার্থ সাধন নাই, সহস্রবার ধর্ম্ম্য হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে যে লোকের বাহু বলের প্রত্যাশা আজ কাল সুদূর পরাহত হইয়াছে, যাহাতে চরমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ নাই, এরূপ বিদ্যার্জ্জনে আজ কাল লোককে প্রবৃত্ত করা যে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; এক কথায় ধনীর ধন, বীরের বাহুবল, শিল্পীর শিল্প ও শ্রমীর শ্রম, স্বার্থ সাধন ব্যতীত অপর কোন মহান্ পুণ্যকার্য্যে প্রয়োগ করা আজ কাল যে রাজশক্তিরও অধীনতাতীত হইয়াছে, ধর্ম্ম-প্রভুত্বে ব্রাহ্মণ শক্তির হ্রাস হওয়াই ইহার এক মাত্র কারণ। পরন্তু রোগের সময় সে প্রভুত্ব হইতে তৎপ্রতীকার স্বরূপ ঔষধ সকল পাওয়া যাইত; দুর্ভিক্ষের সময় সে প্রভুত্বের তপোবলে অনাবৃষ্টি দূরে যাইত, সমাজে অরাজক হইলে সে প্রভুত্ব রাজাকে শাসন করিত; রাজ্যমধ্যে অধর্ম্ম দেখিলে সে প্রভুত্ব ঘৃণাবলে তাহাকে দমন করিত। প্রজার রুধির পানে উন্মত্ত হওয়া সে প্রভুত্বের মাদক ছিল না; বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সে প্রভুত্বের শরণাগত হইলে রাগান্ধ জানিয়া সে প্রভুত্ব প্রজার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে কামনা করিত না; বাহুবল বা ধনবলের বিভীষিকা দেখাইয়া প্রজাবৃন্দকে বশীভূত করাও সে ঐশ্বর্য্যের অঙ্গ নয়; পরন্তু সেই ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের মহিমাই এরূপ ছিল যে, তৎ প্রভাবে রোগ, শোক, দারিদ্র্য সকলই দূরে পলায়ন করিত; সেই ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণই এইরূপ ছিল যে, সম্পদে বিপদে সকল সময়েই কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্দ্ধন সকলেই স্বতঃ প্রেরিত হইয়া সেই ঐশ্বর্য্যের সমীপস্থ হইতে আনন্দ বোধ করিত। জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রহ্ম প্রকৃতির শরণাগত হও, ধ্যান যোগে সেই প্রকৃতি জ্ঞান প্রদানে চেষ্টিত থাকিবে, রাজায় রাজায় বিবাদ হইয়াছে সেই প্রভুত্বকে মধ্যস্থ মান, বিবাদ সকল ভঞ্জন হইয়া যাইবে; বিজয় লোলুপ দুর্দ্ধর্ষ রাজভয়ে ভীত হইয়াছ, ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের নিকট অবনত হও, তপোবলে সেই প্রকৃতি হইতে দিব্যাস্ত্র সকল উদ্ভূত হইবে। ধনীর নিকট হইতে ধন লইয়া সেই প্রভুত্ব দরিদ্রের অন্নকষ্ট মোচন করিত। স্বয়ং ভিক্ষুক হইয়া সেই প্রভুত্ব রাজাকে রাজত্ব প্রদান করিত; বিষয়বিরাগী হইয়া সেই প্রভুত্ব বিষয়ী লোকের বাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিত। রোগে, শোকে, পাপে তাপে, মনের বিষম সন্দেহে যে অবস্থায় সে প্রভুত্বে শরণাগত হও না কেন, কল্পতরু হইয়া সাংসারিক জনগণকে সর্ব্বাবস্থায় সুশীতল ছায়া প্রদান করিবার কারণ সেই প্রভুত্ব সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাপস বেশে ধ্যান মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিত। মনুষ্য সমাজের অভিভাবক দেবতা স্বরূপ বা পিতৃস্বরূপে অবস্থান করিয়া সেই দেবত্ব যেন মনুষ্য সমাজের দেহ মনের উপর দিব্যভাব সঞ্চারিত করিত।

এই কারণই আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভুর এত মান্য। এই কারণই শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণকে পিতৃবৎ পূজ্য ও প্রতিপাল্য বলিয়া গিয়াছেন। যদি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রেরিত হইয়া এক দিন দেবত্ব বা পিতৃত্বের উপর অভিসম্পাৎ করা সম্ভব হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের উপর সে অভিসম্পাৎ সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মনুষ্য সমাজে সর্ব্বত্রই দান করিয়া গিয়াছেন। "অমৃতং স্যাৎ অযাচিতং" অযাচিত ভাবে যাহা উপস্থিত হইত, তাহাই কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ অমৃত বোধে মনুষ্য সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন প্রভুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কোন্ মনুষ্যের প্রবৃত্তি না হয়? যিনি বাহুবলে জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে জগৎকে বশীভূত করিয়াছেন সেই ধর্ম্ম প্রভুর প্রভুত্ব জগতে যে চিরকাল বিরাজ করিবে, এ কথার প্রতি কে সন্দিহান হইতে পারে?

ধর্ম্ম অনুসারে লোকে লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে এ কথা জগতের সকল জাতিই অবগত আছেন। ধার্ম্মিক লোকগণ যে ধর্ম্মোন্নতি অনুসারে দেব লোকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, এ কথা সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে। পরন্তু ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় ইহার প্রয়োগগত দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোন্ সমাজে কোন্ কার্য্যে দেখাইতে পারিবে না। কেবলমাত্র আর্য্যগণ ব্রাহ্মণকে ঈশ্বরত্বে বরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ গত দৃষ্টান্ত আর্য্য সমাজের প্রতি কার্য্যেই দেখাইয়া গিয়াছেন। যিনি আপনি আপনার প্রভু, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি যে সকলের প্রভুত্ব ধারণে সক্ষম, ধর্ম্ম-প্রাণ ব্রাহ্মণগণও এই নীতির প্রয়োগ গত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আজও আর্য্যসমাজে অবস্থান করিতেছেন। অপরাপর সমাজের কর্ম্মকাণ্ড ঐহিক ও পারত্রিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে ঐহিক কর্ম্মকাণ্ড-সকল কেবল মাত্র রাজশক্তির শাসনে নিয়মিত হইতেছে, ঐহিক কার্য্য সমূহে ধর্ম্ম শাসন তাঁহারা অল্পই অনুভব করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র পারত্রিক কার্য্যে তাঁহারা ধর্ম্ম প্রভাব স্বীকার করেন। কিন্তু আর্য্যগণের মধ্যে এই দ্বিভাব বা কপটতা নাই। কি ঐহিক, কি পারত্রিক সকল কার্য্যেই তাঁহারা ধর্ম্ম প্রভাব অনুভব করেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাহাদের সর্ব্বময় প্রভু। এ কারণ আর্য্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও তাহাদের সমাজকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বলিয়া থাকেন।

নিস্পৃহ ব্যক্তির পক্ষে জগৎ তৃণ স্বরূপ; অর্থ কামে অসক্ত না হইলে ধর্ম্মজ্ঞান কোন মতেই উদয় হইতে পারে না। নিস্পৃহ বিরাগীর পদ রাজরাজেশ্বর হইতেও শ্রেষ্ঠ। নিস্পৃহ বিরাগীই সদা তন্মনস্ক ও শুচি থাকিয়া দেব পিতৃধারণ ও জ্ঞান ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে পারেন। বিরাগীই সত্য কথায় রাজাকে শাসন করিয়া থাকেন, বৈরাগ্য বুদ্ধিতেই ন্যায়ান্যায় যথার্থ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, বিরাগী সর্ব্ববর্ণের মধ্যস্থ থাকিয়া সংসারের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়া দেন। সেই বৈরাগ্যবান্ প্রকৃতিই ব্রহ্ম প্রকৃতি। ব্রাহ্মণগণ কিসে সেই প্রকৃতি ধারণ করিতে পারেন আর্য্য শাস্ত্রের সমুদায় বিধিই সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। বিরাগীর রাজত্ব যে অমোঘ ও অক্ষয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাচীনতাই আজও তাহা প্রমাণ করিতেছে এবং চিরকালই জগতে এই বৈরাগ্য মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবে। ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে যদি স্বার্থ পরতা ও বিষয় লোভ থাকিত, ব্রাহ্মণত্বের মূলে যদি সত্য ক্ষমাদি দৈবী সম্পদ সকল বিরাজ না করিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নামই জগৎ হইতে এত দিনে কবে লোপ পাইয়া যাইত।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাৎ ব্রাহ্মণস্য তু ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"
"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রেষ্ঠাৎ নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এইরূপ যে ব্রাহ্মণের প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ধারণ করেন, এ কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্মত প্রভু। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন, ব্যাস, বশিষ্ঠ, দেবলাদি সমুদায় ঋষিগণ, এবং বেদ, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি সমুদায় শাস্ত্র এক বাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। নারদ এই ব্রহ্ম প্রকৃতিকে পূজা করিয়াছেন; ভগবান্ এই ব্রহ্ম প্রকৃতিকে সাদৃশ্য বোধে মান্য করিয়া গিয়াছেন, এই ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য পুরা কালে কতশত মহাত্মগণ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। বিষয় দুষ্ট মলিন চিত্ততা ত্যাগ করিয়া বিচার কর এই ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করা জগতে একমাত্র স্পৃহনীয় পদার্থ কিনা, সমুদায় ঋষিগণ, সমুদায় শাস্ত্র স্ববর্ণের মর্য্যাদা বৃদ্ধির কারণ ব্রাহ্মণকে প্রকৃতি গত শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন কিনা, তাহা বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত কামনার বিষয় নয় বলিয়া তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া সেই পরম সত্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারা কি সত্য সত্যই মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার প্রত্যাশায় এত প্রতারণা জাল বিস্তার করিয়াছেন, এ কথাও কি মনে হয়? শাস্ত্রের বিধান ব্রাহ্মণই করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্র বিধির ভয়ে ব্রহ্মণত্বের উদ্দাপনা হয় নাই, ব্রাহ্মণের বিধিতে ক্ষত্রিয় রাজপদে ব্রতী; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের প্রেরণায় জগতের আদি কাল হইতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্যাগব্রত গ্রহণ করেন নাই; শূদ্র প্রতিগ্রহ পাতিত্যের কারণ; সুতরাং শূদ্রের নিকট প্রচুর অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় ও ব্রাহ্মণের তাপস বেশ নয়; আহার্য্যের অতিশয় কষ্ট বলিয়াও ব্রাহ্মণ বায়ু ভক্ষণ ব্রত গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু ক্ষান্তি, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, তপস্যা তাঁহার প্রকৃতির আকর্ষণ বলিয়াই দারুণ কষ্টসাধ্য হইলেও এই ব্রাহ্মণ্য ব্রত গ্রহণে তিনি স্বতঃপ্রেরিত হইয়াছিলেন। পরম্পরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যে এরূপ প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন এ কথাও বলিবার সুযোগ নাই, কারণ ব্রাহ্মণই আদি শিক্ষকরূপে জগতে প্রথম প্রাদুর্ভূত, শাস্ত্র মানিতে গেলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর শিক্ষাতে যে লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত বা সম্যক্ গঠিত হইতে পারে এ কথা পণ্ডিত সমাজে স্বীকার করেন না। যদি শিক্ষা বা প্রলোভন অথবা সাংসারিক অবস্থা ব্রাহ্মণের হেতু না হয় তবে প্রকৃতিকেই সুতরাং ব্রাহ্মণের হেতু মানিতে হইবে।

আর্য্য সমাজের দ্বিজাতিগণ ইহলৌকিক জীবনের আশা-

ভরসা আমোদ প্রমোদকে তুচ্ছ করিয়া, লৌকিক জীবনের সমুদয় কর্ম্ম স্রোতের বেগ পারমার্থিকের দিকে ফিরাইয়া দিয়া যে বালক কালাবধি অভিনব জীবন ধারণ করিবার জন্য দ্বিজত্বে ব্রতী হইল, লৌকিক জীবনে প্রাণ বিসর্জ্জন অপেক্ষা কি তৎপরিবর্ত্তে নবজীবন ধারণ করা অধিকতর অমানুষিক প্রকৃতির কার্য্য নহে? এমন দেব দুর্লভ প্রকৃতি মানবের প্রতি যদি চিত্ত প্রবণ না হয়, এমন উচ্চ আদর্শসকল সমাজের মুখ পাত্ররূপে বিরাজ করিতেছে দেখিয়া যদি শ্রদ্ধা ও স্পৃহা বলে আপনাকে তদনুরূপ চরিত্রে গঠিত করিতে না পারি; তবে আর কোন দৃষ্টান্তে আপনাকে উন্নত ও সংযত করিতে পারিব? আর্য্য সমাজ ব্যতীত আর কোন সমাজে বাস করিয়া এরূপ উচ্চ আদর্শে আপনার চরিত্র গঠন করিতে লোকে সক্ষম হইয়া থাকে কি? বিধাতা বিহিত প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইলে কি শুদ্ধ শিক্ষা বলে এরূপ আদর্শ-প্রকৃতি লাভ করিতে পারা যায়? যথায় কিছু মাত্র প্রলোভন নাই, অথচ লোকে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া জ্ঞান ও পুণ্য ব্রত গ্রহণ করে তথায় প্রকৃতির প্রেরণা ব্যতীত আর কি বলিবে? বৈদিক কালের সেই আদি সমাজই প্রকৃতি প্রেরণায় এরূপ স্ব স্ব কর্ম্ম নিরূপিত করিয়া বর্ণভেদ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। স্ব স্ব প্রকৃতি গত প্রবৃত্তিই লোককে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণকার সমাজে রাজভয়, সমাজ শাসনাদি অনেক গুলি অবস্থা প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হওয়াতে লোকের প্রকৃতি গত প্রবৃত্তির সম্যক স্ফুরণ হয় না। পরন্তু আদি সমাজে লোকের প্রকৃতি গত প্রবৃত্তি কিরূপ হইতে পারে তাহা জানিবার সুবিধা ছিল। তখন যথার্থই বুঝা গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, ও শূদ্রবর্ণ প্রকৃতি অনুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ণগত প্রবৃত্তি ব্যতীত কে তাহাদিগকে তৎকালে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল? কেনই বা তাহারা সমান জ্ঞান ও সমান বাসনা সমন্বিত হইয়া সমকার্য্যে ব্রতী হয় নাই? চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি দেহাবয়ব পরস্পরের সমান হইলেও যে, মনুষ্য মধ্যে মধ্যে কেহ বা দেব প্রকৃতি কেহ বা পশু প্রকৃতি, কেহ বা মলিন বাসনা কেহ বা শুদ্ধ বাসনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, আদিম সমাজের লোকেরা একথা তৎকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ বর্ণ ভেদকে যে প্রকৃতি গত বলিয়া গিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম এই। এবং বর্ণ ভেদ কিসে রক্ষিত হইয়া পৃথিবী উচ্চ প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যের আদর্শ হইতে বঞ্চিত না হয়, সংসর্গ দোষে পাছে সকলে সমতা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমতা হইতে ভ্রষ্ট না হয় একারণ শাস্ত্রকারগণ সবর্ণা বিবাহ, সতী প্রথা এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচার ব্যবহারাদি নিরূপিত করিয়া সৃষ্টি স্রোত যথাযথ ভাবে সেই আদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। এমন কি উন্নতগণ পাছে সংসর্গ দোষে পতিত হন, পাছে আদর্শ রূপী মনুষ্যগণ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট হন, একারণ শীল ও বৃত্তি বিরহিত ব্রাহ্মণগণকেও তাঁহারা শূদ্রত্বে পাতিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্রহ্ম প্রকৃতির উদ্বোধন জন্য আজও ব্রাহ্মণগণ শৌচাচার, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও ত্রিসন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। যাহাতে এই উচ্চ প্রকৃতি একেবারে বিকৃত না হয় এ কারণ আজও ব্রাহ্মণগণ মদ্য মাংসাদি নিষিদ্ধ বর্জ্জন ও বিহিত দ্রব্য সকল সেবন করিয়া থাকেন। যুগানুসারে সকলের প্রকৃতি হ্রাস হইলেও তথাপি এই সমস্ত কারণে আজও আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ না হইলে কে সেই আদি কালে ব্রাহ্মণগণকে এরূপ সংযম ব্রত গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল? কি প্রকারেই বা এ প্রকার অমানুষিক জ্ঞানের ঈঙ্গিত তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল? মলিন বাসনাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে কি কখন ব্রাহ্মণগণ লোক সমাজের সহস্র প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র জ্ঞান ও পুণ্যার্জ্জনে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন? সহস্র অর্থের প্রলোভন দেখাইলেও কি লোকে এত কষ্ট ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে? আমরাতো এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে তুচ্ছ সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিৎ ভাগ মাত্রও যদি কিয়ৎ সংখ্যক লোক নিঃস্বার্থ ও বৈরাগ্য ভাবে দেশ হিতকর কার্য্যে ক্ষেপণ করেন, তবে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে কয়জন লোক সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? আমরাতো বুঝিতে পারিয়াছি যে যদি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া জ্ঞান ও তপস্যায় জীবনাতিপাত করেন তবে ভারতের মুখশ্রী পূর্ব্বের ন্যায় আবার উজ্জ্বল হইতে থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি কাল যোগে এতদূর মলিন ভাবাপন্ন যে দরিদ্রতা কর্ত্তৃক যে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করা এক্ষণে সহজ ও অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে তথাপি মলিন বাসনা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা সেই বৈরাগ্য গ্রহণে কখনই সম্মত নহেন। ইহ সংসারে বাস করিয়া অর্থকামে আসক্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হওয়া কি সহজ ব্যাপার?

প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ না হইলে অন্য কোন উপায়ে কি এই বৈরাগ্যভাব লোকে ধারণ করিতে পারে। যে আনন্দে বাদ বিসম্বাদ নাই, যে মঙ্গলে জগৎ সাধারণের মঙ্গল, যে শক্তির নিকট লৌকিক শক্তি সকল তুচ্ছ; যে জ্ঞানের নিকট অপরাপর সমুদয় জ্ঞানই মলিন বলিয়া বোধ হয়, সেই আনন্দ, সেই শক্তি, সেই মঙ্গল, যে চিত্তে সহজ ভাবে বিধৃত থাকে তাহাকে কি সাধারণ মনুষ্য বলিবে, না অপর কোন শ্রেষ্ঠ জীবের প্রকৃতি বলিয়া গণনা করিবে? ধর্ম্মমত সংস্থাপনের জন্য দু একটি লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদের দেব প্রকৃতির কথা জগতে উদ্‌ঘোষণ করিতে থাক; ধর্ম্মবীর বলিয়া যে লোক-সমাজ অদ্যাপি ও তাহাদের পূজা করিতেছে; কিন্তু আর্য্য সমাজের সমুদায় দ্বিজাতিগণ যে দেব প্রকৃতি বিশিষ্ট ও এক একটি ধর্ম্ম বীর ইহা কি দেখিতে পাওনা? এরূপ দেব প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক সকল কি আমাদের শ্রদ্ধাও সম্মানের পাত্র নয়? নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য যে জন অভিমানে প্রাণ ত্যাগ করিল, তদপেক্ষা দেবভাব প্রণোদিত হইয়া যে জন সাংসারিক সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্বের হিত কামনায় জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্তও অতিবাহিত করিল তাঁহার বীরত্ব কতদূর তাহা একবার অনুভব করিয়া দেখ। কিন্তু তাহা দেখিবার শক্তি আমাদের কোথায়? হৃদয় মলিন, আবর্জ্জনময়, চিত্ত কুবাসনায় আচ্ছাদিত; ব্রাহ্মণ শক্তি-ব্রাহ্মণ মহিমা বুঝিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? তাই আমরা সব্ব বৈরাগ্যের মূর্ত্তি স্বরূপ সেই মহাভাগ ঈশ্বররূপ ব্রাহ্মণ মহিমা হৃদয়ঙ্গমে এতদূর অসক্ত। ব্রাহ্মণ ক্ষয়ে হিন্দু সমাজ ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী হইলেও ব্রাহ্মণ রক্ষায় আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। ঐ দেখ, সেই মহান্ হইতে ও মীহয়ান ব্রাহ্মণ আজ সমাজের অবহেলায় কি ভীষণ দুরবস্থায় নিপতিত!

আমাদের চাই কি?

আমরা যে সময় আমাদের চাই কি, বা আমাদের কোন বস্তুর অভাব এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের অভাব অন্বেষণ করিতে থাকি, সে সময় ধন, মান, অর্থ, যশঃ উপাধি, গাড়ী, ঘোড়া, রাজসিংহাসন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থেরই অভাব দেখিতে পাই, এবং তাহাদেরই পূরণ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা এত অভাব অনুসন্ধান করিয়াও বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারি না। যে সকল বস্তু কিছুদিন পূর্ব্বে অপরের নিকট ছিল, এখন আমার নিকট আসিয়াছে, আগামী কল্য, বা পরমুহূর্ত্তেই অপর কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে, এই প্রকার বস্তুর কখনও বাস্তবিক অভাব হইতে পারে না, অথবা তাহাদের অভাবকে অভাব বলিয়া পরিগণিত করা উচিত নহে।

যাহা আমি সংগ্রহ করিলে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, মৃত্যুর পরেও জন্মজন্মান্তর আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিবে, কোন ক্রমেই আমাকে দুঃখ ভোগ করাইবে না, তাহাই বাস্তবিক আমার। এবং এইরূপ বস্তুর অভাবই বাস্তবিক অভাব। এমন প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী পদার্থ 'ধর্ম্ম" ব্যতীত অপর কিছুই নাই।

অদ্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিয়া আনিলে, যে গাড়ীতে একটু মাত্র বালুকা দেখিলে "সহিস্" "কোচ ম্যানের" রক্ষা থাকিবে না, ভাবিয়া দেখ উহা তোমার নহে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই হয়ত উহা যাহার নিকট ছিল তিনিও তোমার ন্যায় যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু যেমন তাঁহার দুরবস্থা ঘটিল অমনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিল, একটি বারও তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তোমার দুরবস্থা উপস্থিত হইলেও ঐ প্রকার অপরের নিকট চলিয়া যাইবে, কিছুমাত্র মায়া দেখাইবে না। উহা বস্তু স্বভাব, কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। দধিচী মুনি দয়া পরবশ হইয়া পরোপকারার্থে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অস্থিনিস্মিত বজ্র পরপ্রাণ হরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ করে নাই।

অন্য বস্তু ছাড়িয়া দেও, যশঃ যাহা একমাত্র প্রার্থনার পদার্থ বলিয়া পরিচিত, যাহার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পার, যে জন্য তোমার আহার নাই; নিদ্রা নাই, দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছ, যে জন্য কতশত প্রাতঃ স্মরণীয় মহাত্মা আপনার স্ত্রীপুত্র রাজ্য ভোগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম যশঃও পড়িয়া থাকিবে। তোমার সঙ্গে যাইবে না। তোমার সঙ্গে যাইবে ধর্ম্ম। তোমাকে অনুরোধ করিতে হইবে না, সে আপনিই সঙ্গে যাইবে। কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্মের ন্যায় কৃতজ্ঞ ও পরোপকারী বন্ধু দ্বিতীয়টি দেখিতে পাইবে না। তুমি হয়ত ভ্রম বশতঃ শিবের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া দৈবাৎ তোমাতে ধর্ম্মকে একটু স্থান দান করিয়াছ; ধর্ম্ম তাহাতেই সন্তুষ্ট। ধর্ম্ম ভাবিবে না যে, তুমি তাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক যত্ন করিয়া তোমাতে আশ্রয় দিয়াছ, অথবা দৈবাৎ ঐরূপ করিয়াছ। তোমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট। তোমার প্রত্যুপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। তোমার সর্ব্বপ্রকার আপৎকালে ধর্ম্মই তোমার সহায়, তোমাকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র পরম-মিত্র সেই ধর্ম্মই সক্ষম, পরম শত্রু-অধর্ম্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র শস্ত্র সেই ধর্ম্ম। এই প্রকার প্রিয়তম পরম হিতৈষী ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অন্বেষ্টব্য, এবং তাহার অভাবই বাস্তবিক অভাব। এতদ্ব্যতীত আমরা যে কোন অভাব অনুভব করি, তাহা ভ্রম মাত্র। মহর্ষি কণাদ দিব্য জ্ঞানে ধর্ম্ম মাহাত্ম্য যথার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ স ধর্ম্ম ইতি।" মহর্ষি বাক্য বলিয়া ইহার সম্মান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। মহর্ষির প্রতি তোমার ভক্তি থাকে সম্মান কর, না হয় না কর, সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধ খাটিবে কেন? দুইটিমাত্র অক্ষর রচিত ধর্ম্ম শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থটি কতদূর বিস্তীর্ণ, ও বাস্তবিকই ধর্ম্ম হইতে অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়সের অধিগম হয় কিনা তাহাই চিন্তনীয়।

তুমি অবশ্যই বলিতে পার আমাদের অভাব কেন? তোমাদের ধর্ম্ম, কখনও ছিল না কি? ধর্ম্ম এ প্রকার পদার্থ নহে যে কেহ অপহরণ করিয়া লইতে পারে বা এক রাজার রাজ্য অপর রাজার ন্যায় অন্য লোকে অধিকার করিয়া লইতে পারে। এরূপ বস্তুর অভাব হইল কেন?

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম থাকা যদি সম্ভবে তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল, এখনও তাহাই আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহার মধুর স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিতেছি না। না পারিবার কারণও আমাদের বুদ্ধিমাহাত্ম্য। ধর্ম্ম রক্ষার উপাদান বহুবিধ হইতেছে। প্রধান উপাদান দুইটি। একটি রাজা, অপরটি স্বাস্থ্য। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাবর্গের ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পরে, রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাবর্গকে অনিচ্ছা সত্বেও আপন, আপন, ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়। এপ্রকার অত্যাচার যে ভারত বর্ষের অদৃষ্টে ঘটে নাই তাহা নহে। বেণরাজ ও মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক অনেক বারই এ ব্যাপার এদেশে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান রাজার শাসনে

আমরা সে ভয়ের আশঙ্কা করিতে পারি না। আমাদের রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার প্রজাবর্গের ধর্ম্মের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই, তোমরা যাহা ইচ্ছা কর ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কোন মতামত নাই।

দ্বিতীয় উপাদান স্বাস্থ্য। আমাদের স্বাস্থ্যের অভাব অতিশয় হইয়া পড়িয়াছে ও ক্রমশঃ হইতেছে, আমরা কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। তাই বলিতে ছিলাম এইটিই আমাদের বুদ্ধি মাহাত্ম্য। অন্য জিনিষ ছাড়িয়া দেও, আমাদের আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেই আমরা অসমর্থ। বুদ্ধি মাহাত্ম্য আমাদের নহে তো কাহাদের?

চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইবার একমাত্র কারণ তাৎকালিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ জনিত ধর্ম্মবিঘ্ন। আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥ প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যানামন্তরায়োমহানয়ং। কঃ স্যাৎ তেষাং শমোপায়ঃ" এই চিন্তায় অধীর হইয়াই হিমালয় পর্ব্বতের পবিত্র পার্শ্বস্থ মহর্ষিগণের মহাসমিতি হইতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করেন। ভরদ্বাজ উপদিষ্ট কথানুসারে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা মানবগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ধর্ম্ম মাহাত্ম্য বুঝিতেন, ধর্ম্ম না থাকিলে জগতের কি পরিমাণ অনিষ্ঠ হইতে পারে সে বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল, ধর্ম্মও স্বাস্থ্যের নৈকট্য কতটুকু তাহা তাঁহারা বুঝিতেন, তাই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এ মহাবাক্যের মহান্ অর্থ গ্রহণ করে বা করিতে চেষ্টা করে এরূপ লোকের অস্তিত্ব অতিশয় বিরল। কার্য্যতঃ স্বাস্থ্য বা ধর্ম্ম যে আমাদের কোন প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ, সে বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। দিন দিন এই প্রকার বীজাভাবে অঙ্কুরের ও অঙ্কুরাভাবে বীজের অভাবের ন্যায় ধর্ম্ম চিন্তার অভাবে স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যাভাবে ধর্ম্ম চিন্তার লোপাপত্তি হইয়া উঠিতেছে।

ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, ইহা কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ বা যুক্তি সিদ্ধ নহে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে। একদিনের পরে আর একদিন সামান্য জ্বর হইলেই সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। যদিও বলপূর্ব্বক করিতে যাও তাহাতে যথার্থ মনোনিবেশ হয় না। শিরঃপীড়ার যন্ত্রনাতে মন্ত্র জপে মন স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে। পিপাসায় অন্তরাত্মা অবধি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কতক্ষণে দ্বাদশবার মাত্র গায়ত্রী জপ শেষ হইবে, একটু জল পান করিয়া শরীরটা শীতল করিতে পারিব, তজ্জন্য মনঃ ব্যাকুল হইয়া থাকে। সুতরাং শীঘ্রই গায়ত্রীটা শেষ করিয়া জল পান করিতে হয়। ক্রমাগত এই প্রকার পীড়া ভোগ করিতে করিতে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে থাকে এবং শেষ কালে ঐ সকল কার্য্যে বিরক্তি হয়। ক্রমে আহারাদির সময় নির্ণয় ও পাত্রাপাত্র বিচার তিরোহিত হইতে থাকে। অসময়ে অপাত্রে পানাহার করার নিমিত্ত নানাবিধ রোগ আসিয়া শরীরটিকে আপনাদের বাসস্থান করিয়া তুলে। অনেক রোগ আবার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলি ক্রমে আপন আপন অধিকার বিস্তার করিতে ও যত্নের ত্রুটি করে না। এইরূপে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের অভাবে ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মভাবের অভাবে স্বাস্থ্য অন্তর্দ্ধান করিতে থাকে।

এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নীচ শ্রেণীয় লোকের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ ও তাহাদের স্পৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ প্রভৃতি অত করিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যও এক জাতীয় পীড়া বিশেষ। ইহারা বসন্ত প্রভৃতি রোগাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

স্বাস্থ্য ভঙ্গের এতাদৃশ বহুবিধ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও বিদেশজাত ঔষধের ন্যায় বোধ হয় কোনটি ভয়ঙ্কর নহে। যে দেশোৎপন্ন ওষধিজাত শুক্র শোণিত হইতে যে জাতীয় মানবের উৎপত্তি, সেই দেশজাত ওষধিই সেই জাতীয় মানবের পক্ষে যথার্থ উপযোগী। ওষধি কেন, আচার ব্যবহার বাক্য কথন প্রভৃতি ভিন্ন দেশজাত কোন বস্তুই ভিন্ন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকর নহে। হয় ত অনেকেই এ কথা শুনিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবেন। কিন্তু একটু মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথার গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন।

চিকিৎসা কার্য্যটি অতীব গুরুতর হইলেও ইহার ইষ্টফল একমাত্র ধাতুসাম্য। অতএব ধাতু বৈষম্যই যে পীড়া তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ধাতু বৈষম্য শারীর ধাতুর হ্রাস ও বৃদ্ধি এই উভয়বিধ ব্যাপার হইতেই সংঘটিত হয়। কাজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস করিয়া সমান অবস্থায় স্থাপন করা ও হ্রাসপ্রাপ্ত ধাতুর বর্দ্ধন করিয়া সাম্য স্থাপন চিকিৎসা কার্য্যের ফল। এই সমীকরণ ব্যাপার বিকৃত ধাতুর সমান ও বিপরীত বস্তু দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুকে তাহার বিপরীত দ্রব্যাদির প্রয়োগ দ্বারা সমান করিতে হয় এবং হ্রাস প্রাপ্ত ধাতুকে তাহার সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হয়। এ কার্য্যটি স্বদেশীয় বস্তু ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। বস্তু মাত্রেরই ভৌতিক গুণের ন্যায় দেশ ও কাল অপরিহার্য্য। বিদেশীয় বস্তু দেশীয় বস্তুর অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেই বলিবেন যে, এ প্রকার যুক্তি তর্ক বাল-প্রলপন মাত্র। বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহারে প্রত্যক্ষত যে ফল দর্শন করিয়া থাকি, তাহা আমাদের দেশজাত ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নূতন নূতন পীড়ার আমদানি হইতেছে, সে সকল পীড়ার ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই। এরূপ অবস্থাতে বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করা অসঙ্গত বলিতে পারি না। বরং শীঘ্র যাহাতে রোগ-মুক্ত হইতে পারা যায় তাহাই ব্যবহার করা বিধেয়।

আমরা ঐরূপ যুক্তির আদর করিতে পারি না। দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা বিলাতী ঔষধের কার্য্যকারিতার আধিক্য আদৌ নাই। আমাদের দেশীয় ঔষধের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য জনক ক্ষমতা দৃষ্ট হয় বিদেশীয় ঔষধে যে তাহার আংশিক কার্য্যকারিতাও আছে তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আজ কাল যে সকল ঔষধ ব্যবহার হয় তন্মধ্যে "কুইনাইন" ও "মরফিয়া" প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র জিনিষেরই অধিক সমাদর। কুইনাইন অপেক্ষা আশু জ্বর নিবারক ঔষধ কবিরাজদের নিকট অনেক ছিল। এইরূপ ঔষধও দৃষ্ট হয় যে ইচ্ছানুরূপ শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের জ্বর দূর করিয়া অপর অর্দ্ধাঙ্গে জ্বর রাখিতে পারা যায়। এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা দূরে থাকুক নাম শ্রবণও বোধ হয় এখনও বৈদেশিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। উগ্রারিষ্ট প্রভৃতি মাদক ও অবসাদক ঔষধ ও পূর্ব্বকালে যথেষ্ট ব্যবহার হইত। শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে ভীরুদিগকে মাদক সেবন করাইবার নিয়ম পূর্ব্বকালেও ছিল।

এই ত গেল মোটা মোটি ঔষধের কথা। নূতন পীড়ার বিষয়েও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। "ইনফ্লুয়েঞ্জা" "হিষ্টিরিয়া" প্রভৃতি রোগ যাহা বিদেশাগত নূতন পীড়া বলিয়া আমাদের বিশ্বাস তাহার একটিও নূতন নহে। ইহাদের যদি নূতনত্ব সম্ভবে তাহা হইলে কোন পীড়াকেই আমরা পুরাতন বলিতে পারি না। কারণ রোগ ধাতু বৈষম্য ব্যতীত কিছুই নহে, উহা প্রতি শরীরে এক নহে। তোমার পিতার কাস রোগ ছিল, তোমার ও কাস রোগ হইয়াছে, দুইটি কাস রোগ এক নহে। যেহেতু তোমার পিতাও তুমি পৃথক্। এইরূপে এক শরীরেও প্রতিক্ষণ শরীরের পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এখন বুঝিয়া দেখুন পীড়া কোনটিই নূতন নহে অথবা সমস্তই নূতন। মহর্ষি চরক প্রভৃতি এ সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পীড়া দেখিয়াই জ্ঞানবান্ ভিষক রোগীর কোন ধাতু বা যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সেই বিকৃতি নাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। আমাদের বিবেচনায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বিদেশীয় ঔষধে উপকার না হইলে অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা। দেশীয় ঔষধে যদিও দৈবাৎ পীড়ার উপশম না হয় তথাপি অনিষ্টাশঙ্কা নাই প্রত্যুত অন্য ধাতুর পুষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। কারণ আমাদের শরীরে ধাতুর উপাদান সকল বস্তুতেই অল্পাধিক পরিমাণে রহিয়াছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমাদের ঔষধের এতদূর মাহাত্ম্য থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে দেখাও না কেন? আমার অসুক ছিল, বা আছে বলিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে, এই কথা অবশ্যই মূল্যবান্, কিন্তু হইলে কি হইবে, গোড়াতেই বলিয়াছি আমাদের বুদ্ধি মাহাত্ম্য অতুলনীয়। আমরা জ্বরের একটু পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিলেই ডাক্তার ডাকিব, কুইনাইন খাইব, কবিরাজদের ঔষধই বা কি করিবে, কবিরাজ মহাশয়ই বা কি করিবেন। ঔষধ প্রস্তুতই বা হইবে কি জন্য?

আজকাল যে কোন কারণ বশতই হউক একটু আধটু কবিরাজি ঔষধের আদর দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবটুকু আদরই পুরাতন পীড়া সম্বন্ধে, নূতন পীড়াতে কবিরাজি ঔষধ কোন কার্য্য করিতে পারে না, সংপ্রতি একটা সুর উঠিয়াছে। আমরা সাধ করিয়া আমাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দেই। নূতন পীড়া অপেক্ষা পুরাতন পীড়া সুখ

সাধ্য হইল কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। পীড়া প্রথমতঃ অল্প স্থান ও অল্প ধাতু আশ্রয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, পরে ক্রমশঃ অধিক স্থান ও অধিক ধাতু আক্রমণ করে। ব্যাধি যত অধিক স্থান ও ধাতু অধিকার করিবে ততই দুঃখ সাধ্য হইবে এই যুক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের মূল হয় তাহা হইলে আমরা বুঝিয়াছি, কথাও সত্য। যদ্যপি বৃক্ষের ন্যায় পীড়াও তরুণ অবস্থায় অনায়াসে উৎপাটিত হয় এবং বদ্ধমূল হইলে উৎপাটন করা কষ্ট সাধ্য হয় এই যুক্তি স্থির হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তি দুই মণ বোজা অনায়াসে বহন করিতে পারে, সে দুই সের একটি জিনিষ তুলিতে পারিবে না কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ফলতঃ যে সকলচিকিৎসক আশু কোন পীড়ার লাঘব করিয়া দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার ব্যাধি উপস্থিত করে, তাহা চিকিৎসাই নহে। এই মর্ম্মে, শুশ্রুত বলিয়াছেন,"

"যা হ্যুদীর্ণং শময়তি ব্যাধিং নান্যং
করোতি চ, সা ক্রিয়া নৈব বা ব্যাধিং হরত্যন্যং
করোতি চ॥—

কুইনাইন প্রভৃতি ইংরাজি ঔষধের অপকারিতা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কুইনাইন সেবনের যন্ত্রণা দূর হইতে যে ১৫ দিন সময় দরকার হয় তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান চিকিৎসা প্রণালীর ফল শ্রান্ত ব্যক্তির আপন বাস গৃহে অগ্নি দান করিয়া তামাক সেবনে প্রভুর অগ্নি সংগ্রহের ন্যায় ফলিতেছে। পরস্পর ভিন্ন দেশীয় বস্তু সকল ভিন্ন দেশীয় মানবের পক্ষে আংশিক উপকার হইলে ও সম্যক নির্দ্দোষ হইতে পারে না। আকৃতি প্রকৃতি বিষয়েও শীত ও উষ্ণ প্রধান দেশের বস্তুগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা যব, ও বার্লি। অনেকে বলেন যে আমাদের দেশের যব ও বৈদেশিক বার্লি একই বস্তু। এই উভয়বিধ বস্তুর আকৃতি গত পার্থক্য একটু মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য কারিতা বিষয়েও অনেক সময় বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। যবের উপকারিতা, বার্লি নামক শস্যের নিকট আমরা পাই না। অথচ আমাদের অদূর-দর্শিতার জন্য সামান্য একটু পীড়া হইলেই বাজার হইতে বার্লি আনিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

অনেক সময়ই হয়ত আমরা উহার অপকারিতা ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি না সত্য কিন্তু যুক্তি ও অনুমান দ্বারা আমরা অবশ্যই স্থির করিতে পারি যে, বার্লি দ্বারা আমাদের যবের অভাব পূরণ হইতে পারে না। যুক্তি যাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আকৃতি গত পার্থক্য কার্য্যগত পার্থক্য উৎপাদন করিবেই ইহা এক প্রকার স্বতঃ সিদ্ধ। এক গাছি সূক্ষ্ম সূত্র যেরূপ ভার সহ হইবে, দুই গাছি একত্রিত করিলে অবশ্যই অধিকতর ভার সহ হইবে। ৫।৭ টি একত্রিত করিলে হয়ত একটি অশ্ববন্ধন রজ্জু হইয়া উঠিবে।

এখন একবার অনুমানের দ্বারা এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করা যাইতেছে। ত্রিবিধ অনুমান মধ্যে বোধ হয় দেশ কাল অনুসারে কার্য্যলিঙ্গকানুমানই অনেক পরিমাণে আমাদের সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

সংপ্রতি, বৈদেশিক তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও পাথর-কয়লার পাকই আমাদের অম্লপিত্ত, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের প্রধান কারণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসকের ধারণা হইয়াছে, এই প্রকার ধারণা যে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পূর্ব্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু মাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই উক্ত রোগ সকলের আধিপত্য যে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হইতেই হইয়াছে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যে শ্রেণীর লোক যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত কারণ সেবন করেন, সেই শ্রেণীর লোক সে পরিমাণে অম্ল প্রভৃতি রোগের বশতাপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহাদের প্রবলতা বশতঃ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অনেকের ভাগ্যে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন পরিপাক করা ঘটিয়া উঠে না ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। যাহা হউক অম্ল প্রভৃতির কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের আংশিক উদ্দেশ্য হইলেও এক দেশীয় বস্তু দ্বারা অপর দেশীয় বস্তুর অভাব পূরণ হইতে পারে কি না ইহা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য। কাজে কাজেই আবার সেই বার্লির কথা তুলিতে হইবে। অম্ল রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, অনায়াস লভ্য ও অম্লপিত্ত নাশক যবের ন্যায় উপকারক বলিয়া যবের পরিবর্ত্তে অনেকেই বার্লির আশ্রয় লইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই বিফল মনোরথ হইতে দেখা যায়। আবার যাঁহারা বার্লির আশ্রয় লইয়া পীড়া ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারাই দেশী যবের ময়দার রোটি ভক্ষণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এমন কি অনেককে চিরজীবনের মত অম্ল যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখা গিয়াছে।

এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, এই প্রকার কার্য্য দর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশজাত এক জাতীয় বস্তু দ্বয়ের আংশিক অর্থাৎ আকৃতি গত সাম্য থাকিলেও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি প্রকৃতি গত সাম্যের অভাব অনুমান করিতে পারি কি না। বিভিন্ন দেশ জাত বস্তু গত সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যাভাব প্রতিপাদন বিষয়ক একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। বুদ্ধিমান পাঠক বোধ হয় একটু মাত্র অনুধাবন করিলেই এ প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

একমাত্র আহার্য্য বস্তুর পরিবর্ত্তন হইতে যে কত দূর অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাই দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর আবার ঔষধাদির অত্যাচার। কেমন সুন্দর কাল মাহাত্ম্য যে, সামান্য রকম মাথা ধরিলেও আমাদের বিদেশীয় ঔষধ ব্যতীত মনস্তুষ্টি হইবে না।

ব্যাধি, ও আরোগ্য কি জিনিষ তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন শীত প্রধান দেশজাত ঔষধ দ্বারা উষ্ণ প্রধান দেশ জাত ব্যাধির বাস্তবিক নিবৃত্তি হইতে পারে কি না! অনেকে বলিতে পারেন ঔষধ যে দেশাগতই হউক না কেন বুদ্ধিমান চিকিৎসক একটু বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া দিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি না। মাত্রার হ্রস বৃদ্ধি করিলে বস্তু গত প্রভাব কখনই দূর হইবার নহে। এই জন্যই মহর্ষিগণ প্রথমতঃ রোগীর স্বাস্থ্য প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া ঔষধের প্রকৃতি প্রভৃতির চিন্তা করতঃ ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে হিমালয়ের ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে হিমালয়ের ঔষধ কলিকাতায় প্রয়োগ করা উচিত কি না, এ বিষয়েও অবশ্যই কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন এবিষয়ে আপাততঃ আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগের ফলাফল দেখিয়া পাঠকবর্গই সন্দেহের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

সংপ্রতি আমাদের বল, বীর্য্য, আহার, স্মৃতি, সামর্থ্য, ধর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এতাদৃশ হ্রাস হইবার প্রধান কারণ অযথার্থ ঔষধ প্রয়োগ। যথার্থরূপে শারীরিক বৃত্তির রক্ষণের ও পরিচালনের এক মাত্র প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য, অসম্যক্ প্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা কখনও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না, ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সকলের হ্রাস হইয়া থাকে। অমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, কাল বিশেষেও বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানবের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে জগতীয় অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মানব দেহের উপর ও কালের একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। এবং সাধারণ মানব মাত্রই সেই ক্ষমতার অধীন। আমাদের বর্ত্তমান অবনতি কালকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এখনও আমরা, আচারশীল ও ভ্রষ্টাচার এই উভয়বিধ লোকের অবস্থার তারতম্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কাল-কৃত উন্নতি বা অবনতি যুগপৎ সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিই আপন অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক বা রাত্রি কালের অন্ধকার সকলের পক্ষেই তুল্য। কাল, কোন ব্যক্তিকেই ছাড়িয়া কথা বলিবার মত পাত্র নহে, সে যাহা কিছু করিবে সকলের জন্যই সমান ভাবে করিবে। আমাদের দেশের জন্য যে সকল আহার আচার বিধি বদ্ধ হইয়াছে। সে সকল আহার আচারই আমাদের পক্ষে সম্যক্ হিতকর। যিনি যে পরিমাণে বিভিন্ন দেশীয় আহারাদি করিয়া থাকেন তিনি সেই পরিমাণে আয়ুঃ ও স্বাস্থ্যের অল্পতা লাভ করিয়া থাকেন ও করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এবিষয়ের যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করিতে হইলে, একটি ব্রাহ্মণ, বা অন্য কোন হিন্দু,—যে ব্যক্তি ভিন্ন দেশীয় আহারাদির অনুকরণ ব্যতীত বিষমাশন প্রভৃতি স্বাস্থ্য ভঙ্গের অন্যান্য কারণ সেবন করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে তাহার সমবয়স্ক কোন একটি ভিন্নাচারমাত্র সেবীর অর্থাৎ যাহার অন্য কোন প্রকার স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ নাই, তাহার সহিত স্বাস্থ্যের তুলনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা ঔষধ বা আচার হইতে যে আমাদের অনিষ্টোৎপত্তি হয় তাহাই দেখাইলাম মাত্র। এই প্রকার বিদেশীয় সকল বস্তুই আমাদের পক্ষে অহিতকর এই যুক্তি যে কেবল মাত্র আমাদের জন্য তাহা নহে একজন ইংরেজ বা মুসলমান ও যদি আমাদের আতপ চাউল কাচা কলা সিদ্ধ করিয়া কিছু দিন ধরিয়া আহার করেন, তাহা হইলে,সে ব্যক্তির অবশ্যই একটু মতি গতির পরিবর্ত্তন হইবে সন্দেহ নাই। মহামতি কর্ণেল অল কট প্রভৃতিই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান সময়ে স্বতঃ ও পরতঃ ভিন্ন দেশীয় আচারের অনুকরণ শীতোষ্ণাদির ন্যায়, আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বিবেচনায় বাস্তবিক অভাব আমাদের ধর্ম্মের, আমরা চাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য আপনা হইতেই রক্ষিত হইবে। বীজের উন্নতি হইলে অঙ্কুরের, অঙ্কুরের উন্নতি হইলে বীজের স্থায়িত্বের ন্যায়, ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য যাহা কিছু অভাব সমস্তই পূরণ হইবে। এই জন্যই এ মহাবাক্যের অবতরণ হইয়াছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

কবিরাজ

শ্রীমণিমোহন সেন

ব্রাহ্মণ রক্ষার আবশ্যকতা।

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই, বোধ হয়, একথা বিদিত আছেন যে, একমাত্র দেশীয় শাস্ত্রাবলীই হিন্দু জাতির অস্তিত্বের মূলমজ্জা স্বরূপ, আর সেই শাস্ত্রানুযায়ী নিষ্ঠাবান্ পুরুষগণই ইহার প্রাণ। সুতরাং শাস্ত্রের অভাব হইলেই হিন্দুজাতির অস্তিত্বের মজ্জার অভাব আর নিষ্ঠাবানের অভাবে প্রাণের অভাব। তাহা হইলেই স্বর্গধামের আদর্শ—আর্য্যধাম ভূতপ্রেতে পরিপূর্ণ মহাশ্মশান হইতে পারে।

মুসলমান খ্রিষ্টিয়ানাদি হইতে, হিন্দুজাতিকে পৃথক্ ভাবে রক্ষিত ও পরিচিত করার একমাত্র কারণই সংস্কৃত শাস্ত্র এবং তদীয় ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান। মুসলমানাদি জাতির কোরাণ বাইবেলাদি আর হিন্দুজাতির বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে,। সেজন্য বেদ পুরাণাদি যাঁহাদিগের শাস্ত্র তাঁহারাই হিন্দুজাতি এরূপ পরিচয় দেওয়া যায়। আর মুসলমানাদি শাস্ত্রে "মুসলমানী" সংস্কার, গবাদি ভক্ষন মক্কাদি তীর্থ, ইদ্ বকরিদাদি ক্রিয়া এবং নমাজ রোজাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে, সুতরাং ঐ সকল ক্রিয়াই তাঁহাদিগের জাতীয় চিহ্ন। আর হিন্দুর শাস্ত্রে দশবিধ সংস্কার, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠান, নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ, সন্ধ্যা, পূজা এবং যোগ সমাধি প্রভৃতি বিষয় বিহিত আছে; দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, কাশী কাঞ্চ্যাদি তীর্থ, ব্রহ্মণাদি জাতিভেদ, অশৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং গো-মহিষাদি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ আছে সুতরাং এই সকল নিষেধ বিধির পালন করাই হিন্দুজাতির চিহ্ন এবং হিন্দুর জাতীয় ভিত্তি। এতৎ সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেলে, সে জাতিকে হিন্দু জাতি বলা যায় না, আবার কোরাণাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত মুসলমান বা খ্রিষ্টিয়ান ও নহে। সুতরাং তাহা অশ্বতর জাতির মত নূতন এক জাতিতে পরিণত হয়। অতএব বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র আর তদীয় অনুষ্ঠানাবলীই হিন্দুজাতির প্রাণ স্বরূপ ইহা নিশ্চিত কথা।

এইত হইল সামাজিক দৃষ্টির কথা; আবার পরমার্থতঃ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গলের দৃষ্টিতেও আমাদের শাস্ত্র এবং তদীয় অনুষ্ঠানাদিকে অতীব গৌরবের বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। কারণ হিন্দুজাতির শাস্ত্রের মত সুগভীর অনন্ত জ্ঞানরত্নাকর শাস্ত্র-সমুদ্র আর কোন জাতির নাই এবং এইরূপ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই দুইকালের পরম মঙ্গল নিধান ধর্ম্ম ও, বোধ হয়, অন্য দেশের শাস্ত্রে নাই। তাই আজ, আর্য্য, শাস্ত্রের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী ভারতের গুণ গান করিতেছেন।

উক্ত শাস্ত্ররাশি আর তদীয় অনুষ্ঠানের অক্ষয্য ভাণ্ডার একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পণ্ডিতগণই সেই শাস্ত্রের রক্ষিতা, পালয়িতা, লালয়িতা, ও ব্যাখ্যাতা। সেই অনন্ত শাখা প্রশাখায় সুবিস্তীর্ণ বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস দর্শনাদি সমস্তই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হৃদয় ও কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মধ্যেও ইহাঁদেরই সুগভীর আত্মকন্দরে নিহিত, সুতরাং ইহাঁরা ব্যতীত আর কেহই শাস্ত্রের দুর্লক্ষ্য নিগূঢ় রহস্য সংস্পর্শে অধিকারী নহেন। তাই ইহারা আছেন বলিয়াই আজও সেই পবিত্র বেদধ্বনি অনুধ্বনিত হইয়া ভারত ক্ষেত্র পবিত্র করিতেছে, উপনিষদাবলী উদ্ঘোষিতা হইয়া অলৌকিক ব্রহ্মবিদ্যাদির জ্যোতিবিকাশের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর অধ্যাত্ম চক্ষু উন্মীলিত করিতেছে, ন্যায়, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলাদি দর্শন-সমূহ, অমোঘ শরজালের মত, বিকীর্ণ হইয়া চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির সম্মোহন অস্ত্রগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুর প্রাণ স্বরূপ ধর্ম্মধনের রক্ষা করিতেছে, সংহিতা-গণ যাবৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দর্পণ-স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রকৃতিস্থ করিতেছে, পুরাণেতিসাবলী ধর্ম্মাধর্ম্মের চিত্রাবলী হস্তে লইয়া হিন্দুর প্রাণ আশ্বস্ত করিতেছে, এবং অসঙ্খ্য প্রকার ভক্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া সমস্ত পৃথিবী আপ্লাবিত করিতেছে। কেবল

ইহাও নহে, হিন্দুজাতির প্রকৃত আদর্শ স্থানও একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ধরিয়াই অন্যান্য যাবৎ বর্ণ যাবৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই হিন্দুজাতির অস্তিত্বের প্রাণ স্বরূপ ইহা ফলায়ত্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু তাহা আর থাকিতেছে না, আজ সেই পণ্ডিতগণ একবারেই লুপ্ত হইতে বসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, পণ্ডিত সঙ্খ্যার ৸৵০ আনা অংশ কমিয়া গিয়াছে, এখন ৵০ আনা মাত্র অবশিষ্ট, সুতরাং এই অনুপাতে কমিতে থাকিলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দু সমাজ একবারেই পণ্ডিত শূন্য হইবে। আবার এখন যাঁহারা আছেন তাঁহারাও অধিকাংশই প্রকৃত ধর্ম্মের আদর্শভাবে থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা নানাবিধ অনুপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এ অবস্থায় হিন্দুসমাজের যাহা হওয়া উচিত তৎসমস্তই ঘটিয়া উঠিয়াছে। আজ সমাজকে আর প্রকৃত হিন্দুসমাজ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। ইহা সর্ব্বাংশেই সেই পৃথিবী পূজ্য আর্য্যজাতির কলঙ্ক-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহার পরিণামে আরো কি দশা হইবে তাহা ভাবিতেও হিন্দুর হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এইরূপ সর্ব্বনাশাবহ পণ্ডিত-ব্যসনের একমাত্র কারণ ইহাদের অন্নাচ্ছাদনাদির অভাব। আজকাল ইঁহাদের জীবন যাত্রার অতি দুর্গতি ঘটিয়াছে। এমন কি, প্রতিদিন সকলের আহারও ঘটিতেছে না। তাই প্রায় সকলেই অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং উদরান্নের সংস্থার নিমিত্ত নানাবিধ নিষিদ্ধ কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকগণও এই শোচনীয় চিত্র সন্দর্শন করিয়াই শাস্ত্রাধ্যয়ন উপেক্ষা পূর্ব্বক ইংরাজী শিক্ষায় নিযুক্ত হইতেছেন। অতএব হিন্দুসমাজের মঙ্গল কামনা করিলে, অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠান উপেক্ষা করিয়া এখন একমাত্র পণ্ডিতগণের জীবিকা সংস্থার চেষ্টা করাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা, অন্য প্রকারের সহস্র যত্ন, সহস্র চেষ্টা করিলেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা হওয়ার আশা করা যায় না। পণ্ডিতগণ বৃত্তিস্থ হইলেই স্বাধীনভাবে অধ্যাপনাদি করিতে পারিবেন, প্রকৃতিস্থও হইবেন, এবং তাহা দেখিতে পাইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকগণও শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে, কিছুদিন পরে, আবার হিন্দুজাতির অস্তিত্ব উজ্জীবিত হইতে পারে এমত ভরসা করা যায়। যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, সমাজ বন্ধুও নহেন, তাঁহাদেরও এই পণ্ডিতরক্ষা কার্য্যটি উপেক্ষণীয় নহে। কারণ আজ কাল ভারতবর্ষ, আমেরিকাদি সমস্ত দেশে, যাহার দ্বারা পরিচিত হইতেছেন সেই, ভারতের "আমার" বলিবার একমাত্র সম্বল পৃথিবীর চূড়ামণি সংস্কৃত ভাষা-রত্ন এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানাদি মহার্ঘ মরকত মণিগুলি পণ্ডিতগণই মস্তকে করিয়া বহন করিতেছেন, তাঁহারাই তাহার রক্ষক অতএব অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিলে, কেবল এই কারণেও "এ দেশের" প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্ডিতগণের আনুকূল্যের নিমিত্ত দায়ী, সুতরাং তাহা না করিলেই কৃতঘ্নের কার্য্য করা হয়। অতএব হিন্দু অহিন্দু সকলের পক্ষেই পণ্ডিত রক্ষার আবশ্যকতা আছে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা—

একি ভারত ? না শ্মশান।

আমরা আজ চতুর্দ্দিকে এ কি অদ্ভুত, বিকট; ভয়াবহ প্রেত-নৃত্য অবলোকন করিতেছি। ইতস্ততঃ ভীষণ শিবাগণের চিৎকার,কবন্ধ সমূহের উদ্ধত নর্ত্তন, আর্ত্তগণের আর্ত্তনাদ, যেন অনন্ত গগণমণ্ডল সমাপূরিত করিয়া উদ্ঘোষিত হইতেছে। সেই শান্তিময়ী, পবিত্রা আর্য্যভূমি আজ পাপ-রাক্ষসময়ী হইয়াছেন। রত্ন-প্রসূ ভারতভূমি আজ দুর্ভিক্ষ যাতনায় উৎপীড়িত, উদর জ্বালায় জর্জ্জরিত, হা অন্ন, হা অন্ন শব্দে পরিপূরিত। আর এ স্বর্গধামে শান্তি নাই, সন্তোষ নাই, বিবেকের উচ্চ সোপান বিধ্বস্ত, ভক্তির উত্তালতরঙ্গ স্থগিত, সদ্‌বৃত্তির প্রবল স্রোতস্বিনী আজ পরিবাধিত। আছে, কি? কিছুই নাই, সকল দিকই শূন্য, কেবল অভাবের তীব্র নিষ্পেষণ। আর পাপ বৃত্তির তীব্রতর প্রবহণ। ভারতের পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, ভারতের সে অধ্যাত্ম জ্ঞান-শশি চিরকালের জন্য অতল জলধি জলে অবগাহন করিয়াছে, সৌভাগ্য প্রসূন বিধাতার খর দৃষ্টিতে একেবারেই ম্লানায়মান হইয়াছে, সে বেদধ্বনি-ঠঙ্কার দিকভেদী নিনাদ আর ভারত-ক্ষেত্রকে পবিত্রীকৃত করে না। সাধু, সজ্জন, ঋষি, তপস্বী, আজ অতীতের কাল্পনিক কবিত্ব মূলক বাক্য বলিয়া ভারত সন্তানের বিশ্বাস। হায়! এ দুর্দ্দশা কাহাকে বলিব, এ মনোবেদনা কাহার নিকট নিবেদন করিব, এ গাত্র দাহ কোন পবিত্র সলিলে বিধৌত করিব, এ মনস্তাপ দাবানলকে কোথায় প্রশান্ত করিব। কে এ মর্ম্মস্পৃক্ বেদনাকে বিদূরিত করিয়া শান্তিদান করিবে? কৈ কেহই ত নাই, কিছুই ত নাই, ভারত আজ শূন্য, মহাশ্মশান। শশ্মানে কি মানুষ থাকে, শ্মশানে কি সাধু সজ্জন মহাত্মা থাকেন,যে আমার উত্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবেন? এখানে থাকে, ভূত, প্রেত, পিসাচ, রাক্ষস, আর থাকে, শিবা, শকুনগণ। ঐ দেখ উহারা কতই উচ্চরব করিতেছে, কতই হাস্য পরিহাস করিতেছে, আমোদ প্রমোদ, আহ্লাদ কৌতুক করিতেছে। উহারা নিজের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া পরমানন্দে বসতি করিতেছে। কতই আনন্দাভিনয় করিতেছে। কেহ ইহার উদ্ধার করিতেছে, কেহ বা উন্নতি সাধন করিতেছে। ওঃ! এ দৃশ্য কি দ্রষ্টব্য,মানুষে কি এ ভীষণ ক্রীড়া দেখিতে পারে? যে ভারত ভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী; যাহাকে দেবভূমি বলিয়া আদর করিত, পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যাহার বসতি, যাহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। সমস্ত পৃথিবী যাহার জ্ঞান মহিমার কিঞ্চিন্মাত্র তত্ত্ব অনুভব করিয়া অবনত হইয়াছে, যাহার তপঃ প্রভাবে দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত, কম্পিত, ও অনুকরণে লালায়িত, আজ কিনা অধম, নিকৃষ্টাৎ নিকৃষ্টতম, পতিতাদপি পতিততম, দীন, দুঃখী রোগী, শোকী, পরিতাপী পাপী নরকীট তদীয় তনয়গণ আপনাকে "ভারত সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ব্যাস, বাশিষ্ঠ, কপিল, বামদেব, পতঞ্জলি, দত্তাত্রেয়, ভৃগু, ভার্গব, মনু অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুনহ, জামদগ্ন্য প্রভৃতি জগন্ত ব্রহ্মণ্যদেব যে স্থানকে অলংকৃত করিয়াছেন, যে ভারত মাতার পুণ্য উৎসঙ্গ ব্যাসাদির গাত্র সংসক্ত ধূলিকণার দ্বারা পরিধূষরিত হইয়াছিল, ইহাঁরা যাহাকে মাতৃসম্বোধনে সম্বোধিত করিয়াছেন, যিনি ইহাঁদের পবিত্র মাতৃ আহ্বানে আহূত হইয়াছেন, সেই পুণ্যশীলা ভারতজননী কি এই প্রেতগণের মাতৃ সম্বোধনের যোগ্য? না ইহারা তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে উপযুক্ত? নয়, নয়, কখনই নয়। নয় বলিয়াই উহারা এখানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ও ভারতজাত বলিতে আপনা হইতেই কুণ্ঠিত হয়। ভারতের আচারাদি হইতে বঞ্চিত থাকে, এখানকার ভাষা, এখানকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টা তাহাদের ইচ্ছায়ত্ত নয়, ইহা ভারত মাতারই ইচ্ছার ফল। তাহার ইচ্ছা যে, উহারা যেন আমাকে মা বলে না, উহাদের যেন আমার বলিয়া পরিচয় দিতে কিছু থাকে না। তাই উহারা সকল বিষয়েই পৃথক্ হইয়া থাকে। অনেকে আবার উহাদিগকেই ভারতের সুযোগ্য সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তির ফল। যাহাদের সম্বন্ধে মাতার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না, যাহারা মাতা পিতা দূরে থাকুক, তাহাদের কোন ব্যবহারাদি পর্য্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাতে মাতা পিতার আচার,ব্যবহার, রীতি,নীতি,পরিচ্ছদ,কথা বার্ত্তা, খাদ্যাদি কিছুরই সাদৃশ্য নাই, প্রত্যুত সমস্তই বৈপরীত্য ধারণ করিয়াছে, তাহারাই যদি ভারতের সুযোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তবে শৃগাল কুক্কুরাদি কোন অপরাধে সুযোগ্য পুত্র হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস যাহারা যত পিতা মাতার অনুকরণে প্রস্তুত, যাহারা যত পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষিত করিতে সমর্থ,যাহারা যে পরিমাণে পিতৃ-ক্রিয়া কলাপ রক্ষিত করিয়া তদনুসারে বর্দ্ধন করিতে সামর্থ্যবান্, তাহারাই সেই পরিমাণে পিতা মাতার সুযোগ্য সন্তান। যাহারা আজ পৈত্রিক আচার হইতে বঞ্চিত, কাল ভাষা হইতে, ক্রমে ব্যবহার, রীতি, নীতি সমস্ত হইতেই অপসৃত হইয়া একটা কিম্ভুত কিমাকার হইতে পারে, যাহাদিগকে দেখিলে সেই পিতা মাতার সন্তান বলিয়া অবধারণ করাও সুকঠিন হয়, তাহারা কোন প্রমাণ—কোন যুক্তিবলে সুযোগ্য পুত্র হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহারা জন্মগ্রহণ মাত্রেই পৈত্রিক আচারাদি তুলিয়া দিতে প্রস্তুত, পৈত্রিক ক্রিয়া কলাপ অসভ্যের কুসংস্কার বলিয়া উৎসন্ন করিতে বদ্ধপরিকর, যাহারা পৈত্রিক অপূর্ব্ব, অনুপম ভাষাকে অসভ্যের চিৎকার বলিয়া অবমানিত করিতে অসংকুচিত, যাহারা পৈত্রিক অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারকে মূর্খের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিতে নিরঙ্কুশ, তাহারা যে কোন বলে ভারতের সুসন্তান তাহা আমাদের চিন্তার অবিষয়।

আবার আজ কাল অনেকেই প্রোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া থাকেন যে, আমরা দিন দিনই উন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু এসংস্কার ও আমাদের বিশ্বাসে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। দেশের লোক, কি বানিজ্য, কি শিল্প, কি আয়ুর্ব্বেদ, কি অধ্যাত্ম বিদ্যা, কি ব্যবহার নীতি, কি সভ্যতা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই দেশীয় উন্নতি দেখিতে পান, কিন্তু আমাদের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক বিষয়েই আমাদের অবনতি, অধঃপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। উন্নতির লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা উন্নতি উন্নতি বলিয়া উদ্‌ঘোষণা করেন, তাঁহারা একবার যদি অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইয়া অনুধাবন করেন, তবে তাহাঁদিগকে ও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের আজ কাল কিছুমাত্র কোন বিষয়ের উন্নতি নাই, প্রত্যুত মহতী অবনতি সঙ্ঘটিত হইতেছে। বাহিরের আপাত দৃষ্টিতে উন্নতি বলিয়া প্রতীতি হয়, সত্য, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাকে উন্নতি নামে অভিহিত করা যায় না। দেশের উন্নতি বলিলে দেশীয় দ্রব্যাদির পারিপাট্য বুঝিতে হয়। দেশীয় দ্রব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার সংস্কার করার নামই দেশীয় উন্নতি। আপন দেশের জিনিষের যদি কোন দোষ থাকে, তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মাণ করা অথবা দেশের কোন ব্যবহারোপযোগী বস্তু না

থাকিলে তাহা শিক্ষা করিয়া দেশের অভাব বিমোচন করাও দেশীয় উন্নতি বলা যায়। কিন্তু দেশীয় দ্রব্যাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া অন্য দেশাগত দ্রব্য দেশীয় ব্যবহারোপযোগী করাকে দেশীয় উন্নতি বলা যায় না। প্রত্যুত যে দেশের দ্রব্য তাদৃশ আধিপত্য লাভে সমর্থ, সেই দেশীয় উন্নতি বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা যুক্তি যুক্ত। কারণ তত্তৎ দেশীয় দ্রব্য এত উপাদেয় যে, ভিন্ন দেশীয় দ্রব্যের চিরাক্ষুণ্ণ সিংহাসনকে ও বিলোড়িত ও স্থান ভ্রষ্ট করিয়াছে। সুতরাং তাদৃশ দ্রব্যেরই বলবত্তা, তাহারই অক্ষুণ্ণ স্থায়িতা। আমরা যদি অভিনিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই, আমরা এই দেশীয় লোক হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে পরমুখাপেক্ষী, আমাদের যাহা কিছু দেশের সম্বল ছিল, তাহা দিন দিন সমস্তই বিধ্বংশ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আমরা বিদেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া আছি। সামান্য কোন ব্যবহারের দ্রব্য ও দেশান্তর হইতে না আসিলে আমরা ব্যবহার কার্য্যে অন্ধ হইয়া থাকি, সুতরাং বিদেশই আমাদের অস্তিত্বের অবলম্বন রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্রব্যের কোন নাম করার প্রয়োজন নাই, এক কথায় বলিতে হইলে, এই বলিতে হয়, আমরা প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এখন পরাপেক্ষী হইয়া আছি। ইহা অবশ্যই আমাদের ভাবি দুঃখের নিদান তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এতাদৃশ সুযোগ্য রাজার রাজ্যে বাস করিয়াও, বহুল দ্রব্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও কিছুই, আমার করিয়া লইতে পারিলাম না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়, অনুতাপের চরম মাত্রা তাহাতে আর অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। আমরা দেশের দ্রব্য সমস্তই হারাইয়াছি ইহা আমাদের শোচনীয় অবস্থা অবশ্যই সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যদি আমাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই, ভারত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে বাসনা করি, তবে ধর্ম্ম রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আচারাদি সমস্তই দেশীয় ভাবে শিক্ষা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, নতুবা ফাঁকা কথায় কোনই ফল ফলিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত ১৮১৪ শকের (১২৯৯ সনের) বৈশাখ মাসে ধর্ম্মমণ্ডলী,এই বেদব্যাস পত্রের স্বত্ব এবং কার্য্য নির্ব্বাহাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া, তদনুসারে ১৮১৪ এবং ১৮১৫ শক (১২৯৯ এবং ১৩০০ সন) এই দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেদব্যাসকে মুখপত্ররূপে পরিগণিত করিয়া যথা সম্ভব ইহার প্রকাশাদি করিয়াছেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইহার আয় ব্যয়ের ভারও ধর্ম্মমণ্ডলীর হস্তেই নিহিত ছিল, এবং ইহার লিখিত বিষয় ও অন্যান্য ব্যবহারাদির নিমিত্ত দায়িত্ব ও ধর্ম্মমণ্ডলীর শিরেই বিন্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন সে ভার বহন করা কিছু কষ্টকর হইয়াছে। কারণ এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্যান্য কার্য্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই জন্য ধর্ম্মমণ্ডলীর অভিভাবকগণের, বেদব্যাস পর্য্যবেক্ষণে, অতি অল্প অবকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ, বেদব্যাসের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার যাঁহার প্রতি বিন্যস্ত ছিল, সেই প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রাধ্যাপন কার্য্যে সর্ব্বদা বিলিপ্ত থাকায় তিনিও ইহার অধ্যক্ষতাভার রাখিতে পারিতেছেন না, সুতরাং বেদব্যাস এ দুই বৎসরে সমাজের নিকট যেরূপ গৌরবে সমাদৃত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহা না হইতে পারেন। এজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী বেদব্যাসের ভার অবতরণ করাই স্থির করিলেন, এবং তদনুসারে, ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার কার্য্যভার, সম্পাদকতা, স্বত্ব, দায়িত্ব এবং আয় ব্যয়াদির সমস্ত ভার প্রত্যর্পণ করিলেন। আগামী ১৮১৬ শক(১৩০১ সন) হইতে বেদব্যাসের উল্লিখিত কোন বিষয়ের সহিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কোনরূপ সংস্রবই থাকিল না, সুতরাং ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখপত্র নামে রহিল না,শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ রহিলেন না, এবং শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত ইহার যে সম্পর্ক ছিল তাহাও থাকিল না।

এখন হইতে বেদব্যাস ৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহারই অধ্যক্ষতায় এবং সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইবে। সুতরাং তিনিই ইহার সমস্ত বিষয়ের দায়ী এবং সত্বাধিকারী হইলেন। অতএব আগামী বৎসরের (১৩০১ সনের) বেদব্যাসের জন্য যে কোন বিষয়ের কোন পত্রাদি লিখিতে হয়, কিম্বা মূল্যাদি পাঠাইতে হয় তৎসমস্তই সকলে উল্লিখিত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর (১৩০০) বা গতবৎসরের (১২৯৯ সালের) মূল্য যাঁহাদের নিকট বাকী আছে তাঁহারা উক্ত মূল্যের

টাকা ৩নং ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেই পাঠাইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিলেও এই খানেই লিখিবেন কিন্তু অন্যত্র টাকা পাঠাইলে তাহা এখানে ওয়াশীল পড়িবে না, সুতরাং তজ্জন্য গ্রাহকগণই দায়ী থাকিবেন। যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৩০১ সনের) জন্য অগ্রিম টাকা দিয়াছেন তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই করা যাইবে। যদি শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিতে বলেন তবে তাঁহাদের নামে জমা করাইয়া দেওয়া হইবে, আর যদি তাঁহাদিগের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বলেন তবে তাহাও করা হইবে। কিন্তু তাঁহারা কিছু না লেখা পর্য্যন্ত সে টাকা আমাদের নিকটই থাকিবে।

এখন হইতে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত বিবরণ ও বক্তব্য বিষয়াদি যথা সম্ভব এবং সুবিধা মতে বঙ্গবাসী, জন্মভূমি এবং বেদব্যাস এই তিন পত্রেই প্রকাশিত হইবে, আবশ্যক বোধ করিলে অন্যান্য হিন্দু পত্রিকায় ও প্রকাশ করা হইবে কিন্তু বেদব্যাসকে প্রকাশ করিতেই হইবে এমত কোন নিয়ম রহিল না। এবং ধর্ম্মমণ্ডলী, বেদব্যাসের দ্বারা বিবিধ ধর্ম্মসভা, হরি সভাদির সহিত যেরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন তাহাও থাকিল না। বেদব্যাস ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে একবারে পৃথগ্‌ভূত হইলেন। ইতি—

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধামাদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

	বার্ষিক,
শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর ষষ্ঠীতলা	৬৲
„ কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী শিবপুর ধর্ম্মতলা।	১৲
„ সুরেন্দ্রকুমার বসু ২২৫ নং সদররাস্তা, শিবপুর	৬৲
„ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর, আমলকীতলা লেন	২৲
„ শ্রীমতী সুলোচনা দেবী ২৫ কালী কুমার মুখোপাধ্যায়ের গলি, শিবপুর	৩৲
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দে হাবড়া কয়লাডিপো	১৲
„ নফরচন্দ্র বসু হাবড়া নীলমণি মল্লিকের লেন	১৲
„ ভূতনাথ দাস হাবড়া, কয়লার ডিপো	১৲
„ নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ নং কালাকুণ্ডের গলি হাবড়া	১৲
„ নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাড়কাটা গলি, হাবড়া।	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাতঘরা, পোঃ বেতর, হাবড়া	১৲
„ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য হাবড়া বেঙ্গল নাগপুর কোল কোম্পানির কয়লা ডিপো	১৷৷০
„ গোপালচন্দ্র সরকার শালিখা, পিলখালা	৬৲
„ পূর্ণচন্দ্র সাতরা ৪৬ নং ষ্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী বড়চারা, পোঃ সবং মেদিনীপুর।	একালীন ১৲
„ সারদাচরণ শর্ম্মা পোঃ হুমহুমা, ডিব্রুগড়	১৷৷
„ হরিলীলা সম্বোধিনী সভা ও বাল্যাশ্রম খুরুট, ব্যাটরা, হাবড়া	১০৲
„ দীননাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার ঢাকা	২৲
„ হরলাল চক্রবর্ত্তী হেড্‌কনষ্টেবল লাল বাগ, ঢাকা	৩৲
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মোক্তার ঢাকা।	২৲
„ রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবনীন্দ্র ময়নাগড়, মেদিনীপুর	২৲
„ রাজা প্রেমানন্দ বাহুবনীন্দ্র ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাস ঐ	২৲
„ গরীব ব্রাহ্মণ	৫৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহেশপুর পোষ্ট বাহু, বারাশত	১৲
„ রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায় পাণিহাটি, পোষ্ট শোদপুর	২৲

	বার্ষিক	এককালীন
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু ৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৩৲	
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শিবপুর, মন্দিরতলা, হাবড়া	১৲	
„ মথুরানাথ সেন নীলখি ফরিদপুর		১৲
„ যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভাঙ্গা, ফরিদপুর	১৲	
„ অধরচন্দ্র দে ব্যাঁটরা, হাবড়া	১৲	
„ মতিলাল বসু শিবপুর লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি		১৲
„ শম্ভুচরণ দে শিবপুর, চটের কল, কাওড়া পাড়া লেন	১৲	
„ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত ভাঙ্গা, ফরিদপুর	১৲	
„ গুরুচরণ বসু ঐ	১৲	
„ গঙ্গাচরণ ঘোষ ঐ	১৲	
„ রাসবিহারি মজুমদার	১৲	
ঐ	১৲	
„ প্রসন্নকুমার রায় ঐ	১৲	
„ পরমেশ্বর চন্দ্র দাস ও গোপাল চন্দ্র দাস দক্ষিণ ময়না, মেদিনীপুর।	৪৲	
„ প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ঐ	৩৲	
„ গিরিশ চন্দ্র দাস ঐ	৩৲	১৲
„ অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর, ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি	৬৲	
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ঈশ্বর গঙ্গোর গলি, কালীঘাট	৩৲	
„ তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর, মন্দিরতলা	১৲	
„ কেদারনাথ সরকার দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি	১৷৷০	
„ কানাইলাল ঘোষ উকীল বর্দ্ধমান		৩৮১০
„ অবিনাশচন্দ্র দাস মুদিয়ালি, গার্গেন্স রিচ পোঃ	১৲	
„ জগমোহন দে দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাবড়া	১৲	

	বার্ষিক	এককালীন
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ হালদার শিবপুর হালদার পাড়া লেন, হাবড়া	১২৲	
„ জাহ্নবীচরণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ চুচুড়া, বড়বাজার	১০৲	
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মীর হাট, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা বর্দ্ধমান	১৲	
„ ধরণীধর মল্লিক আনন্দচন্দ্র দত্ত ও জয়নারায়ণ সাতরার গলি, দক্ষিণ ব্যাঁটরা হাবড়া	১৷৷০	
„ কালীচরণ সেন উকীল গৌহাটি, আসাম		৮৷০
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬৬ নং চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর	৩৲	
„ বসন্তকুমার দত্ত ৮১ নং শালকিয়া ক্ষেত্রমিত্রের গলি	১৲	
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি, শিবপুর	১৲	
„ শ্রীনাথচন্দ্র দাস দক্ষিণ ময়না মেদিনীপুর	১৲	
„ জীবনারায়ণ দাস ঐ	১৷৷০	
„ রামচাঁদ ভূঞা মাস মচক, মেদিনীপুর	১৲	
„ উমাচরণ দাস আসমান, মেদিনীপুর		২৲

ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি-ব্যবস্থা।

মফস্বলের যে সমস্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম মণ্ডলীর সাহায্য দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নলিখিত স্থানের নিম্ন লিখিত মহাত্মগণকে ধর্ম্মমণ্ডলীর দান সংগ্রহের প্রতিনিধি ভার সমর্পিত হইল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর সাহায্যের নিমিত্ত যাঁহার যাহা কিছু দিতে অভিলাষ হয়, তাঁহারা, সেই সকল সাহায্য নির্দ্দিষ্ট মহাত্মাগণের নিকটে প্রদান করিলেই ধর্ম্মমণ্ডলী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সাহায্য দাতাগণের নাম ধাম সহ প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গবাসী ও বেদব্যাস পত্রে প্রকাশ করা হইবে। দাতাগণ অর্থ দানের সঙ্গে তাহার মাসিক, বার্ষিক, এবং এককালীনাদি বিবরণ ও নিজের নাম ধাম প্রতিনিধি মহাশয়দিগের নিকট লিখিয়া দিবেন। এখন হইতে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহের দাতাগণের মণিঅর্ডার ব্যয় এবং পোষ্ট আফিসে গতায়াতাদি কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটই থাকিল না। চারিটী পয়সা দিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই দিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি মহাত্মগণের নাম ও ঠিকানা,—

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার। শ্রীহট্ট।
„ ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,—উকিল, জজ্ কোর্ট—শ্রীহট্ট।
„ চন্দ্রনাথ নন্দী, একষ্ট্রা এসিস্‌ট্যান্ট কমিসনার শ্রীহট্ট।
„ কালীচরণ সেন, উকিল জজ্ কোর্ট—এবং
„ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—পোষ্টমাষ্টার, গৌহাটী।
„ জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—মোক্তার, বরিশাল।
„ অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, জজ্‌কোর্ট উকীল, ফরিদপুর।
„ বরদাশঙ্কর দাস গুপ্ত,—উকীল, ভাঙ্গা।
„ তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত চট্টগ্রাম।
„ উমাচরণ চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন পটিয়া সুচক্রদণ্ডী।
„ ভারতচন্দ্র বিদ্যানিধি,—উকীল, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া।
„ জয়কুমার দত্ত, কাছাড়—
„ মদনমোহন দত্ত, মোক্তার
„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট কলেজ এবং
„ প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট কলেজ, ঢাকা।
„ দীননাথ লাহিড়ী—রেলিব্রাদর্স আপিস্, নারায়ণ গঞ্জ।
„ আশুতোষ লাহিড়ী, ইন্‌জিনিয়ার— রঙ্গপুর।
„ মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যারত্ন এবং
„ প্যারীমোহন দত্ত ধুবড়ি—
„ শশিকুমার নিয়োগী উকীল, এবং
„ জয়চন্দ্র সান্নাল উকীল জলপাইগুড়ি।
„ মোহিনীমোহন গুহরায়—প্রফেসর, কোচবিহার।
„ ভবানীচরণ দত্ত উকীল, খুলনা।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উকীল, বর্দ্ধমান।
„ হরিবোলদাস গুপ্ত, বীরভূম, কালেক্টরী আফিস্।
„ নবীনচন্দ্র সরকার, মুঙ্গের, আফিঙ আপিস্।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বি, এ, ভাগলপুর।
„ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার,—অডিট আফিস্, জামালপুর।
„ লালবিহারী মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। শিবপুর।
„ মুটবিহারী পাল ও অধরচন্দ্র দে, ব্যাঁটরা।
„ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একজামিনার্স আফিস কলিকাতা।
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, কদমতলা।
„ ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী, মেদনীপুর দক্ষিণ ময়না।
„ বানেশ্বর পত্রনবিশ, জজকোর্ট উকীল ও
„ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার— ময়মন সিংহ।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চৌধুরী, উকীল,
„ হরচরণ নিয়োগী
„ বিহঙ্গ প্রসাদ দাস সেরাজগঞ্জ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তির ব্যবস্থা।

ধর্ম্মমণ্ডলী পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বৃত্তি ব্যতীত সম্প্রতি আর নয় জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিমিত্ত বার্ষিক মোট ৬৩২ টাকার বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল পণ্ডিত মহাত্মাগণ উল্লিখিত বৃত্তির প্রতিগ্রহিতা নিম্নে তাহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান। (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত অর্থ হইতে) বার্ষিক ৭২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ
বর্দ্ধমান (ঐ) বার্ষিক ৬০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন।
ধর্ম্মপুর চট্টগ্রাম (সাধারণের অর্থ হইতে) বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন
অগ্রদ্বীপ, বর্দ্ধমান (ঐ) বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ
মহেশপুর, নদীয়া (ঐ) বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ
বাশাঁইল বিক্রমপুর (ঐ) বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ
বাঙ্গড়া, কুমিল্লা (ঐ) বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ কাব্যনিধি
ত্রিঃ চন্দননগর, বুড়া শিবতলা (ঐ) বার্ষিক, ৫০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
ধর্ম্মমণ্ডলী আলয়ে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক।
বার্ষিক, ২০০৲ টাকা।
মোট—নয় জন, বার্ষিক ৬৩২৲

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আজ ১৩০০ সনের শেষ মাস, এই মাস খানি গেলেই এই বৎসর সমাপ্ত হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের গ্রাহক মহোদয় গণের

নিকট এখন ও ১২৯৯ সালের বেদব্যাস পত্রের মূল্য বাকী আছে। আমরা বার বার জানাইয়াছি যে, আপনারা বেদব্যাসের মূল্য আর বাকী রাখিবেন না। কারণ এখন পর্য্যন্ত বেদব্যাস অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে, ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, ইহা আপনাদের আদরের দ্রব্য-ধর্ম্মমণ্ডলীর বস্তু, ইহার কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধিতে ধর্ম্মমণ্ডলীরই ক্ষতি বৃদ্ধি, সুতরাং নিজের প্রিয়বস্তুর ক্ষতি জনক কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত না হন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা, আপনাদিগকে আবার অতিনির্ব্বন্ধের সহিত বলিতেছি, যাঁহাদের নিকট ১২৯৯ এবং বর্ত্তমান (১৩০০) সনের মূল্য বাকী আছে, তাহা আর কাল বিলম্ব না করিয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৩ নং ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। বার্ষিক মূল্য অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে না পাইলে কাগজ চালান নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার। গ্রাহক মহোদয়গণ! আপনারা কেহই টাকা পাঠাইতে আর বিলম্ব করিবেন না। আপনাদিগকে যেন আর পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিতে না হয়। টাকা পাঠানের সময় সকলেই কুপনে নিজ নাম ধাম ও গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ একবার পাঠ করুন।

বেদব্যাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে হিন্দু সন্তানকে শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করাই বেদব্যাসের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য ভার বহন করিয়া, বেদব্যাস আট বৎসর কাল বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া হিন্দু সাধারণকে নানা বিধানে উপদেশাদি দিতেছেন, এই আট বৎসরের মধ্যে হিন্দুকে শাস্ত্র চর্চ্চায় যদি কথঞ্চিৎও মনযোগী করিতে পারিয়া থাকেন তবেই যে বেদব্যাসের উদ্দেশ্য কতকাংশও সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদে নানা প্রকার শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও অন্নাক্লিষ্ট বাঙ্গালির সামর্থ্যে তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা সম্ভব পর নহে—বিশেষতঃ যে জাতির মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ কোন রূপ ক্রিয়া করিতে সম্পূর্ণ রূপ অনভ্যস্ত। সেই জন্য আমরা সংকল্প করিয়াছি যে মধ্যে ২ যতদূর আমাদের শক্তিতে কুলাইবে আমরা বেদব্যাসের পাঠকগণকে শাস্ত্র গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিব। কিন্তু প্রকৃত গ্রাহক নির্ব্বাচন জন্য কএকটী নিয়মে বাধ্য করিয়া গ্রন্থাদি বিতরিত হইবে। কারণ, বেদব্যাস পরিচালন ব্যয় সৌকার্য্যার্থে যে বার্ষিক সামান্য সাহায্য গ্রাহকগণ কৃপা করিয়া বেদব্যাসকে দিয়া থাকেন তাহাও লাভে বঞ্চিত করিলে তাঁহাকে কি করিয়া বেদব্যাসের গ্রাহক মধ্যে গণ্য করিব? সেই জন্য নিম্নলিখিত রূপ নিয়ম স্থির করা হইল। যাঁহারা বেদব্যাসের বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা দিয়া থাকেন তাঁহারা বেদব্যাসের উপহার প্রেরণের ডাক ব্যয়াদির খরচ জন্য ।০ আনা মোট ৪।০ টাকা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পাঠাইলে—

উপহার।

১ম। ঈষোপনিষৎ, মূল, টীকা,ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।
২য়। কেনোপনিষৎ, „ ঐ ঐ ঐ
৩য়। শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।
৪র্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,মূল, অন্বয় ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।

এই ৪ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাইবেন। যাঁহারা বেদব্যাসের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা দিয়া থাকেন তাঁহারা ২৵০ আনা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পাঠাইলে—

উপহার।

১ম। ঈষোপনিষৎ, মূল,টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।
২য়। কেনোপনিষৎ, ঐ ঐ ঐ ঐ
৩য়। শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।—

এই তিন খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাইবেন।

আরও দ্রষ্টব্য।

আবার যদি বেদব্যাসের ২৲ টাকার গ্রাহকগণও "৩০শে বৈশাখের" মধ্যে "দুই টাকা চার আনা" পাঠান তাহা হইলে ৪৲ টাকার গ্রাহকের ন্যায় তিনিও উক্ত তিনখণ্ড পুস্তক ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক খণ্ড পাইবেন।

অতএব এ সুযোগ যেন কেহই পরিত্যাগ না করেন। ইহাও এস্থলে বলিয়া রাখি যে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে কাহাকেও উক্ত নিয়মে গ্রন্থ দিতে সমর্থ হইব না। অতএব গ্রাহকগণ সত্বর টাকা প্রেরণ করুন। বেদব্যাস-সত্ব ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রত্যর্পিত হওয়ায় সম্পাদক কর্ত্তৃক আমি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি যে এখন হইতে (১৩০১ সন) বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি সমস্তই সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ৭০ নং সুকীয়াষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীপরমেশ্বর মুখোপাধ্যায়।